গৃহস্থ-জীবন।

ব্যবহারাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিতা ও কন্যা।

সর্ব্বেশ্বর বিদ্যাবিনোদ সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন। তিনি নিতান্ত সেকেলে টুলো-ভট্টাচার্য্য ছিলেন না। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার কিছু জ্ঞান ছিল; কলেজে অধ্যাপনা করিয়া ওষ্ঠদন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আজিকালি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া শেষদশায় গবর্ণমেণ্টের বৃত্তির উপর নিরুপদ্রবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি ছাড়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থও আছে। কলেজের চাকরী করিবার সময় অন্নপ্রাশন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদির নিমন্ত্রণ পত্র ও হক না হকের ব্যবস্থা দেওয়ায় বেশ দশটাকা লাভ ছিল। তিনি স্বভাবতঃ কিছু মিতব্যয়ী; তাহাতেই দশটাকা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সংসারে অন্নবস্ত্রের কষ্ট ছিলনা। এখনও বাজে উপায় কম নাই। যজমান, শিষ্য

সেবকদিগের বাড়ীর নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্ম্মে সংসারের অধিকাংশ ব্যয় সংকুলান হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় দেখিলে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে সুখী বলা যাইতে পারে। পঠদ্দশায় আতপ তণ্ডুল আর কদলী ফল ভক্ষণ করিয়া তিনি যে প্রভূত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহাকে চিরজীবনের তরে সুখী করিয়াছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিতা। তাঁহাদিগের দুইটী কন্যা। প্রথমাকন্যা কৈলাস বাসিনী। তিনি শ্বশুরালয়েই প্রায় থাকেন। কনিষ্ঠা কন্যা বিন্দুবাসিনী এখনও পিত্রালয়ে অবস্থিতি করেন, বিবাহের পর এপর্য্যন্ত দ্বিরাগমন হয় নাই। একাদশ বর্ষে তাঁহার পরিণয় হয়, যোড়াবছরের অনুরোধে তাহার পরবৎসরটাও কাটিয়াছে। এ বৎসর কালশুদ্ধ, শুক্রদেবও পশ্চাতে উদিত, কোন ওজর আপত্তি করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিন্দুবাসিনী কনিষ্ঠা কন্যা, এজন্য তিনি তাঁহার মাতার কিছু অধিক আদরের। বিন্দুকে শ্বশুর বাড়ীতে বিদায় দিলে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবার কেহ থাকেনা, এজন্য কোন মতে তাঁহার ইচ্ছা নয় যে কিছুদিন বিন্দুকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দেন। এজন্য কর্ত্তাকে বিশেষ অনুরোধও করা হইয়াছিল যে, শাস্ত্রসঙ্গত কোন প্রতিবন্ধকতার ওজর করিয়া বিন্দুকে আর একটা বৎসর রাখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু জামাইটী কুলীনের ছেলে, তায় ইংরাজী-নবিশ, বিদেশে চাকরী করেন, তিনি বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন—না পাঠাইলেই নয়—এজন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণীর পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না, কন্যা বিন্দুকে পাঠাইতে স্বীকার করিলেন।

তখনও দ্বিরাগমনের দিন নিকট নহে, প্রায় দুইতিন মাস বিলম্ব, কিন্তু গমন অবধারিত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহিণী একদিন স্বামীকে বলিলেন,—"যদি তা'রা একান্তই বিন্দুকে লইয়া যায়, তবে আগে থাক্‌তে তার ব্যবস্থা করিয়া রাখা ভাল. বিন্দু সেখানে সকল কাজে যা'তে সুখ্যাতি পায় তেমন কত্তে হবে।"

সর্ব্বে। বিন্দুকে আর সে সব শিখাতে হবেনা, সকলেই ত'সে জানে।

বি, মা। তা ব'লে নিশ্চিন্ত থাকা যায়না। কোন্‌কালে কখন কি ব'লে দেওয়া হয়েছে তা কি তার মনে আছে?

সর্ব্বে। আচ্ছা তবে আমার যা যা শিখাবার আছে শিখাইয়া দিব, বাকী তুমিও সকালে বৈকালে এক এক বার কাছে করে বসো।

কর্ত্তব্যকার্য্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন একমুহুর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিবার লোক নহেন। তিনি সেই দিন [illegible]ক করিয়া কন্যা বিন্দুকে আপনার নিকট ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন মা! বাল্যাবধি তুমি আমার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা পাইয়াছ সে সমস্ত মনে আছে ত'?"

বিন্দু। সব কথা ঠিক মনে নাই। কতক সম্পূর্ণ মনে আছে, কতক ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কতক বা একেবারে ভুলে গিয়াছি। এখন আর একবার বলে দিলে বোধ হয় কখন ভুলিব না।

সর্ব্বে। আচ্ছা, সে ত' একদিনে শেষ হইবার নহে, তোমাকে আমি অবসরমত প্রত্যহই ক্রমে ক্রমে তোমার যে সকল বিষয় শিক্ষা করা আবশ্যক সে সমস্তই বলিয়া যাইব,

যে গুলি সহজে স্মরণ হইবার নহে সে গুলি লিখিয়া লইও। তোমাকে আমি বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়া শিখাইয়াছি। আশা করি তুমি কন্যা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবে।

বিন্দু। আচ্ছা, আজি হইতে আপনি সকালে সন্ধ্যায় এক এক বার আমাকে শিক্ষা দিলেই আমি সব মনে করে রাখ্‌বো। আর লিখে নেবার কথা যা বল্লেন দরকার হলে তাও কোরবো।

সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই দিন হইতে প্রতিদিন দুইবার করিয়া বিন্দুবাসিনীকে উপদেশ দিতেলাগিলেন। বিন্দুবাসিনী পিতৃগৃহে থাকিয়া যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাই "গৃহস্থ-জীবন' নাম দিয়া আমরা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছি।

"দেখ মা! এখন তুমি বালিকা। তোমার সাংসারিক জ্ঞান এপর্য্যন্ত কিছু মাত্র জন্মে নাই; সংসারে কিরূপে চলিতে হয়, আত্মীয়-গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবাসী, অতিথি-অভ্যাগত, অনুগত দাস-দাসী দিগের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হয় কিছুই তুমি জানন। এমন কি কিরূপে আপনার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, পীড়া হইলেই বা তৎপ্রতিকারের জন্য কিকি উপায় অবলম্বন করিতে হয় ইত্যাদি সংসারের আবশ্যকীয় বিষয় কিছুই তোমার পরিজ্ঞাত নহে। বিবাহের পর সবে মাত্র এই তুমি প্রথম বার শ্বশুরালয়ে যাইতেছ। এতদিন পিত্রালয়ে আছ, শৈশবাবধি এখানে প্রতিপালিত হইয়াছ—এখানকার সকলের সহিত তোমার আজন্ম পরিচয়। তাহাদের কেহ

তোমার সহিত বালসখীত্ব প্রযুক্ত, কেহ বা তোমার জননীর, কেহ বা আমার ভালবাসার বা ভক্তিশ্রদ্ধার বশীভূত হইয়া তোমাকে ভাল বাসেন। অথবা যাহাদিগের সহিত তোমার সর্ব্বদা সহবাস, এমন সখীভাবাপন্ন বালিকারা তোমার নিজ-গুণে তোমাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্ন করে, এবং ভাল বাসিয়া থাকে। কিন্তু তুমি অতঃপর সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে যাইতেছ। সেখানে তোমার আত্মীয় অনাত্মীয় কাহারও সহিত জানা শুনা নাই, এবং তাঁহারাও তোমাকে ভালরূপে জানেন না। তাঁহারা কিরূপ স্বভাবের লোক তাহা তুমি অবগত নহ, আর তোমারই বা স্বভাব কেমন তাঁহারাও তাহা জানেন না। অথচ তোমাকে তাঁহাদিগেরই সহিত চিরদিন বাস করিতে হইবে; তাঁহাদের সুখে সুখী এবং তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে। যাহাদিগকে ভালরূপ জান নাই তাঁহাদিগের সহিত ভালবাসা বিনিময় করিতে হইবে এবড় সহজ কথা নহে। যাহার সহিত বাল্যাবধি পরিচয়, যাহার অন্তর্বাহ্য উত্তমরূপ দেখিয়া লইয়াছ, বুঝিয়া চলিতে না পারিলে তাহারও সহিত মনের ছোট বড় হয়। তবে তুমি বালিকা, বুদ্ধির ততটা পরি-পক্বতা জন্মে নাই। এঅবস্থায় অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের সহিত এক পরিবারভুক্ত থাকিয়া সুযশ ক্রয়করা অল্পবুদ্ধির কার্য্য নহে। কিন্তু তুমি স্বভাবতঃ যেরূপ শিষ্ট-শান্ত, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তুমি অল্প আয়াসেই সকলের প্রশংসা লাভ করিতে পারিবে।

চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সকলগুলিরই এক একটী ক্রিয়া, যথা—দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট আছে—কিন্তু

জিহ্বার ক্রিয়া দুইটি, এক স্বাদগ্রহণ, দ্বিতীয় বাক্য কথন। দেখ, জগতের সকল রস অপেক্ষা মিষ্ট রস যেমন প্রিয় তেমন আর কিছুই নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোথাও বৈষম্য নাই; ইহাতেই তিনি মানবকে যেন শিক্ষা দিয়া রাখিয়াছেন যে, মিষ্টরসাভিলাষিণী জিহ্বার তৃপ্তিজন্য সুরস ব্যতীত কুরসে যেমন প্রবৃত্তি হয় না, তেমনি তাহা হইতে কটুকুষাণ বাক্য নির্গত করিয়া তাহাকে কলুষিত করাও উচিত নয়। কিন্তু নির্ব্বোধ মানব তাহা বুঝিলে ভাবনা ছিল কি? সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার স্বর্গীয় পবিত্র উপদেশ জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহা সকলে বুঝিয়া চলিলে মানুষের আর দুঃখ কিসের? অতএব সকলকেই মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবে, কাহারও প্রতি নীরস কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিবে না। সংসারে এমন পামর কেহই নাই যে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট না হয়। মিষ্ট কথায় শত্রুও বশীভূত হয়, ক্রোধের একটানা স্রোত উজান বহে, এইকারণ সর্ব্বদা সকলকে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না।

তাহার পর সদাচার;—মিষ্টকথা শুনিবামাত্র মন দ্রবীভূত হয় বটে, কিন্তু তাহা কাজে কুলান না হইলে ততটা সুখের তরে হয় না। কথার মিষ্টতা কাজে ঘনীভূত করিয়া লইতে পারা-কেই সদাচার বলে। মিষ্ট কথা সুগন্ধী পুষ্প,—পুষ্প যেমন দেখিতে ভাল, ঘ্রাণে তৃপ্তিকর, মিষ্ট কথাও সেইরূপ শুনিয়া কর্ণ জুড়ায়, মন শীতল হয়। সদাচার তাহার ফল,—ফল খাই-তেও মিষ্ট, আর উহা ভক্ষণে রসনার যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, উদরেরও তেমনি পরিতোষ হয়। সেই সদাচারে লোক আরও বশীভূত

হয়। সুমিষ্ট কথা আর সদাচারে অর্থব্যয় বা কায়িক কষ্ট নাই। কুকথা বলিতেও যত সময় লাগে, সুকথা বলিতে তাহার অধিক সময় লাগেনা। ব্যবহারের পক্ষেও তদ্রূপ। তবে যাহাতে লোকের মনে আঘাত লাগে এমন বাক্য প্রয়োগ বা এমন ব্যবহার করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। অতএব সকলের প্রতি সদাচার ও সদ্ব্যবহারশীলা হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্বশুর ও শ্বশ্রূ।

শ্বশুর শ্বশ্রূ ও অন্যান্য গুরুজনবর্গকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে। সতত তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, যাহাতে মনে কষ্ট বা বিরক্তি জন্মে এমন কোন কাজ করিয়া তাঁহাদিগের অপ্রিয় হইবে না। একেত সংসারে থাকিয়া কাহারও অপ্রিয় কাজ করা অনিষ্ট ভিন্ন কদাচ ইষ্টকজনক নহে, তাহাতে আবার তাঁহারা পরমাত্মীয়, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে হইবে, তাঁহাদিগের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত তোমার ভাল-মন্দের বিশেষ সম্পর্ক। সকলের উপর তাঁহারা তোমার পূজ-নীয়। তাঁহাদিগের মনঃকষ্ট জন্মাইলে তাহাতে নানান্ অশুভের সম্ভাবনা, এমত স্থলে তাঁহাদিগকে সদা প্রসন্ন ও প্রফুল্লচিত্ত রাখিবার জন্য তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিবে। কোন কাজ করিতে হইলে তাঁহাদিগের যুক্তি ভিন্ন করিবে না। যৌবনের প্রাধান্যে মনে হঠকারিতা আপনাপনিই আসিয়া উপ-

স্থিত হয়। সেই হঠকারিতার বশবর্ত্তিনী হইয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ব্যতীত কোন কাজ করিলে নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারিবে। প্রবীণেরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া, স্বয়ং ঠেকিয়া, সাংসারিক সকল বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগের যুক্তি সকল স্থলে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যুক্তি পরামর্শ ভিন্ন সংসারে কোন কাজই করা যায় না। কেহ বা পুস্তক পড়িয়া, কেহ বা বিচক্ষণ বিবেচক ব্যক্তিদিগের বাচনিক পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। সংসারে যাঁহাদিগের সুখ দুঃখের সহিত আপনার সুখ দুঃখ ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, ও যাঁহারা বয়সে প্রবীণ, এরূপ গুরুজনের উপদেশ সকলের অপেক্ষা আদরণীয়।

শ্বশুরালয়ের শ্বশ্রূর ন্যায় হিতকারিণী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী কেহ নাই। পুত্র যেমন তাঁহার স্নেহের পাত্র ও আদরের সামগ্রী, বধূও তদ্রূপ, এজন্য তাঁহাকে জননীর সমান জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে। তোমার জননী যেমন তোমার মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন, তোমার শ্বশ্রূও তদ্রূপ করিবেন। এজন্য কদাচ তাঁহাকে ভিন্ন ভাবিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা বা যত্নের ত্রুটি করিবে না। আপাততঃ তোমার মনে হইতে পারে যে, আপনার বাড়ী ছাড়িয়া পরের বাড়ী যাইতেছ, সুতরাং পরের বাড়ীর যত কষ্ট, যত অসুবিধা সম্ভব, সকলই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। এই বিবেচনা করিয়া অশেষ ভাবনার সঞ্চার হইতেছে, কিন্তু সে সকল অফল চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থানদিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। ভাবিয়া দেখ তোমার জননীর জন্মভূমি কোথায়? যে সকল সহচরীর সহিত তিনি বাল্যকাল অতিবাহিত

করিয়াছেন তাহারা এখন কোথায়? এমন কি পিতৃকুলের পরমাত্মীয় ভাই-ভগ্নী, যাহাদিগকে এক মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষের অন্তরাল করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাহারাই বা এক্ষণে কোথায়? তিনি সেই পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় অন্তরঙ্গাদি, জন্মভূমি সকলকে ছাড়িয়া বিদেশকে স্বদেশ, পরকে আপনার করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। এখন তাঁহাকে স্থানান্তরে গিয়া পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে এখানকার পরিচয় দিয়া পশ্চাৎ, আবশ্যক হইলে, পিত্রালয়ের বিষয় বলিতে হয়।

যত দিন বাল্যাবস্থা থাকে তত দিনই বালিকারা পিতামাতার আশ্রয় ও যত্নে রক্ষিতা, তাহার পর একটু বড় হইলে যখন তাহাদিগকে শ্বশুরালয়ে গমন করিতে হয়, তখন হইতে তাহারা স্বামী-প্রভৃতি গুরুজনদিগের আশ্রিতা। এখন তোমার বাল্যকাল অতীত হইয়াছে, আর অধিক দিন আমাদিগের নিকট থাকা লোকতঃ নিন্দনীয়। উপযুক্ত স্বামীর আশ্রয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করা স্ত্রীলোকের শ্লাঘনীয়। তাহা হইলে পিতা মাতা, ভাই-ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন দিগের নিকট বিলক্ষণ আদর ও সম্ভ্রম থাকে। বিধিবিড়ম্বনায় রমণীগণকে স্বামীভিন্ন অপর আত্মীয়ের আশ্রয় প্রার্থিনী হইতে হইলেই তাঁহাদিগকে গলগ্রহ বিবেচনা করিতে হয়। পরমাত্মীয় বলিয়া আবদার করিতে সংসারে তাঁহাদের স্বামী ভিন্ন আর কেহই নাই।

প্রাণপণে শ্বশুর ও শ্বশ্রূর পরিচর্য্যা করিবে, পরমগুরুজ্ঞানে তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। কদাচ অপ্রিয় বাক্যপ্রয়োগে তাঁহাদিগের মনে পীড়া জন্মাইবে না। তাঁহাদিগের

এক এক বিন্দু অশ্রুকে এক একটী অতলস্পর্শ মহাসমুদ্র বলিয়া জানিবে। তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য অপরিমেয় সুখের উপর পড়িলেও সেই সমস্তকে রসাতলগত করিতে পারে। তাঁহাদিগের অপ্রসন্নতা তোমার প্রকৃত দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে। এজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে! দৈবাৎ ভুলভ্রান্তিতে কোন অপরাধ করিলে তৎক্ষণাৎ কায়-মনোবাক্যে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিবে, নতুবা তদ্বারা তোমার বিলক্ষণ দুরদৃষ্ট ঘটিবে। তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যে সাংসারিক যাবতীয় কার্য্যের ভার আপনি বহন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী ও সচ্ছন্দ রাখিবে। তাঁহাদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিতে গিয়া যদি অসাবধানতাও মনে কোনপ্রকার বিকার জন্মে তাহা হইলে আপনার প্রভূত অমঙ্গলের কারণ বলিয়া জানিবে। অতএব শুদ্ধান্তঃকরণে ও সরলভাবে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবে। স্বামী স্ত্রী-জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা। শ্বশুর তাঁহার জন্মদাতা, শ্বশ্রূ তাঁহার গর্ভধারিনী। অতএব তাঁহা-দিগকে মহৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিবে। প্রাণপণে তাঁহা-দের প্রতি আপনার কর্ত্তব্যকার্য্য পালন করিলে তবে বধূধর্ম্ম রক্ষা পাইবে ও প্রচুর পুণ্য সঞ্চিত হইবে; নতুবা দুর্ব্বহ পাপ-ভারে এই বিপদসঙ্কুল সংসার মধ্যে তোমাকে দারুণ দুঃখ-ভোগ করিতে হইবে। তাঁহারা যখন পুত্রগণকে বাল্যাবস্থায় লালনপালন করেন, তখন কত আশাকে মনোমধ্যে পোষণ করিয়া থাকেন,—পুত্র বড় হইয়া জ্ঞানবান হইবে, দশজনের নিকট সমাদর পাইবে, দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগের অসময়ে আনুকুল্য করিবে, বিবাহ দিয়া যে বধূলাভ করিবেন

তিনি তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যাদি দ্বারা সামর্থহইলে বার্দ্ধক্যক্লেশ দূর করিবেন। সংসারে সকল স্ত্রীপুরুষই এইরূপ আশা করিয়া থাকেন এবং এরূপে কার্য্য না হইলে সংসার নিরবচ্ছিন্ন বিষাদময় হইয়া উঠে। পিতা-মাতা পুত্র-কন্যাদিগের অসহায় বাল্যকালে প্রতিপালন করেন, পুত্র-কন্যাগণ বৃদ্ধ পিতা-মাতার অসময়ে সমধিক যত্ন লইবে, সেবা করিবে ইহাই সংসার-ধর্ম্মের প্রধানতম অঙ্গ এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত। না করিলে ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়, এবং উহা যে অকৃতজ্ঞতার একমাত্র জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিবার কথা নাই। পিতা-মাতা পুত্রকে লালন পালন করিবেন, আর পুত্রকন্যাগণ যদি তাঁহাদিগের উপকারের প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা না করিয়া উপেক্ষা করে তাহা হইলে সংসার কোন মতে চলিতে পারে না।

পুত্রগণ সর্ব্বদাই অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, এজন্য গৃহকর্ম্ম এবং শ্বশুর ও শ্বশ্রূ দিগের সেবাদির ভার সাধারণতঃ বধূদিগেরই উপর ন্যস্ত থাকে। অতএব তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা প্রাতঃকালে আপনাপন শিশু পুত্র-কন্যাদিগকে যেমন জলখাবার দেন, স্নানকালে স্নান ও আহারকালে আহার করাইয়া দেন, নিতান্ত স্থবির না হইলে, অর্থাৎ যতদিন তাঁহাদিগের উপযুক্ত সামর্থ থাকে ততদিন স্বহস্তে সে সকল কাজ না করিলেও চলে, কিন্তু তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তাঁহারা অসমর্থ হইলে উহা তোমার নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। গৃহস্থমধ্যে বহুল দাসদাসী থাকিলেও এই সকল কাজ সম্যকরূপে তাহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তথাকা কর্ত্তব্য নহে,

যেহেতু সকল সময় সকল স্থানে উপযুক্ত দাসদাসী মিলিয়া উঠে না। অতএব এই সকল মহান্ কার্য্যে ত্রুটি জন্মিলে সংসারের নানান্ অমঙ্গল এবং আপনাদিগেরও বিশেষ মনস্তাপের আশঙ্কা আছে। একারণ সতত সাবধান থাকিবে যাহাতে তাঁহাদিগের সেবার ত্রুটি না হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বামী।

বাছা বিন্দু! যে সকল কথা বলিতেছি যেন পাথরের আঁকের মত তোমার মনে লেখা থাকে, কদাচ ভুলিবে না। একটি কথা ভুলিলে তোমাকে সংসারে নানান্ কষ্টভোগ করিতে হইবে, তোমার সংসার দারুণ দুঃখের লীলাস্থল হইয়া উঠিবে, ভূরি ভূরি অখ্যাতি জন্মিবে, লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে না, আর আমাদিগকেও অপ্রতিভ হইতে হইবে। অতএব দেখিও মা! সাবধান, আমার সকল কথা যেন তোমার মনে থাকে।

দেবতাকে মনের প্রীতি ও ভক্তিসহকারে পূজা ও বন্দনাদি করিলে মনুষ্যের যেমন সকল দুষ্কৃতির খণ্ডন হইয়া বিবিধ সুখোৎপত্তি হয়, স্ত্রীলোকেরপক্ষে স্বামীকে তেমনি জানিবে। স্বামী স্ত্রীর প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ। রমণীগণের ব্রত-উপবাস, দান-ধ্যান, যপ-তপ ইত্যাদি যতকিছু ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান আছে সকলই স্বামী। তাঁহারা যদি উপরোক্ত কোন

কর্ম্ম করিতে না পারেন তবে কেবল একমাত্র স্বামীসেবা ও স্বামীভক্তিদ্বারা তাঁহাদিগের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কয়েকটী প্রধান 'ব্রত-কথায়' কেবল পতিব্রতা-ধর্ম্মের অপার মহাত্ম্য বর্ণিত দেখিতে পাইবে, এবং আমাদিগের যাবতীয় প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যরমণীদিগের বহুল গুণকীর্ত্তন পুরাণাদি গ্রন্থে পাঠ কর, তাঁহাদিগের সকলেই যার পর নাই পতিপরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধ। যাবতীয় সদ্‌গুণের মধ্যে স্ত্রীগণের পাতিব্রত্য গুণই উৎকৃষ্ট। পতিদ্বেষিণী স্ত্রীলোক সহস্রগুণে গুণবতী হইলেও নিন্দনীয়া জানিবে।

পরমেশ্বরী দুর্গা যিনি ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা ও পালনকর্ত্রীরূপে কীর্ত্তিত, তিনি পরমা পতিব্রতা বলিয়া তাঁহার অপর একটি নাম সতী। সেই সতী পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ দ্বারা আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন! দময়ন্তীর পতিপ্রাণতা দেখ! স্বামী রাজ্যেশ্বর, তিনি রাজ্যেশ্বরী ছিলেন, স্বামী বনবাসী তিনিও তাঁহার সঙ্গে বনগামিনী হইলেন, প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য স্বামী কত বুঝাইলেন, কত উপদেশ দিলেন, কিছুতেই ফিরিলেন না। পরিশেষে বনে কত কষ্ট, দৈবদুর্ব্বিপাক, কত যন্ত্রণা কিন্তু তাঁহার অটুট পতিভক্তি ও কায়মনঃ-বাক্যে পতিসেবার ফল কোথায় যাইবে? সেই রাজ্যধন, সেই সুখৈশ্বর্য্য, সেই আত্মীয়-স্বজন সকলই ফিরিয়া পাইলেন। মহারাজ রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী জানকী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ। দৈবতঃ তাঁহার স্বামী বনগমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সাধ্বী স্বামীর অনুগমন করিলেন, অরণ্যে অশেষ কষ্ট পাইলেন, দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা, যার পর নাই নিপীড়িতা, দারুণ দুর্দ্দশা-

গ্রস্তা হইয়া পরে তাঁহার সেই দুঃখের পরিহার হইল; পট্টেশ্বরী হইয়া কোশলরাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া আবার তাঁহাকে বনবাসিনী হইতে হইল। স্বামীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা হইয়াও তৎকর্তৃক নির্ব্বাসিতা হইলেন, কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও একদিনের জন্য তাঁহার প্রভূত পতিভক্তির বিন্দুমাত্রও অপচয় হয় নাই; তিনি প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের নিকট স্বামীর মঙ্গলকামনা করিতেন।

এই সকল মহিয়সী কীর্ত্তিশালিনী রমণী অশিক্ষিতা ছিলেন না। তাঁহারা আজিকালিকার সভ্য দেশীয়া স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা নানা শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। তাহার দৃষ্টান্তস্থলে খনা ও লীলাবতীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। আজি-কালিকার মহিলাগণও শিক্ষিতা হইতেছেন বটে, কিন্তু আমা-দিগের সমাজে এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার যত আগ্রহ, আবার স্থল-বিশেষে তত হাহাকারের কথাও শুনা যাইতেছে। অধুনা দেশমধ্যে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল, আবার অনেকেই তাহার প্রতিকূল দেখিতে পাওয়া যায়। যে কালে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম দেশ বলিয়া পূজিত, ভারতীয় ললনা পৃথিবীর সমস্ত রমণীর আদর্শস্থানীয়া, যাঁহাদিগের পতিভক্তি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির কথা পুরাণ ও ইতিহাসে পড়িতে পড়িতে শরীর শিহরিয়া উঠে, মন পুলকিত হয়, যাঁহাদিগের সদ্‌গুণরাশির বিষয় পাঠ করিতে করিতে মন গলিয়া জায়, যাঁহাদিগের মনের উচ্চতার পরিমাণ করিতে পারা যায় না, যাঁহাদিগের অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, অলৌকিক আত্মনির্য্যাতনের কথা স্মরণ-করিয়া দেবতা বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়, সেই দেশে

সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণের সন্ততিদিগের বিদ্যাশিক্ষা আজি উপহাসের মধ্যে হইয়াছে, শুনিতে কষ্ট বোধ হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীগণ বলেন, এখনকার অঙ্গনাকূল শিক্ষালাভ করিয়া বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠেন, সংসারের অপর সকলের সহিত বড় সহানুভূতি রাখেন না, ততটা লজ্জাশীলতা ভাল বাসেন না, স্বামীকে সেকালের মত দেবমূর্ত্তিতে দেখেন না। বাছা বিন্দু! আমি একল কথা লইয়া বড় অধিক বাদ-প্রতিবাদ করিব না, তবে এইমাত্র বলিব যে, এই সকল দোষপরিহারের জন্যই স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। তুমি বুদ্ধিমতী স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

এই কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে স্ত্রীপুরুষের শারীরিক মানসিক বৈষয়িক ব্যাপারে এতদূর ঘনিষ্ঠতা আছে যে আর কাহারও সহিত ততটা নাই। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের অনুরূপ না হইলে দম্পতির মধ্যে সুখশান্তির প্রত্যাশা বড়ই কম। অনেকস্থলে প্রায়ই একজনকে উভয়ের মধ্যে প্রবল পক্ষের মতানুসরণ করিতে হয়। এজন্য উভয় পক্ষেরই সুশিক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সুখে সম্পদে, আপদে বিপদে, স্ত্রী স্বামীর চিত্তবিনোদনে ও তাঁহাকে মন্ত্রীর ন্যায় পরামর্শদানে যত্নশীলা থাকিবেন। স্বামীও তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য। বাধ্য বলিয়া কি ন্যায়ান্যায় বিবেচনা না করিয়া তাঁহার স্ত্রীর উপদেশ পালন করিবেন? কখনই না। স্বামীকে পরামর্শ-দিতে স্ত্রীর যেরূপ অধিকার আছে, সেই পরামর্শ ন্যায় কি অন্যায় তাহা বিবেচনা করিবার জন্যও তিনি ধর্ম্মতঃ সেইরূপ বাধ্য।

স্বামী যদি ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া তাঁহার যুক্তিমত কার্য্য-করেন এরূপ হয়, তবে অসৎ বিষয়ে যুক্তি দিবার জন্য স্ত্রী তাঁহার পাপভাগিনী হইবেন।

অনেক সভ্যতাভিমানিনী মহিলা মনেকরেন তাঁহারা স্বামীর সহধর্ম্মিনী, স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী, স্বামীর সময় অসময়ে পরামর্শদায়িণী, অতএব ন্যায়ের চক্ষে দেখিতে হইলে একত্র খাওয়া-দাওয়া, সর্ব্বদা বসা-দাঁড়ান, একত্র কাজ-কর্ম্ম, হাট-বাজার সকলই করিবার তাঁহাদের অধিকার আছে; কিন্তু সে গুলি নিতান্ত দূষণীয়। আমাদিগের হিন্দু পরিবার মধ্যে এই সকল প্রথা সর্ব্বত্র সকল সময়ে বজায় করিয়া নিরাপদে চলিতে পারা যায় না। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে সম্ভ্রম রক্ষাকরা কঠিন হইয়া উঠে, এবং তদ্বারা নানা-প্রকার বিপদ ঘটিয়া থাকে ও বিলক্ষণ মনকষ্ট সহ্য করিতে হয়। অবরোধ প্রথা অনেকাংশে দূষণীয় বটে, আবার অনেকাংশে মঙ্গলদায়িকা তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের দেশের সমাজের এবং আমাদিগের নিজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই বর্ত্তমান প্রথা প্রচলিত থাকায় আমাদের কোন অমঙ্গল নাই। যাহাতে অমঙ্গল নাই, অথচ যাহা উঠাইয়া দিলে কোন বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায়না, এরূপ স্থলে উহা থাকিলে ক্ষতি কি? অন্তঃপুরে থাকিয়া স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষালাভ, জ্ঞানালোচনা সকলই চলিতে পারে। অন্তঃপুরের বাহির হইলেই যে শতগুণে তাহার বৃদ্ধি হইবে এমন কোন কথা নাই।

মা বিন্দু! তুমি আমার নিকট বাল্যাবধি শিক্ষালাভ করিতেছ।

সময়ে সময়ে তোমাকে আমি সাংসারিক নানা বিষয়ের উপদেশ দিয়াছি। বিবিধ বিদ্যায় তোমার মন পূর্ণ-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। পতিভক্তি, পতিসেবা ও পতিপ্রাণতাসম্বন্ধে তোমাকে আমি অধিক আর কি বলিব? যেমন তর্কদ্বারা ঈশ্বরাবধারণ অসম্ভব, তদ্রূপ নারিজন্মে স্বামী যে একমাত্র উপাস্যদেবতা, ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার, সংসার সুখের অদ্বিতীয় বিধাতা, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে। তাঁহার গুরুত্ব তোমার অপেক্ষা অনেক অধিক, তুমি কোন অংশে তাঁহার তুল্য বলিয়া অভিমান করিবার অধিকারিণী নও।

পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী জাতিদিগের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সমান আধিপত্য, সমান মর্য্যাদা এবং সমান আনুগত্য থাকা আবশ্যক, এবং স্ত্রীপক্ষে এতাবতের অধিকার অধিক দেখা গিয়া থাকে। এজন্য তাঁহাদিগের পুরুষজাতিকে যে সময়ে সময়ে গুরুতর অত্যাপাত ভোগকরিতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যেদেশে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার সমান অধিকার, সেই দেশে উভয়ের মনোবিচ্ছেদের অধিকারও তদ্রূপ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যে গৃহস্থলী মধ্যে স্ত্রীপুরুষে মনোবিচ্ছেদ থাকে, সেই গৃহস্থলীতে অশান্তিরও অভাব থাকে না। অতএব সতত স্বামিসকাশে শান্ত ও বিনীতভাবে অনুগত ও তাঁহার বশবর্ত্তিনী থাকিবে, তাহাহইলে তিনিও তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিবেন। উভয়ের সম্প্রীতে সংসার শান্তি ও সুখের আশ্রম হইবে। কলহ

ও বিবাদ প্রাণপণেও গৃহস্থলী মধ্যে পাদবিক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে না। তাহা হইলে সকল সুখে সুখী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেবর ও অন্যান্য আত্মীয়।

আমাদিগের হিন্দু পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে যাদৃশ সহানুভূতি ও আত্মীয়তার বন্ধনী যেরূপ দূরব্যাপিনী, একের সুখ-দুঃখ নিতান্ত আত্মীয় ব্যতিত অন্যান্য দূরসম্পর্কিত ব্যক্তিগণের সুখদুঃখের সহিত যত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ, এমত আর কোন জাতির ভিতর নাই। আমাদিগের পরিবারমধ্যে পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্রকন্যা,সহোদর-সহোদরা, পিতৃব্য-পিতৃব্যপত্নী, পিতৃব্যপুত্র-পিতৃব্যকন্যা নিতান্ত আত্মীয়। তাঁহাদিগের সহিত আমরা একান্নবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের সুখদুঃখে আপনাদিগের সুখ-দুঃখ জ্ঞান করিতে আমরা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এতদ্ব্যতীত অবস্থাবিশেষে পিতৃস্বষা, মাতৃস্বষা, মাতুলপুত্র, মাতুলকন্যা, ভাগিনেয় প্রভৃতি কুটুম্বদিগকেও আমরা এক-পরিবার-ভুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিবার জন্য দায়ী, তাহা না করিলে লোকতঃ নিন্দাভাজন ও ধর্ম্মতঃ পতিত।

অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা ব্যতীত অন্য কেহ অবশ্যপালনীয় নহে।

অপরসকলে অনুগ্রহ পাত্র ; তাঁহাদিগের ভরণপোষণভার গ্রহণ করিতে পারিলে পুণ্য ও প্রশংসা আছে, নিন্দা নাই, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে সেরূপ নহে। এই জন্যই একজন হিন্দুর পরিবার যত বড়, অন্য জাতির পরিবার তাহার চতুর্থ ভাগের একভাগ অপেক্ষাও কম। আমাদিগের মধ্যে আত্মীয় প্রতিপালনের প্রথা এরূপ বলবতী বলিয়াই আমাদিগের মধ্যে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনত্বের প্রাধান্য অধিক। যেখানে দেখিবে বড় দাদা, বা পিতৃব্য বা মাতুল দশ টাকা উপার্জ্জন করেন, দশজনকে প্রতিপালন করিতে ক্ষমবান্, সেই খানেই দেখিবে ছোট ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় বা শ্যালকশ্রেণীস্থ দুই একজন নন্দলালীগোচ বিলাসদাস আছেন। এই সকল আলালেরঘরের দুলালেরা অল্প বয়স হইতে পরের গলগ্রহ হইয়া আপনাদের আখের নষ্ট করিয়া বসে ও চিরকাল কষ্ট পায়।

এইরূপ হয় বলিয়া আমি কিছু এমন কথা বলিতেছি না যে সকল পরিবার মধ্যেই এইরূপ গলগ্রহ ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতির আত্মীয় আছেন। থাকুন চাই নাই থাকুন, যাঁহারা থাকেন তাঁহারা গলগ্রহ হউন বা পরপ্রতিপালক হউন, তাঁহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। আমাদিগের হিন্দুপরিবার এইরূপেই চলিয়া আসিতেছে। আমাদিগের আত্মীয়পালন প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। মনুষ্যজন্মে দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া যাঁহার মন আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে দ্রব না হয়, বা তাহার প্রতিকারের জন্য হস্ত মুক্ত নহে, তিনি মনুষ্যমধ্যে নীচ, ঈশ্বরের নিতান্ত বিড়ম্বিত, তিনি সাধারণ মনুষ্যের ঘৃণিত।

তুমি শ্বশুরালায়ে গিয়া কাহারও সহিত অসদ্ভাব বা অসদাচরণ করিবে না। তোমাকে সোজা কথায় বলিতেছি, সংসারে আসিয়া যিনি যত অধিক লোকের প্রিয় তিনি তত পুণ্যবান। পরানুগ্রহলাভ অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। বহুগুণ না থাকিলে লোকের প্রিয় হওয়া যায় না। দেখ, কেহ কেহ এমনিই সৌভাগ্যবান যে, পথের পথিকের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাকে এমন আপ্যায়িত করিতে পারেন যে, বিদায়কালে তিনি প্রকৃত দুঃখানুভব করেন; আবার কোথায় কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে তাহার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। আবার কেহ কেহ এমন দুর্ভাগ্যবান্ যে, পরিবারস্থ ভাই-ভগ্নী, পিতামাতা প্রভৃতির সহিত কলহ করিয়া তাঁহাদের অপ্রিয় ভাজন হয়। পৃথিবীতে এমন নৃশংস কেহই নাই যে বিনয় ও শিষ্টাচারে বশীভূত হয় না। অতএব অন্যের প্রিয় হইতে হইলে বিনয় ও শিষ্টাচার অবলম্বন করিতে হইবে। বিনয়গুণে পরম শত্রুও বশীভূত হয়, অতএব বিনয় ও শিষ্টাচারে কি ছোট কি বড় সকলকেই পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে।

পিত্রালয়ে ছোট ভাই, আর শ্বশুরালয়ে দেবর, সমান ভালবাসার সামগ্রী। এতদুভয়ের সহিত সম্বন্ধ যেমন নিকট সহানুভূতিও তেমনি মধুর। আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রমতে দেবর পুত্রবৎ পালনীয়। অতএব তাহাদিগের যত্নলইতে তাহাদিগকে স্নেহকরিতে কদাচ উপেক্ষা করিবে না। পরিবার মধ্যে যতই ভালবাসা দেখাইতে পারিবে সংসার ততই সুখময় হইবে। তাহাদিগকে সময়ে খাইতে দেওয়া, তাহাদিগের অসুখ করিলে উপযুক্ত ঔষধ দেওয়া এবং মাতৃ-

স্থানীয় হইয়া তাহাদের সকল আবদার সহ্য করিতে পারিলেই তোমার কর্ত্তব্য পালন করা হইল। সাংসারিক কার্য্যের ব্যস্ততা হেতু তাহাদিগের প্রতি কদাচ বিরক্তিভাব প্রদর্শন করিবেনা। সদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে। ধীর শান্তমতি স্ত্রীলোক সংসারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা, কথন তাঁহার কষ্ট হয় না। তিনি চিরকাল সুখে সচ্ছন্দে হাসিতে হাসিতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতে পারেন। অতএব সাবধান হও, কদাচ কাহারও প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করিও না।

স্বামীর অগ্রজ স্ত্রীদিগের পিতৃস্থানীয়। শ্বশুর যেমন ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র, তিনিও তদ্রূপ। তাঁহার প্রতি সতত ভক্তিমতী থাকিবে। তিনি তোমাদিগের পরম হিতেচ্ছু। সামান্যা স্ত্রীলোকেরা তাঁহার ও দেবরের সহিত জ্ঞাতিভাব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা ঝগড়া করে; স্বামীর সহিত তাঁহাদিগের মনোবিচ্ছেদ ঘটাইয়া সংসার মধ্যে নানাপ্রকার অমঙ্গলের সঞ্চার করে; তাহাতে কোনমতে মন্দ বই ভাল হয় না। পরিবারস্থ সকলে একত্র থাকিয়া যে কতসুখ তাহা তাহারা কথন জানে না। পৃথক হইয়া স্ত্রীপুরুষে ভাল খাইব, ভাল পরিব, অপরাপর আত্মীয়গণের দুঃখ চক্ষুমিলিয়া দেখিব না, তাহারা যেরূপ উপায়ক্ষম তাহাদের অদৃষ্ট যেমন তাহার ফলভোগ করুক, কেন তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া আপনারা কষ্ট পাই? যে সকল স্ত্রীলোক এরূপ মনে করে তাহারা সকলের ঘৃণার সামগ্রী,—তাহাদের মন অতি সংকীর্ণ, সংসারে ভগবান তাহাদিগকে কথন সুখে রাখেন না। যিনি দশজনের দুঃখ চিন্তা করেন, ও তাঁহাদের দুঃখ আপ-

নার বলিয়া জ্ঞান করেন, ঈশ্বর তাঁহার ভাল করেন, তাঁহাকে কখন কষ্ট পাইতে হয় না।

এইবার তোমার স্বামীর সোদরপত্নীগণের সহিত ব্যবহারের কথা বলিব। তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহারেই তোমার সদাচার ও সচ্চরিত্রতার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যাইবে, আর তাঁহাদিগকে সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই তোমার সুখ্যাতি সর্ব্বত্রব্যাপিনী হইবে। মনে করিয়া দেখ, তাঁহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন বংশোদ্ভূতা, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে একত্র সম্মিলিতা, পরস্পর সকলেই অপরিচিতা, এবং সকলেই বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সম্ভব। কিন্তু এক পরিবারস্থ হওয়ায় সকলকেই পরমাত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। সকলেরই সহিত সহোদরার ভাব জন্মাইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে তবে সুখী হইতে পারিবে, নতুবা মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা, চিরকাল যে জ্বালাতন হইতে হইবে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সংসারে, এমন কি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে, এক জন মনেরমত লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অবস্থাবিশেষে পাঁচ সাত বা ততোধিক লোককে লইয়া চলিতে হইবে। তাঁহাদিগের সহিত কোন বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটিলে সংসারে সকল কাজ পণ্ড হইবে। ধন বল, মান বল, যশ বল, সকলই বিফল হইবে। অতুল ঐশ্বর্য্য, বিষয় বিভবের উপর বসিয়া থাকিয়াও সুখী হইতে পারিবে না। আর হয়ত দুসন্ধ্যা দুবেলা এক এক মুষ্টি শাকান্ন ভোজনেও তাঁহাদিগের সহিত সম্প্রীতি থাকিলে অতুল সুখে সুখী হইতে পারিবে। এরূপ স্থলে বড় সাবধান ও বড় যত্নবতী হইয়া কাজ

করিতে হইবে। দেখিবে একটু মাত্র বৈপরীত্য না ঘটে! তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিবার এক মাত্র উপায় স্বার্থত্যাগ। যে বিষয়ের জন্য পক্ষাপক্ষ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে একটু ত্যাগস্বীকার করিলেই আর কিছু হয় না। সকল বিরোধ আপনা হইতেই মিটিয়া যায়। স্বার্থ লইয়াই সংসারে যত বিবাদ, যত কলহ, যত মনোবাদ। এই স্বার্থ পূর্ণ মাত্রায় বজায় করিতে গেলেই অপরের সহিত মনোমালিন্য জন্মিবে। সেরূপ ত্যাগ স্বীকার যার পর নাই উন্নত মনের লক্ষণ তাহার সন্দেহ নাই। সকলের দ্বারা তাহা হইবার নহে, কিন্তু চেষ্টা করিলে যে সকলে পারেন না এমনই কথা কি? সকলের মন সমান হইলে আর সংসারে দুঃখ কিসের? আমার বিশ্বাস আছে যে তুমি কলহপরায়ণা নহ, সামান্য বিষয়ে তোমার মন ন্যায়পথভ্রষ্ট হইবার নহে, তুমি অনায়াসে আপন মহত্বের পরিচয় দিয়া সাধারণ্যে সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিবে।

এতদ্ব্যতীত অপর সকলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা আর বিস্তারিত বলিতে হইবে না। সামান্যতঃ আমার উপদেশ এই যে সকলেরই প্রিয় কার্য্য করিবে, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভাল বাসিবে। কাহারও সহিত কখন অপ্রণয় ঘটিবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দাস-দাসী।

সংসারে আত্মীয় অন্তরঙ্গের পরেই দাস-দাসীর সহিত আমাদিগের সংশ্রব অনেকটা ঘনীভূত। আমাদিগের পরিচর্য্যা ও আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য বেতন দিয়া যে সকল দাস-দাসী রাখি, তাহাদিগের সহিতও আমরা সদচার ও সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য। সত্য বটে আমরা তাহাদিগের পরিশ্রমের বেতন, বস্ত্র ও আহারীয় প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদিগের প্রতি কর্কশ ব্যবহার বা অসধুবাক্যপ্রয়োগ করা নিতান্ত অন্যায়। যেহেতু প্রধানই হউন, আর নিকৃষ্টই হউন, প্রভুই হউন আর ভৃত্যই হউন, সকলেরই আপনাপন অবস্থামত আত্মসম্ভ্রম আছে; সেই সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া বাক্য প্রয়োগ করা, ও উপযুক্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ সম্ভ্রম ও পদমর্য্যদা আছে তাহার ত্রুটী হইতে পারে এমন বাক্য প্রয়োগ করিলে বা তাহার প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিলে মনঃক্ষোভ জন্মিতে পারে। কাহারও মনঃকষ্ট হয় এমন বাক্য ব্যবহার করা নিতান্ত গর্হিত।

দাসদাসী গণের প্রতি মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ ও সদ্ব্যবহার করিলে তাহাদিগের মন আপনা হইতেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ও প্রভুর আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত থাকে এবং তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে তাহাদিগের মন স্বতঃই উৎসুক হয়। কঠোর ও অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করিতে যত সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন,

মিষ্ট ও প্রিয় বাক্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রত্যুত মিষ্ট কথায় মন পরিতুষ্ট থাকিলে সহজে ও অল্প সময়-মধ্যে তাহাদের নিকট কাজ পাওয়া যায়। এজন্য চতুর প্রভু কখন আপনার ভৃত্যবর্গের প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন না, বরং তাহাদিগকে সতত সদাচারে বশীভূত রাখেন। অনেকে মনে করেন দাস-দাসীদিগের প্রতি পুরুষ ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ-করিলে কর্ত্তব্য-কার্য্যসম্পাদনে তাহাদিগের সাবধানতা ও আগ্রহ থাকে কিন্তু তাহাতে কার্য্যহানির সম্ভাবনাও অল্প নহে। নিঃশঙ্কচিত্তে কোন কাজ করিতে পারিলে তাহা যেমন সুন্দর ও সহজে করা যায়, মনের সঙ্কোচ বা আশঙ্কা রাখিয়া করিলে তেমন হয় না।

তাহাদিগের প্রতি সদা প্রসন্নচিত্ত থাকিবে, দয়া করিবে, দৈবাৎ কোন অপকার্য্য করিলে ক্ষমা করিবে। মনে মনে তাহাদিগকে অপত্যবৎ ভাল বাসিবে, কিন্তু সেই ভাল-বাসা মনের গভীরতম প্রদেশে প্রচ্ছন্ন রাখিবে। যেন লঘু পদার্থের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে না পায়। সেরূপ করিতে না পারিলে,—তাহারা প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর লোক, লেখাপড়াজ্ঞান একবারেই নাই, সভাবতঃ চপলপ্রকৃতি—হয়ত প্রশ্রয় পাইয়া তোমার কার্য্যহানি করিবে; এবং তাহারা অল্প বেতনভুক, অল্পবুদ্ধির লোক, প্রায়ই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; এজন্য তাহাদি-গকে উপদেশের দ্বারা আপনার কার্য্যসাধনোপযোগী করিয়া লইতে হয়। অন্যায় কার্য্য করিলে একবার দুইবার তিনবার পর্য্যন্ত ক্ষমা করা যাইতে পারে, তাহার পর মিষ্টবাক্যে ভৎর্সনা করিয়া তাহার কৃত মন্দকর্ম্মের অপকারিতা বুঝাইয়া দিলে বোধ

হয় এমন নির্ব্বোধ কেহই নাই যে সে পুনরায় সেইরূপ কাজ করিয়া প্রভুর অপ্রিয়ভাজন হইবে। দাসদাসীরাও স্বভাবতঃ প্রভুতুষ্টির জন্য প্রানপণ যত্ন লইয়া থাকে।

প্রভুভক্ত ভৃত্যেরা প্রভুর প্রভূত মঙ্গলকামনা করিয়া থাকে; প্রভুর হিতের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পরাঙ্‌মুখ নহে। সেরূপ ভৃত্যের সাধুকার্য্যের সর্ব্বদা পুরস্কার দিবে। তাহা-হইলে সৎকার্য্যে তাহাদিগের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এবং তদ্দ্বারা ভৃত্যশ্রেণীস্থ অপরাপর লোকেরও প্রভুসেবায় উৎসাহ বাড়িতে থাকিবে।

পুরাতন ভৃত্য অন্য পরিবারস্থ হইলেও প্রভুপরিবারের সহিত দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠতায় তাঁহার পরিবারের মধ্যে দশ জনের একজন হইয়া উঠে। তখন সে সংসারের ভাল-মন্দ সকল বিষয় অবগত হয়; বিশ্বস্তভাবে কাজ করায় সংসারের গুহ্যাদপি-গুহ্য কিছুই তাহার অপরিজ্ঞাত থাকে না। তাহার প্রতি স্নেহ ও মমতা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। তাহার সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জন্মে; এরূপ হইলে সেই ভৃত্যকে পরিত্যাগ করা বিচক্ষণ প্রভুর পক্ষে কোনমতে শ্রেয় নহে। আমাদের শাস্ত্র বলে, "প্রাচীন ভৃত্যকে পরিত্যাগ করা দুরদৃষ্টের লক্ষণ, অতএব বহুদিন প্রতিপালিত দাসদাসীকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিবে না।"

ভৃত্য ব্যতীত ভদ্রলোকের একদণ্ড চলিবার উপায় নাই। গৃহস্থালীর কার্য্য করিতে ভৃত্য চাই, বিদেশে যাইতে হইলে ভৃত্যের প্রয়োজন, ভৃত্য ব্যতীত কোনমতে সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। এজন্য ভদ্রপরিবার মাত্রেই এক একটি ভৃত্য থাকা চাই, এবং তাহার সহিত সদ্ব্যবহারে আপনার সুখে তাহাকে সুখী ও দুঃখে

দুঃখী এরূপ করিয়া চলিতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হয়। ভৃত্যপ্রতিপালক প্রভু সৌভাগ্যবান তাহার সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৃহ-ধর্ম্ম।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইবে। গৃহদ্বার পরিষ্কার করিবে, বাড়ীর পরিবারদিগের সকলের সংবাদ লইবে—তাঁহারা কে কেমন আছেন; কেননা যদি কাহারও শরীর মন্দ থাকে, তবে তাঁহার আহার, বা আবশ্যক হইলে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কাজটী ও পরে যাহা যাহা বলিতেছি সমস্তই বাড়ীর গৃহিণীর অবশ্যকর্ত্তব্য, নতুবা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সুন্দররূপে রক্ষা করাযায় না। তাহার পরে ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিবে। এমন সময়ে পরিবারদিগের আহারীয়ের বন্দোবস্ত করিয়া বাজার করিতে পাঠাইবে। এই সকল কাজ সারিয়া নিজে স্নান করিয়া আসিবে; স্নানের পর পাকের আয়োজন করিয়া দিবে। গৃহস্থলী-মধ্যে পৃথক পাচিকা থাকুক বা নাই থাকুক, এ কাজটী তুমি নিত্য নিজে দেখিবে। বাজারের জিনিষপত্র যাহা আনিতে দিবে স্বয়ং তাহা দেখিয়া লইবে। পাকানুষ্ঠান হইয়া আসিলে বাড়ীর পুরুষদিগকে স্নান করিবার কথা জানাইবে। তাঁহারা স্নান করিয়া আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে জলযোগের জন্য কিছু কিছু খাবার রাখিবে। তাহার পরে যখন তাঁহাদের জলযোগ হইয়া যাইবে, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহা-

দিগকে আহারাদি করাইবে। যেন আহারীয় দ্রব্য পরিষ্কার স্থানে ও পরিষ্কার পাত্রে দেওয়া হয়, খাবারগুলি যেন পরিচ্ছন্ন হয়, আপনি তাহা দেখিয়া দিবে। সত্যবটে আমাদিগের দেশের, রীতি অনুসারে শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনদিগের সাক্ষাতে বাহির-হওয়া লজ্জাহীনতার পারিচায়ক, কিন্তু আজিকালি অনেকে সেটা ততদূর দূষণীয় মনে করেন না, এজন্য আমার বক্তব্য যে, যে পরিবার মধ্যে এসম্বন্ধে যেরূপ প্রথা প্রচলিত আছে তাহাই করিবে। সাক্ষাতে উপস্থিত না হইয়াও যে তাঁহাদিগের আহারা-দির তত্ত্বাবধায়ন করা যায় না এমন নহে। অন্তরালে থাকিয়া ছোট ছোট বালক-বালিকাকে দিয়া তাহার তদ্‌বির করা যাইতে পারে।

তাঁহাদিগের আহারাদি শেষ হইলে বালক বালিকাদিগকে আহার করাইবে। তাহাদিগকে আহার করাইবার সময় কোন-মতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার দিবে না ; তাহাতে তাহাদিগের পীড়া জন্মিতে পারে। এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা মনেকরেন অপরিমিত খাবার দিয়া দিবা-রাত্র বালক-বালিকা-দিগের উদরপূর্ণ রাখিতে পারিলেই যেন তাহারা বলিষ্ঠ ও বর্দ্ধিতাঙ্গ হয় ; বাস্তবিক তাহা বড় ভ্রমের কাজ। অল্প পরি-মাণ খাদ্য সুন্দররূপে জীর্ণ করিতে পারিলে শরীরে বল হয়, আর অধিক আহার করিয়া তাহা জীর্ণ করিতে না পারিলে অজীর্ণ দোষে নানা প্রকার পীড়া জন্মে।

ইহার পরে অনুসন্ধান করিবে কোন অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইয়াছে কিনা। আমি এমন কিছু বলিতেছি না যে তাহারা তোমার ঐ সমস্ত কাজের পূর্ব্বে উপস্থিত হইলেও

তুমি আপনার পরিবারস্থ সকলকে আহারাদি করাইয়া তবে তাহাদের অনুসন্ধান করিবে। দাসদাসীরা যাহারা সর্ব্বদা অন্তঃপুরের বাহিরে অবস্থিতি করে, তাহাদিগকে বলিয়া রাখিবে অতিথি-অভ্যাগত আসিয়া আহারীয় প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। তবে এই সমস্ত লোক প্রায়ই মধ্যাহ্নসময়ে গৃহস্থের আশ্রয় লয়, এইজন্য বিশেষ করিয়া বলিতেছি, যে আপনারা আহার করিবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া একবার অনুসন্ধান লইবে। অতিথি প্রতিপালন গৃহস্থাশ্রমের একটী প্রধান ধর্ম্ম। আমাদের শাস্ত্রে বলে "অতিথি বৈমুখ হইলে গৃহস্থের মহা অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, অতএব সাবধান লইবে কোন অতিথি যেন বিমুখ না হইতে পায়।"

সকলকে আহারাদি করাইয়া তবে আপনি আহার করিবে। আহার করিবার পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবে; তাহার পরে অনেক সময় থাকে, সেই সময় বৃথা গল্প করিয়া না কাটাইয়া সৎপুস্তক পাঠ বা শিল্পকার্য্যে মনোনিবেশ করিবে। সৎপুস্তক পাঠে মন বড় পবিত্র থাকে।

বেলা অবসান হইয়া আসিলে আবার গৃহকার্য্যের প্রয়োজন হইবে, তখন আবার একবার ঘরদ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া গা হাত ধুইয়া আসিবে। তাহার পর দীপালোকের আয়োজন করিবে। সন্ধ্যা হইলে সমস্ত গৃহে আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া একটু ধূনাদ্বারা গৃহ সুগন্ধময় করিবে। ধূনার ধূম দূষিত বাষ্প নষ্ট করিবার প্রধান উপায়। আমাদিগের দেশের সামাজিক ও সাংসারিক সমস্ত কাজেই ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া আছে; তাহার কারণ এই, আমাদিগের দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ

বড়ই বুদ্ধিমান ছিলেন, সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই ধর্ম্মকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় করিত, এজন্যই আমাদিগের পণ্ডিতগণ সামাজিক আচার ব্যবহার, সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে ও স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি অনেক কাজেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গিয়াছেন, নতুবা লোকের প্রবৃত্তিহানির সম্ভাবনা ছিল। দেখ সাধারণতঃ সকলেই জানে সন্ধ্যাকালে গৃহমধ্যে ধূনা জ্বালিলে লক্ষ্মীশ্রী হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহার উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য বজায়করা। আর প্রকারতঃ ভাবিয়া দেখ, গৃহস্থ বলী ও স্বাস্থ্যশালী হইলে অর্থো-পার্জ্জনে অসমর্থতা থাকে না। আমাদিগের দেশের শাস্ত্রকারেরা অভ্রান্তরূপে সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াগিয়াছেন; আধুনিক মূঢ় ব্যক্তিরাই তাঁহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের প্রণীত নিয়মাবলী ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় আহারাদির আয়োজন করিয়া দিবে। রাত্রি নয়টা উর্দ্ধসংখ্যা দশটার মধ্যে যাহাতে সকলের আহারাদি হইয়া যায় তাহার চেষ্টা করিবে, কারণ অধিক রাত্রে আহার করিলে অজীর্ণ হয়। আহারাদির পরেই শয়ন করিবে। কারণ সকাল সকাল শয্যা হইতে গাত্রোত্থান এবং সকাল সকাল শয়ন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শয়ন করিবার পূর্ব্বে সকল বালক-বালিকার খোঁজখপর লইবে। বাড়ীর সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছে কি না তাহা জানিবে। পরে গৃহস্থালীর জিনিসপত্রগুলি ঠিক আছে কিনা স্বয়ং তাহা তত্ত্বাবধারন করিবে ও অন্তঃপুরের দ্বারগুলি রুদ্ধ করিয়া আপনি শয়ন করিবে।

আহারীয়ের মধ্যে কখন কুদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। ভাল খাবার অল্পও ভাল, মন্দ অনেকও কিছু নয়, কারণ আহারীয়ের উপর আমাদিগের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অতএব কু-দ্রব্য ভোজন কোনমতে শ্রেয় নহে। মন্দ খাবার যেমন পীড়া-দায়ক, মন্দ পরিধেয়ও তদ্রূপ অনিষ্টজনক; ঐজন্য শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্র যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবে। বস্ত্র ও বিছানা গুলি ময়লা হইলে ধৌত করাইবে ও আদ্র হইলেই শুষ্ক করিবে। শরীরের ঘর্ম্মে ময়লা না হইলেও সময়ে সময়ে বিছানা আদ্র হয়, সেই আদ্রতা নষ্ট করিবার জন্য দুই একদিন অন্তর বিছানা গুলি রৌদ্রে উত্তমরূপ শুকাইয়া লইবে। যাহাদিগের গৃহে দাস-দাসীর অপ্রতুল নাই, তাঁহারও যেন এই সকল কাজ আপনারা দেখেন।

এই সময়ে সংসারের খরচ-পত্রসম্বন্ধে মোটামুটী গোটা-কতক কথা বলিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। ব্যয়সম্বন্ধে একটা সোজা কথা মনে রাখিবে যে, 'একটী পয়সা বাঁচাইতে পার সেই একটী পয়সাই লাভ বলিয়া জানিবে।' খরচের পয়সা হইতে যাহা বাঁচিবে তাহাই লাভ। দুই আনায় যাহা সারিতে পারিবে তাহার জন্য নয় পয়সা খরচ করিবে না। সাংসারিক খরচে যত আঁটাআঁটি করিতে পার ততই ভাল। সংসারযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে কিছু কিছু সংস্থানের নিতান্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তি সংসারী হইয়া সঞ্চয় করিতে না পারে তাহার দুঃখ কখন ঘুচে না। আজি দশটাকা উপার্জ্জন হইতেছে, হাত দরাজ করিয়া তাহাই খরচ করিতেছি, একটী

পয়সাও হাতে রাখিতেছি না, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার চিন্তা-কেও মনেরমধ্যে স্থান দিই নাই। আবার যখন পাঁচটাকা উপায় হইতেছে তখন দশটাকার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি, দেনা করিতেছি, অলঙ্কার-পত্র জমি-জায়াগা বাঁধা দিতেছি, সেরূপ করা বড় অন্যায়। যাহার সংসারে একবার দেনা প্রবেশ করিয়াছে তাহার কিছুতেই মঙ্গল নাই। কোনকালে তাহার অর্থাভাব মিটে না। এজন্য খরচের পক্ষে বিলক্ষণ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সংসারে সকলের চিরদিন সমান যায় না। আয়ের কমবেশী আছেই আছে। আজি দশটাকা উপার্জ্জন হইতেছে, কালি হয়ত তাহা না হইতে পারে। এজন্য আয়ের সময় সংস্থান করিবে, যাহাতে কষ্ট পাইতে না হয়।

কোন একটী অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে "মনে করিলে এক মুহূর্ত্ত, এমন কি একদণ্ড মধ্যে শত সহস্র, লক্ষ বা ততোধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে পারা যায়, কিন্তু ইচ্ছা করিবামাত্র এক পয়সা উপার্জ্জন করা যায় না।" অত-এব এরূপ অর্থের যত্ন না করিয়া যে তাহা অনায়াসে যদৃচ্ছা ব্যয় করে সে অতি নির্ব্বোধ। সাংসারিক নির্দ্দিষ্ট আয়ের অতিরিক্ত একটী পয়সা ব্যয় করিতে হইলে অগ্রপশ্চাৎ বিলক্ষণ বিবেচনা করিবে। যাহা নিতান্ত না হইলে নয়, তাহাই করিবে, নতুবা করিবে না। সংসারে আহারীয় ব্যয় সর্ব্বাগ্রে নিতান্ত প্রয়োজন। এই ব্যয় অবস্থা ও আবশ্যক বিশেষে ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। যেরূপ আহারীয় গ্রহণ করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হয় সেই রূপ খাদ্য গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। সেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইলে অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন করে না।

আহারীয়ের পর পরিধেয়। পরিধেয় সম্বন্ধেও তদ্রূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বৃথা অর্থব্যয় করিবার আবশ্যক নাই। পোষাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই হইল। খাওয়া পরা ও ধর্ম্মার্থে দান ব্যতীত অপরাপর যাহা কিছু ব্যয় করা যায় তাহাই অনর্থক। সেরূপ ব্যয় যদি এক পয়সাও করা যায় তাহা হইলে তাহা জলে পড়িল এবং কোন ব্যবহারে আসিল না বুঝিতে হইবে।

যাহার যেমন আয় মনে করিলে সকলেই তাহা হইতে কিছু কিছু সংস্থান করিতে পারেন। ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে এমন দরিদ্রকেও প্রতিদিন এক মুষ্টি তণ্ডুল স্থণ্ডিলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কিছু কাল মধ্যে দুই চারি শত মুদ্রা সঞ্চয় করিতে দেখা গিয়াছে।

চিকিৎসাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্বর-প্রতিকার।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে বাস, নির্ম্মল বায়ুসেবন, পরিষ্কার জল পান, উপযুক্ত সময়ে নির্ম্মল জলে স্নান, নিয়মিত কালে পরিমিত ভোজনদ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান্ হইলে শারীরিক অস্বাস্থ্যতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার কূট নিয়ম সমুদায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া উঠা শরীরী মাত্রেরই এক প্রকার অসাধ্য; এজন্য পীড়া হইলে সহজে যাহাতে আরোগ্যলাভ করিয়া শরীর সচ্ছন্দ করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে আমি কতকগুলি ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছি। সে গুলি ব্যবহার করিতে পারিলে চিকিৎসকের সাহায্য ততটা আবশ্যক করে না। তবে যেখানে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন হয়, সেই-খানে তাঁহাদিগের সাহায্য ভিন্ন কোন উপায় নাই। ফলতঃ বিবে-চনা করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে এই সকল ঔষধ ব্যবহারে নির্ব্যাধিত্ব লাভ করিবার পক্ষে কোন সন্দেহ থাকে না। আমি বহুকাল হইল আমার কোন পরম বন্ধু, বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট এই সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহার পরামর্শমত চলিতে পারিলে শরীরে কোন ব্যাধিই থাকে না। অতএব তুমি সে গুলি সংগ্রহ করিয়া রাখ, সময়বিশেষে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য যে এই সকল ঔষধের অধিকাংশই এপর্য্যন্ত সাধারণের পরিজ্ঞাত নাই।

সামান্য জ্বরে একমাত্র উপবাসই মহৌষধ। শুধু উপবাসে না শুধরাইলে কিম্বা গা হাত ভার থাকিলে, বা কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, হরিতকী, সোনামুখীর পাতা, বিটলবণ ও যমানী জলে বাটিয়া গরম করিয়া সেবন করিলে দুই তিন বারে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া গা হাতের বেদনা ও জ্বর নষ্ট হইবে।

যদি তাহাতেও জ্বর না যায় তবে, দশমূল পাঁচন সেবন করিতে হইবে। দশমূলে নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি দিতে হয় এবং অর্দ্ধসের জলের সহিত অগ্নিতে চাপাইয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া দুই তিন বারে পান করিতে হয়। বেলছাল, সোনাছাল, গাম্ভারছাল, পারুলছাল, আজ্ঞান্তছাল, চাকলে শালপাণি, কণ্টীকারী, ব্যাকুড়, গোক্ষুরী প্রত্যেকে ১৬ রতি। জল আধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া; দুইবারে সেব্য। সকল পাঁচনই এইরূপ পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদ বা ডাক্তারী যে মতেই চিকিৎসা হয়, ঔষধ প্রায় একই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়; তবে বিশেষ এই যে, ঔষধের প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভিন্নরূপ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসায় বৈদ্যমহাশয়েরা তরুণজ্বরে মিঠা, কর্জ্জলী, সেঁকো-প্রভৃতি দ্রব্য জলে বা কোন উদ্ভিদের রসে মর্দ্দন করিয়া যে বটীকা প্রস্তুত করেন, তাহাই রোগীকে সেবন করিতে দেন। আর ডাক্তার মহাশয়েরা Aconite, Marcury, Arsenic প্রভৃতি দ্রব্যের অরিষ্ট (আরক) ব্যবস্থা করেন। তবে ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা আজিকালি অনেক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিতেছেন। তাহাদিগের ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শিতেছে। আরও নূতন জ্বরের কতকগুলি উত্তম ঔষধের উল্লেখ করিতেছি।

এই গুলি ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করা যায়। যথা—পারদ, গন্ধক, লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম, সীসাভস্ম, হিঙ্গুল, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, গোলমরিচ; প্রত্যেকের ওজন চারি আনা। আর্দ্রক রসে মর্দ্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে; আকনাদীমূলের রসের সহিত সেবন বিধি।

শোধিত সেঁকো ১ তোলা, উচ্ছেপাতার রসে সাতবার মর্দ্দন করিয়া সাতবার শুকাইতে হইবে, তাহার পরে চিনির ঠুলীর মধ্যে রাখিয়া দুই ধান পরিমাণ একবার মাত্র সেবন করিয়া স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার করিতে হইবে।

পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, চিনি ৩ তোলা, রোহিত মৎস্যের পিত্তে তিনবার মর্দ্দন করিয়া তিনবার শুষ্ক করিতে হইবে। তাহার পর দুই কুঁচ পরিমাণ বটি প্রস্তুত কর্ত্তব্য এবং আদার রসের সহিত সেবন করিবার নিয়ম।

পারা, গন্ধক, অমৃত প্রত্যেকে ১ তোলা, জায়ফল ১৷৷০ তোলা, পিপ্পলী চূর্ণ ২।০ তোলা, পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া দুইটি কুঁচের পরিমাণ এক একটি বটী করিবে। অনুপান মধু।

পারা, গন্ধক, অমৃত, সেঁকো, শিমুল, ক্ষার, আফিঙ্গ, তাঁবাভস্ম, ধুতরাবীজ প্রত্যেকে ৷৷০ তোলা। একদিবস আকপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে, পর দিবস ঐরূপে নিমপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ও তাহার পর দিন দন্তীপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ছোট মটরের মত বটি প্রস্তুত করিবে। অনুপান তুলসীপত্রের রস।

গোদন্তা ২ তোলা, দারুমোচ ১ তোলা, রসাঞ্জন ২ তোলা,

তাঁবাভস্ম ২ তোলা, মণ্ডুর ৩ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা। আদাকে পোড়াইয়া তাহার রসে মর্দ্দন করিয়া দুইটি কুঁচের পরিমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান চিনির সরবত।

পারা, গন্ধক, অমৃত, বিল্বপত্রচূর্ণ, মরিচ, মুথা, প্রত্যেকে সমান ভাগ, জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান ডাবের জল।

কম্প-জ্বরে রসসিন্দুর, সোহাগার খৈ প্রত্যেকে ।০ আনা, এক দিন আমরুল শাকের রসে ও পর দিন গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান চিনির সরবৎ।

সেঁকো ২ তোলাকে চুনেরজল, কাঁটানটের রস, বটের ঝুরির রস, বক পুষ্পপত্রের রস, কেশুত্যার রসে এক এক দিন মর্দ্দন ও শুষ্ক করিবে, পরে বটিকা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত হইলে অর্দ্ধ-ধান ওজনে এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান চিনির জল।

জ্বরে পিপাসা থাকিলে—নিমছাল ৪ তোলা ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৷৷০ সের থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ফট্‌কিরি চূর্ণ ৷৷০ তোলা মিশাইয়া কুলি করিতে দিবে।

বটের ঝুরির অগ্রভাগ, লোধকাষ্ঠ, দাড়িমখোলা, যষ্টিমধু, চিনি ও মধু সমভাগে একত্র করিয়া চারি আনা পরিমাণ ৪ তোলা চাউল ভিজান জলের সহিত ভক্ষণ করিবে।

কর্জ্জলী ২ রতি মধুর সহিত ভক্ষণ। মেউদীপাতার রস ১ তোলা ।০ চার আনা মধুর সহিত ভক্ষণ।

জ্বরে গাত্রদাহ থাকিলে—সিজপত্রকে অগ্নিতে গরম করিয়া

তাহার রস, যমানীকে ভাজিয়া তাহার গুঁড়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

জেঁয়াতাপাতার রস ২ তোলা, কটু তৈল ১ তোলা একত্রে সূর্য্যপক্ক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন।

নিমছালের ক্বাথ ১ তোলার সহিত ২ রতি রসসিন্দুর এক-বারে শেষ করিবে।

কমলালেবুর খোসা, যষ্টিমধু, কুলআঁটীর শস্য, বেণার মূল, কাশীর চিনি ৵০ আনা প্রত্যেক ভাগ জলে বাটিয়া ভক্ষণ।

জ্বরে কম্প থাকিলে—টীংচার ওপিয়াই ২০ ফোঁটা, ১ আউন্স জলের সহিত সেবন করাইবে।

পুরাতন জ্বরে—পারা, গন্ধক, তাঁবা, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, স্বর্ণ-মাক্ষী, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন, স্বর্ণভস্ম প্রত্যেকে ৷৹ তোলা কাঁটানটের রসে মাড়িয়া ছোট মটরের মত বটি করিবে। অনুপান মধু।

পারা, গন্ধক, অমৃত, তাঁবাভস্ম, সৈন্ধবলবণ, অভ্র, মরিচ প্রত্যেকে ৷৹ তোলা; লৌহভস্ম ৩৷৹ তোলা, ইংচুরপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস।

রসসিন্দুর ৷৹ তোলা, অভ্র ।৹ আনা, রৌপ্যভস্ম, স্বর্ণমাক্ষী, রসাঞ্জন, সীসা, তাঁবা, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শীলাজতু, গেঁড়ীমাটী, মনঃশীলা, গন্ধক, স্বর্ণভস্ম প্রত্যেকে ১ তোলা। ছোট ক্ষিরিয়ার রস, পানের রস, শ্বেত পুনর্ণবার রস, আক্রান্ত ভূম্যামলকী, ষাষালতা, কটুকী, পূরভীপাতার রস, বিষলাঙ্গুলের রস, ফটকিরি, মসানি ও গন্ধভাদুলের রসে ক্রমান্বয়ে মর্দ্দন করিয়া

শুকাইতে হইবে। চারিটী কুঁচের আকারে এক একটী বটী। অনুপান পানের রস, মধু ইত্যাদি।

তিলতৈল ৪ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৪ তোলা, কাঁজী ৪ সের, (কল্ক) কুড় ৮ তোলা, সৈন্ধবলবণ ৮ তোলা, গন্ধদ্রব্য যথা বিধি।

কটুতৈল ৪ সের, (মূর্চ্ছনা) মঞ্জিষ্ঠা ১ পোয়া, লোধ, নালুকা, বালা, বটের ঝুরি, কেতক, মেথী, হরিদ্রা, মুথা, ত্রিফলা প্রত্যেকে ১ ছটাক। (ক্বাথ) চিরাতা ১ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। মুরগামূল ১ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। লাক্ষারস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দধির মাথ ৪ সের। (কল্ক) মুর্ব্বামূল, লাহা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব, কণ্টকারী, রাস্না, গজপিপ্পলী, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, বাখলশশাধরমূল, দেবদারু, পুনর্ণবা, জটামাংসী, বালা, শতমূলী যষ্টীমধু, মুথা, রক্তচন্দন, কট্‌কী; অশ্বগন্ধা, শোলকা, রেণুক, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, বেলেড়া, পিপ্পলী, ধন্যা, ত্রিফলা, যমানী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শালপানি, গোক্ষুরী, গুলঞ্চ, চাকুল্যা, দন্তীমূল, চিরতামূল, ক্ষেতপাপড়া, জীরা, কৃষ্ণজীরা, গেঠেলা, পিপ্পলীমূল, বিড়ঙ্গ, নিমছাল, বাকসছাল, যবক্ষার, শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ তোলা। গন্ধদ্রব্য।

কুইনাইন ১২০ গ্রেণ, নাইট্রোমিউরিয়েটিক য়্যাসিড ৪ ড্রাম, টীংচার ফেরিমিউরিয়েটিক ৪ ড্রাম, জল ১৬ আউন্স; ৩২ ভাগ করিয়া প্রতিদিন তিনবার সেবন।

পাল্‌ভ রাই কম্পাও ১॥০ ড্রাম, স্পিরিট য়্যারোমেটিক য়্যামোনিয়া ১০ ফোঁটা, মৌরীর জল ১॥০ ড্রাম; একবার সেব্য।

পাল্‌ভ রাই ॥০ ড্রাম, পল্‌ভ কলম্বা ॥০ ড্রাম, পল্‌ভ জিঞ্জার ॥০ ড্রাম, পল্‌ভ ইপিক্যাক ২ গ্রেণ, কুইনাইন ॥০ ড্রাম, ফেরিসল

১২ গ্রেণ। ১২ মোড়া হইবে। প্রতিদিন জ্বরমগ্নে তিনবার সেব্য।

কারবনেট অফ য়্যামোনিয়া ৩০ গ্রেণ, লাইকর আর্সেনিক ৩৬ ফোঁটা, জল ৫ আউন্স, ৬ দাগ হইবে। জ্বরমগ্নে তিন ঘণ্টা অন্তর প্রতিদিন ২ বার সেবন করিতে দিবে।

পল্‌ভ রুবার্ব ॥০ ড্রাম, পল্‌ভ কলম্বা ॥০ ড্রাম, পল্‌ভজিঞ্জার ॥০ ড্রাম, পল্‌ভ ইপিক্যাক ২ গ্রেণ, কুইনাইন সল্‌ফ ॥০ ড্রাম, ফেরি সল্‌ফ ১২ গ্রেণ। ১২ মোড়া হইবে, জ্বরমগ্নে প্রতিদিন ৩ বার খাইবে।

উপরি উক্ত কয়েকটি ডাক্তারী ঔষধ কলিকাতা প্রচলিত বিখ্যাত "পেটেণ্ট" ঔষধ বলিয়া গণ্য। প্লীহাযুক্ত ম্যালেরিয়া-জ্বরে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয়।

প্লীহাযুক্ত জ্বরে—আকন্দপত্র ১০৮ টা, যমানি ১ ছটাক, সৈন্ধব ১ ছটাক, দধির সার ১॥০ সের, কোন পাত্রমধ্যে রাখিয়া দুই প্রহর কাল অগ্নিতে জ্বাল দিবে। পরে ঐ ঔষধ ।০ আনা পরিমাণ প্রতিদিন প্রাতে জলের সহিত ভক্ষণ করিবে।

শোধিত হিঙ্গুল, যবক্ষার, বিটলবণ, প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, জামের আরকে মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি করিবে। তাহার এক একটী প্রাতে বাসী জলের সহিত সেবন বিধি।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, জিরা, কৃষ্ণজিরা, যমানী, বনযমানী, চিরাতা, তেউড়ী, দন্তী, চিতামুল, সৈন্ধব, প্রত্যেকে ২ তোলা, চিনি ১৬ পল, ত্রিফলার জল ৪ সের, ১৬টা গোঁড়ালেবুর রস, লৌহ ৮ তোলা, ঘৃত ১৬ তোলা, যথাবিধি পাক করিবে। প্রতিদিন প্রাতে কুল-

আঁটীর মত বটি পাকাইয়া বাসী জলের সহিত এক একটী খাইবে।

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চক্রি, চিতামূল, শুণ্ঠী, দেবদারু, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, মুথা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৩ পল, মণ্ডুর ৭২ পল, গোমূত্র ৭২ সের যথারীতি পাক করিয়া কুলআঁটির আকারে গুলি করিয়া প্রতিদিন প্রাতে জলের সহিত এক একটী বটি ভক্ষণ করিবে।

পেঁপের আটা।৵০ আনা, চিনি।৵০ আনা একত্রে তিনটি গুলি প্রস্তুত করিবে, প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এক একটি ৭ দিন সেবন করিবে।

টোটকা—জোনাক পোকা একটা কলার ভিতর রাখিয়া তিন দিবস ভক্ষণ। বাঘের জিহ্বা কলার ভিতর রাখিয়া এক দিন ভক্ষণ। ছুঁচোর মাংস এক এক টুকরা পোড়াইয়া কলার ভিতর করিয়া তিন দিন ভক্ষণ। হিঙ্গু কলার ভিতর করিয়া প্রাতে তিন দিন ভক্ষণ।

এক দিন অন্তর জ্বরের টোটকা—জ্বরের পালার দিন প্রাতঃকালে মুখ না ধুইয়া (ফল হয় না এমন) কুলের শিকড় লাল সূতায় বাঁধিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে। জ্বর না হইলে পর-পালা দেখিয়া ফেলিয়া দিবে। পেঁটারির শিকড় ছেঁড়া মাদুরের দড়ি দিয়া ঐরূপ সময়ে দক্ষিণ হস্তে বাঁধিবে। জ্বর বন্ধ হইলে উপরোক্ত রূপে ফেলিয়া দিবে। অপামার্গের শিকড় ঐরূপে ব্যবহার করিবে।

দুইদিন অন্তর জ্বরে—হরিতালভস্ম দুই ধান পরিমাণ তিন দিন প্রাতে জলের সহিত সেবন। বাঁশপাতা হরিতালকে ফট্-

কিরির গুঁড়ার সহিত একটী মাটির কৌটায় রাখিয়া এক বুরুল প্রমাণ মাটির প্রলেপ ঐ পাত্রে দিয়া শুকাইয়া একটী গর্ত্তের মধ্যে ঘুঁটের পোড়ে এক প্রহর কাল পোড়াইলে হরিতালভস্ম প্রস্তুত হয়।

টোটকা—পালার দিন প্রাতে হুরহুরের পাতা বাটিয়া দক্ষিণ হস্তে, যেখানে নাড়ীর গতি অনুভব হয় তাহার উপর, রাখিয়া কচি কলাপাতা দিয়া একখানা নেকড়া ও স্থতাদ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে, আর জ্বরের সময় উত্তীর্ণ হইলে ফেলিয়া দিবে।

নিমুখালতা জ্বরের পালার দিন প্রাতে মুখ না ধুইয়া দক্ষিণ হস্তে তিন ফের দিয়া তাগার মত বাঁধিয়া রাখিবে। জ্বর না আসিলে পরপালা পর্য্যন্ত রাখিবে।

দ্বৌকালীন জ্বরে—দারহরিদ্রা, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদীমূল, শঠী, শুণ্ঠী, বেণামূল, চিরাতা, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলে, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়ভাঙ্গা, ধন্যা, দুরালভা, মুথা, বেলেড়া, রক্তচন্দন, লাল সজিনা, বালা, বাকস, হরিতকী, কণ্টকারী, শ্বেতপাপড়া, কুশমূল, কটুকী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, কুড়, প্রত্যেকে সমান ভাগে ১৶৹ রতি অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া এক ছটাক পরিমাণে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার সেবন করিবে।

পারা ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্রে কর্জ্জলী করিয়া তাহা অগ্নিতে চাপাইলে যখন দ্রব হইয়া আসিবে তখন তালপাতার অগ্রভাগ দ্বারা তাহা লইয়া কলাপাতার গোবর ঢাকা দিয়া যে পুঁটুলীর মত হইবে তাহাদ্বারা চাপিয়া চটী প্রস্তুত করিবে, সেই চটী স্বর্ণ ।• আনা, লৌহ, তাম্র, অভ্র প্রত্যেকে

২ তোলা ; বঙ্গ, গেরিকমৃত্তিকা, প্রবাল প্রত্যেকে ॥• তোলা ; মুদ্রাশঙ্খ, মুক্তা ।• আনা। ঝিনুকের ভিতর রাখিয়া প্রলেপ দিয়া গজপুটে পাক। দুইটী কুঁচের পরিমাণ বটী, অনুপান পিপ্পলী চূর্ণ, হিঙ্গু, সৈন্ধব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অজীর্ণ ও উদরাময় প্রতিকার।

জ্বরাতিসারে—শালপাণি, চাকুল্যা, বেলেড়া, বেলশুঁঠা, দাড়িম্বখোসা প্রত্যেকে ৩২ রতি। জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ-পোয়া। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক ছটাক পরিমাণ পান করিবে।

পারা, গন্ধক, সাচিকাক্ষার, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, বিটলবণ, করকচ, সচল, শাস্তারী, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, ইন্দ্রযব, জিরা, কৃষ্ণ-জিরা, চিতামুল, যমানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, শোলফা প্রত্যেকে সমান ভাগ, চনক প্রমাণ বটি, অনুপান মধু।

অতিসারে—আফিঙ্গ ১২ রতি, পুরাতন গুড় ১২ রতি, কলি-চুন ৮ রতি, রক্তচন্দন ৪ রতি, একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটি। অনুপান মরিচের ক্বাথ ১ তোলা।

হিঙ্গু, জিরা, মরিচ, সোহাগার খই, লবঙ্গ, বেলশুঁঠা, দাড়িম্ব-খোসা, রসাঞ্জন প্রত্যেকে।• আনা।• আফিঙ্গ ১ তোলা, ছাগী-

দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া কুঁচের মত এক একটি বটি প্রস্তুত করিবে। অনুপান চাউল ভিজান জল।

জায়ফল, শ্বেত ধূনা, ধাতকী পুষ্প, আতইব, অভ্র, জিবা, মোচরস, আফিঙ্গ, সোহাগার খই, এলাইচ বীজ, মুথা, লবঙ্গ, তেজপত্র, গোঁড়ালেবুর বীজ, বেলের বীজ, দাড়িম্ববীজ, কুটজবীজ, বেণামূল, বালা, প্রত্যেকে সমান ভাগ। প্রতিদিন ৩ বার।০ আনা ওজনে ছাগল দুধের সহিত ভক্ষণ করিবে।

জায়ফল, সোহাগার খই, অভ্র, ধূতরাবীজ, প্রত্যেকে।০ আনা, আফিঙ্গ ||০ আনা, গন্ধভাদুলের রসে মর্দ্দন করিয়া দুইটী কুঁচের পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান বাসীজল।

লবঙ্গ, বেলশুঁঠা, বেলেড়া, আতইচ, মোচরস, ধন্যা, ধাতকী, জীরা, অভ্র, লোধ, ধূনা, ইন্দ্রযব, বঙ্গ, বালা, যবক্ষার, কাঁকড়াশৃঙ্গী, সৈন্ধব, জয়ত্রী, জায়ফল, রসাঞ্জন, মুথা, প্রত্যেকে ২ মাসা, লবঙ্গ ১।৴০ আনা, পোস্ত দানা ১ তোলা, জল ১ ছটাক, পূর্ব্বরাত্রে ভিজাইয়া সেই জলে মর্দ্দন করিয়া দুই কুঁচ প্রমান বটি। অনুপান বাসীজল।

বেলশুঁঠা, মোচরস, আকনাদিমূল, ধাতকী, ধন্যা, বরাক্রান্তা, শুণ্ঠী, মুতা, আতইচ, আফিঙ্গ, অভ্র, দাড়িম্বখোসা, কুড়চিছাল, পারা, গন্ধক, প্রত্যেকে সমান ভাগ। পরিমাণ দুই আনা। অনুপান বাসী জল।

গাম একেশিয়া ১ ড্রাম, টীংচার ওপিয়াই ১০ফোঁটা, টীংচার ক্যাটিকিউ ১৫ ফোঁটা, ক্রিটা প্রেপেরেটা ১০ ফোঁটা, টিংচার কাইনো ১৫ গ্রেণ, জল এক আউন্স। দিন চারি বার খাইবে।

ভাইনম্ ইপিক্যাক্ ৫ ফোঁটা, টিং কাইনো ১৫ ফোঁটা,

টিং ক্যাটিকিউ ১৫ ফোঁটা, টিং ওপিয়াই ১০ ফোঁটা, টিং বেঞ্জিয়ন কম্পাউণ্ড ২০ ফোঁটা, একষ্ট্রাক্ট হেমটেক্সিনোই ১০ গ্রেণ, মিউসিলেজ ৩ গ্রেণ, ইনফিউজন সিনেমন ১ আউন্স, হেমটেক্ সিলই এক এক বারে প্রতিদিন ৪ বার খাইবে।

পাল্ভ ইপিক্যাক ২ গ্রেণ, ওপিয়ম ।০ গ্রেণ; এক এক মোড়া প্রতিদিন তিন বার খাইবে।

সুগার অফ লেড্ ২ গ্রেণ, ওপিয়ম ।০ গ্রেণ এক এক মোড়া করিয়া প্রতিদিন তিনবার খাইবে।

রক্তাতিসারে—বেলশুঁঠা ২ তোলা, ছাগিদুগ্ধ ৮ তোলা, জল ৩২ তোলা সিদ্ধ করিয়া ২ তোলা থাকিতে নামাইয়া তাহাতে মোচরা ও চিনি ১৪ রতি মিসাইয়া দিনে ২। ৩ বার খাইবে।

দাড়িম্ব ১ তোলা, কুড়চিরছাল ১ তোলা, আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া আয়াপানপাতার রস ১ তোলা, মিছরি ১ মাসার সহিত প্রতিদিন ৩। ৪ বার ভক্ষণ করিবে।

ঘৃতভর্জ্জিত জাঙ্গি হরিতকী ৮ তোলা, মিছরি ২ তোলা একত্র করিয়া ৶০ আনা পরিমাণে গরম জল ৪ তোলার সহিত প্রতিদিন ৪ বার সেবন করিবে।

কুড়চির ছাল ১ সের, চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিতে, ঘণঘসীর রস ১ পোয়া তাহাতে দিয়া অৰ্দ্ধসের থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ এক ছটাক পরিমাণে প্রতিদিন ৩ বার খাইবে।

বটের ঝুরির রস ১ তোলা, আতপ তণ্ডুল চূর্ণ ।০ আনা একত্রে প্রতিদিন ৩। ৪ বার ভক্ষণ করিবে।

গুলঞ্চ, রক্ত শূঁদিমূল, প্রত্যেকে ১ তোলা, ছাগীদুগ্ধ অৰ্দ্ধ পোয়া, জল ১ পোয়া সিদ্ধ করিয়া ২ তোলা থাকিতে নামাইয়া প্রতিদিন ২ বার করিয়া সেবন করিবে।

মোচরস ২ তোলা, শ্বেত ধূনা ১ তোলা, চাউল ভিজান জলে মৰ্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী এক একটী প্রতিদিন দুইটী করিয়া ৪ দিন খাইবে।

কুড়চির ছাল ১ সের, ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া থুলকুড়ির রস এক পোয়ার সহিত লেহ পাক করিয়া; প্রতিবারে ১ তোলা পরিমাণ।০ আনা মধুর সহিত তিন বার ভক্ষণ।

মানের শিকড় ১ মাসা, গোল মরিচ ২॥০ টা, জল ১ তোলার সহিত ভক্ষণ।

কুড়চির ছাল ৩ পোয়া, ৩ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৩ পোয়া থাকিতে নামাইয়া আতইচ ভাজা ।৴০ আনা, কাঁচা আতইচ ৴০ আনা একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত ১ পোয়া ক্বাথের সহিত ৩ বার ভক্ষণ।

ভাজা আমলা ২ তোলা, কাঁচা আমলা ২ তোলা, মছরি ভাজা ২ তোলা, কাঁচা মহুরি ২ তোলা, সার গুড়ের সহিত মৰ্দ্দন করিয়া অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণ ঔষধ বাসী জলের সহিত ভক্ষণ।

গৃহিণী রোগে—ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ২১ তোলা, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে দিন ১ বার করিয়া ৭ দিন মৰ্দ্দন করিয়া শুকাইয়া সেই চূর্ণ ১ তোলা, নির্জ্জলা দুগ্ধ ১৬ তোলা, মিছরি ২ তোলা, মৃত্তিকা পাত্রে পাক করিবে; ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ষড়গুণ

কিরধ্বজ ১ রতির সহিত ভক্ষণ করিবে। এইরূপ ২১ দিন করিলে গ্রহণী রোগ নিশ্চয় আরগ্য হইবে।

• চাউল ভিজান জল ৮ তোলা, মহুরি ।• আনা, বনযমানী ০ আনা, একত্রে বাটীয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া দিন দুইবার করিয়া সবন করিবে।

মহুরী, শুণ্ঠী, জাঙ্গিহরিতকী, প্রত্যেকে ১ তোলা, ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে। উহার ।৵• আনা চূর্ণ প্রতিদিন ১ বার শীতল জলের সহিত ভক্ষণ করিবে।

পারা, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খই, হিঙ্গু, শঠী, তালিশপত্র, মুথা, ধন্যা, জিরা, সৈন্ধব, ধাতকী, আতইচ, শুণ্ঠী বেলি, হরিতকী, ভেলাবঁুটি, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠা, মেথী, সিদ্ধি প্রত্যেক সমভাগ। ছাগলদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ মাসা প্রমাণ বটি। অনুপান ছাগী দুগ্ধ।

আমাশায়—মহুরী, শুণ্ঠী, জাঙ্গিহরিতকী, সমভাগ ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা জলের সহিত খাইবে।

শুণ্ঠী, যমানি, সৈন্ধব, হরিতকী সমান ভাগে গুঁড়া করিয়া ॥০ আনা পরিমাণে জলের সহিত ভক্ষণ করিবে।

জায়ফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খই, হিঙ্গু, জিরা, যমানি, শুণ্ঠী, সৈন্ধব, তেজপত্র, লৌহ, অভ্র, পারা, গন্ধক, তাঁবাভস্ম, প্রত্যেক ১ পল, গোলমরিচ ৩ পল, ছাগীদুগ্ধে কিম্বা আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান বাসী জল।

অগ্নিমান্দ্যে—পারা, গন্ধক, সোহাগার খই, অমৃত, কড়িভস্ম, মরিচ, প্রত্যেকে ২ তোলা। গোঁড়ালেবুর রসে ৭ বার মর্দ্দন

করিয়া ৭ বার শুকাইবে। দুই রতি প্রমাণ বটী। অনুপা
মরিচের ক্বাথ ২ তোলা।

এলাইচবীজ, দারুচিনি, মুথা, লবঙ্গ, প্রত্যেকে সমান ভাগ
মধু, চিনি, কাঁচা তেঁতুলের রস, আমরুলশাকের রস একত্র
করিয়া মুখের ভিতর রাখিবে।

অজীর্ণ রোগে—হরিতকী, বহেড়া, আমলা, শুণ্ঠী, পিপ্পলী
মরিচ, মণ্ডুর, প্রত্যেকে ১ তোলা, জয়পাল বীজ ॥০ তোলা; প্রথ
গুলঞ্চর রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে, পরে আদ্রক রসে মর্দ্দ
করিবে। দুইটী কুঁচের আকার বটি। অনুপান বাসী জল।

চা-খড়ি, রসাসিন্দুর, মহুরী প্রত্যেক সমভাগ, জলে মর্দ্দ
করিয়া ২ কুঁচ প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান আমরুলশাকের রস

বচ, হরিতকী, হিঙ্গু, যবক্ষার, আমচুর, সৈন্ধব, যমানি
প্রত্যেকে সমভাগ। চূর্ণ ৫ রতি পরিমাণ। বাসী জল, ঘোল
কিম্বা ডাবের জলের সহিত খাইবে।

বিষুচীকা (ওলাউঠা) রোগে—বিষুচীকা প্রবল স্থানে বাস
কালে কর্পূর ও হিঙ্গু সমান ভাগে লইয়া তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ
বাসগৃহের বায়ু পরিষ্কার রাখিবার জন্য গন্ধক ও ধূনা জ্বালা
কর্ত্তব্য। পাকস্থলী কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ রাখা উচিত, কোনমতে
নীরোগ দেহে উপবাস থাকা অবিধি এবং স্থান পরিবর্ত্তন
নিতান্ত আবশ্যক।

(পীড়া হইলে) সর্ব্বাগ্রে স্পিরিট-কাম্ফর ৪।৫ ফোঁটা
বাতাসার ভিতর রাখিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য।

তাহার পরে পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র মর্দ্দন
করিয়া যখন গন্ধকচূর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে ও তাহাতে পারার

কোন চিহ্ন থাকিবে না তখন উহাতে ছোট এলাইচ ১ তোলা, সিদ্ধি ১ তোলা, প্রিয়ঙ্গু, ১ তোলা, সোরা ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ পোয়া আমরুলশাকের রসে আফিম ভিজাইয়া ছাঁকিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনান্তে কুলআঁটির মত এক একটী বটী প্রস্তুত করিয়া ১ ঘণ্টা অন্তর জলের সহিত ৩। ৪ বার সেবন করাইবে।

গোলমরিচ ২॥০ গ্রেণ, আফিম ।০ গ্রেণ, হিঙ্গু ১ গ্রেণ, কর্পূর ১ গ্রেণ ; এক একটি বটি জলের সহিত সেবন।

গোলমরিচ ৩ গ্রেণ, লঙ্কামরিচ ॥০ গ্রেণ, আফিম ।০ গ্রেণ, হিঙ্গু ১ গ্রেণ। একত্রে এক একটি বটী জলের সহিত সেবন।

(হাত পা কন্‌কন্‌ করিলে)—তারপিন, কর্পূর ও স্পিরিট একত্রে মালিশ করিবে।

(ঘর্ম্ম হইলে)—হরিদ্রা ও শুঁঠচূর্ণ মালিশ করিবে।

হিক্কারোগে—পাকা কদম্বফলের রস ১ তোলা, চিনি ॥০ তোলা একবারে সেবন।

বার্ত্তাকুরস ২ তোলা, মিছরি ॥০ তোলা একবারে পান। সেওড়াপত্রের রস ১ তোলা, কাঁচা হরিদ্রার রস ১ তোলা, মিছরি ১ তোলা একত্রে ভক্ষণ।

অলাবুর শাঁস বাহির করিয়া তাহার খোসায় দধি পাতিয়া পরদিনে সেই দধি ২ তোলা পরিমাণে সেবন।

কচি তালের জল, গোলাপ জল, প্রত্যেকে ২ তোলা; মিছরি ॥০ তোলার সহিত একত্র পান।

অম্লপিত্ত ও অজীর্ণ রোগে—পারা, গন্ধক, অমৃত, সোহাগার খই, জায়ফল, লবঙ্গ, প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, জলে

মর্দ্দন করিয়া দুই কুঁচ প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান বাসী জল।

কলিচুন ২ তোলা ও লবণ ২ তোলা ভাজিয়া চূর্ণ ২ মাসা জলের সহিত ভক্ষণ।

অরোচক রোগে—মুথা, এলাইচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, প্রত্যেকে ১ মাসা, চিনি, মধু, আমরুলশাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃপুনঃ সেবন।

যবানীচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, কাঁচা তেঁতুলের মাড়ি অর্দ্ধ তোলা, একবার করিয়া সেবন।

দারুচিনি, মুথা, এলাইচ, ধন্যা প্রত্যেকে সমান ভাগে লইয়া মুখে রাখিবে। মুথা, আমলা, দারুচিনি, সমভাগ এক এক চিমটা সর্ব্বদা মুখে রাখিবে।

দারুচিনি, দেবদারু, যমানী, পিপ্পলী, চঞি সমভাগে লইয়া সেবন করিবে। পরিমাণ ৪ রতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উদরের অন্যান্য রোগপ্রতিকার।

কৃমিরোগে—পালিধারস ৪ তোলা, মধু ৪ মাসা, একবারে ভক্ষণ।

কাঁঊমূলের রস ২ তোলা, মধু ৪ মাসা এককালে সেবন।

সাঞ্চিড়া শাকের রস ২ তোলা, মধু ৪ মাসা একত্র ভক্ষণ।

মধু ২ তোলা, জল ৪ তোলা সরবৎ করিয়া পান।

বিড়ঙ্গ চূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত অবলেহ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেবন।

তিতলাউএর বীজচূর্ণ ২ তোলা, ঘোল ৮ তোলা একবারে ভক্ষণ।

বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুথা, পলাশবীজ, কটুকী, দাড়িম্ব-ছাল, নিম্বছাল, প্রত্যেকে ২ মাসা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ১ ছটাক করিয়া দিবসের মধ্যে ২ বার সেবন।

হরিতকী, বহেড়া, আমলা প্রত্যেকে ২ সের, পিপ্পলী ও উহার মূল, চঞি, চিতামূল, শুণ্টী প্রত্যেকে ২৫॥• তোলা, দশমূল প্রত্যেকে ১২ তোলা ৬ মাসা, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ৪ সের ঘৃত মূর্চ্ছাইয়া তাহাতে দিয়া সিদ্ধ করিবে। পরে সৈন্ধব ২ সের, লবঙ্গ, জিরা, কৃষ্ণজিরা, জায়ফল, প্রিয়ঙ্গু, দারুচিনি, এলাইচ, চিতামূল, শঠী, তালিস পত্র, শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, তেউড়িমূল, দন্তিমূল, জয়ত্রী, বন যমানি, যষ্টিমধু, পিপ্পলীমূল, বিড়ঙ্গ, মুথা, হরি-তকী, বহেড়া, আমলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বামুনহাটি, কুমুড়া, ধন্যা, বেলেড়া, মহুরী প্রত্যেকে ৪ তোলা, চিনি ১ সের যথাবিধি পাক। গরম দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিবে।

বটের আটা ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, একত্রে ভক্ষণ।

শূলরোগে—তালমোচক্ষার, যবক্ষার, পুরাতন মন্দিরের খোয়া, তেঁতুলছালের ক্ষার, হিংচার ক্ষার, সৈন্ধব, বিটলবণ, কর-কচ এই সকল জিনিস সমানভাগে আমলার রসের সহিত মর্দ্দন

করিয়া একটি ভাটার মত করিবে, তাহার পর তাহাকে তিন দিন রৌদ্রে শুকাইয়া দাড়িম্বের ভিতর পূরিয়া পূট পাক করিবে। এক মাসা পরিমাণে, রোগ পিত্তজন্য হইলে গরম দুগ্ধের সহিত, বায়ুজন্য হইলে ত্রিফলার ক্বাথের সহিত, কফজন্য হইলে সাঞ্চিড়ার রসের সহিত সেবন করিবে।

শিরীসছাল-চূর্ণ ১৬ তোলা, চিনি ৮ তোলা, একত্র করিয়া তাহার এক এক তোলা ঠাণ্ডা জল ৮ তোলার সহিত ভক্ষণ করিবে।

শুণ্ঠী, এরণ্ডমূল, প্রত্যেকে এক তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে হিঙ্গু ২ মাসা, সৈন্ধব ৪ মাসা মিশাইয়া ভক্ষণ।

শতমূলীর রস ৪ তোলা, মধু ৪ মাসা একত্র ভক্ষণ। পারা, গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেকে ১ তোলা; ঘৃত ১২ পল, দুগ্ধ ১ পল, প্রক্ষেপ, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা (হরিতকী, বহেড়া, আমলা), চিতামূল ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) প্রত্যেকে ১ পল। অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ গরম দুগ্ধের সহিত সেবন।

নাগেশ্বর, বালা, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলা, পেয়ালকাষ্ঠ, পান, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি, জিরা, কৃষ্ণজিরা, পাণিফল, বংশলোচন, জায়ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ, যষ্টীমধু, দ্রাক্ষা, শঠী, কট-ফল, কুড়, তালিশপত্র. গেঁঠেলা. গোরক্ষ চাকুলে, কাঁকড়া শৃঙ্গী, চিতামূল প্রত্যেকে ২ তোলা, শুঁষ্ঠীচূর্ণ ৪ পল, গুবাকচূর্ণ ৮ পল, জটামাংসী, শুঁদিমূল, শতমূলী প্রত্যেকে ২ তোলা, চিনি ৫০ পল, দুগ্ধ ৮ সের, ঘৃত ৪ পল; পাক যথাবিধি। অনুপান গরম দুগ্ধ; পরিমাণ অর্দ্ধ তোলা।

গুল্মরোগে—কেতকপত্রভস্ম ২ তোলা, পুরাতন গুড় ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ ঔষধ, জল ৪ তোলার সহিত সেবন।

শুণ্ঠী, কুড়, দন্তী, চিতামূল, টুঙরি, শঠি, বচ, তেউড়ীমূল, প্রত্যেকে ২ তোলা, শোধিত হিঙ্গু ৬ তোলা, যবক্ষার ৪ তোলা, অম্ল বেতস, জিরা, মরিচ, ধন্যা, প্রত্যেকে ৷৷০ তোলা, কৃষ্ণজিরা, বনযমানী, প্রত্যেকে ১ তোলা, টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া কুলের বীজের মত বটী। বাসী জল অনুপান।

পারা, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষী, মনছাল, তাঁবা প্রত্যেক ১ তোলাকে একদিন পিপ্পলীর ক্বাথে, পর দিবস শীজআটায় মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ ঔষধ ৪ তোলা গরম দুগ্ধের সহিত সেবন।

গোটা হরিতকী ২৫টা, দন্তীমূল ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া পুরাতন গুড় ২৫ পল, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪ পল, পিপ্পলী ১ পল, তিলতৈল ৪ পল, শুণ্ঠী ১ পল, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ তোলা ও মধু ৪ পল একত্র করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন। অনুপান গরম দুগ্ধ।

উদররোগে—ত্রিকটু, যবক্ষার, সৈন্ধব, সমভাগে একত্র করিয়া ১ তোলা পরিমাণে গরম দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ।

শাস্তারী, সচল, সৈন্ধব, বনযমানী, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, পিপ্পলী, চিতামূল, শুণ্ঠী, সমভাগ এক তোলা পরিমাণে ঔষধ ৪ তোলা গরম দুগ্ধের সহিত সেবন বিধি।

পুনর্ণবা, নিম্বছাল, পটলপত্র, শুণ্ঠী, কটুকী, গুলঞ্চ, দারু-

হরিদ্রা, হরিতকী প্রত্যেকে ২ মাসা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া দুই বারে সেবন।

ত্রিকটু, বনযমানী, সৈন্ধব, জিরা, কৃষ্ণজিরা, হিঙ্গু প্রত্যেকের সমান ভাগ। পরিমাণ ৷৷৹ তোলা, অনুপান ২ তোলা গরম দুধ।

পুরাতন তেঁতুলের মাড়ি উদরপূর্ণ করিয়া একবারে সেবন।

শোধিত জয়পালবীজ ১ তোলা, এরণ্ডবীজ ৩ তোলা, একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া মটরপ্রমাণ বটী করিবে। অনুপান হরিতকীর কাথ।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগে—সোণামুখীর পাতা, জাঙ্গিহরিতকী, মহুরী, রেউচিনি, চিরাতা, যষ্টিমধু, মিছরি, মনেক্কা, প্রত্যেকে।৹ আনা ৩ ছটাক, গরম জলে ৪ দণ্ডকাল ঢাকিয়া রাখিয়া পরে সেই জল পান করিবে।

শোধিত জায়ফল ২ রতি, লৌহ ১৷৷৹ রতি, সৈন্ধব ১৷৷৹ রতি, একবারে ভক্ষণ।

সোনামুখীর পাতা ২ তোলা, জাঙ্গি-হরিতকী ১ তোলা, রেউচিনি ১ তোলা, জোলেফা ৪ তোলা, চিনি ৪ তোলা, এক রাত্রি শিশিরে রাখিবে। পরে উহার ১ মাসা পরিমাণ ৪ তোলা গরম দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ।

লবঙ্গ ১ তোলা, রেউচিনি ১ তোলা, মহুরী ১ তোলা, সোণামুখীর পাতা ৩ তোলা, গুলঞ্চ ৬ তোলা একত্র বাটিয়া কুলের মত বড় বটিকা করিয়া শীতল জলের সহিত একটী গুলি রাত্রিকালে সেবন করিবে।

পুরাতন তেঁতুল ২ তোলা, মিছরি ২ তোলা, সোনামুখীর

পাতা ২ তোলা, জাঙ্গিহরিতকী ২ তোলা রাত্রিকালে ১ ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে ভক্ষণ।

সোনামুখীর পাতা চূর্ণ ।০ আনা আদার রসে মর্দ্দন করিয়া একটী বটির আকারে সেবন করিবে।

মনেক্কা ৩ তোলা, সোনাপাতা চূর্ণ ৬ তোলা, মিছরি ১২ তোলা, ত্রিফলা প্রত্যেকে ১ তোলা, মধুতে মাড়িয়া শীতল জল ১ পোয়ার সহিত ভক্ষণ।

সোনাপাতা ২ তোলা, লবঙ্গ, মহুরী, হরিতকী, মিছরি, প্রত্যেকে ১ তোলা ১॥০ পোয়া জলে পূর্ব্বরাত্রে ভিজাইয়া পর-দিবস ঐ জল একবারে পান।

হরিতকী ৩ তোলা, মিছরি ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া একবারে গরম গরম ভক্ষণ।

গোটা জাঙ্গিহরিতকী ১৬ তোলা ২ সের গোমূত্রে অষ্টপ্রহর ভিজাইয়া ঐ হরিতকীকে তুলিয়া ৪ তোলা গুঁড়া বিটলবণ তাহাতে মাখাইয়া অৰ্দ্ধপোয়া ঘৃতে ভাজিবে ও প্রতিদিন আহারের পর ২ বার ৪।৫টা করিয়া হরিতকী একবারে ভক্ষণ করিবে।

রুবার্ব ৪আউন্স, কার্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া ৪আউন্স, জিঞ্জার ১ আউন্স, একত্র মিশ্রিত করিলে "পলভ রিয়াই কম্পাউণ্ড বা গ্রেগ্রিজ পাউডার" প্রস্তুত হয়। মাত্রা ২০ গ্রেণ হইতে ১ড্রাম।

জ্যালাপ ২০ আউন্স, য়্যাসিড টার্টারেট অফ পোটাশ ৩৬ আউন্স, পল্ভ জিঞ্জার ৪ আউন্স, একত্র মিশ্রিত করিয়া রাত্রি-কালে ১৫ হইতে ৬০ গ্রেণ পরিমাণে সেবন করা যাইতে পারে। ইহার নাম "পল্ভ জোলাপ কম্পাউণ্ড।"

একৃষ্ট্রাক্ট কলসিন্থ ৫ গ্রেণ, একৃষ্ট্রাক্ট হায়েসায়েমস ॥০ গ্রেণ, হাইড্রার্য্য ক্যালামেলেশ ২ গ্রেণ, পড়কাইল রেজিনা।০ গ্রেণ, পূর্ণবয়স্কদিগের পক্ষে একবারে সেব্য। ইহারই নাম "ক্যাথেটিক পিল।"

ছর্দ্দি বা বমন রোগে—চুনের জল পান। খড়ি ভিজান জল পান। অশ্বথছালকে পোড়াইয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল পান। কেতক (কেয়া) গাছের মেথির রস ১ তোলা, মিছরি।০ আনা একত্র ভক্ষণ।

চারা খেজুরগাছের মূলের রস ১ তোলা, এলাইচ, কর্পূর প্রত্যেকে ৫ রতি একত্র করিয়া ভক্ষণ।

শ্বেতচন্দন নেকড়ায় মাখাইয়া একটী ময়ূরপুচ্ছের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া শুকাইলে আগুণে পোড়াইয়া তাহার ধূম নাসিকায় দিবে।

এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, প্রত্যেকে সমানভাগে মধুর সহিত অবলেহবৎ সেবন।

কর্পূর ২ আনা, ফট্‌কিরি চূর্ণ ২ আনা, জল অর্দ্ধপোয়ার সহিত ক্রমে ক্রমে পান করিবে।

এলাইচ, কর্পূর, মহুরি, তেজপত্র প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা অর্দ্ধপোয়া জলে বাটিয়া পশ্চাৎ ছাঁকিয়া পান করিবে।

রসসিন্দুর ২ রতি, ছোটএলাইচ ১০ রতি, জলের সহিত সেবন করিবে।

যষ্টিমধু ৵০ আনা, ছোটএলাইচ ৵০ আনা মধুর সহিত মিশাইয়া অবলেহবৎ সেবন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বক্ষস্থলের রোগপ্রতিকার।

কাশরোগ—ফট্‌কিরি, কণ্টকারী, কুলথ কলাই, শুণ্ঠী, বাসক ছাল, এরণ্ডমূল প্রত্যেকে ৩২ রতি, ॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে সেবন।

জলে যে পানা ভাসিয়া বেড়ায় তাহার সিকড় ভাজিয়া চূর্ণ ৴০ আনা ও সৈন্ধব ৵০ আনা জলের সহিত ভক্ষণ।

কণ্টকারী ২ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে পিপুল চূর্ণ ॥০ তোলা, বাসকপত্র রস ২ তোলা; মধু ২ তোলা, একত্র মিশাইয়া এককালে ভক্ষণ করিবে।

কিশ্‌মিস্‌ ১ তোলা, বাসকছাল ১ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু ॥০ তোলার সহিত পান করিবে।

স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারা ৩ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, সৈন্ধব ২ তোলা, মুক্তাভস্ম ২ তোলা, প্রবালভস্ম ২ তোলা, একত্র করিয়া গোক্ষুরীর ক্বাথে দুইবার, বাসকমূলের ছালের ক্বাথে ২ বার, ইক্ষুরসে দুইবার মর্দ্দন ও শুষ্ক করণানন্তর বর্ত্তুলাকার করিয়া শুকাইবে; তাহার পর কৌটার ভিতর রাখিয়া প্রলেপ দিবে, একটী হাঁড়ির দুই ভাগ বালুকা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর কৌটাটী বসাইয়া

হাঁড়িটী বালুকা পূর্ণ করিয়া চারি প্রহর মন্দ মন্দ জ্বালে ২ প্রহর মধ্যমরূপ, ২ প্রহর খরজ্বালে পাক করিবে। তাহার পর নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া মৃগনাভি ১ তোলা, কর্পূর ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিবে। অনুপান পিপুলচূর্ণ ৫ রতি ও মধু। পরিমাণ ৪ রতি। পথ্য—ঘৃতসৈন্ধবে পাক করা ব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস, রাত্রে রুটী। এই ঔষধ যক্ষ্মাকাশে ব্যবহৃত হয়।

বামুনহাটীর ছালচূর্ণ ১ তোলা, গুলঞ্চ গুঁড়া ১ তোলা, তুলসী পত্র চূর্ণ ৩ তোলা, পিপুলি চূর্ণ ২ তোলা, সৈন্ধব ২ তোলা, দুগ্ধ ৮ তোলা, ঘৃত ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা একত্র পাক করিবে। পরিমাণ তিন মটর। অনুপান গরম জল ১ তোলা।

লবঙ্গ, জায়ফল, জয়ত্রী, দ্রাক্ষা, তালিশপত্র, কুড়, ত্রিফলা প্রত্যেকে ২ মাসা, বাসক রস চূর্ণ, বিরমির রস চূর্ণ, আদার রস চূর্ণ, বৃহতীর রস চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, মিছরি ৭১ তোলা, অভ্র ১ তোলা একত্র করিয়া ৵০ আনা ঔষধ জলের সহিত ভক্ষণ করিবে।

টীং ক্যাম্ফার কম্পাউণ্ড ১৫ ফোঁটা, টীং হায়েসায়েমস ১০ ফোঁটা, ভাইনম্ ইপিক্যাক ৫ ফোঁটা, ভাইনম্ য়্যাণ্টীমোনিয়ালিশ ১০ ফোঁটা, জল ১ আউন্স। একমাত্রা।

টীং ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড ২ ড্রাম, টীং হায়েসায়েমস ১ ড্রাম, ভাইনম য়্যাণ্টিমোনিয়ালিশ ১ ড্রাম, ভাইনম ইপিক্যাক ১ ড্রাম, স্পিরিট ক্লোরোফরম ১ ড্রাম, ইমারনাইট্রোসাই ১ ড্রাম, গঁদ ১ ড্রাম, মধু ৪ ড্রাম, কর্পূরের জল ৫ আউন্স। পূর্ণ মাত্রা ১ আউন্স।

কার্ব্বনেট অফ য়্যামোনিয়া ১ ড্রাম, ভাইনম্ ইপিক্যাক ১

ড্রাম, ক্লোরিক ইথার ৪ ড্রাম, টীং সিঙ্কোনা ৬ ড্রাম, ভাল ব্রাণ্ডি ৩ আউন্স, টীং ক্যাডেমম্ ৬ ড্রাম, সিরপ জিঞ্জার ১ আউন্স, ইনফিউজন সেনেগা ১২ আউন্স। ১২ বারে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন।

ক্যাজুপটী অয়েল ১ আউন্স, তার্পিন ১ আউন্স একত্র মিসাইয়া পাঁজরে ও পেটে মালিস করিবে।

শ্বাসে—পুরাতন গুড় ২ তোলা, তিল তৈল ২ তোলা, একত্র করিয়া ১ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন ভক্ষণ।

যোমরাজ, জাঙ্গীহরিতকী, গাঁটী হরিদ্রা, পাঙ্গা লবণ, প্রত্যেকে ৪ তোলা গুঁড়া করিয়া একটা ভাঁড়ে ৪ টা আকন্দ-পাতা পাতিয়া তাহার উপর ঐ গুঁড়া রাখিয়া উপরে ৪ টা আকন্দ-পাতা ঢাকা দিবে, তাহার পর ভাঁড়ের মুখ বন্ধ করিয়া সমস্ত ভাঁড়ে প্রলেপ দিবে—শুকাইয়া ঘুঁটের পোড়ে পোড়াইবে। অনু-পান ছাঁচিপানের রস, পরিমাণ ২ রতি। মাত্রা ক্রমে বাড়িতে থাকিবে।

লোমসহিত ছাগলের চামড়া কুঁচিকুঁচি করিয়া ভাণ্ডের ভিতর রাখিয়া ঢাকাদিয়া বিল ঘুঁটের জ্বালে ভস্ম করিয়া মধুর সহিত অবলেহবৎ সেবন।

আকন্দআটা ৪ তোলা, আতপ তণ্ডুল ১ তোলা একত্র শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিবে। ঐ গুঁড়া ।০ আনা শীতল জলের সহিত ভক্ষণ করিবে।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, প্রত্যেকে ৫৩॥০ রতি, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রতিদিন ২ বার সেবন।

পানার গেঁড়ো।০ আনা, ফটকিরি ৩ রতি, কর্পূর ১ রতি, শ্বেতচন্দন ঘসা ৫ রতি একত্র ভক্ষণ।

সৈন্ধব লবণ ১ তোলা, আধখানি মটরের আকারে গুঁড়া করিয়া একটী নেকড়ার পুঁটুলী করিয়া তাহার উপর এক বুরুল পুরু মাটির প্রলেপ দিয়া ৮ প্রহর অগ্নিতে গোড়াইলে উহার রং নীলবর্ণ আকাশের মত হইবে। ঐ গুঁড়া পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ১ গ্রেণ। অনুপান জল।

স্বরভঙ্গে—কেয়ার মেথী শুষ্ক করিয়া কলিকায় সাজিয়া তাহার ধুমপান।

বিরমির রস ১ তোলা, মিছরি।০ আনা একত্র করিয়া সেবন।

সেফালিকাছালের রস ১ তোলা, আদার রস ১ তোলা, একত্র সেবন। তেজপত্রের ধূমপান। বিরমী ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ।

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, যমানি, জিরা, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, যোহ, অভ্র, প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা চূর্ণ। ঘৃতের সহিত অবলেহবৎ সেবন।

রক্তপিত্ত রোগে—পিপ্পলী চূর্ণ ৷৷০ তোলা মধুর সহিত ভক্ষণ। লাক্ষাচূর্ণ ৷৷০ তোলা ঘৃতের সহিত ভক্ষণ। প্রিয়ঙ্গু ৷৷০ তোলা ঘৃত ও মধুর সহিত ভক্ষণ।

ফটকিরির থই ১ তোলা, রসসিন্দূর ১ তোলা, একত্র মাড়িয়া ১ মাসা ঔষধ ঘৃতকুমারীর রস ১ তোলার সহিত ভক্ষণ।

হরিতকী চূর্ণ ৮ তোলা, ৭ বার বাসকরসে মর্দ্দন ও শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ ৷৷০ তোলা মধুর সহিত ভক্ষণ।

ছোটএলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, লবঙ্গ প্রত্যেকে তোলা, রক্তকম্বলের গেঁড়ো চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ।• আনা পরিমাণে ১ তোলা ছাগলদুধের সহিত প্রতিদিন ২ বার করিয়া সেবন করিবে।

এলাইচবীজ, দারুচিনি, তেজপত্র প্রত্যেকে ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডিখেজুর, দ্রাক্ষা প্রত্যেকে ৮ তোলা মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণ গুলি জলের সহিত ভক্ষণ করিবে।

শিশুপত্র ১ তোলা, জল অর্দ্ধপোয়া, মিছরি ১ তোলা রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল ছাঁকিয়া প্রাতে পান করিবে।

কুষ্মাণ্ডশস্য ৫০ পল, ঘৃত ২ সের, কুমড়ার জল ৮ সের, চিনি ৫০ পল, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, জিরা প্রত্যেকে ৮ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ. ধন্যা প্রত্যেকে ২ তোলা, শীতল হইলে মধু ১ সের, পাক যথাবিধি। পরিমাণ ১ তোলা, অনুপান গরম দুগ্ধ ১ ছটাক বা জল।

যক্ষ্মারোগে—ক্ষেত্রপাপড়া, রক্তচন্দন, লালা, ধন্যা, যষ্টিমধু, শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ তোলা, দেড়সের জলে সিদ্ধ করিয়া দেড়পোয়া থাকিতে নামাইয়া বোতলে রাখিবে, আর প্রতিদিন ১ ছটাক পরিমাণে সেবন করিবে।

খই চূর্ণ ৪ তোলা, ঘৃত ১ তোলা চিনি ১ তোলা, মধু ১ তোলা একত্র করিয়া ১ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন ২ বার সেবন করিবে।

তৃষ্ণারোগে—খইচূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত অবলেহ করিয়া সেবন।

দ্রাক্ষা, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল সমভাগে নস্য-গ্রহণ।

ক্লোরেট অফ পোটাশ ১ ড্রাম, নাইট্রিক য়্যাসিড ১ ড্রাম, শীতল জল ২০ আউন্স। ক্রমে ১। ১ আউন্স সেবন।

কট্‌কিরির খই ।০ আনা, জল ১ পোয়া, ক্রমে ২ বার পান।

আমছাল, জামছাল, প্রত্যেকে ১ তোলা, জল ॥০ সের সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ॥০ তোলা মধু মিশাইয়া খাইবে।

জরবিকারের তৃষ্ণাকালেও এই সকল ঔষধ দেওয়া যায়।

হৃদ্রোগে—গমচূর্ণ, অর্জুনছালচূর্ণ, ঘৃত, মধু, চিনি সমভাগে মিলিত করিয়া ভক্ষণ।

গোরক্ষ চাকুল্যামূল চূর্ণ ২ তোলা, গরম দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়ার সহিত ভক্ষণ।

অর্জুনছালচূর্ণ ২ তোলা, গরম দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়ার সহিত ভক্ষণ।

ঘৃত ১ সের, অর্জুনছালের রস ১ সের, কল্কার্থ অর্জুনছাল ১ সের।

উরগ্রহরোগে—জেঁয়াতাপাতা, সজিনাছাল, হরহুরা প্রত্যেকে ২ তোলা, হিঙ্গু ৫ রতি সেবন অথবা পঞ্চ লবণ ৪ মাসা ভক্ষণ।

পুরাতন গুড় ২ তোলা, তেউরিমূল চূর্ণ ৪ মাসা একত্র ভক্ষণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মূত্র ও ধাতুগত রোগপ্রতিকার।

মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে—কাঁচা হরিদ্রার রস ২ তোলা, মধু ॥০ তোলা একত্রে সেবন।

ছাগিদুগ্ধ ৬ তোলা, বাবলার কুঁড়ি ২ তোলা, মিছরি ১ তোলা একত্রে বাটিয়া ছাঁকিয়া সেবন।

যবক্ষার ১ তোলা, পুরাতন কুমড়ার জল ১ তোলা এক বারে ভক্ষণ।

নাউফুলের রস ১ তোলা, সোরা ১ তোলা একত্র সেবন।

শুশনিশাকের রস ১ তোলা, দাড়িম্বের রস ১ তোলা একত্র সেবন।

হিংচা শুকাইয়া হাঁড়িতে রাখিয়া প্রলেপ দিয়া ভস্ম করিবে। ঐ ভস্ম ।০ আনা, মধু ।০ আনা একত্রে ভক্ষণ।

আমানী ৮ তোলা, ফটকিরি ।০ আনা একত্রে দুইবার সেবন।

কাঁচা দুগ্ধ ৮ তোলা, মিছরি ॥০ তোলা, ফট্‌কিরি ৵০ আনা একত্র দুইবারে ভক্ষণ।

আমলকী চূর্ণ ২ তোলা, পুরাতন গুড় ২ তোলা, একত্র করিয়া ॥০ তোলা জলের সহিত সেবন।

কুমড়ার জল ৮ তোলা, চিনি ১ তোলা, সোরা ২ মাসা একত্র করিয়া ২ বারে ভক্ষণ।

বাবলাআটা ২ তোলা, জল ৪ তোলায় ভিজাইয়া কর্পূর রতির সহিত সেবন।

হরিদ্রা কাঁচা দুগ্ধে বাটিয়া মর্দ্দন।

ঘোল ৮ তোলা, সোরা ৷৷০ তোলা, কর্পূর ১ মাসা একত্রে ভক্ষণ।

শিমূলফুলের রস ৫ পল, কাল কচুপাতার রস ৫ পল, নূতন মৃত্তিকাপাত্রে পাক করিবে। পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, ঘৃত ৪ রতি, মধু ৪ রতি, একত্র করিয়া কুঁচের মত বটী করিবে। অনুপান অড়হর পত্রের রস।

রক্তচন্দন ঘসা ২ তোলা, কাশীর চিনি ২ তোলা একত্রে সেবন।

গোলাপফুল ১ তোলা, হরিণের শৃঙ্গঘসা ১ তোলা, শতমূলীর রস ১ তোলা, জল ৪ তোলা একবারে ভক্ষণ।

কুশমূল, কেশেমূল, খাগড়ামূল, ইক্ষুমূল, বেণামূল প্রত্যেকে ৮ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া তাহাতে যষ্টিমধু, কাঁকুড়বীজ, শশাবীজ, বংশলোচন, আমলা, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ, প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেকে ২ মাসা দিয়া অবলেহ পাক করিবে। অনুপান জল; পরিমাণ ৷৷০ তোলা।

কোপেবা অয়েল ১০ ফোঁটা, মিছরি ২ ড্রাম, গম একেশিয়া ২০ গ্রেণ, টীং ফেরি ৫ ফোঁটা, জল ১ আউন্স। একমাত্রা। দিনে ৩। ৪ বার ঐরূপ মাত্রায় সেবন।

মূত্রাঘাত—শশাবীজ ২ তোলা, সৈন্ধব ৷৷০ তোলা, কাঁজি তোলা একত্র করিয়া একবারে ভক্ষণ।

ত্রিফলা ২ তোলা, সৈন্ধব ৷৹ তোলা, জল ৪ তোলা একত্র করিয়া একবারে সেবন।

গোক্ষুরী, এরণ্ডমূল, শতমূলী, পঞ্চতৃণ প্রত্যেকে ২ মাসা, জল দেড়পোয়া, দুগ্ধ আধপোয়া, সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ২ বারে ভক্ষণ।

সোমরাজবীজ ১ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা ঘোলে বাটিয়া গরম করিয়া নাভিতে প্রলেপ।

গাঁদাফুলের পাতা ১ তোলা, ফট্‌কিরি ১ তোলা, জলে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ।

ফটকিরি, ছাগিদুগ্ধ সমান ভাগে বাটিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ।

প্রমেহরোগে—প্রবাল ১ তোলাকে একপোয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সমস্ত দুগ্ধ শুকাইয়া যাইলে সেই প্রবাল চূর্ণ করিয়া ১ রতি তদুপযুক্ত মধুতে মর্দ্দন করিয়া দিনে দুই বার সেবন।

কাঁচা আমলকীর রস ২ তোলা, হরিদ্রাচূর্ণ ৪ মাসা, মধু ২ মাসা একত্রে ভক্ষণ।

ত্রিফলা, দেবদারু, মুথা প্রত্যেকে ৩২ রতি, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু ৪ মাসা, বঙ্গ ২ রতি একত্র সেবন।

বঙ্গ ২ রতি মধুতে মাড়িয়া একবারে ভক্ষণ।

বাঁশের ভিতর যে জল থাকে সেইজল ২ তোলা, ছোলার ছাতু, মিছরি, ঘৃত সমান ভাগে ১ তোলা জলের সহিত ভক্ষণ।

পাপড়িখয়ের ৷৹ তোলা, কাঁচা দুগ্ধ আধ ছটাক, জল ১ ছটাকের সহিত ভক্ষণ।

মেউদিপাতা ২ তোলা কুচাইয়া ৮ তোলা জলেতে ভিজাইয়া রাখিয়া স্নানের পর চিনির সহিত সেবন।

মকরধ্বজ, লৌহ, অভ্র, শীলাজতু, বিড়ঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষী, শোধিত গন্ধক প্রত্যেকে ২ তোলা। স্বর্ণভস্ম ১ তোলা ঘৃত ও মধুতে মাড়িয়া কুঁচের মত বটি প্রস্তুত করিবে। তাহার এক একটী বটী প্রাতে মধু, চারা শিমূলের শিকড়ের রস ও চিনির সহিত সেবন।

পারা, গন্ধক, শীলাজতু, একত্র মর্দ্দন ও বর্ত্তুলাকার করিয়া মাটীর কৌটায় রাখিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে, প্রলেপ শুকাইলে দুই প্রহর কাল জ্বাল দিয়া নামাইবে। তাহার ১ রতি মধুর সহিত প্রাতে ভক্ষণ।

সমুদ্রের ফেণা, গেরিকমাটী, দয়েল গাছের মূল, প্রত্যেকে সমান ভাগ, দয়েলপত্ররসে মাড়িয়া মটর প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান মধু, তেলাকুচাপাতার রস ১ তোলা।

কাবাবচিনি ২ তোলা, সোরা ২ তোলা একত্র করিয়া ॥০ তোলা পরিমাণে, মিছরি ।০ আনা ও জল ৪ তোলার সহিত ভক্ষণ।

কিউবেব ১০ গ্রেণ, বালসম কোপেবা ১০ ফোঁটা, টীং হায়োসায়েমস্ ১৫ ফোঁটা, নাইট্রেট অফ পোটাশ ৫ গ্রেণ, জল ১ আউন্স একমাত্রা। দিনে ৩ বার সেবন।

কিউয়েব ১০ গ্রেণ, নাইট্রেট অফ পোটাশ ৫ গ্রেণ, নাইট্রিক ইথার ১০ ফোঁটা, জল ১ আউন্স, ১ মাত্রা, ৩ বার সেবন।

বহুমূত্ররোগে—কাঁটালিকলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া মধুর সহিত প্রাতে সন্ধ্যায় ২।৩ বার ভক্ষণ।

এক তোলা মধু ৪ তোলা জলে ভিজাইয়া তাহা পান।

পানিকলার মূলের রস ২ তোলা, মিছরি ॥০ তোলা একত্রে ভক্ষণ।

চৌঁচখড়িকার চাউল চূর্ণ ৪ তোলা, কালিন্দী ধান্যের চাউল ভাজা চূর্ণ ৪ তোলা, ৪ তোলা মধুতে মাড়িয়া কুলপ্রমাণ ২টী বটী করিয়া জলের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার সেবন।

আমের শিকড়ের রসে গেরিমাটী, ভুষা, খড়ি মাড়িয়া নাভিতে প্রলেপ। মাসকলাই ১ তোলা, বেণার মূল ১ তোলা, জল অর্দ্ধসেরে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহা পান।

গাঁদাফুলের পাতার ও অরহরপত্রের রস বাহির করিয়া ২ তোলার সহিত ২ রতি বঙ্গ সেবন।

অর্জ্জুনছাল, লোধ, বেণামূল, অগুরুচন্দন, আজ্ঞাস্ত, হরিদ্রা, আমলা, দাড়িম্ববীজ, জামবীজ, যবনামূল প্রত্যেকে ৪ তোলা; পারা, গন্ধক, ধন্যা, মুথা, এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদীমূল, বিড়ঙ্গ, সোলাফা প্রত্যেকে ৪ মাসা, গুলঞ্চ ৪ তোলা, ঘৃতের সহিত মাড়িয়া ১৬ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান ডাবের জল, ছাগিদুগ্ধ।

কেবলমাত্র মাখনতোলা দুধ ৩ তিন দিন সেবন; ঐ তিন দিন অন্য কিছু আহার করিবে না।

ক্রিয়াশোট ৩ ফোঁটা, য়্যাসেটিক য়্যাসিড ৩ ফোঁটা, জল ৩ আউন্স; ৩ বারে সেবন।

লৌহ ২ তোলা, পারা, গন্ধক, এলাইচ, তেজপত্র, হরিদ্রা,

দারুহরিদ্রা, জামবীজ, বেণামূল, গোক্ষুরীবীজ, বিড়ঙ্গ, জিরা, আকনাদীমূল, আমলা, দাড়িম্ববীজ, সোহাগা, গুলঞ্চ, রক্ত-চন্দন, লোধ, অর্জ্জুনছাল, রসাঞ্জন ছাগিদুগ্ধে মাড়িয়া ১০ রতি প্রমাণ বটিকা। অনুপান ছাগল দুগ্ধ।

শুষ্ক ঝিঙ্গা পোড়াইয়া তিন ছটাক জলে ভিজাইয়া সেই জল প্রাতে পান।

স্বর্ণভস্ম, রৌপ্যভস্ম, সীসাভস্ম, মুক্তাভস্ম, লৌহ, অভ্র, জত্তু, স্বর্ণমাক্ষী, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, মরিচ প্রত্যেকে সমান ভাগে কেশুত্যার রসে, ভীমরাজের রসে ও সিদ্ধিপাতার রসে ক্রমে মাড়িয়া শুকাইবে। পরিমাণ ২ রতি, অনুমান মধু।

ধ্বজভঙ্গে—কুকসিমার রসে ময়দা মাখিয়া তাহার রুটি দিন ৪।৫ খানা ভক্ষণ।

তবকীসোণা, তবকীরূপা, প্রবালগুঁড়া, মুক্তাগুঁড়া, মরকতগুঁড়া সমান ভাগে লইয়া গোলাপজলে মর্দ্দন করিয়া মটরের মত বটী করিবে। অনুপান গোলাপজল। গরম দ্রব্য যথা,—মাংস, রুটি ইত্যাদি পথ্য।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম। আনা, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া মটরপ্রমাণ বটীকা করিবে। অনুপান পানের রস, মহুরির জল ইত্যাদি।

চড়ুইপাখীর মাংস ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ। পায়রার মাংসের ঝোল সেবন।

খোরমা (আঁটীবাদে) ।০ পোয়া ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে মিছরির বুকনী দিয়া দিবসে তিনটী খোরমা তিনবারে খাওয়াইবে।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ॥৵ তোলা ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ কুঁচ প্রমাণ বটী। পানের রস, মধু, এবং মধু ও পিপ্পলী চূর্ণ ইত্যাদি অনুপানের সহিত অবস্থাবিশেষে সেবন করাইবে।

মকরধ্বজ ১ তোলা, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে ॥০ তোলা, স্বর্ণভস্ম ৵০ আনা। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ কুঁচপ্রমাণ বটী উপরোক্ত অনুপানের সহিত সেবন।

সালসার পালো ১ তোলা, অনন্তমূলের পালো ১ তোলা, গুলোঞ্চর পালো ১ তোলা, অনন্তমূলের রসে মর্দ্দন করিয়া বড় মটরের মত এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। দিবসে একবার সেবন বিধি।

আকুলা সিমূলের শিকড় বাতাসে শুকাইয়া তাহার গুঁড়া ৪ তোলা মধুতে মর্দ্দনানন্তর ১৬টি বটী করিয়া প্রতিদিন ১টী বটী জলের সহিত ভক্ষণ।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—কুচিলাফল, চিরাতা, অনন্তমূল, ভূমিকদম্ব, মিছরি প্রত্যেকে সমান ভাগ, জল ৮ গুণ, একত্র সিদ্ধ করিয়া যখন বটী বাঁধিবার মত হইবে তখন বংশলোচন কিছু মিশাইয়া ২ গ্রেণ পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত ব্যবহার করাইবে। গরম দ্রব্য পথ্য। তাহাতে শরীর গরমবোধ হইলে ॥০ সের দুধ, মিছরি ২ তোলা একত্রে পান করিবে।

ফেরিয়েট য়্যামোনিয়া সাইট্রাস ১ ড্রাম, লাইকার ষ্ট্রীকনিয়া ॥০ ড্রাম, ইন্‌ফিউজন কোয়াসিয়া ৮ আউন্স; ৮ মাত্রা। দিবসে তিন মাত্রা সেবন।

জিঙ্কাই সলফাস ১০ গ্রেণ, এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌সিয়ান ৪০ গ্রেণ,

ইন্দ্রবারুণীর এক্‌ষ্ট্রাক্ট ২০ গ্রেণ একত্র করিয়া ২টী বটী করিবে। অনুপান জল। প্রতিদিন ২টী বটী ভক্ষণ।

আতাবীজ, ছোটজাতীয় বামন নারিকেলের শস্য, ছোট এলাইচ, দারুচিনি, প্রত্যেকে ২ তোলা, চিনি অর্দ্ধ পোয়া, দুগ্ধ ॥০ সেরে পাক করিয়া ১ তোলা পরিমাণে গুলি পাকাইয়া জলের সহিত প্রতিদিন প্রাতে ভক্ষণ।

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কাকলী, ক্ষিরকাকলী, অশ্বগন্ধা, বেলেড়া, গুলঞ্চ, বংশলোচন, জল দেড় পোয়া, দুগ্ধ অধ পোয়া সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া দিন একবার করিয়া খাইতে দিবে।

রোহিতমৎস্যের মস্তকের ভিতর হিঙ্গু ।০ আনা ও সৈন্ধব লবণ ॥০ তোলা প্রবেশ করাইয়া রীতিমত রন্ধনান্তে প্রতিদিন ভক্ষণ।

স্বপ্নদোষে—শয়নের পূর্ব্বে ব্রোমাইড পোটাশ ১০ গ্রেণ জলের সহিত সেবন।

শয়নের পূর্ব্বে অণ্ডকোষে ৪ গাড়ু জল ক্রমে ক্রমে ঢালিয়া তাহার পর শয়ন করিলে আর স্বপ্নবিকার হইবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুহ্য ও উপস্থাদির রোগপ্রতিকার।

অর্শরোগে—মহিষের শৃঙ্গ ॥০ তোলা আগুনে দিয়া তাহার ধূম "বলিতে" দিবে।

হরিণের শৃঙ্গের ধূম ঐরূপে "বলিতে" দিবে। সিদ্ধি পোড়াইয়া তাহার ধূম "বলিতে" দিবে।

মোরগফুলের বীজ ।০ আনা ছানার জলে বাটিয়া বটী করিবে। একটী বটী একবারে ৪ তোলা বুটকলায়ের জলে মর্দ্দন করিয়া খাইবে।

মূলার রস ১ তোলা, সোরা ১ তোলা একত্র ভক্ষণ। শত-ধৌতঘৃত ৪ তোলা, ভাজা যবক্ষার ।০ আনা, যষ্টিমধু ।০ আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া "বলিতে" দিবে।

ঘৃত ৪ তোলা, তেলাকুচাপাতার রস ২ তোলা একত্র পাক করিবে। তাহার পর নামাইয়া তুঁতেভস্ম ।০ আনা তাহাতে মিশ্রিত করিয়া বলিতে ৩।৪ বার প্রলেপ দিবে।

মান, ওল, তেউড়িমূল, দন্তীমূল, চিতামূল, মুথা, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ভেলারআটা প্রত্যেকে ।০ আনা। লৌহ ৩॥০ তোলা। অনুপান ৪ তোলা দুর্ব্বার রস। পরিমাণ ৵০ আনা। পথ্য পলাণ্ডুর ব্যঞ্জন ও তাহার রস প্রশস্ত।

তণ্ডুল ১ তোলা, তিল ১ তোলা, মিছরি ১ তোলা, তালমূলী ১ তোলা একত্রে চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ।

হরিতকী ১ তোলা, চিনি ১ তোলা একবারে ভক্ষণ।

বটের ঝুরি ১ তোলা, চিনি ১ তোলা বাটিয়া ভক্ষণ।

শুশনিশাক, পেঁপে, ওল ও থোড় একত্রে ব্যঞ্জন করিয়া ভক্ষণ, তাহাতে লঙ্কার ঝাল ও সরিষা দেওয়া নিষেধ।

বকুলবীজ ২ তোলা, হাতির দাঁত গুঁড়া ৩ তোলা আগুনে দিয়া তাহার ধূম "বলিতে" দিবে।

লতাকটকিরির পাতা ॥০ তোলা, নবনী ॥০ তোলা একত্র বাটিয়া "বলিতে" প্রলেপ দিবে।

"বলিতে" ৫।৭ দিন হাপরমালীর আটা লাগাইবে।

চিতামূল ৵০ আনা, কাঁচা হরিদ্রা ।০ আনা বাটিয়া বলিতে প্রলেপ দিবে।

মেউদিমূলের ছাল ১ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা, জলে বাটিয়া বলিতে ৩ দিন প্রলেপ দিবে।

কৃষ্ণতিলের তণ্ডুল, কাঁচাহরিদ্রা, পচা কাঁঠালীকলা দধিতে বাটিয়া প্রলেপ।

মকরধ্বজ, বংশলোচন, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ প্রত্যেকে অৰ্দ্ধ তোলা, তেলাকুচাপাতার রসে, ছানার জলে, ঘৃতকুমারীর রসে, লাক্ষার ক্বাথে, ইক্ষুরসে, গোলাপজলে ক্রমশঃ মাড়িয়া শুকাইয়া দুই কুঁচপ্রমাণ বটী। অনুপান জল।

ভগন্দরে—সিজআটা, আকন্দআটা, দারহরিদ্রা সমভাগে বাটিয়া বাতি করিবে ও তাহা পোড়াইয়া তাহার ধূম লাগাইবে।

তিল, হরিতকী, লোধ, নিম্বপত্র, হরিদ্রা, দারহরিদ্রা, বচ সমানভাগে একত্র করিয়া প্রলেপ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, শঠী, এলাইচ, পিপ্পলীমূল, হবুস, দেবদারু, ধন্যা, কুড়, চৰ্ব্বি, রাখালশশা, যবক্ষার, হরিদ্রা, বিটলবণ, শচল, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী প্রত্যেকে ॥০ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুল ২৭ তোলা জলে মাড়িয়া ১ তোলা প্রমাণ বটী জলের সহিত ভক্ষণ।

কাল বিড়ালের অস্থি মৰ্দ্দণ করিয়া তাহার প্রলেপ।

উপদংশ—(গরমীর ব্যামোহে)—কুলের ডগি, আকন্দপত্র,

বামুন হাটী, হিঙ্গুল প্রত্যেকে ।।০ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া নেকড়ায় মাখাইয়া তাহার বাতি করিয়া সেই বাতি পোড়াইয়া তাহার ধূম দিবে।

ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে ক্ষতস্থান ধৌত করিবে।

ত্রিফলাভস্ম মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

রাবলাপাতাচূর্ণ, দাড়িম্বফলচূর্ণ, মনুষ্যাস্থিচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ।

হোয়াইট প্রেশিপিটেট্ অফ মার্করী ১ ড্রাম, মাখন ১ আউন্স উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া পটির মত ঘায়ে বসাইয়া দিবে, আর তিন ঘণ্টা অন্তর সেই পটী বদলাইবে।

অশ্বত্থের চোকালী চূর্ণ, পাথুরেকয়লার গুঁড়া সমানভাগে মুখের লালা (থুথু) দিয়া বাটিয়া নেকড়ায় মাখাইয়া বসাইয়া দিবে ও ৬ ঘণ্টান্তর ঐ পটি বদলাইবে।

আটসাওড়ার শিকড়কে গুঁড়া করিয়া ক্রমাগত দিতে দিতে যখন ঘা লালবর্ণ হইয়া আসিবে, তখন বিশেষ উপকার বুঝিতে হইবে। তাহার পর ২।৩ দিন দিনের মধ্যে ৪ বার ঐ চূর্ণ দিতে দিতে সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইবে। এই ঔষধ সকলপ্রকার ঘায়ে দেওয়া যায়।

হাতীশুঁড়া গাছের পাতা ও শিকড় জলে বাটিয়া প্রলেপ। প্রতিদিন ২। ৩ বার দিতে হইবে।

ক্যালোমেল ৩ রতি ছয় ভাগ করিয়া ৬ দিবসে খাওয়াইবে। যে সময়ে মুখ আসিবে সেই সময় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জেলাপ ৫ রতি, ক্রিম টার্টার ৫ রতি, এই দুই

দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া জলে গুলিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে এবং মুখ ধরিয়া যাইবে।

সাচিফরাসের তৈল ৫ ফোঁটা করিয়া দিবসের মধ্যে তিন বার খাওয়াইবে।

সালসা ৩ মাসা, জল ১ সের একত্র সিদ্ধ করিয়া ৷৷০ সের থাকিতে নামাইয়া প্রত্যহ ১ ছটাক করিয়া খাইতে দিবে।

একশিরায়—তামাকের পাতা বাঁধিয়া রাখা, কদম্বপত্র বাঁধিয়া রাখা, এবং পানসেঁকিয়া বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

আকুলা শিমূলের কাঁটার মুখ কাটিয়া, ছুঁচদ্বারা বিঁধিয়া সূতাতে গলাইয়া কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

মুসব্বর জলে ফুটাইয়া আটা আটা হইলে ৭।৮ দিন তাহার লেপ দিতে হয়। ইহাতে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

টিং ওপিয়াই একভাগ, সরিষার তৈল দুইভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২।৩ বার মালিস করিতে দিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তুণ্ডরোগ প্রতিকার।

দন্তরোগে—ফটকিরি, চাখড়ি, পাপড়িখয়ের, কর্পূর সমান-ভাগে চূর্ণ করিয়া তাহাতে মুখ ধুইবে।

গরম জলে ফটকিরি দিয়া ক্ষণেক্ষণে কুলি করিবে। নারি-কেলপাতার ছাই দিয়া দাঁত মাজিবে।

পুরাতন দেয়ালের মাটী, তুঁতের খই, সুপারিপোড়া সমান ভাগে একত্র করিয়া তাহাতে দাঁত মাজিবে।

ধূনাচূর্ণ ২ তোলা, তিলতৈল ২ তোলা একত্র করিয়া মঞ্জন।

ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত মঞ্জন।

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুথা, বরাক্রান্তা, আকনাদীমূল, লতাফটকিরি, হরিদ্রা সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া মাজন প্রস্তুত করিবে, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহাদ্বারা দাঁত মাজিবে।

বকুলফল চর্ব্বণ।

মধু, পিপুলের গুঁড়া, ঘৃত সমানভাগে মুখে করিয়া রাখিবে।

শুঁচিনারিকেলের কয়লা, জাঙ্গিহরিতকীর কয়লা, তুঁতের খই সমানভাগে একত্র করিয়া দন্তে ঘর্ষণ।

ফটকিরি ॥০ তোলা, চাখড়ি ॥০ তোলা, তাম্বুলচূর্ণ ॥০ তোলা, তুঁতেভস্ম ১ তোলা, লবঙ্গ ৮ টা, লবণ ॥০ তোলা, উনানের পোড়া মাটী ॥০ তোলা, কর্পূর ।০ আনা, কয়লাচূর্ণ ।০ আনা, মরিচ ৪ টা একত্র চূর্ণ করিয়া দিবসে তিনবার দন্তে দিয়া ঘর্ষণ করিবে।

মুখরোগে—ঘৃত ।০ পোয়া, তেশিরা মনসার শস্য ।০ পোয়া একত্রে ঘুঁটের পোড়ে পিতল বাটীতে চাপাইয়া পাক করিতে করিতে জ্বলিয়া উঠিলে ফটকিরির গুঁড়া ২ তোলা, তুঁতে ॥০ তোলা তাহাতে দিলে জ্বলিয়া উঠা থামিবে। পরে আবার জ্বলিয়া উঠিলে নামাইবে। এই ঘৃত দিন ৩।৪ বার মুখের ঘায়ে দিবে।

জিহ্বার ঘায়ে—বুড়ি গুয়াপানের পাতা ও খদির একত্রে দিনে দুইবার চিবাইবে।

গরম ঘৃত মরিচের গুঁড়ায় মাখাইয়া ২।৩ বার লাগাইবে।

জাতিফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া জিহ্বাতে দিবে।

কর্ণরোগে—আলকুশী পাতা ছেঁচিয়া পোড়াইবে এবং তাহার রস ১ ফোঁটা কর্ণে দিবে।

কাঁচা নারিকেলমুচি পোড়াইয়া তাহার রস ঐরূপে দিবে।

কর্ণ কট্‌কট্‌ করিলে—কয়েতবেলের পাতার রস গরম করিয়া ২ ফোঁটা কাণের ভিতর দিবে।

টাবালেবুর রস, আদার রস, আকন্দপত্রভস্ম, কিয়াপত্রে রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণের ভিতর দিবে।

হুরহুরার রস ৩ ফোঁটা কর্ণে দিবে।

শীতলষষ্ঠীর পাতা আগুণে সেঁকিয়া তাহার রস ৩।৪ ফোঁটা কাণের ভিতর দিবে।

কাণে দুর্গন্ধ হইলে—কর্ণের মধ্যে গুগ্‌গুল পোড়াইয়া তাহার ধূপ দিবে।

সরিষার তৈল ১ সের, শম্বুকমাংস ।০ পোয়, ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া একসের থাকিতে নামাইয়া তাহা ফোঁটা ফোঁট করিয়া কাণে দিবে।

কাণে তালা লাগিলে—শুণ্ঠীচূর্ণ ১ তোলা, পুরাতন গুড় ১ তোলা একত্রে নেকড়ার ভিতর রাখিয়া পুনঃপুনঃ নস্যের ন্যায় তাহার ঘ্রাণগ্রহণ।

নাসারোগে—শ্বেতবেড়েলার মূল চূর্ণ, বাসীপ্রদীপের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য।

হিঙ্গুল, হরিতাল, জায়ফল প্রত্যেকে ॥০ তোলা, মম তোলা, ঘৃত ॥০ তোলা একত্র মাড়িয়া বস্ত্রে মাখাইয়া অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ আকন্দডালে জড়াইয়া তাহার ধূম নাসিকায় দিবে।

গুগ্‌গুল ও মম একত্র করিয়া তাহার ধূম নাসিকায় দিবে।

জয়ন্তী পত্রের রস, সৈন্ধব, তিলতৈল সমানভাগে লইয়া তাহার নস্য গ্রহণ।

চক্ষুরোগে—প্রথমতঃ আমলকীর রসে চক্ষু ধৌত করিবে।

হরিতকী ঘৃতে ভাজিয়া তাহার পর জলে বাটীয়া নেত্রপ্রান্তে প্রলেপ। গেরিমাটী, রক্তচন্দন, শুণ্ঠী, চোঁচখড়িকা, বচ প্রত্যেকে সমানভাগ জলে বাটীয়া তাহার নস্য।

বাসকমূল, নিমছাল, পটলপত্র, কটুকী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন কটুজছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুণ্ঠী, চিরাতা, ত্রিফলা, যব আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে সেবন।

হরিতকী, বচ, কুড়, পিপ্পলী, মরিচ, বহেড়াআঁটীর শস্য, নাভিশঙ্খ, মনছাল প্রত্যেকে সমভাগে ছাগলদুধে মাড়িয়া বাতি পাকাইয়া সেই বাতি মধুতে ঘসিয়া পক্ষীর পালকদ্বারা চক্ষে লাগাইবে।

শিরোরোগে—মর্ত্তমান কলাগাছের শিকড়, শ্বেতচন্দন, পুরাতন ঘৃত একত্রে বাটীয়া মস্তকে প্রলেপ।

নাকশিকনি গাছকে গুঁড়া করিয়া তাহার নস্যগ্রহণ।

কাগ্‌জিলেবু গোবরের ঠুলির ভিতর করিয়া তাহাকে পোড়াইয়া তাহার রস ১ তোলা, পুরাতন ঘৃত ১ তোলা একত্রে সূর্য্যপক্ব করিয়া মাথায় মর্দ্দন।

আকন্দআটা ১ তোলাতে ঘুঁটেরছাই মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া তাহার নস্য দিনে ৩। ৪ বার গ্রহণ।

মনসাআটার ঐরূপে নস্য করিয়া ৩। ৪ বার লইবে।

পানের বোঁটা ১ তোলা গরম ঘৃতে বাটীয়া তাহার প্রলেপ।

গব্যঘৃতকে শতবার জলে ধৌত করিয়া মস্তকে মর্দ্দন।

কর্পূর, রক্তচন্দন, কৃষ্ণজিরা, দারুচিনি প্রত্যেকে ॥০ তোলা ছাগলদুধে বাটীয়া তাহার প্রলেপ।

ঘলঘসীপত্র পোড়াইয়া তাহার রস ১ তোলা, কর্পূর।০আনা একত্রে মস্তকে প্রলেপ।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষী, সোহাগার খই, শীলাজতু, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচিকাক্ষার, ত্রিকটু, যষ্টিমধু, প্রত্যেকে এক তোলা, আর বামুনহাটী, কাঁটানটে, হুরহুরে, পুনর্ণবা, কালমেঘ, গান্তারী, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, সোদালু, ভীমরাজ কেশুত্যা, পালিধা, আজ্জান্ত, সোমরাজ, চিতা, আদা এই সকলের ১। ১ তোলা রসে মাড়িয়া ও শুকাইয়া ৪ কুঁচ পরিমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস।

উপরোক্ত সমস্ত ঔষধ সেবনের অগ্রে এরণ্ডতৈল সেবনে জোলাপ লওয়া উচিত।

মরফিয়া ॥০ গ্রেণ, ক্লোরিক ইথার ১ ড্রাম, শীতল জল ৩ আউন্স। ৩ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বায়ুরোগ প্রতিকার।

মূর্চ্ছারোগে—তেলাকুঁচা-পাতার রস ১ তোলা, মরিচচূর্ণ ।০ আনা একত্রে নস্য গ্রহণ।

শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, কুড়, গেঁঠেলা প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া অর্দ্ধতোলা ঔষধ পিপ্পলীর ক্বাথ ২ তোলার সহিত ভক্ষণ।

ঘৃত অর্দ্ধসের, অর্দ্ধতোলা হরিদ্রা বাটিয়া মূর্চ্ছাইবে এবং যষ্টিমধুর গুঁড়া ৮ তোলার সহিত একবারে ভক্ষণ।

শত বৎসরের পুরাতন তেঁতুল অর্দ্ধতোলা, এক পোয়া জলে ভিজাইয়া পরদিন (তেঁতুল বাদে) জল ২ তোলা চিনির সহিত খাইবে।

কুমিরেপোকার ঘর গুঁড়াইয়া তাহা ॥০ তোলা, গোলমরিচের গুঁড়া ॥০ তোলা একত্রে মিসাইয়া নস্য প্রদান।

ঘৃত ৪ সের, মূর্চ্ছনা, হরিদ্রা, টাবালেবুর রস, ত্রিফলা বাটা। ক্বাথ—গামার ছালবাদে, দশমূলের ৯ খান, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ি, বেলেড়া, মূর্ব্বামূল, শতমূলী, প্রত্যেকে ১৬ তোলা (২ পল) ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ। কল্ক—রাখালশশা, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণি, পান শিউলির ছোপড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, শুঁদিমূল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীল, দাড়িম্বখোসা, নাগেশ্বর, তালিশপত্র, বৃহতী,

মালতীপুষ্প, চাকুল্যা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেকে ২ তোলা। অনুপান গরম দুগ্ধ; পরিমান ১ তোলা।

ভ্রমরোগে—বড়মেথী ২ তোলা, ছাগিদুগ্ধ ২ তোলা একত্র বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ।

বাঁশের জল ৩ তোলা, মকরধ্বজ ২ রতি মাড়িয়া একবারে ভক্ষণ।

বাদামের তৈল মস্তকে মর্দ্দন।

যজ্ঞডুম্বুর কুচাইয়া জলে ভিজাইবে; সেই জল আধপোয়া মিছরি ৷৷০ তোলার সহিত সেবন করিতে দিবে।

মদাত্যয়রোগে—পিণ্ডখর্জুর, দ্রাক্ষা, মহাদা, আমরুলশাক দাড়িম্ব, পরুষ ফল, আমলকী, খইচূর্ণ, সমান ভাগে ২ তোলা, পরিমাণ একবারে ভক্ষণ।

চঞি, সচল, হিঙ্গু, শুণ্ঠী, যমানী, সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া মদের সহিত সেবন।

ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধব, বচ, কটুকী, শিরীশবীজ, শ্বেত-সরিষা গোমূত্রে পিশিয়া বাতি করিয়া তাহার ধূপদান।

পুরাণ কুমড়ার জল ৪তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাসার সহিত ভক্ষণ।

বেলেড়া ২ তোলা, জল ১৬ তোলায় সিদ্ধ করিয়া ৪ তোলা থাকিতে নামাইয়া কুড়চূর্ণ সহিত ভক্ষণ।

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, মধু, গোরচনা, সমভাগে একত্র করিয়া অঞ্জন দান; নিম্বপত্র, বচ, হিঙ্গু, সর্পের খোলস, শ্বেত সর্ষপ, সমভাগে ধূপ কার্য্য করিবে।

তিলতৈল ।০ পোয়া, গোঁড়ালেবুর রস ।০ পোয়া সূর্য্যপক্ক করিয়া মর্দ্দন।

লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, মকরধ্বজ, প্রত্যেকে।০ আনা, আমলকী-পাতার রসে সাত দিন মাড়িয়া ১ কুঁচের মত বটী করিবে। মিছরীর জলের সহিত ১ টী করিয়া বটী প্রতি দিন প্রাতে সেবন বিধি।

অপস্মাররোগে—রসাঞ্জন, পায়রার বিষ্ঠা, সমানভাগে ঘৃতের সহিত মঞ্জন।

বচচূর্ণ ১ তোলা মধুর সহিত অবলেহ করিয়া কিছু কিছু ভক্ষণ।

বিরমির রস ২ তোলা, মধু ॥০ তোলা একবারে ভক্ষণ।

ঘৃত ১ সের, হরিদ্রা ৪ তোলা, গোময় রস ১ সের, অম্ল দধি ১ সের, দুগ্ধ ১ সের পাক করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া ঘৃত ২ তোলা ও গরম দুগ্ধ ৵০ পোয়ার সহিত ভক্ষণ।

পুরাতন ঘৃত ১ সের, বিরমির রস ৪ সের, কল্কার্থ বচ, কুড়, বেলেড়া প্রত্যেকে ১১ তোলা।৵০ আনা।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বংশলোচন, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাকলী, ক্ষিরকাকলী, গাণি, মাসানি জীবন্তি, যষ্টিমধু, প্রত্যেকে।০ আনা, লৌহ ৪ তোলা একত্রে জলে মাড়িয়া দুই কুঁচ প্রমাণ বটী। অনুপান জল।

বাতব্যাধিতে—গাভিদুগ্ধ ৪ সের, জল ৪ সের, রসুন ১ পোয়া ছেঁচিয়া সকলকে একত্র সিদ্ধ করিবে; ছাঁকিয়া ২ সের থাকিতে দধি বসাইয়া মন্থন করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। সেই ঘৃত মাখাইবে।

শূয়ারগুঁজা ১ পোয়া, কৃষ্ণতিল ১ পোয়া, ভেরেণ্ডাবীজ ১ পোয়া ছেঁচিয়া ২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ।

বেলেড়া ২ তোলা, জল ॥৹ আধ সের সিদ্ধ করিয়া আধপোয় থাকিতে সৈন্ধব ॥৹ তোলার সহিত ভক্ষণ।

শ্বেতবেলেড়া ২ তোলা, দুগ্ধ ১ পোয়া, জল ॥৹ আধসের একত্র সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া একবারে ভক্ষণ।

মাসকলাই, বেলেড়া, আলকুশী, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধা এরণ্ডমূল. প্রত্যেকে ২৩ রতি, জল আধসেরে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া হিঙ্গু ৫ রতি, সৈন্ধব ৫ রতি মিলাইয় ২ বারে সেবন।

সেফালিকা পত্র ২ তোলা, জল আধসেরে সিদ্ধ করিয় অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে; দশমূলের ক্বাথ ৮ তোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ ছটাক পরিমাণে সেবন।

পুরাতন ঘৃত রোগীকে মাখাইয়া তালপাতার আগুণ জ্বালিয়া তাহার স্বেদ।

পুরাতন ঘৃত অর্দ্ধ তোলা অর্দ্ধ পোয়া গরম দুগ্ধে মিশাইয়া তাহা পান।

মকরধ্বজ ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ॥৹ তোলা, মুক্তাভস্ম ॥৹ তোলা, বঙ্গ, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে ॥৹ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে সাত বার মাড়িবে ও শুকাইবে। দুই কুঁচ প্রমাণ বটী। অনুপান মধু।

নবম পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বাঙ্গিকরোগ প্রতিকার।

বাতরক্তরোগে—গমচূর্ণ ২ তোলা, ছাগিদুগ্ধ ২ তোলা, একত্র প্রলেপ।

এরণ্ডবীজ ২ তোলা, দুগ্ধ ২ তোলা, একত্রে প্রলেপ এবং শতধৌত ঘৃত মর্দ্দন।

সার্ষপতৈল ১ সের, মূর্চ্ছনা মঞ্জিষ্ঠা ৪ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, কল্ক—চাউলের ক্ষার, চিরাতা, কুচিলা, হালিম, হাকুচ-বীজ প্রত্যেকে ২ তোলা। শেষ ১ সের থাকিতে নামাইবে।

ভেলাবুটি ১ সের, চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে চিনি অর্দ্ধপোয়া, ঘৃত একপোয়া, দুগ্ধ ১ সের লেহবৎ পাক করিবে, এবং ১ তোলা পরিমাণে খাইবে।

চালমুগরার তৈল মর্দ্দন। চাউল মুগরা ২ টার শস্য প্রতিদিন ভক্ষণ।

তিলপুষ্প, সৈন্ধব প্রত্যেকে ৮ তোলা, সার্ষপ-তৈল ॥০ সের, গোমূত্র ॥০ সের, রৌদ্রে পক্ক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন।

নিম্বপত্র, নিমের মূল, নিমের ছাল, নিমফুল, নিমফল, প্রত্যেকে ৩২ রতি; অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া একবারে পান করিবে।

সফেদসম্বল ১ মাসা, গোলমরিচের চূর্ণ ৪ মাসা, সাবান ৪ মাসা, এই কয়েক দ্রব্যেকে একত্র চূর্ণ করিয়া সমভাগে ষোলটী বটীকা করিবে এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একটীর হিসাবে ষোল দিবস পর্য্যন্ত খাওয়াইবে।

মেধ্রোগ—মধু ৪ তোলা, জল ৪ তোলা, একত্রে ভক্ষণ।

বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, যবক্ষার, প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারিটী কুঁচের পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান মধু।

যব, আমলা চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, মধু ১ তোলা একত্র করিয়া একবারে ভক্ষণ।

নাগেশ্বর, বেণামূল, শিরীষছাল, লোধ সমানভাগে গাত্রে মর্দ্দন।

আমবাতরোগে—রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, সোদালুআটা, গোক্ষুরী, এরণ্ডমূল, পুনর্ণবা প্রত্যেকে ২৩ রতি, ॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ২ বারে সেবন।

আদার রস ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা একত্রে মর্দ্দন। পারা, গন্ধক, তাঁবা, তুঁতের খই, সোহাগার খই, সৈন্ধব, প্রত্যেকে ১ তোলা, ত্রিফলা তিনে ৩৷০ তোলা, চিতার মূল ৩৷০ তোলা ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ মাসা প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান ত্রিফলার ক্বাথ ৪ তোলা।

সর্ষপতৈল ।০ পোয়া, গন্ধবিরজা, ৪ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

এরণ্ডতৈল ।০ পোয়া, সাবান ১ তোলা, আফিম ॥০ তোলা সূর্য্যপক্ক করিয়া মর্দ্দন।

সর্ষপতৈল ।০ পোয়া, তেকাটাশীরের আটা ।০ পোয়া পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে।

শোথরোগে—তেউড়িমূল, ত্রিফলা, গুলঞ্চ একত্রে ২তোলা জল ॥০ সেরে সিদ্ধ করিয়া ৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ২ বারে সেবন।

পুনর্ণবা, পুরাণ মূলা, আদা তিনে ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সোরা ॥০ তোলার সহিত একবারে ভক্ষণ।

সিদ্ধিচূর্ণ, মুথাচূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা কেশুত্যার রসে মর্দ্দন করিবে। ঔষধ, পরিমাণ ২ রতি করিয়া একটী বটী প্রত্যহ সেবন। অনুপান ঘোল ৪ তোলা।

তালমোচ ক্ষার, যবক্ষার প্রত্যেকে ৪ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ৷৷॰ তোলা ঔষধ আধপোয়া দুধের সহিত ভক্ষণ। ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত লবণজল এই রোগে নিষেধ।

ফেরি ১॰ ফোঁটা, নাইট্রিক য়্যাসিড ১ ফোঁটা, জল ১ আউন্স একমাত্রা। দিন ২ বার। কুলথ কলাই, শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ২ বারে সেবন।

চোঁচখড়িকা, অগুরুচন্দন, প্রত্যেকে ১ তোলা, ঐ দুই দ্রব্যের ক্বাথে বাটিয়া শোথে প্রলেপ।

কুষ্ঠরোগে—মনছাল, হরিতাল, মরিচ, সরিষার তৈল, আকন্দআটা সমভাগে ক্ষত স্থানে প্রলেপ।

অমৃত, বরুণছাল, হরিদ্রা, চিতামূল, ভেলা, মরিচ, দুর্ব্বা, আকন্দআটা, সিজআটা সমানভাগে লেপ।

কুঁচফলচূর্ণ, চিতামূলচূর্ণ একত্রে জলে বাটিয়া প্রলেপ।

মনছাল, অপাঙ্গক্ষার একত্র জলে বাটিয়া প্রলেপ।

শোধিত পারা, গন্ধক, লৌহ, তাঁবা, ভেলার আটা, গুগ্‌গুল প্রত্যেকে ২ তোলা, ত্রিফলা প্রত্যেকে ১॰ তোলা ৸॰ আনা, চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিবে এবং ঘৃত ৷৷॰ সের পাক, সিদ্ধ হইলে হরিতকী, বহেড়া ১৷॰ আনা, আমলা ৩ তোলা একত্র করিয়া।॰ আনা পরিমাণে দুধের সহিত সেবন আরম্ভ করিয়া আধতোলা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বাড়িবে।

ঘৃত ১ সের, মূর্চ্ছনা—হরিদ্রা, কল্ক-নিমছাল, অমৃত, বাসক-ছাল, পটোলপত্র, কণ্টকারী প্রত্যেকে ২০ তোলা, জল ১৬ সের সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইবে। পরে আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারুছাল, পিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিকাক্ষার, শুণ্ঠী, হরিদ্রা, মহুরী, শোলফা, চঞি, কুড়লতা, ফটকিরি, ইন্দ্রযব, জিরা, চিতামূল কটুকী, ভেলা, বচ, পিপ্পলীমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ বনযমানী, ত্রিফলা প্রত্যেকে ॥০ তোলা, গুগ্‌গুল ১৯ তোলা; পাক যথা-বিধি। পরিমাণ ॥০ তোলা, অনুপান দুগ্ধ।

পাণ্ডুরোগে—পুরাতন মন্দিরের খোয়া, বাঁশের ঘুণ, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি প্রত্যেকে সমভাগ গরম দুধের সহিত সেবন।

আটসাওড়া পাতার রস ১ তোলা, মিছরি।০ আনা একত্রে পান করিবে।

পুরাণ শামুক, শুণ্ঠীচূর্ণ, শ্বেতশ্যাপুণ্যার রস, ইংচুরপত্রের রস একত্রে মাড়িয়া কুলআঁটির মত বটী করিবে। ঐ বটি দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ।

মণ্ডূর ২ তোলা সাতবার গোমূত্রে মাড়িয়া শুকাইরা ॥০ তোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন।

মণ্ডূর ৮ তোলা, চিনি ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, লৌহ প্রত্যেকে ১তোলা লৌহ-পাত্রে মাড়িয়া শিশিরে রাখিবে; পরে বড় মটরের মত বটী করিয়া আহারের সময় প্রথম গ্রাসে, মধ্যম গ্রাসে ও শেষ গ্রাসে ৩ টী করিয়া বটী ২ সপ্তাহ সেবন করিবে।

পুনর্ণবামূল, তেউড়িমূল, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতা-মূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চঞি, ইন্দ্রযব,

কট্‌কী, পিপুলমূল, মুথা, প্রত্যেকে ২ তোলা, মণ্ডূর ৮০ তোলা, গোমূত্র ১০ সের, পাক যথারীতি। পরিমাণ ‖০ তোলা। অনুপান গরম দুগ্ধ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা, মাসা প্রমাণ বটী—অনুপান জল।

বসন্তরোগে—মরিচ, রুদ্রাক্ষ প্রত্যেকে ‖০ তোলা, জল।০ পোয়াতে সিদ্ধ করিয়া শেষে ৪ তোলা থাকিতে নামাইয়া একবারে ভক্ষণ।

কাঞ্চনছাল ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ৪ মাসা স্বর্ণমাক্ষী দিয়া ২ বারে সেবন করিবে।

(পাকিবার সময়) লুনার কষ্টিকের জল পালকের দ্বারা চারি কিম্বা পাঁচ বার দিবসের মধ্যে ফোস্কার উপর লাগাইবে। যে পর্য্যন্ত না খোলস উঠে সে পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে ভাল হইবার পরে উহার চিহ্ন বড় অধিক থাকিবে না।

ঝুনা (পাকা) নারিকেলের জলও ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।

খইস পাঁচড়া, চুলকনি ইত্যাদি রোগে—নারিকেলতৈল, ধূনা, মম সমান ভাগে গরম করিয়া ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে গন্ধকের গুঁড়া সমান ভাগে মাড়িয়া লাগাইবে।

সরিষার তৈল গরম করিয়া তাহাতে মুদ্রাশঙ্খ পাক করিয়া সেই তৈল দিবে।

সরিষার তৈল গরম করিয়া ফুটিয়া উঠিলে তাহা গাঁজা দিয়া পাক করিয়া সেই তৈল দিবে।

সরিষার তৈল, কলিচূণ উত্তমরূপে মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে।

আমলাসা, গন্ধক।০ আনা ওজনে নিত্য ভক্ষণ। হোয়াইট প্রেসিপিটেট অফ মার্করী ১ ড্রামা অর্দ্ধ তোলা নারিকেল তৈলে মর্দ্দন করিয়া দিলে তিনদিনে ভাল হইবে; কিন্তু এই রোগের সকল ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে ক্ষতস্থানে সাবান দিয়া ধুইতে হইবে।

কাটাঘায়ে—গন্ধক গুঁড়া করিয়া ঘায়ের ভিতর দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে কাটাস্থান জুড়িয়া যাইবে।

ঘেঁটুগাছের ডগি বাটীয়া নেকড়ায় দিয়া বাঁধিয়া দিলে ২।৩ দিনে আরাম হইবে।

কাল কচুর আটা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যোড়া লাগিয়া যায়।

পোড়া ঘায়ে—চূণ ও সরিষার তৈল মর্দ্দন করিয়া দিবে। নারিকেল তৈল ও চূণের জল সমান ভাগে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ-ব্যবহার।

পুঁইশাকের রস মাখাইয়া দিবে। পুড়িবামাত্র সেই স্থানে মুখের লালা মাখাইয়া দিবে।

শুষ্ক কলিচূণ ১ ছটাক ১ সের গরম জলে মিশাইলে কুটিতে থাকিবে, জলটা স্থির হইলে পাত্রান্তরে ঢালিয়া লইয়া যত জল তত গর্জ্জনতৈল মিশ্রিত করিয়া পালকের দ্বারা দিন ৪।৫ বার লাগাইবে। ইহাতে ঘা না শুকাইলে সাবান কিম্বা গরম জলে ঘা ধুইয়া ময়দার গুঁড়া তাহার উপর ছড়াইয়া দিলে নিশ্চয় আরাম হইবে।

দদ্রু (দাউদ) রোগে—দাদমারীর পাতা বাটিয়া দিবে।

গর্জ্জনতৈল ১ ছটাক, গন্ধকচূর্ণ ১ ছটাক মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২। ৩ বার লাগাইবে।

পেঁপে ফলের আটা দাউদের উপর মালিশ করিবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

স্থানিক রোগপ্রতিকার।

বাতরোগে—কর্পূর ১ আউন্স, তৈল ৮ আউন্স, মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন।

রেড়ীরতৈল, তারপিন, সফেদা, ব্রাণ্ডি, গব্য-ঘৃত সমান-ভাগে রৌদ্রপক্ব করিয়া মর্দ্দন।

কাঁটা গুড়কামড়ি গাছের শিকড় হুঁকার জলে বাটিয়া গরম করিয়া ৭ দিন ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই বেদনা নষ্ট হইবে।

মষিণা, ভেরাণ্ডার বীজ, সজিনার ছাল, যবক্ষার, গোক্ষুরী-বীজ গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া প্রলেপ দিলে কন্‌কনানি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইবে। দুই একবার ব্যবহারে উপ-কার না দর্শিলে হতাশ হইবে না।

গজপিপুলের ছাল, গুগ্‌গুল, শুন্ঠী, ভেরেণ্ডার ছাল জলে বাটিয়া গরম করিয়া মর্দ্দন করিবে।

গলগণ্ডরোগে—সরিষা, সজিনাবীজ, মষিণা, যব, মূলাবীজ প্রত্যেকে সমভাগ, ঘোলে মাড়িয়া লেপ।

পানা ভস্ম কটুতৈলে পেশন করিয়া তাহার প্রলেপ।

পুরাতন কুষ্মাণ্ডের জল ১ তোলা, বিট ও সৈন্ধব লবণ উভয়ে ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ।

কটুতৈল ৪ সের, মূর্চ্ছনা—হরিদ্রা ৪ তোলা, তিতলাউয়ের রস ১৬ সের। কল্ক,—বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, ব্রাহ্মী, চিতামূল, ত্রিকটু, দেবদারু প্রত্যেকে ৮ তোলা। পাকান্তে যথাবিধি গন্ধ দ্রব্য।

শ্লীপদ বা গোদ—ধুতুরামূল, এরণ্ডমূল, সজিনাছাল, সরিষা প্রত্যেকে সমানভাগ জলে বাটিয়া প্রলেপ।

হরিদ্রাচূর্ণ, পুরাতন গুড় প্রত্যেকে ৪ তোলা একত্র করিয়া ১ তোলা গুড় ২ তোলা গোমূত্রের সহিত ভক্ষণ।

পিপ্পলী ২ তোলা, চিতামূল ৪ তোলা, দন্তীমূল ৮ তোলা, গোটা হরিতকী ২০ টা চূর্ণ, পুরাতন গুড় ।• পোয়া, একত্র করিয়া তাহার আধতোলা পরিমাণ ভক্ষণ, অনুপান মধু।

ঘৃত ৪ সের, দশমূল প্রত্যেকে ১২৸০ তোলা, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দধি ৪ সের। কল্ক—ইংচুর, দেবদারু ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চঞ্চি, পিপ্পলীমূল গুগ্‌গুল, হবুষ, বচ, যবক্ষার, আকনাদিমূল, শুণ্ঠী, এলাইচ ।জতাড়ক, প্রত্যেকে ২ তোলা, পাক যথা বিধি।

ব্রণশোথে—ধুস্তূরমূল পেশন করিয়া লেপ প্রদান।

ধুতূরা মূল ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া তাহা প্রলেপ। উচ্ছেপাতা বাটিয়া তাহার প্রলেপ, সাঙ্কিড়া র প্রলেপ। কুড়ুলা এবং কোদালেপত্র একত্র বাটিয়া প্রলেপ।

ব্রণরোগে—ঘৃত, মধু সমান ভাগে প্রলেপ।

আপাঙ্গমূল বাটিয়া তাহার সেদ। করঞ্জাপত্র, নিম্ব পত্র

ইংচুর পত্রের রসে লেপ। নিম্বপত্র, ত্রিফলা, হিঙ্গু, ঘৃত, সৈন্ধব, সরিষা, সমভাগে ধূপ প্রদান।

নাভিব্রণ রোগে—মধু, সৈন্ধব সমভাগে অর্দ্ধতোলা ভক্ষণ।

শোধিত গুগ্‌গুল ১২, তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেকে ২ তোলা ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া।• আনা ঔষধ ৫ তোলা গরম দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ।

উরুস্তম্ভে—দশমূলের ক্বাথ অর্দ্ধপোয়া, শীলাজতু ৪ মাসার সহিত ভক্ষণ। দশমূলের ক্বাথ গুগ্‌গুল ৪ মাসার সহিত ভক্ষণ। পারা, ত্রিফলা, চঞি, ত্রিকটু, পিপ্পলীমূল প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র গুঁড়া করিবে; পরিমাণ ৪ মাসা, অনুপান মধু। গুগ্‌গুল ৪ মাসা, গোমূত্র ২ তোলার সহিত ভক্ষণ।

ডহরকরঞ্জা ফল ১ তোলা, রাইসরিষা ১ তোলা, গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ। মধু, রাইসরিষা, উইমাটী একত্রে প্রলেপ।

বিষফোটকে—শিরীশছাল বাটিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া প্রলেপ। ময়দা জলে গুলিয়া গরম করিয়া ঐরূপে তাহার প্রলেপ। তিসি জলে বাটিয়া গরম করিয়া তাহার প্রলেপ।

বেণামূল, নাগেশ্বর, কাঁটাগুড়চাউলি জলে বাটিয়া তাহার প্রলেপ।

আতাপাতা, নবনী একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া ফাটিয়া যাইবে।

সন্ধ্যামণি ফুলের পাতা হুঁকার জলে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে ঐরূপে ফাটিয়া যায়।

আকুলা শিমুলের কাঁটা দধিতে বাটিয়া প্রলেপ।

সাবান ও কাশীর চিনি একত্রে মর্দ্দন করিয়া তাহার প্রলেপ

ফোড়া পাকিয়া উঠিলে—হলুদ পোড়াইয়া একটু গঁদের সহিত বটী প্রস্তুত করিয়া স্ফোটকমুখে দিলে ২ ঘণ্টা মধ্যে ফাটিয়া যায়।

ফোড়া উঠিবার সময়—গোলমরিচ ঘসিয়া দিলে, সজিনার আটা লাগাইলে ও কাল কচুর আটা দিলে বসিয়া যায়।

মাথায় উকুণ হইলে—নারিকেল তৈল ও কর্পূর একত্রে মাথায় মর্দ্দন।

রাত্রে শয়নের সময় পানের রস তালুর উপর মালিশ করিবে। চাঁপাফুলের রস মাথায় মাখিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

রাতকানারোগে—গব্যঘৃত গরম করিয়া সন্ধ্যাকালে তালুতে, হাতের ও পায়ের তলায় এবং চক্ষের উপর মর্দ্দন করিবে।

মাথায় টাক হইলে—হরিতকী, বহেড়া, বৃহতিমুল প্রত্যেকে সমান ভাগে মধু দিয়া বাটিয়া টাকের উপর দিবে।

তিলতৈল ১ সের, মূর্চ্ছনা দ্রব্য যথাবিধি। কল্কার্থ মনসা-আটা, আকন্দ আটা, ভৃঙ্গরাজের রস, লাঙ্গলিয়া বিষ, গুঞ্জফল, রাখালশশা, শ্বেতসর্ষপ, লতাফটকিরিরমূল। গন্ধ দ্রব্য যথারীতি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীরোগ ও বালরোগ প্রতিকার।

প্রদরে—দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসকছাল, মুথা, চিরাতা, বেলশুঁঠা, ভেলা, শুঁদীমূল প্রত্যেকে ২ মাসা আধসের জলে

সিদ্ধ করিয়া ৵০ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু ৪ মাসা তাহাতে মিশাইয়া ২ বার সেবন।

রাঙ্গানটের শিকড়, আউচফুলের শিকড়, রাঙ্গাদূর্ব্বার শিকড়, রঙ্গণফুলের শিকড়, আশোকের শিকড়ের ছাল, প্রত্যেকে ৩২ রতি আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া একবারে সেবন।

যবাফুল ৩টা, চাঁপানটের মূল ১ তোলা, চাউল ভিজান জলে বাটিয়া ৩টা বটী করিবে এবং চাউল ভিজান জলে মাড়িয়া খাইবে

সেওড়ার ছাল, কলিচুণ, আতপ তণ্ডুল, বেতের মেথী, প্রত্যেকে ৷৷০ আধতোলা জলে বাটিয়া একটী বটী করিবে। সেই বটী প্রতিদিন নূতন প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত খাইবে।

এলবালুকা ।০ আনা, রক্তচন্দন ।০ আনা, চিনি ।০ আনা, মধু ।০ আনা, একত্রে ভক্ষণ।

কুশের মূল ৷৷০ তোলা, চিনি ২ তোলার সহিত ভক্ষণ। অভ্র, লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা, সোহাগার খই, দারুচিনি, এলাইচ, কর্পূর, বেণামূল, জয়ত্রী, বালা, মুথা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, কুড়, ত্রিফলা, প্রত্যেকে ৷৷০ তোলা জলে মাড়িয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ৪টি কুঁচের মত এক একটী বটী। অনুপান জল।

পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, বাসকমূল, রক্তকম্বলের গেঁড়ো, অশোক-ছাল প্রত্যেকে ৩২ রতি, জল আধসের ও দুগ্ধ ১ ছটাক সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া একেবারে সেবন।

শ্বেতপ্রদরে—রক্তকম্বলের গেঁড়ো ২ তোলা, সাদা জবাফুল ৮ তোলা, মরিচ ২৷৷০ টা একত্রে বাটীয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বারে সেবন। (পথ্য—দুগ্ধ, দধি ও কাঁচা গুড় নিষেধ)

বেলেড়া, গোরক্ষা চাকুল্যা, শুঁদীমূল, তালের মেথী, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপাণি, জিরা, শালুক, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, গন্ধ, রক্তশালি ধান্য, মৃণালি, ক্ষিরকাকলী, গাম্ভারী, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, শশাবীজ, কলা, প্রত্যেকে ৪ তোলা; দুগ্ধ ১৬ সের, জল ৮ সের, ঘৃত ৪ সের। পাক যথাবিধি। অনুপান গরম দুধ। পরিমাণ আধতোলা।

রজঃ বন্ধ হইলে—লতাকটকিরি, যবাফুল, দুর্ব্বা, জিরা সমান ভাগে জলে বাটিয়া ভক্ষণ।

ঋতুস্নানের পর হেঁচেতাগাছের পাতার রস ও পানের রস ৵০ ছটাক দুইবারে সেবন।

অধিক রক্ত স্রাব হইলে—গ্যালিক য়্যাসিড ॥০ ড্রাম, ডিল সলফিউরিক য়্যাসিড ॥০ ড্রাম, টিং ওপিয়াই ১ ড্রাম, জল ৬ আউন্স। ছয়বারের জন্য।

গাভিদুগ্ধ।০ পোয়া, আমের কুশি ১টা, পাকা চাঁপাকলা ১টা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২।৩ দিন সেবন করিতে হইবে।

বন্ধ্যা রোগে—কুচিলাফল পোড়াইয়া তাহার ছাই ২ রতি পরিমাণে জলের সহিত ঋতুস্নানের পর তিন দিন সেবন। ইহাতে ১ মাসে না হয় দুইমাসে বা তিনমাসে গর্ভ হইবেই।

শ্বেত অপরাজিতার মূল অর্দ্ধ বুরুল পরিমাণ ২॥০টা মরিচের সহিত বাটিয়া ঋতুস্নানের পর ভক্ষণ।

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠ বন্ধ হইলে—কেবল মাত্র ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ দেওয়া যাইতে পারে।

গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে—জ্বর মধ্যে কুইনাই ১০ গ্রেণ ৩ বারে দেওয়া যাইতে পারে।

অভ্র ২৪ রতি ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ৫টী বটী করিবে। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় একএকটী বটি জলের সহিত সেবন করিলে সামান্য জ্বর বন্ধ হয়।

(অল্প অল্প জ্বরে) ফেরিসাইটেট অফ কুইনাইন ৪।৫ গ্রেণ করিয়া তিন দিন সেবন করিলে জ্বর যাইবে।

অভ্রভস্ম ২ তোলাকে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত ভেরেণ্ডামূল চূর্ণ, গুলঞ্চর গুঁড়া, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু, পদ্ম কাষ্ঠ প্রত্যেকে ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া প্রতি-দিন ৫ রতি করিয়া ২।৩ বার জলের সহিত সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বর নিবারণ হইবে।

জ্বর ও উদরাময়ে—বালা, সোনাছাল, রক্তচন্দন, বেলেড়া, ধন্যা, গুলঞ্চ, আকনাদি মূল, বেণামূল, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, আতইচ প্রত্যেকের চূর্ণ ॥০ তোলা, সকলের সমান চিনি। এই ঔষধ ৬ রতি পরিমাণে প্রতিদিন ২।৩ বার করিয়া জলের সহিত সেবন করিবে।

শালুকমূল ১ তোলা, মর্ত্তমান রম্ভা ১টা, আর দুধ ।০ পোয়া চিনি আধ পোয়ার সহিত পাক করিয়া প্রতিদিন ২ বার সেবন।

প্রসবান্তে স্তনে দুগ্ধ না জন্মিলে—ভূমি কুষ্মাণ্ড গুঁড়া ॥০ তোলা, আতপ তণ্ডুল গুঁড়া ॥০ তোলা, দুগ্ধের সহিত ১ সপ্তাহ সেবন।

সূতিকা গ্রহণী রোগে—চিতামূল, ধন্যা, বালা, সোমরাজ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, পদ্মকাষ্ঠ, দেবদারু, শুঁঠ, নাগেশ্বর, ত্রিজাতক, কাকড়া শৃঙ্গী, জটামাংসী, ত্রিমদ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লতা কস্তুরী, রেণুক, অগুরু চন্দন, দারুচিনি, বীরুজা, নালুকা, রক্ত-

চন্দন, পানমৌরী, জিরা, কৃষ্ণজিরা, কাকলী, কেশুর, শোলফা, ত্রিফলা, পোস্তবীজ, জীবন্তী, জায়ফল, সোহাগা, বেলশুঁঠা, দাড়িম্বছাল, আফিঙ্গ, অনন্তমূল, শুঁদিমূল, শালুকমূল, লবঙ্গ, আকনাদিমূল মোচরস, আলকুশী, বিজয়াবীজ, শ্বেতধুনা, খদির, মুথা, সমভাগে চূর্ণ করিয়া ৪ মাসা পরিমাণ ঔষধ জলের সহিত দিনে ২ বার সেবন।

রসাঞ্জন ৫ রতি, ভেড়ার দুগ্ধ ॥৹ তোলার সহিত প্রতিদিন একবার করিয়া সেবন করিবে।

কেস্থর চূর্ণ পানিফল, কড়িভস্ম প্রত্যেকে ॥৹ তোলা প্রতি দিন ৫ রতি পরিমাণে জলের সহিত ৩ বার সেবন।

বালচিকিৎসা—(জ্বরে) শুণ্ঠী ॥৹ তোলা, শালপাণি ॥৹ তোলা, একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ৴৹ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ২ বারে সেবন।

কুড়, আতইচ, কাঁকড়া শৃঙ্গী, পিপ্পলী, দুরালভা প্রত্যেকের চূর্ণ।৹ আনা মধুর সহিত অবলেহবৎ সেবন।

কোষ্ঠবদ্ধে উচ্ছেপাতার রস ১ তোলা খাওয়াইবে। ক্যাষ্টর অয়েল ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়, এবং পুরাতন তেঁতুলের মাড়ী গুহ্যদ্বারে প্রদান করিবে। মুক্তাবর্ষীর পাতা পেষণ করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ। সাবানের কুঁচা অল্প ঘৃতের সহিত গুহ্যদ্বারে দিবে।

সর্দ্দি ও জ্বরে।—পিপ্পলী চূর্ণ, বহেড়া চূর্ণ, ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম, প্রত্যেকে সমান ভাগে মধুর সহিত অবলেহ।

কর্কট, আতইচ, শুণ্ঠী, ধাতকী, বিল্বশুঁঠা, বালা, মুথা, কুলআঁটীর শস্য সমানভাগে মধুর সহিত অবলেহ।

বচ, মুথা, দেবদারু, শুণ্ঠী, আতইচ, প্রত্যেকে ২ মাসা, জল একপোয়াতে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ২ বারে সেবন।

মুথা, আতইচ, বালা, ইন্দ্রযব, প্রত্যেকে ।০ আনা, এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া /০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ২ বারে সেবন।

দাড়িম্ববীজ, জিরা, নাগেশ্বর প্রত্যেকে চূর্ণ ।০ আনা, চিনি ও মধুর সহিত সেবন।

উদর আধ্মানে।—পেটে সাবান মাখাইয়া গরম জলের সেক। হাইড্রাজ কামক্রিটা ২ গ্রেণ, সোডা ৫ গ্রেণ মিশাইয়া জলের সহিত ভক্ষণ।

সর্দ্দিবসিলে।—কাজুপুটী অয়েল বক্ষে মালিশ, আমড়া পোড়াইয়া তাহার শস্য ঘৃতের সহিত বক্ষস্থলে দেওয়া, সরিষার তৈল গরম করিয়া মালিশ এবং ভাইনাম্ ইপিক্যাক ১০ ফোঁটা ১ ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া ৩। ৪ বারে সেবন কর্ত্তব্য।

আদার রস ॥০ তোলা, বিরমির রস ॥০ তোলা একত্র করিয়া ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার সেবন করান কর্ত্তব্য।

সরিষার তৈল ॥০ আউন্স, লাইকর য়্যামোনিয়া ১ ড্রাম মিশাইয়া বক্ষে মালিশ করিবে।

তড়কা হইলে—আইওডাইড অফ পোটাশিয়ম্ ৩ গ্রেণ, ব্রমাইড্ অফ পোটাসিয়ম্ ১০ গ্রেণ, টিং বেলেডোনা ৩০ ফোঁটা, সিরপ জিঞ্জার ২০ ফোঁটা, মহুরীর জল ১॥০ আউন্স। ছয় মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সর্পাঘাত প্রভৃতি বিষধরজীবদংশনের প্রতিকার।

সর্পাঘাত।—সর্পাঘাতমাত্র ঘায়ের উপরিভাগে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লোহা গরম করিয়া ক্ষতস্থান ও তাহার চারিদিক পোড়াইয়া দিবে।

নাইট্রিক য়্যাসিড তূলা দ্বারা ঘায়ের মুখে দিবে।

লাইকর য়্যামোনিয়া ১০ ফোঁটা, জল ১ আউন্স খাইতে দিবে।

গরম গব্যঘৃত, সর্পাঘাত হইবামাত্র, আধপোয়া আন্দাজ খাওয়াইয়া দিবে। তাহাহইলে বিষ পাকস্থলীতে গিয়া কিছুই করিতে পারিবে না।

ঘলঘসীপাতার রস ১ ছটাক খাওয়াইয়া দিবে, উক্ত পাতা বাটিয়া মাথায় প্রলেপ ও ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে; পরে অন্যান্য চিকিৎসা করিবে, না করিলেও রোগী সুস্থ হইতে পারে।

শ্বেতকরবীর শিকড় ।০ আনা, ২৷।০ টা মরিচে মাড়িয়া খাইতে দিবে।

রঙ্গণফুলের শিকড় তৎক্ষণাৎ তুলিয়া চারি আনা আন্দাজ ২৷।০টা মরিচের সহিত বাটিয়া খাইতে দিবে এবং জলে বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিবে। ক্ষতস্থানের উপরিভাগে চিরিয়া দিয়া যদি জলের মত সামগ্রী বাহির হয় তবে আরও দূরে কোন স্থানে চিরিয়া দেখিবে, যেখানে রক্ত পাইবে সেইস্থানে চিরিয়া এবং

শিকড় বাটিয়া বসাইয়া দিবে। রোগী যদি ঔষধ গলাধকরণ করিতে না পারে তবে কচি কলাপাতাদ্বারা গলাধকরণ করাইয়া দিবে।

সর্পাঘাত হইবামাত্র ঘায়ের উপরিভাগ বাঁধিয়া একটা আট-সাওড়ার গাছ শিকড় সমেত উপড়াইয়া তাহার মূল চিবাইয়া তাহার রস খাইতে থাকিবে। যতক্ষণ আটসাওড়ার স্বাদ না বোধ হইবে ততক্ষণ বিষ আছে জানিবে, যখনই নির্বিষ হইবে তখনই আটসাওড়ার প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যাইবে। একটা শিকড় শেষ হইলেও যদি ঔষধের স্বাদগ্রহ না হয়, আর একটা শিকড় তদ্রূপে চিবাইয়া তাহার রস খাইতে থাকিবে, অবশ্যই আরোগ্য হইবে। দেখা গিয়াছে নকুলগণ সর্পদষ্ট হইয়া এই গাছের ডাঁটা চিবাইয়া থাকে।

কুকুর বা শৃগাল কামড়াইলে—ক্ষতস্থান তৎক্ষণাৎ পোড়াইয়া দিবে। ঘা মুখে নাইট্রিক য়্যাশিড্ তূলায় মাখাইয়া বসাইয়া দিবে।

নিশাদল ও শুষ্ক কলিচূণ মিশ্রিত করিয়া ঘার উপর ১৫ দিন মালিশ করিবে।

বিছা, বোলতা ও ভীমরুল কামড়াইলে—ঘামুখে মুথা ঘাসের রস দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা থামিবে। ইপিক্যাকুয়্যানহা জলে গুলিয়া মাখাইয়া দিলে জ্বালা থামিবে। বিচিতিপাতা ঘসিয়া দিলে জ্বালা থামিবে।

মাকড়সার গরল হইলে—কুড়চির ছাল ১ মাসা, গোলমরিচ ৪ টা একত্র বাটীয়া মর্দ্দন করিলে সপ্তাহমধ্যে ভাল হইবে।

জ্যোতিষাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাশিচক্র ও গ্রহগণের গতি।

মা বিন্দু! চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম তাহাতে সাংসারিক কার্য্যে তোমার অনেটা আনুকুল্য দর্শিবে বলিয়া বোধ হয়; তোমার হৃদ্বোধ জন্মিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে আর একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিছু বলিব। চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন ফলবান্, অর্থাৎ উহার ফল যেমন হাতে হাতে পাওয়া যায়, বক্ষমাণ শাস্ত্রও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ ফলপদ। এই মহোপকারী শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে আমাদিগের শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক মঙ্গলামঙ্গ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য এবং ভূত, ভবিষৎ ও বর্ত্তমানাদি কালত্রয়ের ঘটনা জাজ্বল্যমান পরিদৃষ্ট হইতে থাকে। দেখ, এই মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গাদিপরিপূর্ণ কোটী কোটী জীবের উপর চন্দ্র ও সূর্য্যের কতদূর প্রাধান্য! দিবসের তাপে, রাত্রির শীতলতায় পৃথিবীর গতি অনুসারে শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষাদি ঋতু পরিবর্ত্তনে আমাদিগের দেহের অবস্থাগত কতই পরিবর্ত্তন অনুভব করি! দেহের সহিত মনের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বোধ হয়

তোমাকে বলিতে হইবে না, এবং মনের সহিত বৈষয়িক ক্রিয়া কলাপের সম্বন্ধও যে যার পর নাই ঘনীভূত তাহাও বলা বাহুল্য। চন্দ্র ও সূর্য্য আমাদিগের দেহ, মন ও বিষয়কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যেরূপ আধিপত্য করিয়া থাকে, অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদিও তদ্রূপ আধিপত্য করিতে ক্রুটী করে না। আমরা যৎকালে জন্মগ্রহণ করি, সেই সময়ে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যে যে স্থানে, যে যেরূপ ভাবে অবস্থিত হইয়া আমাদিগের দেহের উপর যেরূপ প্রাধান্য বিস্তার করে, এবং সময়বিশেষে সেই স্থানভ্রষ্ট হইয়া যেরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া আমাদিগের অদৃষ্টের শুভাশুভের নিয়ন্তারূপে কার্য্য করে, আমাদিগের দেশের জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তাহা জ্যোতিষ-শাস্ত্র মধ্যে বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। দিন রাত্রি এবং ঋতুভেদে আমাদিগের দৈহিক, মানসিক এবং বৈষয়িক কার্য্যের যেরূপ পরিবর্ত্তনীয়তা প্রতক্ষ্য হয়, তদ্দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্রের ফলোপধায়িতার অস্তিত্বে কাহারও সন্দেহ করিবার কথা নাই। এজন্য জ্যোতিষ আমাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিবেচনায় তোমাকে তাহার স্থূল স্থূল কতকগুলি উপদেশ দিতেছি; সেগুলি স্মরণ রাখিতে পারিলে তোমার মহান উপকার সাধিত হইবে। ভ্রমেও মনে করিও না যে স্ত্রীলোকের জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞানে ততটা প্রয়োজন নাই। মনুষ্য মাত্রেরই আপনার অদৃষ্টের শুভাশুভ ও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, কালত্রয়ের বিশেষ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তদভাবে মন একপ্রকার অন্ধকারময় বলিতে পারাযায়। প্রাচীনকালে বিদুষী খনা, জোতিষ শাস্ত্রের প্রভূত জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া কোটী কোটী পুরুষেরও পূজনীয় হইয়া

গিয়াছেন। অতএব এই অবশ্যজ্ঞাতব্য জ্যোতিষশাস্ত্রের উপদেশ কোনমতে অবহেলা করিবে না।

তুমি বোধ হয় ভূগোলে পড়িয়াছ যে পৃথিবীকে আমরা যেমন অচলা মনে করি, অর্থাৎ যেখানকার সেইখানেই আছে, সূর্য্য প্রতিদিন আকাশের পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য যেখানকার সেইখানেই আছে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, তেমনি আরও কত শত জোতিষ্ক তদ্রূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে সকল জ্যোতিষ্ক এইরূপে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে তাহাদিগকে গ্রহ বলে। সকল গ্রহই যে কিছু সূর্য্যের সমান দূরে থাকিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে তাহা নহে। তাহাদিগের মধ্যে বুধগ্রহই সূর্য্যের অধিক নিকটবর্ত্তী। বুধ অপেক্ষা শুক্র, শুক্র অপেক্ষা পৃথিবী, পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল, মঙ্গল অপেক্ষা বৃহস্পতি, এবং বৃহস্পতি অপেক্ষা শনি অধিক দূরবর্ত্তী পথে অবস্থিত। অনন্ত আকাশমণ্ডলে অন্যান্য অনেক গ্রহ থাকিলেও তাহাদিগের ক্ষুদ্রতা এবং অধিক দূরত্বহেতু পৃথিবীর উপর এই সকল গ্রহের ন্যায় প্রাধান্য বিশেষ উপলব্ধি হয় না। এই জন্য আমাদিগের জ্যোতিষে তাহাদিগের নাম গন্ধও নাই। গ্রহগণ সূর্য হইতে নির্দ্দিষ্ট দূরে অবস্থিতি করিয়া যে পথে তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, সেই পথকে তাহাদিগের আপনাপন কক্ষ কহে। যে গ্রহ সূর্য্যের যত দূরে আছে তাহার কক্ষ পথও তত বিস্তৃত এবং সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আসিতে তাহার তত অধিক সময় লাগে। এজন্য সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বুধ গ্রহের ৮৭ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল

১৭ বিপল। শুক্র ২২৪ দিন ৪২ দণ্ড ৩ পল। পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল। মঙ্গলের ৬৮৬ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল ২০ বিপল। বৃহস্পতির ১১ বৎসর ১০ মাস ১৫ দিন ৩৬ দণ্ড ৮ পল। শনির ২৯ বৎসর ৫ মাস ১৭ দিন ১২ দণ্ড ৩০ পল, এবং রাহু ও কেতুর ১৮ বৎসর ৭ মাস ১৮ দিন ১৫ দণ্ড লাগে।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ সূর্য্যমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অনন্ত গগণমণ্ডলে যে একটি চক্র কল্পনা করেন, সেই চক্রের ভিতর দিয়া সমস্ত গ্রহগণের সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিবার পথ। ঐ চক্রের নাম রাশিচক্র। সেই রাশিচক্রকে তাঁহারা ১২টি ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। রাশিচক্রের ঐই বারটী অংশের নামানুসারে এক একটি রাশি হইয়াছে। রাশিচক্রের মধ্যে ১। অশ্বিনী, ২। ভরণী, ৩। কৃত্তিকা, ৪। রোহিনী ৫। মৃগশিরা, ৬। আর্দ্রা, ৭। পুনর্ব্বসু, ৮। পুষ্যা, ৯। অশ্লেষা, ১০। মঘা, ১১। পূর্ব্বফল্গুনী, ১২। উত্তরফল্গুনী, ১৩। হস্তা, ১৪। চিত্রা, ১৫। স্বাতি, ১৬। বিশাখা, ১৭। অনুরাধা, ১৮। জ্যেষ্ঠা, ১৯। মূলা, ২০। পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১। উত্তরাষাঢ়া, ২২। শ্রবনা, ২৩। ধনিষ্ঠা, ২৪। শতভিষা, ২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২৬। উত্তরভাদ্রপদ, ২৭। রেবতী। এই ২৭টি নক্ষত্র প্রায় অচলভাবে একটির পর একটি বিক্ষিপ্ত আছে। এই নক্ষত্রগুলিকে অনেকে এক একটি অর্থাৎ একাকী মনে করিয়া থাকেন; বাস্তবিক তাহা নহে, উহারা এক একটী নক্ষত্র পুঞ্জ। ঐ ২৭টী নক্ষত্র নভোমণ্ডলের যে যে স্থানে

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এবং পূর্ব্বকথিত রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত, তাহাতে তাহাদের ২১০ সওয়া দুইটী নক্ষত্রে যে স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহা এক একটী রাশির সীমা। এই বলিয়া তুমি মনে করিও না যে, কোন দুইটী ও অপর একটী নক্ষত্রের সীমার সিকি অংশ লইয়া যে কোন রাশি হইবে। যখন নক্ষত্র গুলির এবং রাশিচক্রের সীমা সরহদ্দ ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে, তখন বিশেষ নক্ষত্রের সহিত বিশেষ বিশেষ রাশির সম্বন্ধ বজায় আছে। যথা,—অশ্বিনী নক্ষত্রের সমস্ত, ভরণীর সমস্ত এবং কৃত্তিকার এক পাদ লইয়া মেষরাশির সীমা স্থির হইয়াছে। এইরূপে কৃত্তিকার অবশিষ্ট ৩ পাদ, রোহিণীর ৪ পাদ এবং মৃগশিরার ২ পাদ এই নয় পাদে বৃষ রাশির সীমা। এইরূপে রেবতী নক্ষত্র পর্য্যন্ত মীনরাশির সীমা স্থিরীকৃত হইয়াছে। নক্ষত্র গুলির সহিত রাশিচক্রের এতাদৃশ সামঞ্জস্য থাকায় রাশিচক্রের অপর একটী নাম নক্ষত্রচক্র বলা গিয়া থাকে।

রাশিচক্র আরও একটু বিশদরূপে বুঝাইতে হইলে পৃথিবী ও সূর্য্য সম্বন্ধে গুটীকতক অত্যাবশ্যকীয় কথা বলিতে হইবে। পৃথিবী নিয়ত আপন মেরুদণ্ডে দেহাবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। একবার উহার দেহাবর্ত্তন করিতে ৬০ দণ্ড লাগে; উহাতেই দিবারাত্রি হয়। আর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে আপন কক্ষপথ আছে উহা পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ও ৩১ বিপল লাগে; উহাতেই গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুভেদ এবং দিবা ও রাত্রিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কোন দ্রুতগতি যানে থাকিয়া তাহার চতুর্দ্দিক-

বর্ত্তী সকলকে যেমন ঘূর্ণায়মাণ দেখায়, সূর্য্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। পৃথিবী সচলা, সূর্য্য অচল। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতে দেখিয়া সাধারণতঃ যেমন উহার গতি কল্পনা করিয়া থাকি, তদ্রূপ পৃথিবীর এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণকেও আমরা সূর্য্যের সংক্রমণ বলিয়া থাকি। আমাদিগের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্যের এইরূপ কল্পিত গতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, অতএব আমিও তোমাকে সেইরূপে সমস্ত বিষয় বলিয়া যাইব।

আমরা প্রতিবর্ষের আষাঢ় মাসের শেষে আকাশের উত্তর-পূর্ব্বদিকের যে শেষ সীমায় যাইতে দেখি, অর্থাৎ বৎসরের অন্য কোন দিনে যে সীমা অতিক্রম করিয়া সূর্য্য অধিক উত্তরে গমন করে না, সেই উত্তর প্রান্তবর্ত্তী সীমার নাম উত্তরক্রান্তি। বৎসরের মধ্যে ঐ দিনের দিনমান সকল অপেক্ষা অধিক। আর শ্রাবণ মাস হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত ঐরূপে তাহাকে যে দিন দক্ষিণপূর্ব্ববর্ত্তী প্রান্তে উপনীত হইতে দেখি, অর্থাৎ বৎসরের অন্য কোন দিবসে সূর্য্যকে যাহার সীমা অতিক্রম করিয়া অধিক দক্ষিণে না যাইতে দেখি তাহার নাম দক্ষিণ-ক্রান্তি। ঐ দিনের দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এইরূপে সূর্য্য যে দিন দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে গমনারম্ভ করে তাহাকে "উত্তরায়ণ" ও যে দিন উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে যাইতে থাকে তাহাকে "দক্ষিণায়ণ" কহে। এই দুইটী সীমা—রেখার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয় তাহাকে মধ্য খণ্ড কহে। মধ্য-খণ্ডের উপরি শূন্যমার্গে রাশিচক্র। তাহার উত্তরে উত্তরখণ্ড ও

দক্ষিণে দক্ষিণখণ্ড। এই দুই খণ্ডেও অনেক গ্রহ উপগ্রহ আছে। কিন্তু তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সংস্রব অতি অল্প।

উত্তরক্রান্তি হইতে সূর্য্য মাঘাদি ষষ্ঠমাসে যত দক্ষিণ দিকে আসিতে থাকে দিনমান ততই বৃদ্ধি হয়, এবং দক্ষিণ-ক্রান্তি হইতে যতই উত্তরদিকে যাইতে থাকে দিনমান ততই ছোট হয়। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যাইতে যাইতে বৎসরের মধ্যে দুইবার অর্থাৎ বৈশাখ ও কার্ত্তিকমাসে যে যে দিনে দিন ও রাত্রিমান সমান হয়, সেই দুইদিন সূর্য্য পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে আইসে। ঐ স্থানটীকে 'নিরক্ষবৃত্ত' কহে। এজন্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, নিরক্ষবৃত্তের উত্তর দিকে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা রাশির স্থান এবং দক্ষিণ দিকে তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন রাশির স্থান।

রাশি চক্রটী ৩৬০ ভাগে বিভক্ত, এজন্য এক একটী রাশিতে উহার ৩০টি করিয়া অংশ আছে। পৃথিবী এক এক দিনে উহার এক এক অংশ অতিক্রম করিয়া একটি রাশি একমাসে এবং সমস্ত রাশিচক্র এক বৎসরে পরিভ্রমণ করিয়া আইসে। তাহা হইলে ৩৬০ দিনে এক বৎসর হওয়া উচিত, কিন্তু রাশি-চক্রের বক্রিমা হেতু এবং পৃথিবীর গতি অন্যান্য গ্রহগণের গতির ন্যায় কখন কখন বক্রতা অবলম্বন করে এজন্য সূর্য্যের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া আসিতে পৃথিবীর ৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ও ৩১ বিপল অতিরিক্ত লাগে। এজন্য আমাদিগের ভারতীয় জ্যোতিষে রবির রাশিভোগকাল ৩০ দিন বলা গিয়া থাকে। চন্দ্রের এক

একটী রাশিতে অবস্থিতির কাল ২ দিন ১৫ দণ্ড, মঙ্গলের ৪৫ দিন, বুধের ১৮ দিন, বৃহস্পতির ১২ মাস, শুক্রের ২৮ দিন, শনির ৩০ মাস, এবং রাহু ও কেতুর ১৮ মাস। ইহাদ্বারাই তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে গ্রহগণ সকলে সূর্য্যের সমান দূরে অবস্থান করে না, এবং যে যত দূরে আছে তাহার কক্ষপথও তত বিস্তৃত; সুতরাং সেই কক্ষপথস্থ ১২টী রাশির এক একটি ভ্রমণ করিতে তত অধিক সময় লাগে। এ সময়ে তোমার পূর্ব্বকথা স্মরণ করা উচিত যে, ১২ টি রাশিকে যেমন গ্রহগণ পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করে, তাহাদের অন্তর্গত নক্ষত্র গুলিকেও তদ্রূপে ভোগ করিয়া থাকে। গ্রহগণের নক্ষত্র-ভোগকাল নির্ণয় করিতে হইলে এক একটি রাশি (মার্গকে) ৯ ভাগ করিলেই এক এক ভাগ তত্তৎ নক্ষত্রের কাল নিরূপিত হয়।

এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার যে গ্রহগণের চক্রাদি গতির কি কোন নিয়ম নাই? এবং সেইরূপ গতির কারণই বা কি? তদুত্তরে আমি তোমাকে তাহাদের গতির নিয়ম ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। সমস্ত সৌরজগতের মধ্যে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ পরস্পরের আকর্ষণ ও বিয়োজনাদি শক্তি-দ্বারা নিরন্তর সূর্য্যপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ শক্তির দ্বারা গ্রহগণের আট প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাশিচক্রের প্রথম ৬০ অংশে গ্রহগণের শীঘ্রগতি, ৯০ অংশ পর্য্যন্ত সমগতি, ১২০ অংশ পর্য্যন্ত মন্দগতি, ১৮০ অংশ পর্য্যন্ত বক্রগতি, ২৪০ অংশ পর্য্যন্ত অতি বক্র গতি, ৩০০ অংশ পর্য্যন্ত সরল গতি এবং ৩৬০ অংশ পর্য্যন্ত পুনরায় শীঘ্র গতি হয়।

যে সময়ের মধ্যে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডে দেহাবর্ত্তন করে,

তাহাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি, এবং যে সময়ের মধ্যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া আইসে তাহাকে বার্ষিক গতি বলে। উহা দ্বারায় সৌরকাল নির্ণয় হইয়া থাকে। আর চন্দ্র আপনার গতি অনুসারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে যে সময়ে ১২ অংশ অন্তরে গমন করে, সেই সময় এক এক তিথির ভোগ-কাল। এইরূপে শুক্লপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি-দিন ১২ অংশ গমন করিয়া ১৫ দিনে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, পরে ঐপ্রকারে ১২ অংশ গমন করিয়া যে ১৫ তিথিতে ক্রমশঃ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমসূত্রপাতরূপে পুনরায় সূর্য্যের নিম্নবর্ত্তী অর্থাৎ নিটবর্ত্তী হয়, সেই ১৫ তিথিকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। সূর্য্যাপেক্ষা চন্দ্র যত ১২ অংশ দূর গমন করে, চন্দ্রের কলেবর ততই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। আর যত ১৩ অংশ নিকটবর্ত্তী হয়, তত কলা অদৃশ্য হয়। সূর্য্যের উভয় পার্শ্বে ১২ অংশমধ্যে চন্দ্রের অবস্থিতি হইলে তাহার অদর্শন হয়, অতএব কৃষ্ণাচতু-র্দ্দশীর শেষাবধি শুক্লপ্রতিপদের শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্র আপনি ১২ অংশ দূর যাইবার মধ্যে সূর্য্য ১ অংশ চন্দ্রের নিকটস্থ হয়, ঐ একাংশ গমনে চন্দ্রের যত কাল লাগে, তাহার সহিত চন্দ্রের ১২ অংশ গমনের কালকে ঐক্য করিলে প্রায় ৫৯ দণ্ড হয়। ইহাতে চন্দ্রের গতি প্রায় ১৩ অংশ ১০৷৷০ কলা। কিন্তু চন্দ্রসূর্যের গতির হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে তিথির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১ তিথিতে এক চান্দ্রদিন; ৩০ তিথিতে এক চান্দ্রমাস এবং ১২ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর গণনা করা যায়। চান্দ্রমাস তিন প্রকার হয়; শুক্লপ্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি তাহাকে মুখ্য চান্দ্র, কৃষ্ণ

প্রতিপদ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি তাহাকে গৌণ চান্দ্র এবং শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের যে কোন তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য পক্ষীয় তাহার পূর্ব্ব তিথি পর্য্যন্ত যে ত্রিশ তিথি গণনা করা হয় তাহাকে চান্দ্র আয়ণ মাস কহা গিয়া থাকে।

মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্য যেমন অন্যান্য রাশিতে গমন করে, তদ্রূপে বৎসরের এক এক মাসেরও গণনা হইয়া থাকে; যথাঃ—মেষ বৈশাখ, বৃষ জ্যৈষ্ঠ, মিথুন আষাঢ় ইত্যাদি।

মেষ রাশির আকার মেষাকার, বৃষের বৃষাকার, মিথুন পুরুষাকার, কর্কট কর্কটাকার, সিংহ সিংহাকার ইত্যাদি স্বস্ব নামের উপযোগী আকারবিশিষ্ট।

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ, ইহাদিগকে ওজরাশি কহে।

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর, মীন, ইহারা যুগ্মরাশি।

মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ, ইহারা বিষমরাশি।

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, মীনকে সমরাশি বলা গিয়া থাকে।

মেষ, কর্কট, তুলা, মকর, চররাশি।

বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ স্থিররাশি।

মিথুন, কন্যা, ধনু, মীন, দ্ব্যাত্মক রাশি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লগ্ন ও তাহার অংশাদি।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে পৃথিবীর গতির কথা যাহা বলা হইয়াছে, তদ্রূপে ঘুরিতে ঘুরিতে ৬০ দণ্ডে উহার যে আহ্নিক গতি হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কয়টী লগ্নের উদয় হয়। ঘুরিবার সময় পৃথিবীর যে স্থান পূর্ব্বদিকে যে কোন রাশির সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং যতক্ষণ সেই রাশির সীমা উত্তীর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই রাশি, অর্থাৎ তন্নামোক্ত লগ্নের উদয় বলা যায়। ঐ সময়কে লগ্নমান কহে। লগ্নকে দুইভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম হোরা। বিষম রাশি রবির এবং সমরাশি চন্দ্রের হোরা হয়। ঐরূপে এক এক লগ্নকে তিনভাগ করিলে এক এক ভাগকে ত্রেকোণ এবং নয় ভাগ করিলে নবাংশ, দ্বাদশ ভাগ করিলে দ্বাদশাংশ এবং ত্রিশ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে ত্রিশাংশ কহে। ঐ সকল অংশের এক একটী অধিপতি গ্রহ থাকে। তাঁহাদিগের স্বভাব অনুসারে ভিন্ন ফল ফলিয়া থাকে। ইহারই নাম ষড়বর্গ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গ্রহগণ যেরূপ সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, সূর্য্যও গ্রহ ও উপগ্রহগণকে লইয়া অন্য এক নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে সেইরূপ ভ্রমণ করে। ৬৬ বৎসর ৮ মাসে সূর্য্য এক অংশ করিয়া সরিয়া যায়। এজন্য ঐ সময়ের পরে অয়নাংশ গণনায় কিছু

কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং রাশিচক্রের বক্রতা ও রাশিগণের স্ব স্ব অবস্থিতি স্থানের বক্রতাহেতু দেশভেদে সকল রাশির লগ্নমান সমান নহে, পশ্চাৎ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

সকল মাসের সকল দিনে সেই সেই রাশিতে সূর্য্যের উদয় এবং তাহার সপ্তম রাশিতে অস্ত হয়। বৈশাখমাসে মেষে উদয় এবং মেষের সপ্তম রাশি তুলায় অস্ত। জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষে উদয়, বিছায় অস্ত ইত্যাদিক্রমে সূর্য্যের উদয়াস্ত হইয়া থাকে। যে মাসে যত দিন হইবে ঐ দিনসংখ্যা দিয়া উদয়লগ্নমানকে ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগ রাত্রির অন্তর্গত হয়, ঐ ভাগকে রবিভুক্ত কহে। বলা বাহুল্য যে, মাসের যত দিনসংখ্যা বাড়িতে থাকে, ঐ এক এক ভাগ রবিভুক্তিও তেমনি প্রতিদিন বৃদ্ধি হয়। ঐরূপে অস্তলগ্নেরও সেইরূপ ভাগ দিবার অন্তর্গত হয়। দিবসের লগ্ন স্থির করিতে হইলে সেই দিনের রাত্রিপ্রবিষ্ট অংশ ত্যাগ করিয়া তাহার পর পর লগ্ন যোগ করিয়া যে সময়ের লগ্ন স্থির করিতে হইবে সেই সময় কোন্ লগ্ন তাহা জানা যাইবে। রাত্রিকালে লগ্ন স্থির করিতে হইলেও ঐরূপে দিবার অন্তর্গত অংশ বাদ দিয়া পর পর লগ্ন যোগ করিলে অভিপ্রেত সময়ের লগ্ন স্থির হইবে।

আজি কালি দেশবিশেষে যেরূপ লগ্নমান স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ;—

কলিকাতা, মেদিনীপুর ও তাহার সমান রেখাস্থ পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান যথা—মেষ ৪। ১১, বৃষ ৪। ৩১। ৫০, মিথুন ৫। ২৮। ২০, কর্কট ৫। ৪১। ২৬, সিংহ ৫। ৩২। ৫১, কন্যা ৫। ২৯। ২০, তুলা ৫। ৩৫। ২৬, বিছা

৫। ৪০। ৫৭, ধনু ৫। ১৭। ৩৯, মকর ৪। ৩২। ৫৮, কুম্ভ ৩। ৫৭। ২৬ এবং মীন ৩। ৪৬।.৫০।

নবদ্বীপ, বৰ্দ্ধমান ও ঢাকা প্রভৃতিস্থানে ;—

মেষ ৪। ৬। ৫০, বৃষ ৪। ৪৯। ৪৭, মিথুন ৫। ২৮। ৪৯, কর্কট ৫। ৪০। ৩৫, সিংহ ৫। ৩৩। ২২, কন্যা ৫। ২৯। ৪০, তুলা ৪। ৪৬। ২৪, বিছা ৪। ৪১। ৩৫, ধনু ৫। ১৭। ২, মকর ৩। ৫৭। ৬, কুম্ভ ৪। ৪২। ৪১, মীন ৩। ৪৭। ২০।

মুর্শিদাবাদ ও তাহার পূর্ব্ব-পশ্চিমে।—মেষ. ৪। ৬। ৩১, বৃষ ৪। ৪৯। ৩৩, মিথুন ৫। ২৮। ৪৬, কর্কট ৫। ৪০। ৪১, সিংহ ৫। ৩৩। ৩৩, কন্যা ৫। ৩০। ০, তুলা ৫। ৩৮। ১৫, বিছা ৫। ৪০। ৪৮, ধনু ৫। ১৭। ২০, মকর ৪। ৩৩। ৪০, কুম্ভ ৩। ৫৫। ৪৯, মীন ৩। ৪৬। ৯।

চট্টগ্রাম ও তাহার পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রদেশে।—

মেষ ৪। ৮। ৪, বৃষ ৪। ৪৯। ৩, মিথুন ৫। ২০। ২২, কর্কট ৫। ৪৯। ৪০,সিংহ৫। ৩২। ৪, কন্যা ৫। ২৮। ২০,তুলা ৫। ৩৪। ৪০, বিছা ৫। ৩৯। ২৫, ধনু ৫। ১৬। ৩২, মকর ৪। ৩৫। ২৬, কুম্ভ ৩। ৫৮। ১৮, মীন ৩। ৪৭। ৩৯।

রঙ্গপুর ও তাহার পূর্ব্বপশ্চিমে।—

মেষ ৪। ১। ৩৬,বৃষ ৪। ৪৬। ২৮, মিথুন ৫। ২৯। ৩৯, কর্কট ৫। ৪৪। ৩২, সিংহ ৫। ৩৬। ৩১, কন্যা ৫। ৩৩। ২০, তুলা ৫। ৩১। ২৭, বিছা ৫। ৪৭। ৪৭, ধনু ৫। ২৬। ২৫, মকর ৪। ৩১। ২৬, কুম্ভ ৩। ৫৬। ৫, মীন ৩। ৩৯। ৪০।

কুচবিহার ও তাহার পূর্ব্ব-পশ্চিমে ;—

মেষ ৪। ৫৫। ৫১, বৃষ ৪। ৪৫। ৪১, মিথুন ৫। ২০। ২১,

কর্কট ৫।৪৫।৩০, সিংহ ৫।৪১।৪৭, কন্যা ৫।৩৮।২০, তুলা ৫।৩৮।১৬, বিছা ৫।৪৮।৩৮, ধনু ৫।২৯।২৮, মকর ৪।৩৫।২৬, কুম্ভ ৩।৫৯।৪০, মীন ৩।৩।৪০।

রাশিগুলিকে দুইভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম হোরা। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু এবং কুম্ভের প্রথম হোরার অধিপতি সূর্য্য ও দ্বিতীয় হোরার অধিপতি চন্দ্র; এবং বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর ও মীনের প্রথম হোরার অধিপতি চন্দ্র ও দ্বিতীয় হোরার অধিপতি সূর্য্য।

রাশিকে তিনভাগ করিলে এক এক ভাগকে দ্রেক্কাণ কহে। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি তিনি সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের, সেই রাশি হইতে পঞ্চম রাশির অধিপতি দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের. এবং তাহার নবম রাশির অধিপতি গ্রহ তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি হয়েন।

রাশিকে নয় ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম নবাংশ। নবাংশের অধিপতি স্থির করিতে হইলে এইরূপ ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। যথা,—মেষ, সিংহ, ধনু, এই তিন রাশিরই নবাংশের প্রথম হইতে নয় অংশের অধিপতি যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা ও ধনুর অধিপতি যে যে গ্রহ, সেই সেই গ্রহকে জানিবে। মকর, বৃষ, কন্যা, এই তিন রাশির প্রথম হইতে নয় অংশের অধিপতি যথাক্রমে মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা রাশির অধিপতিকে জানিবে। তুলা, কুম্ভ, মিথুন, এই তিন রাশির নবাংশের অধিপতি তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুনরাশির অধিপতিকে জানিবে। আর

কর্কট, বিছা, মীন, এই তিন রাশির নয় অংশের অধিপতি যথা-ক্রমে কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন-রাশির অধিপতিদিগকে জানিবে।

রাশিকে বার ভাগ করিলে তাহার এক এক অংশের নাম দ্বাদশাংশ। যে রাশির বার অংশের অধীশ্বরকে জানিতে হইবে, সেই রাশিকে অগ্রে বার ভাগ করিলে সেই রাশির অধিপতি তাহার প্রথম অংশের অধিপতি হইবে, তাহার পর যে রাশি সেই রাশির অধিপতি দ্বিতীয়াংশের অধিপতি, এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমাদি দ্বাদশটী অংশের অধিপতি স্থির কবিবে।

রাশিকে ত্রিশ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম ত্রিংশাংশ। বিষমরাশি অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভের প্রথম পঞ্চমাংশ মঙ্গলের, তাহার পর পঞ্চভাগ শনির, তাহার পর অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তাহার পর সপ্তভাগ বুধের, তাহার পর পঞ্চাংশ শুক্রের। আর সমরাশির অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর ও মীন রাশির প্রথম পঞ্চভাগ শুক্রের, তাহার পর পঞ্চভাগ বুধের, তাহার পর অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তাহার পর সপ্তভাগ শনির, তাহার পর পঞ্চভাগ মঙ্গলের হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তিথি ও বারাদি।

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটী গ্রহের নামানুসারে সাতটী বার গণনা হইয়া থাকে। এই সকল

গ্রহ উক্ত বার সকলের অধিপতি। তাহাদের মধ্যে শুক্র, সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবার সর্ব্বকর্ম্মে শুভ, এবং শনি, রবি ও মঙ্গলবার কোন কোন কর্ম্মে শুভ।

দিবা ও রাত্রিমান প্রত্যেককে আট ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে যামার্দ্ধ কহে। সেই যামার্দ্ধভাগে বারবেলা ও কালবেলা হইয়া থাকে।

রবিবারে দিবসের চতুর্থ ভাগ বারবেলা, পঞ্চম ভাগ কাল-বেলা ; রাত্রির ষষ্ঠভাগ বারবেলা।

সোমবারে দিবসের সপ্তমভাগ বারবেলা ও দ্বিতীয়ভাগ কালবেলা ; রাত্রির চতুর্থ ভাগ কালবেলা।

মঙ্গলবারে ষষ্ঠভাগ বারবেলা, দ্বিতীয় ভাগ কালবেলা ; রাত্রির দ্বিতীয়ভাগ কালবেলা।

বুধবারে পঞ্চম ভাগ বারবেলা, তৃতীয়ভাগ কালবেলা ; রাত্রির সপ্তম ভাগ কালবেলা।

বৃহস্পতিবারে অষ্টম ভাগ বারবেলা, সপ্তম ভাগ কালবেলা ; রাত্রির পঞ্চম ভাগ কালবেলা।

শুক্রবারে তৃতীয়ভাগ বারবেলা, চতুর্থ ভাগ কালবেলা। রাত্রির তৃতীয় ভাগ কালবেলা।

শনিবারে ষষ্ঠ ভাগ বারবেলা, প্রথম ও শেষ ভাগ কালবেলা ; রাত্রিতে পঞ্চম ও শেষ ভাগ কালবেলা।

এই বারবেলা ও কালবেলাতে যাত্রা করিলে মৃত্যু, বিবাহে বৈধব্য, উপনয়নে ব্রহ্মহত্যা এবং অন্যান্য সমস্ত শুভ কর্ম্মে দোষ হয়।

উপরে বলা হইয়াছে যে, দিনমান যত দণ্ড যত পল হইবে,

তাহাকে আটভাগ করিলে তাহার প্রত্যেক ভাগের নাম যামার্দ্ধ। যামার্দ্ধ সকলের অধিপতিগ্রহ আছে। সকল বারের অধিপতি গ্রহ সেই সেই বারের প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি হইবে। তাহা হইতে ছয় ছয় অন্তরে গণনায় যে যে বার হয়, সেই সেই বারের অধিপতিগ্রহ দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি যামার্দ্ধের অধিপতি হইবে।

রাত্রিমান যত দণ্ড যত পল হইবে, তাহাকে আট ভাগ করিলে তাহার প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি পূর্ব্ববৎ সেই বারের অধিপতি গ্রহই হইবে। প্রথম যামার্দ্ধপতি গ্রহ হইতে পাঁচ পাঁচ গণিয়া যে বার হইবে, সেই সেই বারের অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি যামার্দ্ধের অধিপতি হইবে।

যামার্দ্ধকে চারি ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম দণ্ড। ঐ সকল দণ্ডের এক একটী অধিপতি গ্রহ আছে; তাহাদিগকে দণ্ডাধিপতি বলে। যে বারের যে যে সময়ে যে গ্রহ যামার্দ্ধপতি হইবে, সেই গ্রহ সেই যামার্দ্ধের প্রথম দণ্ডের অধিপতি হইবে। আর ঐ যামার্দ্ধের প্রথম দণ্ডপতি যে গ্রহ, তাহার সংখ্যাকে দুই ভাগ করিলে যে সংখ্যা হইবে, তাহার ভগ্নাংশ থাকিলে তাহা বাদ দিয়া যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহ দ্বিতীয় দণ্ডের অধিপতি হইবে। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ যামার্দ্ধের অধিপতিগ্রহের সংখ্যাকে দুইভাগ করিলে ঐ প্রকারে যে যে গ্রহ হইবে তাহারা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দণ্ডের অধিপতি হইবে।

যে বারের রাত্রির যামার্দ্ধপতি যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহই প্রথম দণ্ডের অধিপতি হইবে। তাহা হইতে ছয় ছয় গ্রহ অন্তর

গণনায় যে যে গ্রহ তাহারা ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দণ্ডের অধিপতি হইবে।

চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুসারে দুই পক্ষ—কৃষ্ণ ও শুক্ল। উভয় পক্ষে প্রতিপদ, দ্বিতীয়াদি ১৫টী তিথি আছে। তিথি সকলের অধিপতি নির্দ্দিষ্ট আছে। উভয় পক্ষের প্রতিপদাদি তিথির অগ্নি, প্রজাপতি, গৌরী, গণেশ, সর্প, কার্ত্তিক, সূর্য্য, শিব, দুর্গা, যম, বিশ্ব, হরি, কাম হর, এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অধিপতি চন্দ্র।

প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশীর নাম নন্দা; দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী ভদ্রা; অষ্টমী, তৃতীয়া ও ত্রয়োদশী জয়া; চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী রিক্তা; এবং অমাবস্যা, পঞ্চমী, দশমী ও পূর্ণিমার নাম পূর্ণাতিথি।

বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী, আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী, পৌষের শুক্লা-দ্বিতীয়া ও ফাল্গুণের শুক্লা চতুর্থী মাসদগ্ধা হয়। এবং শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমী, মাঘের কৃষ্ণাদ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া এবং জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থী মাসদগ্ধা হয়।

এই মাসদগ্ধাতে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, অথবা কোথাও যাত্রা করে, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও তাহার মরণ, বিবাহে স্ত্রী বিধবা, কৃষিকর্ম্মে ফলের অভাব, বিদ্যারম্ভে মূর্খ, স্ত্রীসঙ্গমে গর্ভপাত এবং বাণিজ্যে মূলধনের বিনাশ হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রহগণের প্রকৃতি ও বলাবল।

ভূমণ্ডলস্থ জীবদেহের উপর চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রাধান্য যেমন স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে, তেমনি অন্যান্য গ্রহগণও আমাদিগের উপর যে বলাবল প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গণনাদ্বারা তাহা অবধারিত করিয়াছেন। যদিও গ্রহগণ দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করে বটে, কিন্তু রাশি বিশেষে তাহাদের আকর্ষণাদি শক্তির বৃদ্ধি হয় ও তত্তৎস্থানে তাহারা বিশেষ বলশালী হইয়া থাকে। ঐ সকল রাশি তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্র এবং উহারা সেই সেই রাশির অধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। গ্রহগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ বলবান হয়। ঐরূপ মিত্র গৃহে, মূল ত্রিকোণ গৃহে, উচ্চ গৃহে (তুঙ্গ স্থানে) আপনাপন হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশে থাকিলেও বিশেষ বল প্রকাশ করে।

সূর্য্য হইতে তাপ ও শুষ্কতা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এজন্য মনুষ্যগণ উহা কর্ত্তৃক সত্ত্বগুণ-প্রাধান্য, স্থিরস্বভাব, ভক্তিরস-প্রিয়তা, পিত্ত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়; আর মানবদেহের মধ্যে চক্ষু, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও দক্ষিণাংশের উপর উহার আধিপত্য। রবি পাপগ্রহ মধ্যে পরিগণিত, বর্ণলাল এবং পুরুষ। চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি উহার মিত্র, শুক্র ও শনি শত্রু; আর বুধ সম, অর্থাৎ না মিত্র না শত্রু। রবি জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং পূর্ব্ব-

দিকের ও সিংহ রাশির অধিপতি। মেষ রাশির ১০ম অংশ উহার তুঙ্গ বা উচ্চ স্থান, সিংহ রাশি উহার মূল ত্রিকোণ। রবি বৃদ্ধভাবাপন্ন।

চন্দ্র প্রধানতঃ আর্দ্রতা উৎপাদন করিয়া থাকে। উহা-কর্ত্তৃক মনুষ্যেরা রজোগুণ-প্রধান, লবণরসপ্রিয় ও শ্লেষ্মা-প্রাকৃতিক হয়। মানবের তালু, কণ্ঠ, উদর, গ্রন্থি, শোণিত ও শরীরের বাম পার্শ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। শুক্লপক্ষের অষ্টমী হইতে কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী পর্য্যন্ত শুভগ্রহ, পরে পাপ-গ্রহমধ্যে পরিগণিত হয়; বর্ণ গৌর এবং স্ত্রী। বুধ ও রবি উহার মিত্র, কোন গ্রহই শত্রু নহে, মঙ্গল সম। চন্দ্র জাতিতে বৈশ্য, বায়ুকোণের এবং কর্কট রাশির অধিপতি। বৃষরাশির ৩য় অংশ উহার উচ্চস্থান, এবং বৃষ রাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ; মধ্যবয়স সম্পন্ন।

মঙ্গলগ্রহ হইতে উত্তাপ ও শুষ্কতা উৎপন্ন হয়। মনুষ্যেরা উহা হইতে পিত্তপ্রকৃতি, তমোগুণ ও কটুরসপ্রিয়তাকে লাভ করে। বামকর্ণ, কটিদেশ, রক্তবাহিকা নাড়ী এবং গুহ্যদেশের উপর উহার প্রাধান্য। মঙ্গল পাপগ্রহ, বর্ণ রক্তগৌর ও পুরুষ। রবি ও চন্দ্র উহার মিত্র, বুধ শত্রু, এবং শনি সম; জাতিতে ক্ষত্রিয়, সামবেদের, দক্ষিণ দিকের, মেষ ও বৃশ্চিক রাশির অধি-পতি, মকর রাশির ২৮ অংশ উহার উচ্চস্থান এবং মেষ রাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ। মঙ্গল যুবাভাবাপন্ন।

বুধগ্রহ কখন শুষ্কতা ও কখন আর্দ্রতা উৎপাদন করে। এই গ্রহের অধীনে মানবগণ বাতপিত্তকফযুক্ত, সর্ব্বরসপ্রিয় ও রজোগুণবিশিষ্ট হয়। বাক্য, বুদ্ধি, পিত্ত, ত্বক্‌, জিহ্বা ও

অধোভাগের উপর উহার আধিপত্য। বুধ পাপগ্রহের সঙ্গে থাকিলে পাপগ্রহ এবং শুভগ্রহের সঙ্গে থাকিলে শুভগ্রহ মধ্যে গণ্য ; বর্ণ দূর্ব্বাশ্যাম এবং ক্লীব। বৃহস্পতি, রবি, শুক্র উহার মিত্র ; চন্দ্র শত্রু ; বৃহস্পতি শুক্র ও শনি সম। বুধ জাতিতে শূদ্র ; উত্তরদিকের, অথর্ব্ববেদের এবং কন্যা ও মিথুন রাশির অধিপতি। কন্যার ১৫ অংশ বুধের উচ্চস্থান এবং কন্যা রাশি উহার মূল ত্রিকোণ ঘর। বুধগ্রহ বালক।

বৃহস্পতি হইতে উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে। মানবগণ উহা হইতে মধুররসপ্রিয়তা, সত্ত্বগুণ, পিত্ত ও কফাধিক্য প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদেহের ফুস্‌ফুস্‌ রক্তবাহিকা নাড়ী, হস্ত, হৃদয়ের মেধ ও গলার নলীর উপর উহার প্রাধান্য। বৃহস্পতি শুভগ্রহ, বর্ণ গৌর এবং পুরুষ। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল উহার মিত্র ; বুধ ও শুক্র শত্রু এবং শনি সম। বৃহস্পতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ঈশান কোণের, ঋগ্বেদের এবং ধনু ও মীন রাশির অধিপতি। কর্কটের পঞ্চমাংশ উহার উচ্চস্থান এবং ধনু মূল ত্রিকোণ রাশি। বৃহস্পতি বৃদ্ধ।

শুক্র গ্রহ হইতে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যগণ উহার প্রাধান্যে কফ ও রজোগুণযুক্ত এবং অম্লরসপ্রিয় হয়। নাসারন্ধ্র, যকৃত, শুক্র ও মাংসের উপর উহার আধিপত্য। শুক্র শুভগ্রহমধ্যে পরিগণিত ; বর্ণ শ্যাম এবং স্ত্রী জাতি। বুধ ও শনি উহার মিত্র, রবি ও চন্দ্র শত্রু এবং গুরু ও মঙ্গল সম। শুক্র জাতিতে ব্রাহ্মণ, অগ্নিকোণের, যজুর্ব্বেদের এবং তূলা ও বৃষ রাশির অধিপতি, মীনের ২৭ অংশ উহার উচ্চ স্থান এবং তূলা রাশি উহার মূল ত্রিকোণ গৃহ। শুক্র মধ্যবয়স্ক।

শনি শীতলতা উৎপাদন করে। শনির প্রাধান্যে মনুষ্য ক্রূর, বায়ু ও কফযুক্ত, তমোগুণবিশিষ্ট, স্থিরস্বভাবসম্পন্ন এবং কষায়রস প্রিয় হয়। দক্ষিণ কর্ণ, প্লীহা, শ্লেষ্মা, মস্তিষ্কের শিরা, ও মূত্রাশয়ের উপর উহা আধিপত্য করিয়া থাকে। শনি পাপগ্রহ, বর্ণ কৃষ্ণ এবং ক্লীব। বুধ ও শুক্র উহার মিত্র; রবি, মঙ্গল ও চন্দ্র শক্র এবং বৃহস্পতি সম। শনি অন্ত্যজজাতীয়। পশ্চিমদিকের ও মকর এবং কুম্ভ রাশির অধিপতি। তুলার ২০ অংশ উহার উচ্চস্থান এবং কুম্ভ রাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ।

রাহু পাপগ্রহ, কৃষ্ণবর্ণ। শুক্র ও শনি উহার মিত্র, চন্দ্র ও মঙ্গল শক্র, সম নাই। রাহু নৈঋত কোণের অধিপতি। মিথুন উহার উচ্চস্থান এবং কুম্ভরাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ।

কেতু পাপগ্রহ, তাম্রবর্ণ। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, উহার বন্ধু এবং শুক্র ও শনি শক্র। ধনু উহার উচ্চস্থান।

যে যে রাশি যে যে গ্রহের উচ্চস্থান, সেই সেই রাশি হইতে সপ্তম গ্রহ সেই সেই গ্রহের নীচস্থান। গ্রহগণ আপনাদের নীচ রাশিতে শক্রগৃহে থাকিলে বলহীন হয়।

গ্রহগণের বলাবল সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এ স্থলে তাহা অপেক্ষা আরও বিশদরূপে বলিতেছি,—শুভগ্রহগণ আপনাপন গৃহে মিত্রভাবে কিম্বা অন্য শুভগ্রহের ও মিত্রগ্রহের দৃষ্টি যে ঘরে আছে, অথবা অন্য শুভগ্রহের সহিত এক গৃহে থাকিলে তাহাদিগকে বলবান বলা যায়।

শুভগ্রহ যদি পাপগ্রহের গৃহে, শক্রগৃহে, (যাহাতে শুক্রে গ্রহ বা পাপ গ্রহের দৃষ্টি আছে), অথবা পাপগ্রহ বা শক্র গ্রহের

সহিত এক ঘরে অবস্থিতি করে তবে সে গ্রহ অতিশয় দুর্ব্বল এবং সুফলপ্রদানে নিতান্ত অসমর্থ জানিবে।

পাপগ্রহ যদি পাপগ্রহের ভবনে, শত্রুভবনে, কিম্বা মিত্র গ্রহের ভবনে থাকিয়া শত্রু অথবা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে সেই পাপগ্রহকে বলবান্ বলা যায়।

পাপগ্রহ অশুভ গৃহে থাকিয়া শুভ ভবনের দৃষ্ট হইলে, অথবা শুভগ্রহের সহিত এক গৃহে থাকিলে তাহাকে দুর্ব্বল বলিয়া জানিতে হইবে।

বৃষ কর্কট ইত্যাদি সম সংজ্ঞা রাশিতে চন্দ্র ও শুক্র থাকিলে তাহারা বলবান্ হয়। আর মেষ, মিথুনাদি বিষম সংজ্ঞারাশিতে রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এবং শনি থাকিলে বলবান হয়।

চন্দ্র ও শুক্র গ্রহ প্রথম দ্রেক্কাণে, মঙ্গল, রবি ও বৃহস্পতি শেষ দ্রেক্কাণে এবং শনি ও বুধ মধ্যম দ্রেক্কাণে বলবান হয়।

গ্রহগণ আপনাপন তুঙ্গ স্থানে থাকিলে অত্যন্ত বলশালী, মূল ত্রিকোণ ও স্ব স্ব গৃহে থাকিলে মধ্য বলশালী, আর শুভগ্রহদৃষ্ট গৃহে ও মিত্রগৃহে থাকিলে কিছু অধিক বলশালী হইয়া থাকে।

মঙ্গল আর রবি লগ্নের দশম স্থানে থাকিলে তাহাকে দক্ষিণ দিগ্বলী, শনি লগ্নের সপ্তম স্থানে থাকিলে তাহাকে পশ্চিম দিগ্বলী, আর শুক্র ও চন্দ্র লগ্নের চতুর্থ স্থানে থাকিলে তাহাকে উত্তর দিগ্বলী কহে।

মকর অবধি মীন পর্য্যন্ত কোন রাশিতে রবি, মঙ্গল, বৃহ-

স্পতি কিম্বা চন্দ্র ও শুক্র থাকিলে বলবান হয়; এবং কর্কট অবধি ধনু পর্য্যন্ত এই ছয় রাশির মধ্যে কোন রাশিতে শনি থাকিলে বলবান হয়; বুধ উভয় স্থানে বলবান। শুভগ্রহেরা শুক্লপক্ষে এবং পাপগ্রহগণ কৃষ্ণপক্ষে বলবান হয়। শুক্লপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া শুভগ্রহদিগের প্রতিদিন ৪ পল করিয়া বল বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণ বল প্রাপ্ত হয়, এবং কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে প্রতি দিন ৪ পল করিয়া হীনবল হইয়া আমাবস্যার দিন সম্পূর্ণ হীনবল হয়। ঐরূপে পাপ গ্রহগণও কৃষ্ণপক্ষে ৪ পল করিয়া বল পাইয়া অমাবস্যার দিন পূর্ণবল ও পূর্ণিমার দিন হীনবল হইয়া থাকে।

বৎসরের অধিপতি গ্রহ একপাদ বলবান্, মাসাধিপ গ্রহ দ্বিপাদ, দিনের অধিপতি গ্রহ ত্রিপাদ, কাল ও হোরাদি অধিপতি গ্রহ সম্পূর্ণ বলবান্।

শনিগ্রহ শীতকালে, শুক্র বসন্তকালে, মঙ্গল গ্রীষ্মকালে, চন্দ্র বর্ষাকালে, বুধ শরৎকালে, বৃহস্পতি হেমন্তকালে এবং রবি গ্রহ গ্রীষ্মকালে বলবান্ হয়।

রবি, বৃহস্পতি, শুক্র দিবাভাগে বলবান্, বুধ দিবা-রাত্র, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি রাত্রিকালে বলবান্ হয়। দিবা ও রাত্রিমানের প্রথমার্দ্ধে শুভগ্রহ এবং দিনমানের শেষার্দ্ধে পাপগ্রহ বলবান হয়। রাত্রের তৃতীয় যামে রবি, বুধ, শনি, চন্দ্র বলবান। বৃহস্পতি দিবারাত্রি সমান বলবান থাকে।

জাতক বা প্রশ্ন গণনার সময় লগ্নের অধিপতি গ্রহ যদি শনি হয়, তবে তাহার বল ১ গুণ, মঙ্গল থাকিলে দ্বিগুণ, বুধ তিন গুণ, বৃহস্পতি চতুর্গুণ, শুক্র পাঁচ গুণ, চন্দ্র ছয় গুণ, রবি

সাতগুণ বলবান হয়। লগ্নের অধিপতি গ্রহের যে বল, লগ্নেরও সেই বল জানিবে।

শুক্লপ্রতিপদ হইতে শুক্লাদশমী পর্য্যন্ত চন্দ্র মধ্যম বলে বলী; শুক্লাএকাদশী হইতে কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বলী; কৃষ্ণাষষ্ঠী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত স্বল্প বলী হয় এবং উহার উপর শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে চন্দ্র সর্ব্বত্র বলবান হয়।

গ্রহগণ যখন যে রাশিতে অবস্থিতি করে, তাহা হইতে তৃতীয় ও দশম স্থানে তাহাদের এক পাদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম রাশিতে অর্দ্ধেক, চতুর্থ ও অষ্টমরাশিতে ত্রিপাদ এবং সপ্তম স্থানে সম্পূর্ণ দৃষ্টি জ্ঞান করিতে হইবে। এই সাধারণ নিয়ম ব্যতীত তৃতীয় ও দশম স্থানে শনির পূর্ণ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম রাশিতে বৃহস্পতির, এবং চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি জানিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য স্থানে গ্রহদিগের দৃষ্টি নাই।

রাহুর দৃষ্টি পৃথক বিধ। রাহু যে রাশিতে থাকে তাহা হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে পঞ্চম, সপ্তম, এবং দ্বাদশ রাশিতে তাহার পূর্ণ দৃষ্টি; দ্বিতীয় ও দশম রাশিতে ত্রিপাদ; আর তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম গৃহে অর্দ্ধেক দৃষ্টি। রাহুর পাদ দৃষ্টি বা স্বয়ং যে ঘরে থাকে সে ঘরে ও তাহার একাদশ স্থানে তাহার দৃষ্টি থাকে না। কেতুর কুত্রাপি দৃষ্টি নাই।

লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্দ্র কহে। কেন্দ্র স্থানে থাকিলে গ্রহগণ বিশেষ বলশালী হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্র প্রকরণ।

নক্ষত্রদিগের নাম ও তাহারা রাশিচক্রের কোনস্থানে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদিগের জাতি ও অন্যান্য কার্য্য করিবার বিষয় কথিত হইতেছে।

সকল নক্ষত্রের মুখ ও দৃষ্টি একদিকে নহে, এজন্য তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। যথা—উৰ্দ্ধমুখ-নক্ষত্র, অধোমুখ-নক্ষত্র ও তির্য্যগমুখ-নক্ষত্র।

আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণা, রোহিণী, উত্তরফল্গুণী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এই নয়টী উৰ্দ্ধমুখ নক্ষত্র। মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূৰ্ব্বফল্গুনী, পূৰ্ব্বাষাঢ়া এবং পূৰ্ব্বভাদ্রপদ এই নয়টী অধোমুখ নক্ষত্র। আর অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, জেষ্ঠা, মৃগশিরা ও অনুরাধা এই নয়টী তির্য্যঙমুখ নক্ষত্র।

মৃগশিরা, হস্তা, স্বাতি, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা, অশ্বিনী কিম্বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে "দেবগণ" হয়। উত্তরফল্গুণী, উত্তরষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূৰ্ব্বফল্গুনী, পূৰ্ব্বাষাঢ়া পূৰ্ব্বভাদ্রপদ, রোহিনী, ভরণী ও আর্দ্রায় "নরগণ" হয়। আর জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, শতভিষা, চিত্রা, মঘা, ধনিষ্ঠা এবং বিশাখায় "রাক্ষসগণ" হয়।

নরনারীগণ যে নক্ষত্রের যে পাদে জন্মগ্রহণ করে, তদনু-

সারে তাহাদিগের রাশি এবং নামের আদ্য অক্ষর জ্ঞান হয়, যথা;—

অ ই উ এ কৃত্তিকা। ও ব বী বু রোহিনী। বে বো ক কি মৃগশিরা। কু ঘ ঙ চ আর্দ্রা। কে কো হ হি পুনর্ব্বসু। হু হৈ হো ড় পুষ্যা। ডি ডু ডে ডো অশ্লেষা। ম মি মু মে মঘা। মো ট টি টু পূর্ব্বফল্গুনী। টে টো প পি উত্তরফল্গুনী। পু ষ ণ ঠ হস্তা। পে পো র রি চিত্রা। রু রে রো ত স্বাতী। তি তু তে তো বিশাখা ন নি নু নে অনুরাধা। নো য যি যু জ্যেষ্ঠা। যে যো ভ ভি মূলা। ভূ ধ ফ ঢ় পূর্ব্বাষাঢ়া। ভে ভো জ জি উত্তরাষাঢ়া। জু জে জো খ অভিজিৎ। খি খু খে খো শ্রবণা। গ গি গু গে ধনিষ্ঠা। শা শ শি শু শতভিষা। শে শো দ দি পূর্ব্বভাদ্রপদ। দু থ ঝ ঞ উত্তরভাদ্রপদ। দে দো চ চি রেবতী। চু চে চো ল অশ্বিনী। লি লু লে লো ভরণী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জাতক গণনা।

কোন বালক কিম্বা বালিকা জন্মগ্রহণ করিলে তাহার জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যাহার জন্মপত্রিকা নাই তাহার জীবন অন্ধকারময়। জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করিবার জন্য যে যে বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক নিম্নে তাহাদের বিষয় অনতি বিস্তৃতরূপে কথিত হইতেছে।

পুত্র কিম্বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র অতি সাবধানতার সহিত

তাহার সময় নিরূপণ করিবে। আজি কালিকার কালে ঘটিকা-যন্ত্রের যেরূপ ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে সময় নিরূপণের জন্য অধিক আয়াস সহ্য করিতে হয় না। জাতশিশুর জন্মসময় স্থির হইলে ঐ সময় কোন্ লগ্নের কত অংশের অন্তর্গত তাহা নিশ্চয় করিবে। লগ্ন নিরূপণের বিষয় তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, অতএব তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। জন্মলগ্নকে হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশে বিভক্ত করিয়া দেখিবে জাতশিশু কোন্ গ্রহের হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ ইত্যাদিতে জন্মিয়াছে। তাহার পরে একখানি দিন পঞ্জিকা লইয়া দেখিবে জন্ম সময়ে কোন্ গ্রহ রাশিচক্রের কোন্ গৃহে কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছে। জাতশিশুর জন্ম-পত্রিকার রাশিচক্রে ও যে যে গ্রহ যে যে রাশিতে যে যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছে, সেই সেই রাশিতে সেই নক্ষত্রে সংখ্যা লিখিয়া সংস্থাপিত করিবে। যে লগ্নে শিশুর জন্ম হইয়াছে রাশিচক্রের সেই গৃহে "লং" এই সাংকেতিক অক্ষরটী লিখিবে। জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিতি করে, তাহাকেই জাতশিশুর জন্মরাশি এবং চন্দ্র যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করে, তাহাকেই জন্মনক্ষত্র বলিয়া জানিবে। এইরূপে রাশিচক্র সম্বলিত জন্মশক, মাস, দিন, দণ্ড, পল, বিপল, অনুপল এবং জন্মদিনের দিবা ও রাত্রিমান লিখিত করিয়া রাখিলেই জন্মপত্রিকার সমস্ত আয়োজন সংগ্রহ করা রহিল। উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ বিস্তৃত ইচ্ছা করা যায় সেইরূপ বিস্তৃত জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, দিন পঞ্জিকার প্রতি মাসের প্রথমে সংক্রান্তি

সঞ্চারকালে রাশিচক্রের যে যে ঘরে যে যে গ্রহ সংস্থাপিত করা থাকে, তাহারা জন্ম দিবসে ও জন্ম সময়ে অন্য রাশিতে সরিয়া গিয়াছে কি না সে বিষয়ে একটু বিশেষ সাবধান লইবে; তাহাতে কোন ভুল না হয়। সে জন্য দিনপঞ্জিকার সেই মাসের রাশিচক্রের নীচে যে গ্রহ যে দিন যে সময়ে যে রাশি ও যে নক্ষত্র হইতে সারিয়া, যে রাশি ও যে নক্ষত্রে যায়, তাহার যে একটী তালিকা দেওয়া থাকে, তাহা একটু সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে।

জন্মকালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, সেই রাশিস্থ চন্দ্রের উপর যদি শুভগ্রহ বৃহস্পতি, শুক্র, কিম্বা পাপ রহিত বুধের দৃষ্টি থাকে অথবা উক্ত শুভগ্রহের সহিত এক রাশিতে চন্দ্র থাকে, তবে প্রসূতি সুখে প্রসব করিয়াছে জানিবে। আর ঐ চন্দ্র যদি পাপগ্রহ শনি, মঙ্গল, রবি, কিম্বা পাপযুক্ত বুধের দৃষ্টীপথে থাকে, অথবা ঐ সকল পাপগ্রহের সহিত এক রাশিতে স্থিত হয়, তবে প্রসূতি কষ্টে প্রসব করিয়াছে জানিবে।

জন্মকালে চন্দ্র যদি শনির নবাংশে অর্থাৎ মকর কিম্বা কুম্ভের নবাংশে অবস্থিতি করে, অথবা জন্মলগ্ন হইতে গণনায় চতুর্থ রাশিতে থাকে, কিম্বা শনির দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়, অথবা জলজ রাশির নবাংশে অর্থাৎ কর্কট কিম্বা মীনের নবাংশে অবস্থিত হয়, বা শনির সহিত এক রাশিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে প্রসূতি অন্ধকারে প্রসব করিয়াছে।

জন্মকালে দুইটি গ্রহের অধিক গ্রহ যদি তাহাদের আপনাপন নীচ রাশিতে অবস্থিতি করে তাহা হইলে তৃণপাতিত ভূমিতে প্রসূতির শয়ন জানা যায়।

জন্মলগ্ন যদি সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, কুম্ভ এবং মিথুন লগ্ন হয়, তবে জাতশিশুর মুখ উর্দ্ধে থাকিয়া মস্তক নিঃসৃত হয়। যদি বৃষ, মেষ, ধনু এবং কর্কট লগ্ন হয়, তবে অধোমুখ হইয়া ঐ শিশুর পদ নিঃসৃত হইয়া থাকে। যদি মীনলগ্নে জন্ম হয়, তবে অগ্রে হস্ত নিঃসৃত হয়।

যে লগ্নে জন্ম হইবে সেই লগ্নের স্বামী যে গ্রহ, তিনি যদি ঐ জন্মলগ্নে অবস্থিতি করেন এবং ঐ লগ্নের যে নবাংশে জন্ম হয়, সেই নবাংশ যদি তাহার নিজ নবাংশ হয় তবে স্বীয় গৃহে প্রসব জানায়।

জন্মকালে যে গ্রহ বলবান থাকিবে সেই গ্রহ দ্বারায় সূতিকা গৃহের অবস্থা জানা যাইবে। যদি জন্মকালে শনি সকল গ্রহ অপেক্ষা বলবান থাকে, তবে সূতিকাগৃহ জীর্ণ জানিতে হইবে। মঙ্গল বলবান্ হইলে সূতিকাগার দগ্ধ, চন্দ্র বলবান হইলে শুক্ল বর্ণ নূতন, রবি বলবান হইলে কম মজপুত, বুধ বলবান হইলে নানারূপ শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট, শুক্র বলবান হইলে মনোরম ও চিত্রযুক্ত নূতন, বৃহস্পতি বলবান হইলে দৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী ঘর বলিয়া জানিবে।

জন্মলগ্নে বা তাহার চতুর্থ, সপ্তম, দশম গৃহে যে গ্রহ থাকে সেই গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সূতিকা গৃহের দ্বার সেই দিকে হইবে। যদি কেন্দ্রস্থানে অধিক গ্রহ থাকে, তবে যে গ্রহ অধিক বলবান সে যে দিকের অধিপতি, সেই দিকে যদি কেন্দ্রস্থানে কোন গ্রহ না থাকে, তবে লগ্নের অধিপতি গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সেই দিকে সূতিকা গৃহের দ্বার হইবে।

জন্মলগ্ন যদি মেষ, কর্কট, তুলা, বিছা, কুম্ভ হয় কিম্বা অন্ত

রাশির নবাংশ ভাগে ঐ সকল রাশি হয়, তবে সূতিকা গৃহ বাটীর চতুঃসীমার মধ্যে পূর্ব্বদিকে। ধনু, মীন, মিথুন, কন্যা যদি লগ্ন হয়, কিম্বা অন্যান্য রাশির নবাংশ ভাগে ঐ সকল রাশি নবাংশ হয়, তবে সূতিকা গৃহ উত্তর দিকে। বৃষ কিম্বা অন্য রাশিতে বৃষ রাশির নবাংশ হয়, তাহা হইলে পশ্চিমদিকে, মকর এবং সিংহ যদি লগ্ন হয় কিম্বা অন্য রাশির নবাংশ ভাগে ঐ সকল রাশির নবাংশ হয়, তবে সূতিকা ঘর বাটীর দক্ষিণ দিকে জানা যায়।

যে লগ্নে জন্ম হয় সেই লগ্ন হইতে যে রাশিতে চন্দ্র থাকিবে, এই উভয় গৃহের মধ্যে যতগুলি গ্রহ থাকিবে প্রসব ঘরে সেই সংখ্যক উপসূতিকা উপস্থিত ছিল জানিতে হইবে।

উক্ত চন্দ্র এবং লগ্নমধ্যে যে যে গ্রহ থাকে, সেই সেই গ্রহের বয়স, জাতি এবং বর্ণ যেরূপ, উপসূতিকাদিগেরও বয়স, বর্ণ এবং জাতি সেইরূপ জানিবে?

যে দ্রেক্কাণে জন্ম হয় সেই দ্রেক্কাণের অধিপতি গ্রহ যদি পুরুষ হয়, তবে পুত্র জন্মিবে; দ্রেক্কাণাধিপতি গ্রহ যদি স্ত্রী হয় তবে কন্যা জন্মিবে; আর ক্লীব হইলে ক্লীব জন্মিয়া থাকে; এবং দ্রেক্কাণাধিপতির যেরূপ স্বভাব, জাতশিশুরও তদ্রূপ স্বভাব হইবে। কিন্তু যদি পুরুষ গ্রহ পুরুষ রাশিতে থাকিয়া লগ্নকে দৃষ্টি করে তবে পুরুষ জন্মিবে; আর স্ত্রী রাশিতে যদি শুক্র বা বুধ থাকিয়া লগ্নকে দৃষ্টি করে তবে স্ত্রী জন্মিবে। এই নিয়মমতে দ্রেক্কণাধিপতির স্ত্রীপুরুষজন্ম সম্বন্ধে ততটা বড় খাটিবে না।

যদি জন্মকালে সূর্য্য দণ্ডাধিপতি হয়, তবে প্রসূতির দগ্ধ বস্ত্র

চন্দ্র হইলে শুভ্র, মঙ্গল হইলে সরক্ত হরিদ্রা বর্ণ, বুধে সছিদ্র নূতন বস্ত্র, বৃহস্পতিতে চিত্রিত, শুক্রে ছিন্ন, শনিতে ছিন্ন ভিন্ন এবং রাহুতে জীর্ণ শীর্ণ কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্র হইবে।

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ লগ্ন হইলে ধাত্রী সধবা, আর বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর, মীন লগ্ন হইলে বিধবা হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শিশুরিষ্ট ও তাহার খণ্ডন।

যদি রাহুগ্রহ কর্কট রাশিতে থাকিয়া চন্দ্রের সহিত মিলিত য়, কিম্বা সিংহ রাশিতে সূর্য্যের সহিত অবস্থিতি করে, আর নি ও মঙ্গল লগ্নকে দেখে, তবে জাতশিশু এক পক্ষও জীবিত াকেনা।

জন্মলগ্নের নবম স্থানে শনি, ষষ্ঠস্থানে চন্দ্রমা এবং দশম ানে মঙ্গল গ্রহ থাকিলে, জাতশিশু মাতার সহিত প্রাণত্যাগ রে।

লগ্নে শনি, অষ্টমস্থানে চন্দ্র ও তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতি াকিলে শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে।

নবমস্থানে রবি, সপ্তম স্থানে শনি এবং একাদশ স্থানে বৃহস্পতি ও শুক্র থাকিলে শিশু একমাসও বাঁচেনা।

জন্মলগ্নে শনি ও মঙ্গল, আর অষ্টম স্থানে চন্দ্র এবং ষষ্ঠ ানে বৃহস্পতি থাকিলে বড় অমঙ্গলদায়ক।

যাহার জন্মসময়ে রবি ও চন্দ্র ষষ্ঠস্থানে থাকে, সে বালক কোন মতে জীবিত থাকেনা।

লগ্নের অষ্টমস্থানে পাপগ্রহ এবং দ্বাদশে বুধ থাকিলে যদি জাতশিশু ইন্দ্রও হয়, তবে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে চন্দ্র, আর সপ্তমে শনি থাকিলে মাসমধ্যে শিশুর মাতার সহিত বিনাশ হয়।

লগ্নে রবি, শুক্র, শনি এবং দ্বাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে শিশুর আয়ু কোনমতে পাঁচমাসের অধিক হয় না।

লগ্নে রবি, সপ্তমে মঙ্গল, লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, দশমের কোন স্থানে শনি থাকিলে জাতশিশু মাসেক কাল জীবিত থাকে।

যদি জন্মলগ্নে চন্দ্র ও শনি, দ্বাদশে রবি ও মঙ্গল থাকে এবং কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক জন্মলগ্ন দৃষ্ট না হয়, তবে কোন মতে শিশুকে বাঁচাইতে পারা যায় না।

লগ্নে মঙ্গল, দ্বাদশে শনি এবং চতুর্থে রাহু থাকিলে বালকের আয়ু আট মাসও হইতে পায় না।

লগ্নে শনি, অষ্টমে চন্দ্র, আর দ্বাদশে বৃহস্পতি থাকিলে শিশুর জীবনে বিলক্ষণ আশঙ্কা জানিবে।

লগ্নে পাপগ্রহগণ আর শুভগ্রহ সকল লগ্নের দ্বাদশে অবস্থিতি করিলে শিশুর জীবন নিতান্ত অল্প হয়।

লগ্নের সপ্তম কিম্বা অষ্টম স্থান কর্কট কিম্বা সিংহ রাশি হইলে, ঐ জন্মলগ্ন যদি মঙ্গল ও শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে জাত শিশু একপক্ষ মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

উপরে যে সকল রিষ্টের কথা বলা হইল তাহাদের এক এক-

টীতে যে সকল গ্রহের অবস্থিতির কথা বলিলাম, যদি তাহাদের সকল গুলিই একত্র ঘটে তবেই রিষ্ট জানিবে, নতুবা নহে।

গণ্ড রিষ্ট।

আশ্বিনী, মঘা ও মূলা নক্ষত্রের শেষ ও প্রথম তিনদণ্ড গণ্ড; আর রেবতী, অশ্লেষা ও জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচদণ্ড গণ্ড নামে খ্যাত। জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্র দিবসে গণ্ড, মঘা ও অশ্লেষা রাত্রিতে এবং রেবতী ও অশ্বিনী উভয়ে সন্ধ্যাকালে গণ্ড হইয়া থাকে।

যদি গণ্ডযোগে সন্ধ্যাকালে কোন বালক জন্মে, তবে সে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। রাত্রিকালে অশ্লেষার শেষ পাঁচদণ্ড ও মঘার প্রথম তিনদণ্ডে যদি কোন শিশু জন্মে তবে তাহার মাতার মৃত্যু হয়। আর দিবাভাগে যদি জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচ দণ্ডে ও মূলার প্রথম তিনদণ্ডে জন্ম হয় তবে তাহার পিতার মৃত্যু হয়।

গণ্ডদোষে শিশু জন্মগ্রহণ করিলে গোশৃঙ্গের মৃত্তিকা, তীর্থ-জল, হস্তিদন্তের মৃত্তিকা এবং পঞ্চগব্য একত্র করিয়া শিশুকে তাহার পিতামাতার সহিত স্নান করাইলেই কোন অনিষ্টাসংকা থাকে না। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রতিকার আছে, বিস্তৃতি ভয়ে কথিত হইল না।

পতাকী রিষ্ট।

পতাকী রিষ্ট বিচার করিতে হইলে অগ্রে বিশেষরূপে বালকের যে দণ্ডে জন্ম হইবে, সেই দণ্ডের অধিপতি গ্রহ কে,

তাহা নিশ্চয় করিবে। তাহার পরে একটী চক্র অঙ্কিত করিবে। পতাকীচক্র অঙ্কিত করিতে হইলে উপর হইতে নীচের দিকে সোজাসোজি তিনটী রেখাপাত করিবে, তাহার পরে ঐ তিনটী রেখার উপর দিয়া বাম হইতে দক্ষিণ দিকে তিনটী রেখা টানিবে। এই ছয়টী রেখায় ১২টী প্রান্ত হইবে; তাহাদের উপরের সর্ব্ব ডাইনদিকটীর প্রান্ত হইতে বাম দিকে অগ্রসর হইয়া এক একটী রেখার প্রান্তে মেষাদি দ্বাদশ রাশি স্থাপন করিবে। মেষ হইতে যথাক্রমে বামদিকে ৪, ৫, ২০, ৩, ৮, ৬, ১৪, ২, ১০, ২০, ৬, ১০ অঙ্ক মেষাদি দ্বাদশ রাশির নীচে সংস্থাপন করিতে হইবে। তদনন্তর রেখাগুলি যেখানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, উপরে ও নীচে সমান দূরে রেখাগুলির বর্দ্ধিত অংশে সমান ভাবে বিন্দু স্থাপন করিয়া মিথুন হইতে কর্কট, বৃষ হইতে সিংহ, মেষ হইতে কন্যা, মীন হইতে তূলা, কন্যা হইতে বিছা, মকর হইতে ধনু এক একটী রেখা টানিবে। ঐরূপে মেষ হইতে মীন, বৃষ হইতে কুম্ভ, মিথুন হইতে মকর, কর্কট হইতে ধনু, সিংহ হইতে বিছা এবং কন্যা হইতে তূলা এক একটী রেখায় সংযুক্ত করিবে। তাহার পর কোন্ রাশির সহিত কোন্ রাশির বেধ হয় তাহা জানিতে হইবে।

ধনু ও মীন রাশির সহিত কর্কট রাশির বেধ, সিংহের বিছা ও কুম্ভ রাশি, কন্যার মকর ও তূলা রাশি, তূলার মীন ও কন্যা, বৃশ্চিকের কুম্ভ ও সিংহ রাশি, ধনুর মকর ও কর্কট, মকরের ধনু ও কন্যা, কুম্ভের সিংহ, ধনু ও মীনের সহিত, সিংহের বৃশ্চিক ও কুম্ভ, কন্যার মকর ও তূলা, তূলার মীন ও কন্যা, বৃশ্চিকের কুম্ভ ও সিংহ রাশি, ধনুর মকর ও কর্কট, মকরের ধনু ও

কন্যা, কুম্ভের সিংহ ও বৃশ্চিক রাশির সহিত বেধ হয়; এবং মীনের তুলা ও কর্কট, মেষের কন্যা, ধনু ও মীন, বৃষের বৃশ্চিক, সিংহ ও কুম্ভ এবং মিথুনের মকর, কর্কট ও তুলা রাশির সহিত বেধ প্রসিদ্ধ আছে।

উপরে যে কয়টী বেধের কথা বলা হইল, জাতবালকের লগ্ন রাশির বেধ যে রাশি, তাহাতে যদি লগ্নের দণ্ডাধিপতি পাপ-গ্রহ অবস্থিতি করে, তবে পতাকীবেধ হয়। এইরূপে যে শিশুর পতাকীরিষ্ট আছে বলিয়া স্থির হইবে, সেই শিশুর জীবন-আশা একবারে পরিত্যাগ করিবে। পতাকী-রিষ্ট-যুক্ত শিশুর লগ্নের সহিত যে যে রাশির বেধ হইবে, তাহাদের নিম্নে যে যে অঙ্ক লিখিত আছে, তাহাদের সমষ্টিতে যত সংখ্যা হইবে ঐ সংখ্যক দিন, মাস বা বৎসরের মধ্যে নিশ্চয় সেই শিশুর মৃত্যু ঘটিবে।

যদি লগ্নে পাপগ্রহ থাকে, কিম্বা শত্রু-ক্ষেত্র-গত পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে উক্ত সংখ্যক দিনেই বালকের মৃত্যু হইবে। যদি উভয় পাপগ্রহের পরস্পর তুল্য দৃষ্টি থাকে, অথবা এক রাশিতে অবস্থিতি করে, তবে তাহাদের বল থাকুক বা না থাকুক, রিষ্টকাল অঙ্কপরিমিত মাস মধ্যে হইবে; আর যদি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট কিম্বা শুভগ্রহের সহিত সংযুক্ত বা শুভগ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থিতি করে, অথবা স্বামীগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে অঙ্ক পরিমিত বর্ষকাল মধ্যে মৃত্যু জানিবে।

মাতৃ রিষ্ট।

দিবসে প্রসব হইলে শুক্র গ্রহ এবং রাত্রিকালে হইলে চন্দ্র শিশুর মাতৃস্থানীয় হয়। যদি দিবাভাগে শিশুর জন্ম হয়, আর

শুক্রগ্রহ পাপগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, অথবা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে নিশ্চয়ই শিশুর মাতার মৃত্যু হইয়া থাকে।

যদি রাত্রিকালে শিশুর জন্ম হয়। আর চন্দ্র পাপগ্রহের গৃহে থাকিয়া অনেক পাপগ্রহের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে শিশুর মাতার মৃত্যু হইবে।

জাত শিশুর জন্মলগ্ন হইতে অষ্টম কিম্বা ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র, আর সপ্তম স্থানে মঙ্গল যদি অনেক পাপগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, তবে বালকের মাতার বিনাশ হয়।

লগ্নে চতুর্থ স্থানে যদি বলবান পাপগ্রহ থাকে, তবে ঐ পাপ গ্রহ নিশ্চয়ই বালকের মাতাকে নষ্ট করিবে।

লগ্ন কিম্বা চতুর্থ,সপ্তম ও দশম স্থানে যদি পাপাগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্র থাকে তবে সপ্তাহ মধ্যে বালকের মাতার মৃত্যু হয়।

পিতৃ রিষ্ট।

যদি লগ্নের অষ্টম স্থানে মঙ্গল, আর দ্বাদশ স্থানে দুই কিম্বা তিন পাপগ্রহ থাকে এবং তাহাদিগকে শুভগ্রহ দৃষ্টি না করে, তবে বালক পিতৃঘাতক হয়।

রবি ও মীন রাশির দশ অংশে এবং সিংহের পঞ্চমাংশে এবং মঙ্গল ও মেষের দুই অংশে থাকিলে সপ্তাহমধ্যে বালকের পিতার মৃত্যু হয়।

বালকের জন্মকালে যে রাশিতে সূর্য্য থাকিবে যদি তাহার সপ্তাম স্থানে শনি ও মঙ্গল থাকে, কিম্বা শনি ও মঙ্গলের মধ্যে রবি থাকে, তবে বালকের পিতার মৃত্যু হয়।

জাত বালকের লগ্নের দশম স্থানে শনি, ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র এবং সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকিলে বালকের পিতার মৃত্যু হয়।

ভ্রাতৃ রিষ্ট।

যদি লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থানে শনির সহিত মঙ্গল থাকে, আর তৃতীয় স্থানে রাহু থাকে তবে জাতবালকের ভ্রাতা কাল-গ্রাসে পতিত হয়।

রিষ্টভঙ্গ।

কেন্দ্রে নবমে বা পঞ্চমে যদি কোন শুভগ্রহ থাকে এবং সেই গ্রহ যদি উদিত অবস্থায় থাকে, তবে জাতশিশুর সমস্ত দোষ নষ্ট করিয়া তাহাকে পীড়ারহিত এবং দীর্ঘায়ু করে।

জন্মকালে পূর্ণচন্দ্র যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্রে থাকিয়া শুভগ্রহের নবাংশে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে রিষ্টভঙ্গ হয়, বিশেষ যদি তৎকাল শুক্র চন্দ্রকে দেখে, তবে কোনমতেই রিষ্টদোষ থাকেনা।

মেষ, বৃষ, কর্কট এই কয় রাশির কোন রাশিতে যদি রাহু থাকে, তবে ঐ রাহু সমুদায় রিষ্ট হইতে বালককে রক্ষা করে— রাজা যেমন প্রসন্ন হইয়া অপরাধীকে রক্ষা করেন।

যদি বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থানে থাকে, লগ্নে বুধ এবং লগ্ন হইতে সপ্তম রাশিতে শুক্র থাকে, তাহা হইলে বালক শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

লগ্ন হইতে তৃতীয়, একাদশ, নবম, পঞ্চমে যদি শুক্র থাকে, আর লগ্ন হইতে সপ্তম রাশি যদি সমরাশি হয় এবং উহাতে

বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে জাতবালক একশত আট বৎসর জীবিত থাকে।

যদি লগ্নে শুভগ্রহ এবং সকল পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে এবং ঐ সকল গ্রহ বলবান হয়, তবে জাতবালক সুখী দীর্ঘায়ু ও রাজা হয়।

বৃহস্পতি উদিত থাকিয়া জাতবালকের লগ্নের কেন্দ্রগত হইলে সমস্ত রিষ্ট নষ্ট হয়।

জন্মকালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে সেই রাশির অধিপতি গ্রহ কিম্বা শুভগ্রহগণ কেন্দ্রস্থানে থাকিলে সমস্ত রিষ্ট ভঙ্গ হয়।

জন্মসময়ে যদি সূর্য্যাদি গ্রহগণ শীর্ষোদয় রাশিতে অবস্থিতি করে তাহা হইলে সর্ব্বরিষ্ট নষ্ট হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

লগ্ন ও রাশিফল।

মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের কোন লগ্নে জন্মিলে কি কি ফল হয় নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

মেষলগ্নে জন্ম হইলে বালক তীব্র, কোপবিশিষ্ট, কৃপণ, অতিশয় লোভী, লোকপূজ্য, বিদেশবাসী, ভৃত্যকার্য্যানুরাগি, অস্থিরপ্রতিজ্ঞ ও ধনযুক্ত হয়।

বৃষলগ্নে জন্মিলে বালক শূর, ক্লেশসহিষ্ণু, সুখী, কৃতকর্ম্মা, গৃহবাসী, সঞ্চিতধনযুক্ত, সুদীর্ঘজীবি, স্থিরবন্ধু ও মধুর-মূর্ত্তি হয়।

মিথুনলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে বালক বিনীত, মৃদুস্বভাব, মনোহর, প্রিয়হাস্যময়, সঙ্গীতমনা, বিমাতৃ-পালিত, সর্ব্বত্র আদরনীয় ও রাজমন্ত্রী ও সুখী হইবে।

বালকের জন্মলগ্ন কর্কট হইলে সে অত্যন্ত মেধাবী, তীব্র-গতি-সম্পন্ন, সৎকর্ম্মান্বিত, গুপ্তবিদ্যাযুক্ত, ধনভোগী, সম্পদ-যুক্ত, সর্ব্বদা শত্রুঘাতী, দৃঢ়কায় ও স্ত্রৈণ হইয়া থাকে।

সিংহ লগ্নে জন্মিলে বালক স্ত্রী ও পুত্রধন ত্যাগী, নীচবুদ্ধি-সম্পন্ন ও আপনাকে প্রভুজ্ঞান করিবে এবং স্বধর্ম্মচ্যুত, মাংসপ্রিয় ও অল্পদৃষ্টি হইবে।

জাতবালকের জন্মলগ্ন কন্যা হইলে সেই বালক গন্ধর্ব্ব-বিদ্যায় পটু, অতিশয় কার্য্যকুশল, সত্যবাদী, বহুশাস্ত্রবেত্তা, দাতা, ভোক্তা, সুশীল ও ধীরপ্রকৃতি এবং ধন-পুত্র-সংযুক্ত হয়।

তুলালগ্নে জন্মিলে বালকের গঠন অতিশয় কদর্য্য হয়, আর সেই বালক সর্ব্বদা লোলুপ, শীলতাহীন, ক্রূর, ধনপুত্র-বিহীন ও মেধাবী হইবে।

বৃশ্চিক লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে বালকের জীর্ণ ও পৃথুনম্র দেহ হইবে এবং সে দীন, পরান্নভোজী, সুখবর্জ্জিত, শূর, অস-হিষ্ণু, পুত্রচিত্তসম্পান্ন ও কুৎসিতবস্ত্রপরিধায়ী থাকিবে।

ধনু লগ্নে জন্মিলে বালক সমস্ত গুণের আকর, সমস্ত বিদ্যায় সুনিপুণ অতিশয় দাতা, রাজপূজ্য, সকলার্থসংযুক্ত, পরোপ-কারী, সুশীল ও সুন্দর শরীর হইবে।

মকর লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে বালক সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ, অতিশয় ধৈর্য্যশীল, উপকারী, অতিশয় মুখর, দাতা, অহং-

স্কারী, বিশুদ্ধচিত্ত হইবে এবং তাহার দন্তোষ্ঠ ও মুখ অতিশয় পুষ্ট থাকিবে।

কুম্ভলগ্নে জাতবালক মূর্খতর, কুকর্ম্মকারী, ক্রূরতম, অলসশরীরসম্পন্ন, সূর্য্যগ্রহের ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট, মলিন, নীচসংযুক্ত, নীচগতি এবং কদর্য্য হইয়া থাকে।

বালক মীনলগ্নে জন্মিলে বিজ্ঞানবেত্তা, বুদ্ধিসম্পন্ন, মনোহরবৃত্তিসংযুক্ত, প্রশস্ত নাসিকা ও চক্ষু বিশিষ্ট, কন্দর্প বিদ্যাপটু, অতিশয় ধীর ও ভোগযুক্ত হইবে।

জন্মরাশিফল।

মেষ রাশিতে জন্ম হইলে বিমল কেশ সম্পন্ন, চঞ্চল, ত্যাগশীল, দীপ্তিবিশিষ্ট, শুচি, বিলাসপ্রিয় অতিশয় বক্তা, দুর্দ্দান্ত, গৃহবাসহীন, ক্রূর, স্বল্পদৃষ্টি, অল্প মেধাবী, ধনপতি ও দাতা হইবে।

বৃষরাশিতে জন্মিলে উত্তম স্থূল জঘন ও কপোলযুক্ত, স্থূল চক্ষু সম্পন্ন, অল্পভাষী, পবিত্র, অতিশয় দক্ষ, মনোহর দেহবিশিষ্ট, সুখী, দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত, বাতশ্লেষ্মাপ্রকৃতি হয়।

যাহার মিথুন জন্মরাশি হইবে সে মৃদুগতি, স্থিরগাত্রসম্পন্ন, পরোপকারী, মলিনপ্রকৃতি, বাতশ্লেষ্মাযুক্ত এবং গীতবাদ্যানুরক্ত হইয়া থাকে।

কর্কট রাশিতে জন্মিলে প্রবল কফযুক্ত দেহ, দেবগণে নম্র, দীপ্তিমান, স্বয়ং বর্দ্ধিতধনসম্পন্ন, দেবদ্বিজভক্ত, মণ্ডলাকার মূর্ত্তিবিশিষ্ট ও বিপুল বক্ষস্থলযুক্ত হয়।

সিংহ রাশিতে জন্ম হইলে স্বীয় উদর ভরনে তুষ্ট, ক্রোধী,

মাংসলোভী, অরণ্য ও গিরি গুহা সেবনে রত, বন্ধুহীন, কপিল-বর্ণ-চক্ষুযুক্ত, উচ্চ-বক্ষস্থলবিশিষ্ট, ক্ষুধাতুর, যুবতীসেবী ও পণ্ডিত হইবে।

কন্যারাশিতে জন্ম হইলে নির্ম্মলবুদ্ধিযুক্ত, সুশীল, লেখ্য-বৃত্তিবিশিষ্ট অথবা পণ্ডিত, কৃশদেহসম্পন্ন, ধনযুক্ত, কমনীয়, বীরস্বভাবসম্পন্ন, চক্ষুরোগী, ধর্ম্ম-কর্ম্মে অনুরক্ত ও গুরুজনের হিতকারী।

তুলারাশিতে জন্মিলে অতিশয় দীর্ঘতাবিহীন, শিথিল-গাত্রবিশিষ্ট, দানদ্বারা বান্ধবগণের পরিতোষকারী, বহুভাষী, জ্যোতিষ-শাস্ত্রবেত্তা ও ভৃত্যবর্গের অনুরক্ত হইবে।

বৃশ্চিকরাশিতে অনেক ধন-জন-ভাগ্য-সম্পন্ন, পত্নীভাগ্য-যুক্ত, খলবুদ্ধি, রাজসেবানুরত, উদ্যোগযুক্ত, দৃঢ়বুদ্ধিবিশিষ্ট ও অতিশয় শূর হয়।

ধনুরাশিতে জন্ম হইলে কীর্ত্তিমান, পূজনীয়, কুলনাথ, রসবেত্তা, অনেক ধনজনযুক্ত, দেবদ্বিজানুরক্ত, মৃদুগতিবিশিষ্ট ও অসহিষ্ণু হইবে।

কুম্ভরাশিতে যে জন্মগ্রহণ করে, সে তুরগের ন্যায় সুন্দরদৃষ্টিবিশিষ্ট, সুন্দর, নির্ম্মলচেতা, স্থির, ধনাভিলাষী, কুটিলমনা, বহুধন ও পরিবারযুক্ত, জ্ঞাতি ও বন্ধুর আমোদদাতা, পরিজনের হিতকারী হইবে।

মীন-রাশিতে জন্মিলে সলিলোৎপন্ন মৌক্তিকাদি-সুখভোক্তা, মৈথুনপ্রশক্ত, সমান রুচি বিশিষ্ট, অল্পশরীরসম্পন্ন, শত্রু-বিজয়ী, স্ত্রীজিত প্রকাশিত কান্তি, অতিশয় ধনলোভী এবং পণ্ডিত হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

তন্বাদি দ্বাদশভাব।

জাতচক্র যে চারিটী ঘরে বিভাগ করা হইয়াছে তাহার প্রথম গৃহ (লগ্ন) তনু, দ্বিতীয় ধন, তৃতীয় সোদর, চতুর্থ বন্ধু, পঞ্চম পুত্র, ষষ্ঠ রিপু, সপ্তম জায়া, অষ্টম নিধন, নবম ধর্ম্ম, দশম কর্ম্ম, একাদশ আয় এবং দ্বাদশগৃহকে ব্যয়স্থান কহে।

প্রথম গৃহ বা তনুভাবে—জাতকের আকৃতি, রূপ, বর্ণ, শারিরীক বল, স্বাস্থ্য, আয়ুর স্থূল পরিমাণ, সুখ, দুঃখ ও যাত্রাদির শুভাশুভ কল্পনা করা যায়।

দ্বিতীয় গৃহ অথবা ধনভাবে—ধনরত্নাদি অস্থাবর সম্পত্তি, ধনোপায়, ঋণদান, ক্রয়, বিক্রয় ও কুটুম্বের বিষয় জ্ঞান করা যায়।

তৃতীয় গৃহ অর্থাৎ ভ্রাতৃভাবে—অনুজ, ভগ্নি, জ্ঞাতি, প্রতিবাসী, পরাক্রম, নিকট যাত্রা ইত্যাদি কল্পনা করা যায়।

চতুর্থ গৃহ বা বন্ধুভাবে—পিতা, বন্ধু, ভূসম্পত্তি, ক্ষেত্র, ভূগর্ভস্থিত ধন, পৈতৃক সম্পত্তি, বাহন, সমাধিস্থান, মহৌষধি, আলয়, বিশ্রাম ও সুখের স্থান জানাইয়া থাকে।

পঞ্চম গৃহ বা পুত্রভাবে—সন্তানাদী, বুদ্ধি, বিদ্যা, মন্ত্র, সন্দর্ভ, নৈপুণ্য, গর্ভ, প্রণয়িণী, দূত, শিষ্য ও অনুগত, রঙ্গভূমি, ভোজনালয়, প্রমোদস্থান ও দ্যূতক্রীড়াদি কল্পনা করা যায়।

ষষ্ঠগৃহ বা রিপুভাবে—শত্রু, রিপু, ব্যাধি, ব্রণ, ক্ষত, পিতৃব্য ও পিতৃসখা, দাস-দাসী, চিকিৎসক, রাজকোপ, আশঙ্কা,

বন্ধন, অধঃপতন, রৌদ্র, কার্য্য ও গৃহপালিত পশু কল্পনা করা যায়।

সপ্তম গৃহ বা জায়া ভাবে—বিবাহ, ভার্য্যা বিরোধকারী, কলহ, যুদ্ধ, মোকর্দ্দমা, আরোগ, অংশী, চুক্তি, দূরযাত্রা, তস্কর, ও রতিক্রীড়া জ্ঞান করা যায়।

অষ্টম গৃহ বা নিধনভাবে—মৃত্যু, অপবাদ, স্ত্রীধন, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্তি, যাত্রাদির শুভাশুভ, রণক্ষেত্র, দুর্ঘটনা, শোক, ভয় ও অংশজনিত লাভালাভ চিন্তা করা যায়।

নবম গৃহ বা ধর্ম্মভাবে—ধর্ম্ম, দীক্ষা, গুরু, শাস্ত্রানুশীলন, ভাগ্য, মনোবৃত্তি, সমুদ্রগমন ও তাহার শুভাশুভ, দান, দেবালয়, তীর্থযাত্রা, শ্যালক, শ্যালী ও পৌত্রাদী চিন্তা করা যায়।

দশম গৃহ বা কর্ম্মভাবে—মাতা, শ্বশুর, কার্য্য, ব্যবসা, পদ, সন্মান, যশ, প্রতাপ, কীর্ত্তি, ভোগ, আকাশবৃত্তান্ত, রাজ্য ও বিচারাধিপতি চিন্তা করাযায়।

একাদশ গৃহ বা আয়ভাবে—আয়, আশা, কার্য্যসিদ্ধি, আত্মীয়বর্গ, অগ্রজ, জামাতা, পুত্রবধু, গজাশ্ব, যান ও লাভালাভ চিন্তা করাযায়।

দ্বাদশ গৃহ বা ব্যয়ভাবে—সর্ব্বপ্রকার ব্যয়, ঋণ, কারাগারে নির্ব্বাসন, শোক, বন্ধন, গুপ্তশত্রু, কার্য্যহীনতা বা কার্য্যকরণে সমর্থাভাব চিন্তা করা যায়।

মা বিন্দু! রাশিচক্রের লগ্নাদি দ্বাদশগৃহে কোন্ গ্রহ কিরূপে থাকিলে কিরূপ ফল প্রদান করে ক্রমে তোমাকে তাহারই কথা বলিতেছি।

যদি মেষ, সিংহ বা ধনু লগ্ন হয়, আর সেই গৃহে রবি থাকে,

তবে জাতব্যক্তি গৃহস্থ, ধর্ম্মরত, বন্ধুহিতকারী, উদ্ধত, তেজস্বী, কর্তৃত্বাভিমানী, ক্ষমাধর্ম্মপরায়ণ; মানী, উদারচেতা, দাম্ভিক, ও উচ্চাভিলাসী হয়। কিন্তু কর্কট কিম্বা তুলা লগ্ন হইলে, আর ঐ লগ্নের ৮ ম মধ্যে রবি অবস্থিতি করিলে, বালকের বক্রচক্ষু, নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়া হয়, আর সে প্রায়ই আত্মশ্লাঘী, ঘৃণাশূন্য ও পুত্রহীন হইয়া থাকে। ঐ রবির উভয় পার্শ্বে কিম্বা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্পায়ু ও পিতৃরিষ্টিযুক্ত হয়।

যদি মেষ, বৃষ কিম্বা কর্কট লগ্ন হয়, আর তথায় পূর্ণ বা বলবান চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে জাতক রূপমান, প্রিয়দর্শন, গুনী, ধনী, গর্ব্বিত ও ভাগ্যবান হয়। উক্ত তিনরাশি ভিন্ন লগ্নস্থ চন্দ্র দুর্ব্বল হইলে এবং উহার সহিত কিম্বা উহার সপ্তমে কোন শুভ গ্রহ না থাকিলে, মনুষ্য মলিন, অসুস্থ্য, ভ্রমণশীল, ক্ষীণকায় এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনশীল হয়। ঐ চন্দ্রের পার্শ্বে কিম্বা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে, জাতক অল্পায়ু ও তাহার মাতৃরিষ্ট হয়।

শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া মঙ্গল যদি লগ্নে থাকে তবে জাতক তেজস্বী, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, সাহসী, বলবান, দাম্ভিক ও বীরপুরুষ হয়, এবং ঐ মঙ্গলের সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে সে ঐশ্বর্য্যশালী ও রাজসদৃশ হয়; কিন্তু যদি তাহাকে পাপগ্রহ দেখে তবে তাহার বিপরীত হইয়া থাকে।

মিথুন ও কন্যালগ্নে বুধ অবস্থিতি করিলে জাতক ব্যক্তি মেধাবী, প্রিয়ম্বদ, সুচতুর, মিষ্টভাষী, বন্ধুজনের উপকারী, কৌতুকপ্রিয়, ধনী, সদ্বক্তা, বণিক বা শাস্ত্রবেত্তা হয়; কিন্তু লগ্নস্থ

বুধকে যদি শনি বা মঙ্গল গ্রহ দেখিতে পায়, তবে জাতবালক বাচাল, মিথ্যাবাদী, দুর্ম্মতি, শঠ, অবিশ্বাসী, প্রবঞ্চক, কুটিল-হৃদয়, চোর অথবা উন্মাদ হয়।

মকর ভিন্ন অন্য কোন লগ্নে বৃহস্পতি অবস্থিতি করিলে জাতক বুদ্ধিমান, স্বধর্ম্মনিরত, নানাশাস্ত্রবেত্তা, সদুপদেষ্টা, লোকপূজ্য, রাজসম্মানিত, ভাগ্যবান ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়।

লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক ব্যক্তি বিলাসী, গুণবান, সুন্দরী স্ত্রী অথবা বহু ললনাযুক্ত, শিল্পশাস্ত্রবেত্তা, সঙ্গীত ও কাব্য-শাস্ত্রানুরাগী, সদালাপী ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। যদি জন্মলগ্ন তুলা হয় এবং তাহাতে শুক্র বাস করে, আর কুম্ভ রাশিতে বৃহস্পতি থাকে, তবে সে সুশ্রী এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী হয়। কিন্তু লগ্নগত শুক্র পাপযুক্ত বা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মনুষ্য নীচসঙ্গপ্রিয়, নীচামোদরত, অপব্যয়ী, ক্রীড়াশক্ত ও পরস্ত্রীরত হয়।

যদি তুলা, ধনু, কুম্ভ বা মীন রাশি লগ্ন হয়, আর তাহাতে শনি থাকে তবে জাতক দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য্যবান ও বহুলোক প্রতি-পালক হয়। ঐ শনির সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য পরম ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া থাকে; কিন্তু লগ্নগত শনি অন্য রাশিতে থাকিলে মানব কান্তিহীন, অশোভন-দন্তযুক্ত, সর্ব্বদা পীড়িত, নীচাশয় ও সুখবিহীন হয়।

মেষ হইতে কন্যা পর্য্যন্ত কোন রাশি লগ্ন হইলে এবং তাহাতে রাহু থাকিলে মনুষ্য অন্য গ্রহরিষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহার অন্যথা হইলে রাহু অশুভ ফলকে দেয়।

লগ্নে রবি থাকিলে জাতক বাল্যকালে সর্ব্বদা পীড়াভোগ করে, চক্ষুরোগে কষ্ট পায়, নীচ সেবাতে রত হয়, গৃহস্থধর্ম্ম-পালনে অনুরাগী হয় এবং তাহার অঙ্গ বৈকল্য হইয়া থাকে' এবং সে দরিদ্র ও স্ত্রীপুত্র বিহীন হয়।

লগ্নে চন্দ্র থাকিলে মনুষ্য বিপুল ধনশালী, সুশীল, পরাক্রান্ত সুন্দর, সবলশরীর, বহুধনউপায়ক্ষম হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ লগ্নস্থ চন্দ্র যদি নীচ গৃহে অথবা পাপগ্রহের সহিত একত্রে বা পাপগ্রহ কর্তৃক সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে বালক জড়মতি, দীন ও ধনহীন হইয়া থাকে।

লগ্নে মঙ্গল থাকিলে সন্তান কুব্জ ও কুষ্ঠ, ভগন্দর বা অর্শযুক্ত হইবে, তাহার নাভিস্থল উচ্চ থাকিবে, সে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইবে।

বুধগ্রহ লগ্নস্থ হইলে মানব সুশ্রী, নিপুণ, শান্ত, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান ও দয়ালু হয়।

বৃহস্পতি লগ্নে থাকিলে জাতশিশু কবি, সুন্দর গায়ক, প্রিয়দর্শন, দাতা, ভোক্তা, সুখী, রাজপূজিত, দেবদ্বিজভক্ত ও ধনবান হয়।

শুক্র লগ্নে থাকিলে মানব ধর্ম্মপরায়ণ, পণ্ডিতপ্রধান ও শিল্পশাস্ত্রবিশারদ এবং তাহার মন সর্ব্বদা যুবতীসহ ক্রীড়া-কৌতুকে অনুরক্ত থাকিবে।

শনি লগ্নস্থ হইলে মানব নরাধম, চক্ষুরোগভোগী হইবে; কিন্তু ঐ শনি যদি নিজ গৃহগত হয়, তবে ঐ ব্যক্তির শরীর অধীক বলহীন হইবে।

লগ্নে রাহু থাকিলে মনুষ্য সর্ব্বদা রোগযুক্ত মলিন ও ছিন্ন-

বস্ত্রধারী, বহুভাষী, রক্তচক্ষু, পাপরত, কুকথনিষ্ঠ ও সর্ব্বদা সাহসিক কার্য্যে তৎপর থাকে।

দ্বিতীয় বা ধনস্থান—রবি ধনস্থানে থাকিলে জাতব্যক্তি ধনহীন হয়, অথবা তাম্রখণ্ড বা রক্তদ্রব্যদ্বারা ধনবান হইতে পারে।

যদি ধনস্থানে চন্দ্র থাকে তবে জাতক অহঙ্কারশূন্য, ধনধান্যে পরিপূর্ণ, মণি রত্ন প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং কর্পূর চন্দন ইত্যাদি আশক্ত হইবে।

মঙ্গল ধনস্থানে থাকিলে বালক কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, বক্তা, প্রবাসী, অল্পধনী, ধাতুকার্য্যেরত ও দ্যূতক্রীড়াশক্ত হইবে।

ধনস্থানে বুধ থাকিলে, জাতব্যক্তি সত্যবাদী, প্রগল্‌ভ, প্রবাসী, পিতৃভক্ত, সুন্দর ও সম্পূর্ণ সৌভাগ্যশালী হইবে।

বৃহস্পতি ধনস্থানে থাকিলে বালক ধনবান, মান্য, হর্ষযুক্ত, চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যবিভূষিত, এবং বৃদ্ধাবস্থায় ধনহীন হইবে।

যদি শুক্র ধনস্থানে থাকে তবে জাতশিশু নিজ বিদ্যাবলে ধনোপার্জ্জন করিবে এবং স্ত্রীধনে ধনবান হইবে। তাহার ধনাগার রজতদ্বারা পূর্ণ থাকিবে।

শনি ধনস্থানে থাকিলে জাতব্যক্তি অঙ্গার ও তৃর্ণকর্তৃক ধনবান হইবে, কুকার্য্যদ্বারা ধনসঞ্চয় করিবে এবং নীচ, বিদ্যানুরাগী ও দুঃখিত চিত্ত হইবে।

রাহু ধনস্থানে থাকিলে জাতক চোরধর্ম্মরত, সন্তপ্তহৃদয়, বহুদুঃখভোগী, মৎস্য-মাংসদ্বারা ধনবান ও নীচগৃহবাসী হইবে।

সহোদর স্থানে রবি থাকিলে মনুষ্য ভ্রাতৃহন্তা, প্রিয়জন-হিতকারী, স্ত্রীপুত্র কর্ত্তৃক অভিযুক্ত, ধৈর্য্যশালী, গুণবান, বিপুল ধনব্যয়ে বিলাসী ও নাগরীদিগের প্রতীকর হইবে।

তৃতীয় স্থানে পাপগৃহে চন্দ্র থাকিলে মনুষ্য বহুভাষী, মূর্খ ও ভ্রাতৃহন্তা হইবে, কিন্তু যদি ঐ সোহদরস্থানস্থ চন্দ্র শুভগ্রহের গৃহে থাকে, তবে মানব সুখভোগী, সর্ব্বগুণান্বিত ও কাব্যশাস্ত্রামোদী হয়।

সহোদর গৃহে মঙ্গল থাকিলে মনুষ্যের ভ্রাতা নষ্ট হয়, কিন্তু ঐ মঙ্গল উচ্চ গৃহস্থিত হইলে সেই ভ্রাতাকে দীর্ঘজীবী ও রাজ্যস্থ করে।

সোদরস্থানে বুধ থাকিলে মানব বহুতর ঐশ্বর্য্যশালী হয়, কিন্তু যদি ঐ বুধ পাপগৃহে বা পাপের সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে জাতমানব ভ্রাতৃহন্তা হইয়া থাকে। ঐ বুধ সম্পূর্ণ উচ্চস্থানে থাকিলে মনুষ্যের বহুতর স্ত্রী পুত্র হয় এবং সে চঞ্চলমতি নির্লজ্জ ক্ষীণজঙ্ঘ কৃশকায় ও বাল্যকালে রোগান্বিত হয়।

বৃহস্পতি তৃতীয় স্থানে থাকিলে মানব নির্ধনের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াও ধনবান হইবে এবং সে কৃপণ ভ্রাতৃসংযুক্ত, কুটুম্ববিশিষ্ট ও রাজপূজিত হইবে।

শুক্র তৃতীয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য বহু ভাইভগিনীযুক্ত, নয়নরোগসম্পন্ন, বলবান, কৃপণ ও খল হয়।

শনি সহোদর স্থানে থাকিলে প্রথমে সহোদরের মৃত্যু হয়, পরে সে ব্যক্তি উত্তম স্ত্রী-পুত্র-সমন্বিত ও রাজতুল্য হয়।

রাহু তৃতীয় গৃহে থাকিলে মনুষ্যের ভ্রাতৃবিনাশ হয়,

কিন্তু ঐ রাহু যদি উচ্চস্থানস্থিত হয়, তবে অসীম ধনসম্পত্তি, গজ, বাজী, ভৃত্য, পুত্র, কলত্র ও সুখসামগ্রী প্রাপ্ত হয়।

• সহোদর গৃহের যত নবাংশ মঙ্গল ও চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইবে, বালকের তত সহোদর জন্মিবে। ঐরূপ ঐ গৃহের যত নবাংশে শনির দৃষ্টি থাকিবে তত সংখ্যা সহোদরের মৃত্যু হইবে।

চতুর্থ বা বন্ধু স্থান—সূর্য্য বন্ধুগৃহে থাকিলে মানব বিবিধ ধনে বিলাসী, মৃদুপ্রকৃতি, গীতবাদ্যানুরক্ত, প্রচুর ধনশালী, উত্তম স্ত্রীরত্নযুক্ত ও রাজপ্রিয় হইবে। সে ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে বা দুর্গে কখন পরাঙ্মুখ হইবে না।

চন্দ্র চতুর্থ গৃহগত হইলে মনুষ্য বহুবিধ ধনে ধনী, আত্মীয়হিতকারী, রমনীপ্রীতিজনক, রোগহীন, মৎস্য-মাংস-লোলুপ এবং হস্তীর অধিপতি ও নিয়ত অট্টালিকাবাসী হইবে।

বন্ধুগৃহে মঙ্গল থাকিলে মনুষ্য বন্ধুহীন, দীন ও ভূমী-জীবী হইবে এবং মশক, জলৌকা প্রভৃতি কীটপূর্ণ ভবনে বাস করিবে।

জন্মকালে পাপশূন্য বুধ চতুর্থস্থানে থাকিলে মানব বন্ধু মিত্রযুক্ত, প্রচুরধনশালী ও নানা রসে বিলাসী হইবে, কিন্তু ঐ বুধ পাপযুক্ত হইলে তাহার বিপরীত ফল ফলিবে।

বৃহস্পতি চতুর্থস্থানগত হইলে মনুষ্য অরণ্যমধ্যেও বহু মিত্র প্রাপ্ত হইবে এবং সে বিচিত্র মাল্য, বিচিত্র বসন ও বহুবিধ রত্ন ধারণ পূর্ব্বক কামিনীসহ ক্রীড়া এবং হয়-হস্তী আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিবে।

শুক্র বন্ধুস্থানে থাকিলে মনুষ্য বহুমিত্রসম্পন্ন, সুশীল ও নির্ম্মলহৃদয় হইবে।

বন্ধুগৃহে শনি অবস্থান করিলে মনুষ্যের বন্ধুবিয়োগ ও রোগ হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্যজন কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া গ্রামান্তরে বাস করে।

যাহার বন্ধুস্থানে রাহু অবস্থিতি করে সে নীচ জাতীয় মিত্র-গৃহে বাস করে, মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া গ্রামপ্রান্তে থাকে এবং সুগন্ধ পুষ্পানুরক্ত হয়।

পঞ্চম বা সুতস্থান—পঞ্চমস্থানে সূর্য্য থাকিলে মনুষ্যের প্রথম পুত্র নষ্ট হইবে, কিন্তু অন্যান্য পুত্র জীবিত থাকিবে। ঐ পঞ্চম গৃহস্থিত রবি যদি রিপু গৃহে থাকে তবে পুত্র গর্ভে বিনষ্ট হয়।

জন্মকালে চন্দ্র পঞ্চম স্থানে থাকিলে মানব কন্যা, পুত্র ও ভৃত্যে বিভূষিত হয়। পরন্তু যদি ঐ পঞ্চমস্থ চন্দ্র ক্ষয়শীল ও পাপগ্রহ সমবেত হয়, তবে একটীমাত্র চপলা কন্যা হইয়া থাকে।

মঙ্গল পঞ্চমস্থানস্থ হইলে এবং শত্রুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া শত্রুগৃহে থাকিলে, অথবা নীচস্থানস্থিত হইলে, মনুষ্য পুত্র-শোকার্ত্ত হইবে এবং হতজ্ঞান হইয়া হাহাকার করিবে।

সুতস্থানে বুধ থাকিলে মনুষ্য পুত্র-কলত্রসমন্বিত, সুখ-ভোগী, প্রফুল্ল কমলসদৃশ বিকসিত বদন, কবি, শুচি, এবং দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণে ভক্তিযুক্ত হয়।

পঞ্চমে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য ধনশালী, বহুভার্য্য, বহু পুত্রবান, সুন্দর, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, সেনাপতি ও শ্রীমান হইবে।

পুত্রস্থানে শুক্র থাকিলে মানব বহু কন্যা বিশিষ্ট, অল্প পুত্রযুক্ত, দাতা, ভোক্তা, ধনবান, গুণবান ও সদা সম্মানিত হয়।

শনি পুত্রস্থানগত হইলে, ঐ পুত্রস্থান যদি শনির শত্রুগৃহ হয়, তবে মনুষ্যের সমুদয় পুত্র বিনষ্ট হয়; কিন্তু ঐ পুত্রস্থান যদি শনির উচ্চস্থান হয় ও শনি সম্পূর্ণ বলবান থাকে, তবে একটি মাত্র রুগ্ন পুত্র হইয়া থাকে।

রাহু সুতস্থানস্থ হইলে মনুষ্যের একটী মাত্র মলিন ও দীন পুত্র হয়, কিন্তু ঐ পঞ্চম গৃহ যদি চন্দ্রের ক্ষেত্র হয়, তবে মনুষ্যের সন্তান হয় না।

ষষ্ঠ বা রিপু স্থান—ষষ্ঠস্থানে সূর্য্য থাকিলে শত্রুনাশ করে এবং সেই মনুষ্য দীর্ঘায়ু হয়, সেই সূর্য্য সুনীচস্থ বা শত্রুগৃহস্থিত হইলে শত্রু বৃদ্ধি হইতে পায় না।

জন্মকালে ষষ্ঠস্থানস্থ চন্দ্র যদি ক্ষীণ নীচগৃহস্থিত বা শত্রুগৃহী হয়, তবে সেই মানবের সুখদাতা না হইয়া পীড়া ও দুঃখদাতা হয়। আর ঐ ষষ্ঠ চন্দ্র যদি স্বগৃহী কিম্বা উচ্চস্থ হইয়া পূর্ণচন্দ্র হয়, তবে মনুষ্যের বহুতর সুখভোগ হইয়া থাকে।

শত্রুগৃহী হইয়া মঙ্গল ষষ্ঠে কিম্বা নীচরাশিস্থ হইলে, জাতকের মৃত্যু হয়। আর কোন রাজপুত্রের জন্মসময়ে মঙ্গল যদি ঐরূপ হয়, তবে তাহার রাজ্য নষ্ট হইয়া থাকে। আর শত্রুগৃহী বা নীচস্থিত না হইয়া ষষ্ঠস্থানস্থ মঙ্গল জাতককে রাজতুল্য করে।

পাপগ্রহের সহিত যদি বুধ ষষ্ঠস্থানে থাকে অথবা বক্রী বা অতিচারী হয়, তবে তাহার শত্রু বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আর ঐ

বুধ শুভ হইলে শত্রুনাশ করে, কিন্তু শুভ হইয়া যদি বক্রী হয় তবে অশুভ ফল দেয়।

বৃহস্পতি ষষ্ঠগৃহে থাকিলে মনুষ্য হস্তী-তুরঙ্গমমিলিত যুদ্ধরূপ সাগরে শত্রুকুল জয় করে; কিন্তু ঐ বৃহস্পতি বক্রী ও শত্রুগৃহগত হইলে শত্রুভয় বৃদ্ধি হয়। অস্তগত শুক্র ষষ্ঠ-স্থানে থাকিলে মনুষ্য শত্রু হয়, পীড়িত হয়; কিন্তু ঐ শুক্র স্বীয় উচ্চগৃহ অথবা নিজ গৃহগত হইলে সুখেতে শত্রু জয় করে।

শনি নীচরাশিস্থ হইয়া ষষ্ঠস্থানগত হইলে মানব অনেক হীনজাতি শত্রু জয় করিবে; আর যদি ঐ ষষ্ঠস্থান তাহার নীচগৃহ না হয়, তবে অনেক শত্রু জন্মিবে; আর ঐ ষষ্ঠ স্থান শনির নিজ গৃহ হইলে মানব সদা সুস্থ থাকে।

রাহু ষষ্ঠস্থানে থাকিলে রণভূমিতে গর্ব্বিত শত্রুকে নষ্ট করে, আর অন্যান্য উপগ্রহ কর্ত্তৃক যে সকল অশুভ ফল হয় তাহাও নষ্ট করে।

সপ্তম বা জায়া স্থান—জায়া স্থানে সূর্য্য থাকিলে স্ত্রী-নাশ হয়। সে অসুখী, চঞ্চলমনা এবং পাপাত্মা হইয়া থাকে, আর তাহার আকার মধ্যম, উদরতুল্য দেহ, চুল ও চক্ষু পিঙ্গল-বর্ণ কুরূপ হয়।

ক্ষীণ চন্দ্র সপ্তমে অবস্থিতি করিলে মানবের স্ত্রী রোগান্বিতা ও বিকলাঙ্গী হয়; কিন্তু ঐ চন্দ্র যদি পরিপূর্ণ এবং শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শত স্ত্রীর পতি হইয়া থাকে।

সপ্তমে মঙ্গলগ্রহ থাকিলে ঐ গৃহ যদি তাহার নীচগৃহ বা শত্রুগৃহ হয়, তাহা হইলে মানবকে স্ত্রীনাশজন্য দুঃখভোগ

করিতে হয়। আর ঐ সপ্তম গৃহ যদি মঙ্গলের মিত্রগৃহ হয়, তবে সে অতিশয় চপলা, কুরূপা; মলিনবসনা এবং পাপশালা দ্বিতীয়া পত্নির পতি হয়।

যদি সপ্তম গৃহ মঙ্গলের নীচগৃহ অথবা শত্রুগৃহ হয়, অথবা ঐ মঙ্গল অস্তগত থাকে, তবে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়; কিন্তু ঐ গৃহ মঙ্গলের স্বগৃহ অথবা উচ্চগৃহ হইয়া যদি শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে সে উত্তমা স্ত্রীর পতি হয়।

পাপযুক্ত বুধ সপ্তমস্থানে থাকিলে মানবের স্ত্রী চঞ্চলা ও কুৎসিৎস্বভাবা হয়; কিন্তু ঐ বুধ উদিত ও শুভগ্রহ-যুক্ত হইলে সে সতী, সুরূপা ও কুলজাতা কামিনীর পতি হয়।

সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মানব শত স্ত্রীর মুখপদ্মের মধু পান করে, সে অতি মিষ্টভাষী ও দীর্ঘায়ু হয় এবং তাহার বহুল ধন ও বিপুল পত্নি হয়।

সপ্তমস্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য বিপুল ধনবান ও গুণবান হয়। এবং সে যৌবনান্তেও বিশিষ্টকুলোৎপন্না শত স্ত্রীর পাণি-গ্রহণে রত থাকে।

পাপগ্রহের গৃহগত হইয়া শনি সপ্তমে থাকিলে মনুষ্যের সমস্ত জায়া নাশহয়; কিন্তু আপন উচ্চরাশি কিম্বা মিত্রের গৃহে থাকিলে মনুষ্য অঙ্গহীনা স্ত্রীর ভর্ত্তা হয়।

সপ্তমে রাহু থাকিলে মানবের অশুভ দানকরে এবং তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ রাহু পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে তাহার চিত্ত চণ্ডালিনীতে আসক্ত হয়।

অষ্টম বা নিধন স্থান—অষ্টমস্থানে সূর্য্য থাকিলে, ঐ

গৃহ তাহার উচ্চ অথবা স্বীয় গৃহ হইলে ঐ রবি সুখদাতা হন। উক্ত দুই স্থান ব্যতীত অন্য স্থানগত হইলে মানবকে দুঃখ দিয়া তাহার প্রাণনাশ করে।

অষ্টম স্থানে চন্দ্র থাকিলে মানবের মৃত্যু হইয়া থাকে, আর তাহার কাশ, শোথ এবং দেহের নিম্ন প্রদেশ কৃশ হয়।

মঙ্গল অষ্টম স্থানগত হইলে অস্ত্র, অগ্নি, ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠ, ব্রণ, অর্শ, গ্রহণী রোগে অথবা রাজবিচারে পথিমধ্যে মনুষ্যের নিধন হয়।

শুভবুধ যদি অষ্টমে থাকে তবে মনুষ্য শ্রেষ্ঠতীর্থজলে প্রাণ-ত্যাগ করে, আর ঐ বুধ পাপগ্রহযুক্ত অথবা শত্রুগৃহী হইলে সে বদনকম্প রোগে প্রাণত্যাগ করে।

অষ্টমে বৃহস্পতি থাকিলে স্বজ্ঞানে তীর্থরাজ প্রয়াগে অথবা অন্য পুণ্যতীর্থে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করে।

অষ্টম স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তসময়ে তীর্থস্থলে দেহত্যাগ করে এবং আপনার সহিত পিতৃকুল পবিত্র করে।

অষ্টমে শনি থাকিলে মনুষ্য দুঃখভোগী হইয়া দেশান্তরে বাস করে এবং সে ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে নীচলোকের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করে, অথবা নেত্ররোগে তাহার মৃত্যু হয়।

অষ্টমে রাহু থাকিলে শত্রুসম্মুখে মনুষ্যের মৃত্যু হয় এবং সে ব্যক্তি কলিদোষে আক্রান্ত হইয়া দেহান্তে অপার নরকে বাস করে।

নবম বা ধর্ম্মস্থান—রবি ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য ভাগ্য ও পুণ্যহীন হইবে; কিন্তু যদি উহা সূর্য্যের স্বগৃহ বা উচ্চ গৃহ হয়, তবে মনুষ্যকে নির্ম্মল ধর্ম্মসঞ্চয় করাইবে।

নবমে পূর্ণচন্দ্র থাকিলে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, বহুধনী ও পিতৃযোগ্যপরায়ণ হইবে; কিন্তু যদি ক্ষীণ চন্দ্র থাকে তবে উক্ত ফল অল্প পরিমাণে ফলিবে।

মঙ্গল নবম স্থানে থাকিলে মানব রক্তবস্ত্রব্যবসায়ী, পাশুপদ-ব্রতপরায়ন ও সৌভাগ্যহীন হইবে।

বুধ যদি নবম গৃহে থাকে এবং ঐ গৃহ যদি পাপ গৃহ হয়, তবে মনুষ্য মন্দভাগ্য ও বিধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, পরন্ত ঐ বুধ যদি উজ্জ্বল হয়, তবে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, সুবুদ্ধি ও ধার্ম্মিক হইবে।

বৃহস্পতি নবমস্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, রাজপ্রিয়, ধনী, গুণবান, পরমার্থজ্ঞ, দেবযজ্ঞপরায়ণ, কুলের বর্দ্ধক ও প্রভূত কীর্ত্তিশালী হয়।

শুক্র ধর্ম্মস্থানগত হইলে মনুষ্য বহুবিধ তীর্থপরিভ্রমণদ্বারা পবিত্রশরীর এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর প্রতি ভক্তিবান হইবে, আর সে ব্যক্তি নিজহস্তে পরম সৌভাগ্য উপার্জ্জন করিয়া মহোৎসবে কালযাপন করিবে।

ধর্ম্মস্থানে শনি থাকিলে জাতব্যক্তি দাম্ভিক ও কর্ম্মদ্বারা ভাগ্যসঞ্চয় করিবে এবং সে সর্ব্বদা পিতৃঋণবঞ্চক, অধার্ম্মিক ও কুপথগামী হইবে।

রাহু ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য নীচকর্ম্মানুরক্ত, সত্যহীন, শৌচরহিত, সৌভাগ্যহীন ও অতি দীন-দরিদ্র হইবে।

দশম বা কর্ম্মস্থান—রবি লগ্নের দশম স্থানস্থ হইলে মানব সঙ্গীতানুরক্ত, সুবুদ্ধিমান, বাহন ও ধনসম্পন্ন, কুলশ্রেষ্ঠ, সৌম্যমূর্ত্তি, তেজস্বী এবং রাজা বা তৎসদৃশ হয়।

চন্দ্র উক্ত স্থানে থাকিলে রাজা বা সমাজ হইতে অর্থ ও সম্মানপ্রাপ্ত, উচ্চপদস্থ, কীর্ত্তিমান, সন্তুষ্টচিত্ত, বহুগুণসম্পন্ন, এবং বহু স্ত্রীর বল্লভ হয়। ঐ চন্দ্র ক্ষীণ বা পাপগ্রহ দৃষ্ট হইলে ঐ সকল ফল অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে।

দশমে মঙ্গল থাকিলে জাতক রাজপ্রিয়, পরাক্রমশালী, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, শত্রুজিৎ ও শত্রুধনে অধিকারী হয়; কিন্তু উহা শুভগ্রহ দৃষ্ট না হইলে সে সাতিশয় দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে।

দশমস্থানে বুধ থাকিলে মনুষ্য বুদ্ধিমান, সুলেখক, সদ্বক্তা ও রাজপূজ্য এবং স্বীয় বিদ্যা ও লিপিব্যবসায়দ্বারা ধন ও যশঃ লাভে সমর্থ হইবে।

বৃহস্পতি দশমস্থানে থাকিলে মানব ধনী, মানী, কীর্ত্তিশালী, নীতিজ্ঞ, পরম ধার্ম্মিক এবং রাজসচিব বা রাজা হইয়া থাকে।

শুক্র দশমস্থ হইলে জাতক স্ত্রীধনসম্পন্ন, জ্যোতিষ বা দর্শন-শাস্ত্রানুরাগী, সদালাপী, লোকরঞ্জন ও সঙ্গীতপ্রিয় হয়, কিন্তু ঐ শুক্রকে যদি পাপগ্রহ দেখিতে পায় তবে শৌণ্ডিক বা স্ত্রীভূষণাদিবিক্রেতা হয়।

শনি দশম গৃহবাসী হইলে জাতক উচ্চপদ লাভ ও আপন কুল উজ্জ্বল করে। সে ব্যক্তি বহু অনুচরযুক্ত, শত্রুজিৎ, উচ্চাভিলাষী, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বদা কর্ম্মতৎপর হয়; কিন্তু ঐ শনি

যদি শুভগ্রহদ্বারা দৃষ্ট না হয়, তবে বেতনভোগী বা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া শেষে কর্ম্মচ্যুত হয়।

উক্তস্থানে রাহু থাকিলে জাতক কামুক, কর্ত্তৃত্বাভিমানী এবং ঐ ঘরের অধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মান্য ও পদস্থ হয়, নতুবা তাহার কর্ম্মহানি ও কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা।

একাদশ বা লাভস্থান—লাভস্থানে শুভাশুভ যে কোন গ্রহ থাকুক, মনুষ্যের শুভফল লাভ হইবে; অন্ততঃ শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকাও নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা মনুষ্য দুঃখী ও অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া মেদিনীমণ্ডলে ভ্রমণ করিবে।

রবি একাদশে থাকিলে মনুষ্য বহুধনভোগী, রাজা, গৃহমেধী, ভোগহীন, বিজ্ঞানজ্ঞ, কৃশশরীর, বলবান, কামিনী-মনোহারী, চপলচিত্ত এবং জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদ আহ্লাদকারী হয়।

একাদশে চন্দ্র থাকিলে মানব সাতিশয় সুখসৌভাগ্যশালী, পত্নী-ভৃত্যাদিযুক্ত ও নানা সুখে সুখী হয়, কিন্তু ঐ চন্দ্র ক্ষীণ বা শত্রুগৃহগত হইলে সে ধনহীন, মূঢ়হৃদয় ও কখন সুখভোগী হইতে পারেনা।

মঙ্গল একাদশ গৃহস্থ হইলেই মনুষ্য পরোপকারী, রাজার ন্যায় গৃহমেধী, পণ্ডিত ও সকল ধনসম্পন্ন হয়, কিন্তু ঐ মঙ্গল উচ্চস্থানস্থ হইলে, সে সাতিশয় সৌভাগ্যশালী, ধৈর্য্যশীল, বাহুবলসম্পন্ন, পুণ্যকামী ও সাতিশয় লোভী হইয়া থাকে।

লাভস্থানে বুধ থাকিলে মানব কপটবুদ্ধিপরায়ণ, কৃপণ, সুখী, বহুধনসম্পন্ন, রমনীগণের বল্লভ, নীলমেঘের ন্যায় মনোহর-শরীরবিশিষ্ট ও পৃথুলোচন হইবে।

বৃহস্পতি লাভস্থানগত হইলে জাতক রাজসদৃশ, নিজ-কুলের বিকারসম্পাদক, অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও রোগযুক্ত হইবে।

একাদশ ভবন শুক্রের নিজ গৃহ হইলে মনুষ্য গুণবান, নিয়ত নিজকুলের হিতসাধনতৎপর, কন্দর্পতনু, সুখভাজন, হাস্যপরিহাসরত, এবং কুসুমামোদী হইবে।

শনি একাদশ গৃহস্থিত হইলে মনব ধনবান্, তৃষ্ণারহিত, বহুভোগী, শীতানুরক্ত, সন্তুষ্টচিত্ত, সুশীল এবং অল্প বয়সে রুগ্নের ন্যায় হইবে।

রাহু আয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য দাতা, নীলবর্ণ-শরীর-বিশিষ্ট, সুশ্রী, চাঞ্চল্যযুক্ত, পরদারানুরক্ত, শাস্ত্রনিন্দক, চপল ও নির্লজ্জ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ বা ব্যয়স্থান—পাপ গ্রহযুক্ত ও পাপ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সূর্য্য ব্যয়স্থানে থাকিলে উত্তম সংদ্বংশ সম্ভূত ব্যক্তিও গোত্রের বাহির হয়।

ব্যয়স্থানে চন্দ্র থাকিলে মনুষ্যের পদে পদে অবিশ্বাস থাকে ও সে কৃপণ হয়, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষ হইলে কৃপণতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মঙ্গল ব্যয় স্থানে থাকিলে মানব পাপাসক্ত হয় ও তাহার ভার্য্যা ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে।

দ্বাদশে বুধ থাকিলে মানব বিকলাঙ্গ, সলজ্জস্বভাব, পরস্ত্রী ও তাহার ধনদ্বারা ধনবান্, ব্যসনাসক্ত, পাপনিরত ও কুহকী হইবে।

বৃহস্পতি উক্ত স্থানে থাকিলে মনুষ্য সত্যবাদী, দানশীল শুচি, দুষ্টজনপরিত্যাগী, অপ্রমাদী ও সাধুস্বভাব হয়।

শুক্র ব্যয়স্থানে থাকিলে জাতক প্রথমাবস্থায় রোগযুক্ত, পরে কৃশ, মলিন ও অত্যন্ত দাম্ভিক হইবে।

শনি ব্যয়স্থানগত হইলে মানুষ চঞ্চল-ভার্য্যাযুক্ত, রোগী, অল্প ধনবান্, অত্যন্ত দুঃখী, জঙ্ঘাদেশ ব্রণবিশিষ্ট, ক্রূরমতি, কৃশাঙ্গ ও পক্ষীবধে নিরত হইয়া থাকে।

রাহু ব্যয়স্থানস্থ হইলে মানব ধর্ম্মহীন, অর্থহীন, বহু দুঃখে সন্তপ্তহৃদয়, ভার্য্যাসহবাসসুখবঞ্চিত, বিদেশবাসী, দন্ত-যুক্ত ও পিঙ্গলনয়নবিশিষ্ট হয়।

রাহু ও কেতুর একই ফল জানিবে, এজন্য পৃথক ভাবে কথিত হইল না। স্থানান্তরে কেতুর পৃথক ফল কথিত আছে, কিন্তু তাহাতে অতি অল্প মাত্র প্রভেদ দেখা যায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

দণ্ড, ক্ষেত্র ও দ্রেক্কাণাদি ফল।

সূর্য্যের দণ্ডে বালকের জন্ম হইলে সে বংশক্ষয়কর ও পিতৃ-ধনবিনাশী হয়।

চন্দ্রের দণ্ডে বালকের জন্ম হইলে দীর্ঘায়ু, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, পণ্ডিত, সুমতিমান্, কীর্ত্তিশালী, সত্যধর্ম্মরত ও ধনাধিপতি হইবে।

মঙ্গলের দণ্ডে জন্মিলে বালক সদাই ব্রণ ও অতিসার-রোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকে।

বুধের দণ্ডে জন্মিলে দীর্ঘায়ু, সুকবি, শান্তপ্রকৃতি, ধনবান ও পণ্ডিত হইবে।

বৃহস্পতির দণ্ডে জন্ম হইলে মেধাবী, সদা দাম্ভিক, বহু পুত্রবান, সদালাপী, সদা নৃত্যগীতপ্রিয় হইয়া থাকে।

শুক্রের দণ্ডে জন্ম হইলে মেধাবী, পিতৃভক্তিপরায়ণ, পুত্রবান, রাজপাত্র, যাজ্ঞিক ও আত্মকুলের আনন্দদায়ক হইবে।

শনির দণ্ডে জন্ম হইলে অল্পায়ু, পিতৃদ্বেষী, সদা দুঃখভোগী এবং শীঘ্র দাসত্বলাভ করে।

রাহুর দণ্ডে জন্মিলে নিশ্চয় চোর, পিতৃধনাপহারী ও আত্ম-গোত্রবিনাশী হয়।

ক্ষেত্রফল।

রবির ক্ষেত্রে জন্মিলে বালক কর্ম্মকুশল, ত্যাগশীল, পবিত্র শূর, মেধাবী, মন্মথসদৃশ গুণসম্পন্ন ও নানা শাস্ত্রদর্শী হয়।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে জন্মিলে বিবিধ বিভবসুখসম্পন্ন, অত্যুত্তম যান ও ছত্র ব্যবহারী এবং বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত থাকে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে জন্মিলে চেষ্টাকারী, মিথ্যাবাদী, নিন্দক, ভূম্যাধিকারী হইবে।

বুধের ক্ষেত্রে জন্মিলে সদা উৎসাহযুক্ত, হৃষ্টপুষ্ট, গুণবান, বলদর্পকারী, দাতা, ভোক্তা ও ধীর হয়।

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে জন্মিলে বাকপটু, লোকনিন্দাকারী, ধনবান, গুণসম্পন্ন ও নিত্য লক্ষ্মীসম্পন্ন হইবে।

শুক্রের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও বিভবসম্পন্ন, শূর, রাজমন্ত্রী, ধীর, সদ পণ্ডিতপরিসেবিত হইয়া থাকে।

শনির ক্ষেত্রে জন্ম লইলে গুণ্ডারের ন্যায় প্রতাপশালী, মনোজ্ঞ, ক্রূরকর্ম্মা, অহঙ্কারান্বিত, কুটিল ও কুনখী হয়।

হোরাফল।

রবির হোরায় জন্মিলে কুকর্ম্মনিরত, ধূর্ত্ত, বিরূপ, খল, পাপাত্মা, মলিন, পুত্রার্থরহিত, ক্রূর, গুণহীন, ভৃত্য, শীঘ্রগতি-সম্পন্ন, গভীরহৃদয়, কামী, পরস্ত্রীরত, দেবতা ও ব্রাহ্মণনিন্দক, মুখর ও হিংস্রক হইবে।

চন্দ্রের হোরায় জন্মিলে শান্তমূর্ত্তি, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, স্থির-বুদ্ধি, নিয়ত সুহৃদয় পূজিত, বিবিধ রত্ন, উত্তম স্ত্রীপুত্র ও ধন-যুক্ত, সুন্দর বেশধারী, পবিত্র, ত্যাগশীল, দেবতা ও গুরু-জনার্চ্চনে রত, রাজপাত্র, সুন্দর-শরীরসম্পন্ন ও ভৃত্যপ্রিয় হইবে।

দ্রেক্কাণফল।

সূর্য্যের দ্রেক্কাণে জন্মিলে বালক মলিন, শূর, স্ত্রীবল্লভ, ক্রূর, সাহসী, কুকর্ম্মশীল, মূর্খ, রূপহীন, ব্রণান্বিত দেহী, বহু আশাযুক্ত, অল্পসন্তানবিশিষ্ট, দ্যূতক্রীড়ারত, পাপাত্মা, মুখর, কৃপণ ও হিংসাপরবশ হইবে।

চন্দ্রের দ্রেক্কাণে জন্মিলে সুন্দরগঠনসম্পন্ন, ধনবান, বহু-ভাষী, বৈধধর্ম্মরত, তীর্থগামী, শাস্ত্রবেত্তা, কুলভূষণ, দেবতা, গুরু ও বন্ধুজনে ভক্ত, ধর্ম্মরত, বিদেশযাত্রাকুশল ও দাতা হয়।

মঙ্গলের দ্রেক্কাণে জন্মিলে মলিন, ক্রূর, ধনহীন, পাপাত্মা,

খল, সুতার্থরহিত, কঠিন, দয়াহীন, দুশ্চরিত্র, বহুভাষী, ক্ষত-শরীর, আত্মম্ভোরী, ক্রোধী, রোগার্ত্ত, পরসেবী, গুণহীন হইবে।

বুধের দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে বুদ্ধিকুশল, রাজপূজ্য, দীর্ঘায়ু, বলবান, বহুপুত্রযুক্ত, শান্ত, যশস্বী, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞানী, আমোদ-শূন্য, নিত্য সাধুজনবল্লভ, শাস্ত্রবিৎ, বিপুল ধনী, মানী ও কুল ভূষণ হইবে।

বৃহস্পতির দ্রেক্কানে জন্ম হইলে অতিশয় গুণবান, দীর্ঘায়ু, রত্নযুক্ত, সদ্বুদ্ধিশালী, প্রিয়ভাষী, আশ্রয়যুক্ত, ধার্ম্মিক, মোক্ষজ্ঞান-পরায়ণ, দয়ালু, শান্ত, সুশীল, শুচি, স্বীয়পত্নিরত, অন্যস্ত্রী-বিরত, বিখ্যাত ও যশস্বী হয়।

শুক্রের দ্রেক্কাণে জন্মিলে সুন্দরশরীর, রাজমন্ত্রী, সর্ব্বজ্ঞ, স্বজনানুরক্ত, দাতা, সাধুপ্রতিপালক, মুক্তা, রত্ন, উত্তম স্ত্রী, পুত্র ও ধনযুক্ত, দয়ালু, শুচি, শান্তপ্রকৃতি, সত্যরত, অতিশয় মুক্তহৃদয় এবং ধর্ম্মানুরক্ত হইবে।

শনির দ্রেক্কাণে জন্মিলে মলিন, ক্রূর, মৃদু, তস্কর, দুশ্চরিত্র, কৃপণ, সুতার্থরহিত, ভৃত্য কর্ম্মকর, গুণহীন, পাপাত্মা, গুরুস্ত্রী-গামী, খল, ক্রোধী, নির্দ্দয়, রোগার্ত্ত, মুখর, রূপহীন ও কামাতুর হয়।

সপ্তাংশ ফল।

রবির সপ্তাংশে জন্ম হইলে বালক ক্ষীণ ও দৈনমনা হয়। চন্দ্রের সপ্তাংশে দৈনমন ও শান্তপ্রকৃতি, মঙ্গলের সপ্তাংশে দুর্জ্জন ও পাপী, বুধের সপ্তাংশে দাতা, খ্যাত ও প্রিয়, বৃহস্প-

তির সপ্তাংশে প্রকৃষ্টগুণসম্পন্ন ও স্থিরচিত্তবান, শুক্রের সপ্তাংশে সুখী ও দাতা এবং শনির সপ্তাংশে পাপনিরত হইয়া থাকে।

নবাংশ ফল।

রবির নবাংশে—শূর, উগ্র, পৃথুল বদন, স্থূল গুল্‌ফদেশ, বিরূপ, রক্তশ্যাম বর্ণ, কুটিলহৃদয়, হৃষ্টদেহী, মূর্খ, দীর্ঘনেত্র, পাপী ও চঞ্চল হৃদয় হয়।

চন্দ্রের নবাংশে—গৌরবর্ণ, বাতশ্লেষ্মাধাতুবিশিষ্ট, বিদ্বান, সৌম্যমূর্ত্তি, চঞ্চলনয়ন, উত্তম মিত্রসম্পন্ন ও শব্দ-শাস্ত্রবেত্তা, সুন্দরস্কন্ধ বিশিষ্ট, দাতা ও বহুল ধনযুক্ত হইবে।

মঙ্গলের নবাংশে জন্ম হইলে ভয়ানক হিংস্র, দৃঢ়কায়, পিঙ্গলচক্ষু, প্রচণ্ড, লজ্জাশীল, মূর্খ ও হস্ত রক্তবর্ণ, ভোক্ষক, যাতকর্ম্মপটু, শ্রীসম্পন্ন, বিষম বাক্যশালী, পিত্তযুক্ত শরীর, লোভী, শূর, কামী, রক্তবস্ত্রপরিধায়ী হইয়া থাকে।

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে পীনদেহ, ধীরপ্রকৃতি, রক্তচক্ষু, কন্দর্পরূপী, দুর্ব্বাশ্যামবর্ণ, সদয়হৃদয়, রাজসেবানুরক্ত, হৃষ্ট, দক্ষ, কুলতিলক, চর্ম্মসার, অস্থিদোষী, নানাবিধ বেশধারী, কনকবসন পরিধায়ী হয়।

বৃহস্পতির নবাংশে জন্মিলে বিশুদ্ধ, ভয়ানকপ্রকৃতি, স্থির-তরমতিবিশিষ্ট, সিংহের ন্যায় শব্দকারী, দাতা, বক্তা, স্থূল, কনকবসন পরিধায়ী, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মমূর্ত্তি, শান্ত, পটু, সুন্দর বচন, গৌরবর্ণ দেহ, দয়ালু এবং দেহ ও গৃহ সুখযুক্ত হইবে।

শুক্রের নবাংশে জন্মিলে শ্যামবর্ণ দেহ, বাতশ্লেষ্মাধিক শরীর

কামী, সৌম্যমূর্ত্তি, দীপ্তকেশপাশ, পটু, বিখ্যাত, দীর্ঘলোচন, অতিশয় বুদ্ধিমান, প্রভু ও নানা সুখযুক্ত অন্তকরণ হইয়া থাকে।

শনির নবাংশে জন্ম হইলে পিঙ্গলবর্ণ, চঞ্চল ও নিম্নচক্ষু, বায়ুপ্রকৃতি, নির্দ্দয়, ক্রোধী, স্থূলনখী, জরাপরিণত, পাপী, কৃষ্ণবর্ণ, অলসমনা, কৃশ, দীর্ঘ, মূর্খতম, মলিনস্বভাব, কদর্য্য, খল, হাস্যমুখ, ধন-স্ত্রী-পুত্ররহিত হইবে।

দ্বাদশাংশ ফল।

রবির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে ভূপালেরন্যায় ধনসম্পন্ন, স্বীয়স্ত্রীরত, লোকমান্য ও দক্ষ হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে নানাবিধ ভোগযুক্ত, শান্ত, খ্যাত, ধীমান, বিচক্ষণ, সুন্দর দেহ ও কুলতিলক হইবে।

মঙ্গলের দ্বাদশাংশে জন্মিলে নির্দ্দয়, মলিন, ধূর্ত্ত, ধনশালী, বর্জ্জিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধীর হয়।

বুধের দ্বাদশাংশে জন্মিলে দেবদ্বিজরত, ধীমান, সুখ ও সৌখ্যযুক্ত, চিরজীবী, মহাপ্রাজ্ঞ হইবে।

বৃস্পতির দ্বাদশাংশে জন্মিলে সুখী, সৌম্যমূর্ত্তি, ধীর, কৃপালু, দাতা এবং বন্ধুগণউপকারী হইয়া থাকে।

শুক্রের দ্বাদশাংশে জন্মিলে রতিকীর্ত্তিযুক্ত, বলবান, লোক-পূজিত, কাবি, বিচক্ষণ ও দাতা হয়।

শনির দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে প্রবাসী, বলবান, মূর্খ, স্ত্রী-পুত্ররহিত, খল ও কামকলাযুক্ত হইবে।

ত্রিংশাংশফল।

মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্মিলে স্ত্রীবিজয়ী, ধনহীন, ক্রোধপরায়ণ, স্বাহঙ্কারী, তস্কর, কর্ম্মকারী এবং পুত্র বিত্তবিহীন হয়।

বুধের ত্রিংশাংশে জন্মগ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট বিভবসুখসম্পন্ন, সদা ক্রিয়াযুক্ত, ধনদ্বারা বর্জ্জিত, তস্কর, মলিনদেহী এবং ধূর্ত্ত হইয়া থাকে।

শনির ত্রিংশাংশে জন্মিলে জাতবালক মলিন, ধূর্ত্ত, সর্ব্বদা কাতর, সত্য ও শৌচবিহীন, সেবাপরায়ন, কৃপণ ও নীচস্বভাব হইবে।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, সুন্দর বপু, বুদ্ধিমান, ভোক্তা, ধনী, সুখী, গুণাঢ্য ও বিষমলোচন হইয়া থাকে।

বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে জাতক শূর, ধীর, শুদ্ধস্বভাব, বিনীত, রাজপূজিত, দয়ালু ও সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা হয়।

শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, বন্ধুগণের মাননীয়, দয়াবান, কামী এবং বুদ্ধিরহিত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঋতু, মাস, তিথি, বার, নক্ষত্রাদি ফল।

ঋতুফল।

হেমন্তঋতুতে জন্ম হইলে বহুবীর্য্যসম্পন্ন, ধনবান, সদা-

গ্রামাধিপত্যযুক্ত, সুন্দর নখবিশিষ্ট, পীনদেহ ও ভোগী হইবে।

শিশির ঋতুতে জন্মিলে বল ও সুখসম্পন্ন, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট, মিষ্টান্নভোগী, শুদ্ধাচারপরায়ণ ও ভোগী হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে জন্ম হইলে বাপী, কূপ, পানীয়শালা, আরাম, তড়াগ ও দেবালয় নির্ম্মানকারক, বেদবিদ্যাপরায়ণ এবং দাতা হইবে।

বসন্তঋতুতে জন্ম ইহলে সুখী, ভোগী, গুণাক্রান্ত, সদা কামাতুর, দান ও কীর্ত্তিপরায়ণ হইয়া থাকে।

বর্ষায় জন্মিলে দেশ, গ্রাম ও প্রজাদের অধ্যক্ষ, কৃষিকর্ম্মকর্ত্তা, সদা ধনবান ও শস্য সংগ্রহে পারক হইবে।

শরতে ব্যাপারকুশল, মন্ত্রণাদায়ক, রাজভোগপীড়িত, পণ্ডিত, গুণবান ও ধীর হয়।

মাসফল।

বৈশাখমাসে জন্ম হইলে বালক বিনীত, দেবদ্বিজভক্ত, ধর্ম্ম-পরায়ণ, সুজনপালক, গুণাভিরাম এবং জগতের প্রিয় হইয়া থাকে।

জৈষ্ঠমাসে জন্মিলে বিদেশবৃত্তিসম্পন্ন, অতি উগ্রপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, দীর্ঘসূত্রী, বিচিত্রবুদ্ধি ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হইবে।

আষাঢ়ে জন্ম হইলে বহুভাষী, প্রমদাভিলাষপরায়ণ, প্রমাদশীল, গুরুবৎসর, বহুব্যয়ী ও মন্দাগ্নিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রাবণমাসে জন্মিলে লোকবিখ্যাত, ধনবান, বদান্য, সদা

ভার্য্যা, পুত্র, মিত্র ও দাসদাসীযুক্ত এবং সমুদায় লোকের আজ্ঞাকর্ত্তা হইবে।

ভাদ্রমাসে জন্ম হইলে ধীর, উত্তমা স্ত্রীগণের মনোজ্ঞ, শত্রু প্রথমশীল, কুটিল, মর্ম্মবেত্তা, আশ্রিতপালক ও হাস্যযুক্ত হইবে।

আশ্বিন মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে রাজপ্রিয়, কাব্যকলা পণ্ডিত, কুশাগ্রবুদ্ধি, সুখী, বদান্য, বহুমানী ও ভক্ত হইয়া থাকে।

কার্ত্তিকমাসে জন্ম হইলে জাতক বাণিজ্যপটু, ধনাঢ্য, অতিবক্তা, কৌশলবেত্তা, রূপবান ও যুদ্ধবিশারদ হইবে।

অগ্রহায়ণে জন্ম হইলে নিয়ত তীর্থবাসমতিসম্পন্ন, পরোপকারী, সাধুবৃত্তিযুক্ত এবং ললনাভিলাসী হইয়া থাকে।

পৌষমাসে জন্মিলে নিগূঢ় মন্ত্রবেত্তা, সুন্দর ও কৃশাঙ্গ, পরোপকারী, পিতৃচিত্তহীন, কষ্টযুক্ত, ব্যয়শীল, বিধিজ্ঞ ও সুধীর হয়।

মাঘমাসে জন্মিলে বিদ্যাবিনীত, আত্মকুলপ্রধান, সদা সদাচারযুক্ত, প্রবীণ, যোগানুরক্ত ও বিষয়াশক্ত হইবে।

ফাল্গুনে জন্মিলে প্রিয়ম্বদ, সাধুজনবল্লভ, পরোপকারী, নির্ম্মলাশয়, দাতা ও প্রমদাভিলাষী হয়।

চৈত্রে জন্ম হইলে সৎকর্ম্মশালী, বিনয়ী, সুন্দরবেশী, ভোগী, সুখী, মিষ্টান্নভোজী, সৎসঙ্গযুক্ত এবং দেবদ্বিজভক্ত হইবে।

পক্ষফল।

শুক্লপক্ষে জন্ম হইলে চঞ্চলস্বভাব, দীর্ঘায়ু, সচ্চরিত্রবান্,

শ্রীযুক্ত, কান্তিবিশিষ্ট, সদাশ, বিনীত ও নীতিবিশারদ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণপক্ষে জন্মিলে মানব প্রলাপশীল, ধ্বংসকর্ত্তা, চঞ্চল-প্রকৃতি, বিবাদপ্রিয়, আত্মকুলবর্দ্ধক ও অতিশয় কামী হইবে।

বারফল।

রবিবারে জন্ম হইলে বালক ধর্ম্মার্থী, তীর্থপূত, সহিষ্ণু, প্রিয়-বাদী, অল্প দ্রব্যে ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে।

সোমবারে জন্মিলে কামী, স্ত্রীগণের প্রিয়দর্শন, কোমলবাক্য-সম্পন্ন ও ভোগী হইবে।

মঙ্গলবারে জন্মগ্রহণ করিলে ক্রূর, সাহস-সম্পন্ন, ক্রোধী, কপিল অথবা শ্যামবর্ণ, পরদাররত ও কৃষিকর্ম্মকারী হইয়া থাকে।

বুধবারে জন্মিলে বুদ্ধিমান, পরদারপরায়ণ, কমনীয় দেহ, শাস্ত্রার্থের পারগামী, নৃত্যগীতপ্রিয় ও মানী হয়।

বৃহস্পতিবারে জন্মিলে শাস্ত্রবেত্তা, সুন্দরবাক্যবিশিষ্ট, শান্ত-প্রকৃতি, অত্যন্ত কামুক, বহুজনপালক, দৃঢ়বুদ্ধি ও কৃপালু হইবে।

শুক্রবারে জন্মিলে কুটিল, দীর্ঘজীবী, নীতিশাস্ত্রবিশারদ ও স্ত্রীজন চিত্তহারী হইয়া থাকে।

শনিবারে জন্মগ্রহণ করিলে দীন, কৃতঘ্ন, প্রবাসী, কলহ-প্রিয়, মুখরোগী ও কুবৃত্তিকুশল হইবে।

তিথিফল।

প্রতিপদ, ষষ্ঠী, একাদশী এই তিন তিথি নন্দা নামে খ্যাত।

এই কয় তিথিতে জন্মিলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবভক্ত এবং জ্ঞাতিগণের প্রিয়বৎসল হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী এই তিন তিথি ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের কোন তিথিতে জন্মিলে মানব বন্ধুবর্গের মাননীয়, রাজসেবী, ধনবান, সংসারভয়ভীত ও পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ হয়।

তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী এই তিনটীর নাম জয়া। ইহাতে জন্মিলে রাজপূজ্য, পুত্রপৌত্রাদিসংযুক্ত, শূর, শাসনকর্ত্তা, দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট ও মহা বিজ্ঞ হইবে।

চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী ইহাদের নাম রিক্তা। রিক্তায় জন্ম হইলে ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, গুরুনিন্দাকর, শাস্ত্রবেত্তা, শত্রু-হন্তা ও ধার্ম্মিক হয়।

পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমাকে পূর্ণাতিথি কহে। পূর্ণাতিথিতে জন্ম হইলে ধনপূর্ণ, শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা, সত্যবাদী ও শুদ্ধচেতা হইবে।

নক্ষত্রফল।

শতভিষা, কৃত্তিকা, পুনর্ব্বসু, বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মিলে সদা সদ্‌গুণযুক্ত হইবে। আর্দ্রা, পূর্ব্বপাদ, হস্তা ও অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম হইলে জঘন্যগুণযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তর ভাদ্র-পদ ও রেবতী নক্ষত্রে জন্মিলে সৎপুরুষ হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশভাবাধিপ ফল।

দেখ মা বিন্দু! জ্যোতিষ অতি কঠিন এবং বিস্তীর্ণ শাস্ত্র। ইহার গণনা প্রণালী অতীব জটিল; তোমাকে অতি সরল ভাষায় এবং মোটামোটী কথায় যাহা বলিয়া যাইতেছি, সে সকল স্মরণ রাখিলে তুমি অনায়াসে জ্যোতিষের ফল গণনায় সমর্থা হইবে। ফল বিচার করিতে হইলে, সেই গ্রহ জাতকের জাতচক্রের যেস্থানে থাকিবে, সেই ভাবকেই যে উন্নত করিবে তাহা মনে করিও না। সেই গ্রহের কতদূর বল, অর্থাৎ কাহার ক্ষেত্রে আছে, কিরূপ ভাবে আছে, অগ্রে তাহা দেখিতে হইবে। একথা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি। গ্রহগণ স্বক্ষেত্রে, বন্ধুক্ষেত্রে, নিজ নিজ তুঙ্গ ও মূল ত্রিকোণ গৃহে থাকিয়া যেমন বলবান এবং ফলদাতা হয়, তেমন আর কুত্রাপি নহে। অতএব গ্রহগণের বল এবং জন্মপত্রিকার ফল বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রে তাহাই দেখিতে হইবে। এক্ষণে তোমাকে দ্বাদশভাবের অধিপতিগণ জাতচক্রের কোথায় থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হইবে তাহা বলিতেছি।

লগ্নাধিপ—লগ্নে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, রিপুবিজয়ী, বহু পরিবারযুক্ত হইবে।

দ্বিতীয়ে থাকিলে স্বীয় পরিশ্রমদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবে।

তৃতীয়ে থাকিলে দাম্ভিক, অভিমানী, জ্ঞাতি বা প্রতিবাসী বশতাপন্ন ও ভ্রমণরত হইবে।

চতুর্থে থাকিলে পিতৃসম্পত্তি, উত্তম বাহন, বাসস্থান ও ভূমিলাভ করিবে।

পঞ্চমে থাকিলে সন্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসক্ত, অলস, বিলাসপ্রিয়, সুভোগী, কল্পনাশালী ও বুদ্ধিমান হইয়া থাকে।

ষষ্ঠে থাকিলে পীড়া, শত্রুবৃদ্ধি, বধবন্ধন ভয় হয়, কিন্তু শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতুল ও পিতৃব্যকর্ত্তৃক উপকৃত হইতে পারে।

সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীলাভ, বাসপরিবর্ত্তন, বিদেশযাত্রা ও শত্রুবৃদ্ধি হয় এবং স্বীয় বুদ্ধিদোষে বিপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু ধন ও প্রতিপত্তিশালী হয়।

অষ্টমে থাকিলে রুগ্ন, অল্পায়ু, শোকার্ত্ত, ভয়ার্ত্ত, সদা বিপন্ন হয়; কিন্তু ঐ গ্রহ বলবান হইলে স্ত্রীধন বা মৃতব্যক্তির দানপত্র মত অর্থলাভ করে।

নবমে থাকিলে ভাগ্যবান, বিদ্বান, শাস্ত্রানুরাগী, ধার্ম্মিক ও পোতবণিক হইয়া থাকে।

দশমে থাকিলে মান, উচ্চপদ, সফলতা ও সমাজের প্রাধান্য লাভ হয়।

একাদশে থাকিলে বহুমিত্র, প্রচুর অর্থ, উৎসাহ ও উদ্যম বাহন হইয়া থাকে।

দ্বাদশে থাকিলে দুর্ভাবনা, বন্ধনভয়, ঋণ, নির্ব্বাসন, ক্ষীণদেহ ও শোক হয় এবং তাহার গুপ্ত শত্রু থাকে।

দ্বিতীয়াধিপ—লগ্নে থাকিলে মনুষ্য ধনী ও সৌভাগ্যশালী হয়।

দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও নানা রত্নাদি লাভ হয়।

তৃতীয় স্থানে থাকিলে ধনহানি হয়; কিন্তু দ্বিতীয়াধিপতি বলবান হইলে আত্মীয়, জ্ঞাতি বা ভ্রমণদ্বারা অর্থলাভ হয়।

চতুর্থস্থানে থাকিলে কৃষিকার্য্য, খণিজ দ্রব্য বা ভূমি ক্রয়-বিক্রয়াদি দ্বারা অর্থলাভ হয়।

পঞ্চমে থাকিলে স্ত্রীপুত্র, ক্রয়-বিক্রয়, ক্রীড়া বা রঙ্গভূমি হইতে ধনাগম হয়।

ষষ্ঠে থাকিলে পীড়া কিম্বা শত্রুদ্বারা ধনক্ষয় ও ঋণ হয়।

সপ্তমে থাকিলে বিবাহ, বাণিজ্য, দূরযাত্রা বা বিচারদ্বারা অর্থপ্রাপ্তি হয়।

অষ্টমে থাকিলে মৃতব্যক্তির তক্ত্যসম্পত্তি বা যুদ্ধ হইতে ধনলাভ হয়; কিন্তু দ্বিতীয়াধিপতি দুর্ব্বল ও পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বিপরীত হইয়া থাকে।

নবমে থাকিলে জাতক শাস্ত্র, যাজন ক্রিয়া, ধর্ম্মোপদেশ বা বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনসংগ্রহ করে।

দশমে থাকিলে ব্যবসা ও রাজকার্য্য দ্বারা অর্থলাভ হয়।

একাদশে থাকিলে অগ্রজ বা কোন বন্ধুর সাহায্যে নানা সৌভাগ্য লাভ হয়।

দ্বাদশে থাকিলে, ঋণগ্রস্ত, অমিতব্যয়ী ও সঞ্চিত ধন বিনাশী হয়।

তৃতীয়াধিপ—লগ্নে থাকিলে বহু ভ্রমণ ও বাসস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং জাতব্যক্তি পরিজনবেষ্টিত, কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী হয়।

শুভগ্রহ হইয়া দ্বিতীয়ে থাকিলে জাতক ভ্রাতৃসাহায্যে বা ভ্রমণদ্বারা অর্থসঞ্চয় করে।

তৃতীয়ে থাকিলে বালক ভ্রাতা-ভগ্নিযুক্ত, পরাক্রমশালী ও বহুপরিজনবেষ্টিত হয়।

শুভগ্রহ হইয়া চতুর্থে থাকিলে সৌহৃদ্য ও বিদেশে ভূসম্পত্তি লাভ হয়।

পঞ্চমে থাকিলে পুত্রহানি, সঙ্কুচিতবুদ্ধি হয়, কিন্তু যাত্রাদির দ্বারা আনন্দলাভ হয়।

ষষ্ঠে থাকিলে ভ্রাতৃনাশ কিম্বা তাহারা রুগ্ন ও ভ্রমণরত হয় অথবা জ্ঞাতি বিরোধ ঘটে।

সপ্তমে থাকিলে বাণিজ্যার্থ ভ্রমণ, দূরে বিবাহ ও জ্ঞাতির সহিত বিবাদ হয়।

অষ্টমে থাকিলে ভ্রমণে বিপদ, ভ্রাতৃনাশ কিম্বা ভ্রাতৃসম্পত্তি লাভ হয়।

নবমে থাকিলে বিদ্যার্জ্জন বা বাণিজ্যার্থে বহুভ্রমণ ও দূরযাত্রা ঘটিয়া থাকে।

দশমে থাকিলে ভ্রাতৃগণের অশুভ হয় এবং কার্য্যোপলক্ষে ভ্রমণ ঘটে।

একাদশে থাকিলে ভ্রমণের দ্বারা অর্থ ও বন্ধুলাভ হয়।

দ্বাদশে থাকিলে ভ্রমণে শত্রুভয় ও বন্ধনাশঙ্কা এবং জ্ঞাতিগণের সহিত বিরোধ হয়।

চতুর্থাধিপ—লগ্নে থাকিলে বন্ধু-বান্ধব ও স্থাবরসম্পত্তি লাভ হয়।

দ্বিতীয়ে থাকিলে কৃষিকার্য্য, খণিজ দ্রব্য প্রভৃতি ও ভূসম্পত্তি হইতে অর্থলাভ হয়।

তৃতীয়ে থাকিলে পিতৃধনহানি ও বাসস্থান পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু চতুর্থাধিপ বলবান হইলে ভ্রাতসাহায্যে ভূসম্পত্তি লাভ হয়।

চতুর্থে থাকিলে মানব পৈতৃক সম্পত্তি দ্বারা স্বগৃহে থাকিয়া সুখে কালযাপন করে।

পঞ্চমে থাকিলে জাতক ক্রীড়া ও ব্যবসাদ্বারা ভূসম্পত্তি লাভ করে ও তাহার বাসস্থান সুন্দর হয়।

ষষ্ঠে থাকিলে মনুষ্য বন্ধুহীন ও ঋণগ্রস্ত হয় এবং ভৃত্য ও শত্রুদ্বারা তাহার সম্পত্তি নাশ হইয়া থাকে।

সপ্তমে থাকিলে বিবাহ বা ব্যবসাদ্বারা লাভ কিম্বা বিদেশে সম্পত্তি ও বন্ধু লাভ হয়।

অষ্টমে থাকিলে পিতার অশুভ, ভূসম্পত্তিহেতু বিবাদ বা দুর্ঘটনা, বাহন হইতে পতন এবং নানা শোক বা বিঘ্ন ঘটে।

নবমে থাকিলে বিদ্যা, ধন বা বিদেশযাত্রাদ্বারা ধনলাভ হয়।

দশমে থাকিলে রাজকার্য্য ও বাণিজ্য-ব্যবসাদ্বারা উচ্চপদ, সম্মান, ভূসম্পত্তি ও উত্তম বাহন লাভ হয়।

একাদশে থাকিলে বহুমিত্র, উত্তম বাহন ও ভূমিলাভ হয়।

দ্বাদশে থাকিলে ব্যয়াধিক্য, শত্রু বা ঋণপ্রযুক্ত পিতৃধনের ক্ষতি, প্রবাস এবং বধবন্ধন ভয় হয়।

পঞ্চমাধিপ—লগ্নে থাকিলে জাতব্যক্তি বুদ্ধিমান, বিদ্যা-

নুরাগী, পুত্রবান, বিলাসী, প্রফুল্লচিত্ত এবং আপন বংশের ভূষণ-স্বরূপ হয়।

দ্বিতীয়ে থাকিলে যাত্রাদি শুভ হয়, কিন্তু বিদ্যোপার্জ্জনে বাধা বা পুত্রহানি হয়।

চতুর্থে থাকিলে পিতৃসম্পত্তি বৃদ্ধি অথবা আবিষ্কয়া অথবা বুদ্ধিকৌশলদ্বারা বাহন ও ভূমিলাভ হয়।

পঞ্চমে থাকিলে মনুষ্য ধীমান ও বিষয়কার্য্যে সফলকাম হয় এবং মনোহারিণী স্ত্রী ও উত্তম সন্ততিলাভ করে।

ষষ্ঠে থাকিলে প্রণয়ভঙ্গ, হর্ষে বিষাদ, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ এবং প্রায় পুত্রনাশ হয়।

সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীলাভ, দাম্পত্যসুখ, বিচারে জয়, বিদেশ-যাত্রাদ্বারা আনন্দলাভ হয়, কিন্তু পরিবারের মধ্যে শান্তিহানির সম্ভাবনা।

অষ্টমে থাকিলে সন্তানাদির বিনাশ বা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

নবমে থাকিলে বিদ্যালাভ, স্বধর্ম্মানুরাগ, তীর্থযাত্রাদ্বারা পুণ্যসঞ্চয় ও সৌভাগ্যলাভ হয়।

দশমে থাকিলে কার্য্যে সফলতা ও স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা সম্মান লাভ হইয়া থাকে।

একাদশে থাকিলে মনোমত বন্ধু, উত্তম পুত্রবধু বা জামাতা হয় ও ব্যবসাদ্বারা ধনলাভ হয়।

দ্বাদশে থাকিলে অসৎ বা রুগ্ন পুত্র ও তজ্জন্য দুর্ভাবনা, মূঢ়তা বা দুর্ব্বুদ্ধি, পাপক্রীড়াদ্বারা ধনক্ষয় ও শুভকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

ষষ্ঠাধিপ—লগ্নে থাকিলে মনুষ্য ক্লেশযুক্ত ও অল্পায়ু কিম্বা ষষ্ঠাধিপতিগ্রহদত্ত পীড়াদ্বারা সর্ব্বদা অসুস্থ হয়।

দ্বিতীয়ে থাকিলে শত্রু কর্ত্তৃক ধননাশ হয়।

তৃতীয়ে থাকিলে ভ্রাতৃনাশ ও যাত্রাদিতে বিঘ্ন হয়।

চতুর্থে থাকিলে পিতৃরিষ্ট, পরিজনমধ্যে বৈরীভাব এবং বন্ধু ও পিতৃধননাশ হয়।

পঞ্চমে থাকিলে রুগ্নপুত্র বা পুত্রনাশ, প্রণয়ভঙ্গ, বিষাদ, ও অপরিমিতভোজনদোষে সর্ব্বদা রোগ হয়।

ষষ্ঠে থাকিলে মানব ঋণগ্রস্ত, শত্রুকুশল, বধবন্ধনরত, রিপু-বশীভূত ও কোন দীর্ঘস্থায়ী পীড়াক্রান্ত হয়।

সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীনাশ, বাণিজ্যহানি, বিরোধ এবং দূর-যাত্রায় অনিষ্ট হয়।

অষ্টমে থাকিলে উৎকট রোগ, শোকসন্তাপ ও রিপুপর-বশতাহেতু বিবাদ হইয়া থাকে।

নবমে থাকিলে জাতক সাধুলোকের অপ্রিয়ভাজন এবং বিদ্যা, ধর্ম্ম ও ভাগ্যহীন হয়।

দশমে থাকিলে কার্য্যহানি, পদচ্যুতি, অপমান ও শত্রুকুল প্রবল হয়।

একাদশে থাকিলে অগ্রজের অমঙ্গল, মিত্রনাশ ও কপট বন্ধু জোটে, কিন্তু ভৃত্য ও শত্রু হইতে অর্থলাভ হয়।

দ্বাদশে থাকিলে অনর্থক অর্থব্যয়, ঋণ, অপমান, শত্রুবৃদ্ধি ও বন্ধন বা অপমৃত্যু হয়।

সপ্তমাধিপ—লগ্নে থাকিলে অল্পবয়সে বিবাহ, বাণিজ্য-কুশল ও বিদেশযাত্রা হয়।

দ্বিতীয়ে থাকিলে বিবাহ বা ব্যবসাদ্বারা ধন লাভ হয়।

তৃতীয়ে থাকিলে ভ্রাতৃ ও জ্ঞাতিবিরোধ অথবা কোন জ্ঞাতি কিম্বা প্রতিবেশী কর্ত্তৃক অনিষ্ট হয়।

চতুর্থে থাকিলে মোকর্দ্দমা, ব্যবসা বা বিবাহের দ্বারা উত্তম গৃহ অথবা ভূসম্পত্তি লাভ হয়।

পঞ্চমে থাকিলে স্ত্রীবশ, বাণিজ্য বা ব্যবসাদ্বারা ধনবান হয়, কিন্তু পরবুদ্ধি অনুসারী হয়।

ষষ্ঠে থাকিলে স্ত্রীনাশ, ব্যবসায় ক্ষতি এবং মৎস্যমাংসী ও ভৃত্যদ্বারা অর্থ নাশ হয়।

সপ্তমে থাকিলে বাণিজ্যে উন্নতি ও বিচারে জয়লাভ হয়।

অষ্টমে থাকিলে স্ত্রীবিয়োগ বা পীড়াগ্রস্ত স্ত্রী ও বাণিজ্যে ক্ষতি হয়, কিন্তু শুভগ্রহ বিশেষতঃ শুক্র অষ্টমাধিপ হইলে স্ত্রীধন লাভ হয়।

নবমে থাকিলে বিবাহ বা বাণিজ্যদ্বারা সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয়, কিন্তু ধর্ম্ম বা লিপিব্যবসায়ীদিগের সহিত অপ্রণয় হয়।

দশমে থাকিলে বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ ও সম্মান লাভ এবং উচ্চমতিসম্পন্না ভার্য্যা হয়।

একাদশে থাকিলে স্ত্রীবল্লভ হয় এবং ব্যবসাদ্বারা অর্থলাভ করে।

দ্বাদশে থাকিলে অশুভ বিবাহ হয় এবং জাতব্যক্তি দাম্পত্যসুখহীন এবং শত্রুদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া থাকে।

অষ্টমাধিপ—লগ্নে থাকিলে বিপদ, শোক, অল্পায়ু, অথবা সেই গ্রহানুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী পীড়া হয়।

দ্বিতীয়ে থাকিলে দুর্ঘটনাপ্রযুক্ত অর্থনাশ হয়, কিন্তু শুভগ্রহ বলবান্ হইলে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে।

তৃতীয়ে থাকিলে যাত্রাদিতে অমঙ্গল, ভ্রাতৃনাশ বা ভ্রাতাদিগের সতত বিপদ ও শোক-সন্তাপ হয়।

চতুর্থে থাকিলে পিতৃরিষ্ট, পিতৃধনহানি, বাহন হইতে পতন, ভূসম্পত্তির নাশ, কিম্বা অট্টালিকা হইতে পতনদ্বারা মহানিষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চমে থাকিলে পুত্রশোক বা ইন্দ্রিয়দোষে অথবা অপরিমিত ভোজনাদিতে মৃত্যু ঘটে।

ষষ্ঠে থাকিলে মানব বিপন্ন, কঠিন রোগগ্রবণ ও অল্পায়ু হয়।

সপ্তমে থাকিলে ভার্য্যানাশ, বাণিজ্যে ক্ষতি এবং দূরযাত্রায় অমঙ্গল ঘটে।

অষ্টমে থাকিলে যদি শুভগ্রহ হয়, তবে স্ত্রীসম্পত্তি, মৃতব্যক্তির ধনলাভ ও বিনাকষ্টে মৃত্যুলাভ হয়, নতুবা বধ ও বন্ধনভয়, নানা প্রকার শোক সন্তাপ ও বিপদ হইয়া থাকে।

নবমে থাকিলে বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধক, অথবা বিদেশে কিম্বা তীর্থস্থানে মৃত্যু হয়।

দশমে থাকিলে মাতার অনিষ্ট, কার্য্যহানি, পদচ্যুতি, অপমান এবং স্বকর্ম্মহেতু অনুতাপ ঘটে।

একাদশে থাকিলে অগ্রজের অনিষ্ট, বন্ধুনাশ, নৈরাশ্য ও অর্থহানি হয়, কিন্তু বলবান হইলে কোন মিত্র বা আত্মীয়জনের ত্যক্ত সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে।

দ্বাদশে থাকিলে জাতক শোকার্ত্ত, ঋণগ্রস্ত, প্রাপ্য-

সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত, নির্ব্বাসিত, কারারুদ্ধ ও বিদেশমৃত্যুর সম্ভবনা।

নবমাধিপ—লগ্নে থাকিলে জাতক ব্যক্তি ভাগ্যবান্, বুদ্ধিমান, ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যা ও বাণিজ্যাদিদ্বারা ধনী ও বহু ভ্রমণশীল হয়।

দ্বিতীয়ে থাকিলে বিদ্যা, ধর্ম্ম বা যজনক্রিয়াদ্বারা ধনলাভ হয়।

তৃতীয়ে থাকিলে চঞ্চল, ভ্রমণশীল, অল্প ভাগ্যবান, অথবা ভ্রমণদ্বারায় বা ভ্রাতৃসাহায্যে ভাগ্যবান হয়।

চতুর্থে থাকিলে বাণিজ্য, বিদ্যা বা ধর্ম্মব্যবসা দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি ও বাহনাদি লাভ হইয়া থাকে।

পঞ্চমে থাকিলে বিদ্যা, মনোরমা স্ত্রী, সুসন্তান ও সৌভাগ্য-লাভ হয়।

ষষ্ঠে থাকিলে মানব বিদ্যা বা ধর্ম্মহীন, ক্লেশযুক্ত এবং রোগ ও শত্রুপীড়িত হইয়া থাকে।

সপ্তমে থাকিলে বিদ্যা বা ব্যবসা দ্বারা ধন ও উত্তমা স্ত্রীলাভ হয়।

অষ্টমে থাকিলে মনুষ্য মৃতব্যক্তির সম্পত্তি লাভ করে, কিন্তু আত্মীয় বা অপরসাধারণের দ্বেষ্য এবং নানা চিন্তা ও শোকযুক্ত হইবে।

নবমে থাকিলে জাতব্যক্তি ভাগ্যবান, ধর্ম্মানুগত, সদুপদেষ্টা এবং কোন শাস্ত্র বা বাণিজ্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করে।

দশমে থাকিলে আপন গুণে উচ্চপদ ও যশোলাভ হয়।

একাদশে থাকিলে বহুমিত্রযুক্ত, অর্থশালী ও ভাগ্যবান হইয়া থাকে।

দ্বাদশে থাকিলে জাতক দুরাশয় ও দুর্ভাগ্যবান হয় এবং পদে পদে তাহার দুর্ঘটনা ঘটে।

দশমাধিপ—লগ্নে থাকিলে মানব ক্ষমতাশালী, গণ্য, মান্য ও কীর্ত্তিশালী হয়।

দ্বিতীয়ে থাকিলে মনুষ্য ব্যবসা বা রাজকার্য্য দ্বারা সম্মান ও ধনোপার্জ্জন করে।

তৃতীয়ে থাকিলে কার্য্যপরিবর্ত্তন, কার্য্যোপলক্ষে ভ্রমণ বা ভ্রাতৃসাহায্যে কর্ম্ম ও ক্ষমতালাভ ঘটে।

চতুর্থে থাকিলে সম্মান, আস্পদ, উচ্চকার্য্য, ভূসম্পত্তি ও বাহন লাভ হয়।

পঞ্চমে থাকিলে মানব আপন বুদ্ধিপ্রভাবে সম্মানিত হয় এবং শুভগ্রহ হইলে পুত্র ও কীর্ত্তিবান্ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠে থাকিলে অপমান ও কার্য্যনাশ হয়।

সপ্তমে থাকিলে ব্যবসার উন্নতি, সম্ভ্রান্তকুলে বিবাহ, কিম্বা বিদেশে কার্য্য ও সম্মানলাভ ঘটে।

অষ্টমে থাকিলে কর্ম্মনাশ, শোক সন্তাপ, অপমান, বধ বন্ধন ও রাজভয় হয়।

নবমে থাকিলে ভাগ্যবান, ধনী, মানী ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

দশমে থাকিলে ক্ষমতাশালী, উচ্চপদস্থ, কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী হয়।

একাদশে থাকিলে লাভজনক কার্য্য, উত্তম বাহন, সামাজিক সম্মান ও সম্ভ্রান্ত বন্ধুলাভ হয়।

• দ্বাদশে থাকিলে কর্ম্মনাশ, স্বকর্ম্মফলে ঋণ, কারাবরোধ, অপমান, দুর্ভাবনা ও পদচ্যুতি ঘটে।

একাদশাধিপ—লগ্নে থাকিলে বহু আয়, বহু মিত্র ও পদে পদে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়।

দ্বিতীয়ে থাকিলে বন্ধুদ্বারায় ধন সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে।

তৃতীয়ে থাকিলে আয়ের হানি, ভ্রমণ কিম্বা ভ্রাতৃ সাহায্যে মিত্র ও অর্থলাভ হইয়া থাকে।

চতুর্থে থাকিলে মানব কৃষিকার্য্যে সফল, পিতৃসম্পত্তি, উত্তম বাহন ও ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চমে থাকিলে মনোমত বন্ধু, প্রণয়বৃদ্ধি ও সন্তানাদি বা কোন ব্যবসা দ্বারা অর্থলাভ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠে থাকিলে শত্রু বা রোগহেতু আয়ের হানি জন্মে।

সপ্তমে থাকিলে বিবাহ দ্বারায় সৎমিত্রলাভ, অংশীর সহিত সৌহার্দ্দ এবং ব্যবসা ও বিদেশযাত্রায় ধনলাভ হয়।

অষ্টমে থাকিলে আত্মীয় ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি লাভ ও অগ্রজের অশুভ ঘটে।

নবমে থাকিলে বিদ্যা, ধর্ম্ম ও বাণিজ্যদ্বারা অর্থলাভ এবং পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির স্নেহলাভ হয়।

দশমে থাকিলে সম্ভ্রান্ত বন্ধু ও তৎসাহায্যে নানা কার্য্য, অর্থ ও সম্মানলাভ হয়।

একাদশে থাকিলে সদা উৎসাহ বৃদ্ধি, বহুলাভ ও উত্তম মিত্র হইয়া থাকে।

দ্বাদশে থাকিলে মনুষ্য গুপ্তশত্রুযুক্ত, অমিতব্যয়ী, ঋণী ও বন্ধুহীন হয়।

দ্বাদশাধিপ—লগ্নে থাকিলে মানব অপব্যয়ী, সদা বিপন্ন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়ে থাকিলে নানা প্রকারে ধননাশ হয়।

তৃতীয়ে থাকিলে ভাতৃবিরোধ ও ভ্রাতৃনাশ এবং যাত্রাদিতে অশুভ ঘটিয়া থাকে।

চতুর্থে থাকিলে পিতার অশুভ ও পিতৃধনবিনাশী, পরগৃহ-বাসী ও নানা কষ্টযুক্ত হইবে।

পঞ্চমে থাকিলে অপত্যশোক, দুর্ভাবনা, দুর্বুদ্ধি, বুদ্ধিহানি ও বিলাসজন্য অর্থহানি হয়।

ষষ্ঠে থাকিলে জাতব্যক্তি রোগার্ত্ত ও শত্রুদ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে।

সপ্তমে থাকিলে ভার্য্যানাশ বা রুগ্ন স্ত্রী, পরিজনের মধ্যে কলহ এবং ব্যবসা বা মোকর্দ্দমার ক্ষতি হয়।

অষ্টমে থাকিলে ক্ষীণদেহী, প্রাপ্যধনবঞ্চিত ও সদা বিপন্ন হইবে।

নবমে থাকিলে বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে বিঘ্ন, বাণিজ্য ও নৌকাযাত্রায় অনিষ্ট ঘটে, এবং সে ভাগ্যহীন, বিপদাপন্ন ও সাধুব্যক্তিদিগের অপ্রিয়ভাজন হয়।

দশমে থাকিলে অপমান ও কার্য্যনাশ হইবে।

একাদশে থাকিলে অর্থহানি, বন্ধুনাশ, অথবা প্রতারক বন্ধু কর্ত্তৃক অনিষ্ট ঘটে।

দ্বাদশে থাকিলে শত্রুযুক্ত, শোকসন্তপ্ত, ঋণগ্রস্ত, কারাবদ্ধ, বধবন্ধনরত অথবা নির্ব্বাসিত হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ যোগ, তুঙ্গ ও কেন্দ্রফল।

নবমাধিপতি যদি নবম স্থানে, লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে বা দশমে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে চন্দ্রপ্রভা যোগ হইয়া থাকে। এই যোগে জন্মিলে জাতক রাজাধিরাজ, গুণবান্ ও সুখী হইয়া গঙ্গাজলে প্রাণ ত্যাগ করে।

দশমাধিপতি যদি কেন্দ্রে অর্থাৎ লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম বা দশমে অথবা ধনুস্থানে অবস্থিতি করে, তবে তাহাকে ক্ষেত্রসিংহাসন যোগ কহে। এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতব্যক্তি জগদ্বিখ্যাত, কীর্ত্তিবিশিষ্ট রাজা হয় এবং মত্ত হস্তীদ্বারা সেবিত হইয়া সুখে কালযাপন করে।

জন্মকালে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনি যদি বৃহস্পতিকে অবলোকন করে তবে নিশাশঙ্কা যোগ হয়। এই যোগে জাতক রাজকুলের শ্রেষ্ঠ, রাজা এবং অতুল কীর্ত্তিবান হয়।

জন্মকালে বৃহস্পতিকে সকল গ্রহ দর্শন করিলে রাজযোগ হয়। দৈবাৎ যদি সেই বৃহস্পতি সকল গ্রহকে অবলোকন করে, তাহা হইলেও রাজযোগ হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি শত বৎসর জীবিত থাকে।

যাহার জন্মকালে সিংহ, ধনু, মীন, মেষ কর্কট ও বৃশ্চির রাশিতে রবি ও মঙ্গল একত্র অবস্থিতি করে, সে ব্যক্তি ধনবান হইয়া থাকে।

যদি বৃহস্পতি হইতে সপ্তম গৃহে চন্দ্র অবস্থিতি করে, কিম্বা ঐ দুই গ্রহ এক গৃহগত হয় তবে জীবযোগ হয়। এই যোগে জন্মিলে মনুষ্য ধনবান্, দাতা, গুণজ্ঞ ও রাজপূজ্য হইবে।

মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশিতে গ্রহগণের অবস্থিতি হইলে চতুঃসাহের যোগ হয়, ইহা দেবতাদিগের দুর্লভ। ইহাতে জন্মিলে মনুষ্য গুনবান্ ও রাজবংশোদ্ভূত হইলে রাজা হয়, অন্যবংশীয় হইলে কতিপয় গ্রামের অধিপতি হইয়া থাকে।

মীনে, মেষে, বৃষে ও তুলাতে গ্রহগণ অবস্থিতি করিলে কনকদণ্ড যোগ হয়, এই যোগে জন্ম হইলে মনুষ্য গুণবান্ ও প্রধান রাজা হইবে।

যাহার জন্মকালে শনি ও বৃহস্পতি পরস্পরকে অবলোকন করে, সেই ব্যক্তি নীচকুলোদ্ভব ও নির্গুণ হইলেও সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়।

মেষে, ধনুতে, সিংহের ও তুলাতে জন্ম হইলে রাজহংস যোগ হয়, এই যোগে জন্ম হইলে মনুষ্য রাজতুল্য ও সুখী হইবে।

যাহার জন্মকালে একটী গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিবে, সেই ব্যক্তি স্বীয় বংশের উপযুক্ত পাত্র হইবে, দুই গ্রহ ঐরূপ থাকিলে কুল-শ্রেষ্ঠ, তিনটী থাকিলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, চারিটী থাকিলে

ধনী, পাঁচটী থাকিলে সুখী, ছয়টী থাকিলে রাজতুল্য, সাতটী থাকিলে রাজা হইবে।

তুঙ্গফল।

রবিস্বীয় উচ্চগৃহে থাকিলে মনুষ্য পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, ধীর-স্বভাব, অরোগী, বহুজনপালক, দাতা, বহুসুখভোগী এবং মণ্ডলেশ্বর নৃপতি হইয়া থাকে।

জন্মকালে বুধ স্বীয় উচ্চগৃহে থাকিলে মানব কন্যা, পুত্র ও উত্তম রত্ন সম্পন্ন, রাজপূজ্য, শাস্ত্রামোদী এবং সদা সৌভাগ্য-শালী হয়।

বৃহস্পতি স্বীয় উচ্চ রাশিতে থাকিলে মনুষ্য মন্ত্রী, অতিশয় বলবান, মাননীয়, ক্রোধী, অতিশয় ধনবান, হস্তী, অশ্ব, যান ও উত্তম স্ত্রীর পতি এবং বহুতর লোকপালক হইয়া থাকে।

শুক্র তুঙ্গস্থানে থাকিলে মানব মিষ্টান্নভোগী, সর্ব্বগুণ-যুক্ত, রাজমন্ত্রী, দীর্ঘায়ুঃ, দাতা, দেবতাব্রাহ্মণভক্ত এবং উত্তম ভোগ বিশিষ্ট হয়।

শনি স্বীয় উচ্চ ভবনে থাকিলে মনুষ্য স্ত্রীবিলাসী, সুকীর্ত্তি-শালী, অতি ধনবান্, দীর্ঘজীবী, রাজ্যের আংশিক অধিপতির পণ্ডিত, দাতা এবং ভোক্তা হয়।

সিংহ, বৃষ, কন্যা বা কর্কট রাশিতে রাহু থাকিলে মনুষ্য অতিশয় লক্ষ্মীবান, রাজরাজাধিপ, ঘোটক, হস্তী, মনুষ্য, নৌকা এবং মেদিনীমণ্ডলের অধিপতি, শত্রুদমী ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

তুঙ্গস্থানে একটী গ্রহ থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, দুইটী

থাকিলে ধনেশ্বর, তিনটী থাকিলে রাজা এবং চারিটী থাকিলে চক্রবর্ত্তী রাজা হয়।

কেন্দ্রফল।

রবি কেন্দ্রস্থ হইলে মনুষ্য ক্রূর, কৃতান্তসদৃশ, হিংস্র, রক্তবর্ণ, অতি মূঢ়, সদা ক্ষুধার্ত্ত, শিররোগবিশিষ্ট, নেত্ররোগযুক্ত, পরদারাসক্ত ও পররাজ্যবাসী হইয়া থাকে।

চন্দ্র কেন্দ্রগত হইলে মিত্রবর্গের উপকারী, অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী, বিনয়সম্পন্ন, স্মৃতিশাস্ত্রানুশীলনে তৎপর, রমনীয় দেহবিশিষ্ট এবং দীর্ঘজীবী হইবে।

মঙ্গল কেন্দ্রী হইলে কুৎসিত শরীর, কুচরিত্র, স্ত্রী, মৃগয়া, দ্যূত প্রভৃতি বাসনাসক্ত, কুৎসিত কার্য্যে দাতা, বহুপ্রাণীহত্যাকারী ও চিররোগী হয়।

বুধ কেন্দ্রে থাকিলে বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, ভোগী, গুরু, রাজভক্ত, সৎস্বভাবা রমণীর পতি এবং ব্রাহ্মণ ও সাধুজনপূজারত হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি কেন্দ্রগত হইলে ধার্ম্মিক, নৃপতি বা রাজমন্ত্রী, ধর্ম্মার্থকামে বিলাসী, সুন্দর নারীর পতি এবং কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট হয়।

কেন্দ্রে শুক্র থাকিলে সুখী, সুযোগী, আত্মীয়জনানুরাগী, সুন্দরী কামিনীযুক্ত, সুবুদ্ধি, গুণবান, ধনী, নিজ কুলোজ্জ্বলকারী এবং দীর্ঘায়ু হইবে।

শনি কেন্দ্রে থাকিলে ভৃত্য কর্ম্মকর, খলস্বভাব, আজন্ম

দারিদ্র্যযুক্ত, রোগী, কুৎসিত দেহী, পরকার্য্যবিনাসী, বাল-স্বভাবসুলভ এবং সদা ব্যসনাসক্ত থাকে।

রাহু কেন্দ্রেগত হইলে ক্রূর, কুৎসিতদেহী, কুবুদ্ধি, পরের অপকারী, পরভাগ্যোপজীবী, পীড়াভিভূত, বাসনাসক্ত এবং শত্রুপক্ষে দাতা হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গ্রহগণের ভাব ও দশাদি।

গ্রহগণের ভাব বিচার সম্বন্ধে নানা গ্রন্থকার নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন। কাহারও মতে শয়ন, উপবেশন, নেত্রপানি প্রকাশক, গমনেচ্ছা, গমন সভাবমতি, আগমন, ভোজন, নৃত্য, লিপ্সা, কৌতুক, নিদ্রা এই দ্বাদশ ভাব। কাহারও মতে লজ্জিত, গর্ব্বিত, ক্ষুধিত, তৃষিত, মুদিত, ক্ষোভিত এই ছয় ভাব। কেহ বলেন দীপ্ত, দীন, সুস্থ, মুদিত, সুস্থ, প্রপীড়িত, মুষিত, পরিহীয়মান বীর্য্য, প্রবৃদ্ধ বীর্য্য, অধিক বীর্য্য এই দশ ভাব। কেহ বা বলেন দীপ্ত, সুস্থ, মুদিত, শান্ত, শক্তি, প্রপীড়িত, দীন, বিকল এবং খল এই নয় ভাব। অতএব সকলের ভিন্ন ভিন্ন মত বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে অতি বিস্তৃত হইয়া উঠিবে; এ জন্য তুমি সহজে বুঝিতে পারিবে বলিয়া দীপ্তাদি দশ ভাবের বিষয় নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

স্বীয় উচ্চ গৃহস্থ গ্রহ দীপ্ত এবং নীচ গৃহস্থ গ্রহ দীন, আপন

গৃহস্থিত গ্রহ সুস্থ, মিত্র গৃহস্থিত গ্রহ মুদিত, শত্রুগৃহগত গ্রহ সুপ্ত, যুদ্ধে পরাজিত গ্রহ প্রপীড়িত, অস্তগত গ্রহ মুষিত, নীচ গৃহাভিমুখী গ্রহ পরিহীয়মান বীর্য্য, আপন উচ্চ গৃহাভিমুখে গতিবিশিষ্ট গ্রহ প্রবৃদ্ধ বীর্য্য, এবং শুভ গ্রহের ক্ষেত্রাদি ষড়-বর্গস্থিত গ্রহ অধিক বীর্য্য বলিয়া কথিত হয়।

এক্ষণে গ্রহগণ কি ভাবে থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হয় তাহাই বলিব। জন্মসময়ে কোন গ্রহ দীপ্তভাবে থাকিলে উত্তম কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে ; দীনভাবে থাকিলে নরপতিও দীনতা প্রাপ্ত হইবে। সুস্থভাবে থাকিলে জাতকের ধন, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি এবং সুখাদি লাভ হয়। মুদিত ভাবস্থ হইলে আমোদ ও বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তি ঘটে। সুপ্তভাবে থাকিলে জাতব্যক্তিকে সর্ব্বদা বিপন্ন করে। প্রপীড়িত ভাবে থাকিলে জাতক শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত হয় ; মুষিত হইলে তাহার অর্থক্ষয় জানিবে। প্রবৃদ্ধবীর্য্য গ্রহ জাতব্যক্তিকে হস্তী, ঘোটক, রত্ন এবং ভূমি ভোগ করায়, এবং অধিক কার্য্যান্বিত হইলে রাজসদৃশ শক্তিত্রয়জনিত সম্পদাদি লাভ হইবে।

নাক্ষত্রিকী দশা।

সত্যযুগে লাগ্নিক দশা, ত্রেতায় হরগৌরী দশা, দ্বাপরে যোগিনী দশা এবং কলিযুগে নাক্ষত্রিকী দশা দ্বারা মনুষ্যের শুভাশুভ নির্ণীত হইয়া থাকে। সেই নাক্ষত্রিকী দশার বিষয় কথিত হইতেছে।

এই সমস্ত দশাই যে মনুষ্যকে ভোগ করিতে হইবে এমন কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই, যাহার যেরূপ পরমায়ু সে সেইরূপ ভোগ

করে। সমস্ত দশার সমষ্টিকাল ১০৮ বৎসর। উহাই মানবের উৰ্দ্ধতন পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে।

কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্ম হইলে রবির দশা হয়; এই দশার পরিমাণ কাল ৬ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ২ বৎসর, প্রত্যেক নক্ষত্রের চতুর্থাংশে ৬ মাস, প্রতি দণ্ডে ১২ দিন এবং প্রতি পলে ১২ দিন ভোগ হইয়া থাকে।

আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে চন্দ্রের দশা। এই দশা ১৫ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৩ বৎসর ৯ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১১ মাস ৭ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২২ দিন ৩০ দণ্ড এবং প্রতি পলে ২২ দণ্ড ৩০ পল।

মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিলে প্রথমে মঙ্গলের দশা। এই দশার পরিমাণ ৮ বৎসর, প্রতিনক্ষত্রে ২ বৎসর ৮ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস, প্রতি দণ্ডে ১৬ দিন এবং প্রতি পলে ষোল দণ্ড হয়।

হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে বুধের দশা। এই দশার পরিমাণ ১৭ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষত্রের চতুর্থাংশে ১ বৎসর ২২ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২৫ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি পলে ২৫ দণ্ড ৩০ পল।

অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে শনির দশা। এই দশার পরিমাণ ১০ বৎসর, প্রতিনক্ষত্রে ৩ বৎসর ৪ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১০ মাস, প্রতি দণ্ডে ২০ দিন এবং প্রতি পলে ২০ দণ্ড।

পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবনা নক্ষত্রে বৃহস্পতির দশা। দশা পরিমাণ ১৯ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর

৯ মাস, প্রত্যেক নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২ মাস ৫ দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতিপলে ২৮ দণ্ড ৩০ পল।

ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাহুর দশা। এই দশা ১২ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর, প্রতি দণ্ডে ২৪ দিন ও প্রতি পলে ২৪ দণ্ড।

উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রে শুক্রের দশা। পরিমাণ কাল ২১ বৎসর. প্রতি নক্ষত্রে ৫ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর তিন মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি পলে ৩১ দণ্ড ৩০ পল।

সূর্য্য, মঙ্গল, শনি ও রাহুর দশাপরিমিত বর্ষকে দ্বিগুণ করিলে ও চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্রের দশা পরিমিত বৎসরকে দেড় গুণ করিলে যত সংখ্যা হইবে, এক দণ্ডে তত সংখ্যা দিন দশাভুক্তি জানিবে। যখন জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ড তখনই এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা গণনা করিবে নতুবা অনুপাত করিতে হইবে।

অন্তর্দ্দশা।

মনুষ্যগণ যে নক্ষত্রে জন্মে, জন্মকাল হইতে তদনুযায়ী দশা-ভোগ করিতে হয়। সেই দশাকাল শেষ হইলে তাহার পর যে দশা উল্লিখিত হইয়াছে সেই দশা ভোগ করিবে। উপরে যে দশাভোগের বিষয় লিখিত হইল উহাকে স্থূলদশা বলে। এক একটী স্থূলদশার নির্দ্দিষ্টকালমধ্যে সমস্ত গ্রহগণ পর্য্যায়ক্রমে যে নির্দ্দিষ্টকাল ভোগ করে, তাহাকে তাহাদের অন্তর্দ্দশা কহে। কোন গ্রহের দশাকালে কোন্ গ্রহ কতদিন অন্তর্দ্দশা ভোগ

করিবে, তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল, বিস্তৃতি ভয়ে তাহাদের ফলাফল কথিত হইল না। তবে প্রতিদিনের দশা-ফল অর্থাৎ কোন্ দিন কিরূপে অতিবাহিত হইবে, সহজে তাহা স্থির করিবার জন্য নিত্য দশা গণনা করিবার উপায় কথিত হইবে, যদ্দ্বারা তুমি প্রতিদিনের শুভাশুভ স্থির করিতে পারিবে।

রবির দশায় রবির নিজের অন্তর্দ্দশাকাল ৪ মাস, তাহার পরে চন্দ্রের ১০ মাস, মঙ্গলের ৫ মাস ১০ দিন, বুধের ১১ মাস ১০ দিন, শনির ৬ মাস ২০ দিন, বৃহস্পতির ১ বৎসর ২০ দিন, রাহুর ৮ মাস এবং শুক্রের ১ বৎসর ২ মাস।

চন্দ্রের দশায় চন্দ্রের ২ বৎসর ১ মাস, মঙ্গলের ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন, বুধের ২ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন, শনির ১ বৎ-সর ৪ মাস ২০ দিন, বৃহস্পতির ২ বৎসর ৭ মাস ২০ দিন, রাহুর ১ বৎসর ৮ মাস, শুক্রের ২ বৎসর ১১ মাস এবং রবির ১০ মাস।

মঙ্গলের দশায় মঙ্গলের ৭ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, বুধের, ১ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, শনির ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড বৃহস্পতির ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড, রাহুর ১০ মাস ২০ দিন, শুক্রের ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন, রবির ৫ মাস ১০ দিন এবং চন্দ্রের ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন।

বুধের দশায় বুধের ২ বৎসর ৮ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, শনির ১ বৎসর ৬ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড, বৃহস্পতির ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড, রাহুর ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন, শুক্রের ৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন, রবির ১১ মাস ১০ দিন, চন্দ্রের ১ বৎ-

সর ৪ মাস ১০ দিন এবং মঙ্গলের ১ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড।

শনির দশায় শনির ১১ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, বৃহস্পতির ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, রাহুর ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন, শুক্রের ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন, রবির ৬ মাস ২০ দিন, চন্দ্রের ১ বৎসর ৪ মাস ২০ দিন, মঙ্গলের ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড এবং বুধের ১ বৎসর ৬ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড।

বৃহস্পতির দশায় তাহার নিজের ১ বৎসর ২০ দিন, রাহুর ২ বৎসর ১ মাস ১০ দিন, শুক্রের ৩ বৎসর ৮ মাস ১০ দিন, চন্দ্রের ২ বৎসর ৭ মাস ২০ দিন, মঙ্গলের ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড, বুধের ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড এবং শনির ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ পল।

রাহুর দশায় রাহুর ১ বৎসর ৪ মাস, শুক্রের ২ বৎসর ৪ মাস, রবির ৮ মাস, চন্দ্রের ১ বৎসর ৮ মাস, মঙ্গলের ১০ মাস ২০ দিন, বুধের ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন, শনির ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন এবং বৃহস্পতির ২ বৎসর ১ মাস ১০ দিন।

শুক্রের দশায় শুক্রের ৪ বৎসর ১ মাস, রবির ১ বৎসর ২ মাস, চন্দ্রের ২ বৎসর ১১ মাস, মঙ্গলের ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন, বুধের ৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন, শনির ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন, বৃহস্পতির ৩ বৎসর ৮ মাস ২০ দিন এবং রাহুর ২ বৎসর ৪ মাস।

এই সকল অন্তর্দ্দশার অন্তর্গত আবার ঐরূপে সকল গ্রহগণের প্রত্যন্ত দশা আছে।

দিনদশা।

প্রতিদিনের দশা গণনা করিতে হইলে, যাহার দশা গণনা করিতে হইবে তাহার জন্মনক্ষত্রাঙ্ককে ৪ গুণ করিয়া তাহাতে যে দিনদশা গণনা করিবে, সেই দিনের তিথি ও বারের সংখ্যা যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাকে ৯ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট যে অঙ্ক থাকিবে তাহাদ্বারা দিনদশার অধিপতি নির্ণয় করিবে।

এক অবশিষ্ট থাকিলে রবি, ২ থাকিলে চন্দ্র, ৩ থাকিলে মঙ্গল ৪ থাকিলে রাহু, ৫ থাকিলে বৃহস্পতি, ৬ থাকিলে শনি, ৭ থাকিলে বুধ, ৮ থাকিলে কেতু, ০ থাকিলে শুক্র দিনদশার অধিপতি হইবে।

এইরূপ গণনা দ্বারা প্রতি দিনের শুভাশুভ জ্ঞান করিবে। যে দিনে রবির দশা হইবে, সেই দিনে শোক অথবা ক্লেশ হইবে, চন্দ্রের দশায় শৌর্য্য ও মনোবাঞ্ছাসিদ্ধি, মঙ্গলের দশাতে অস্ত্র ও অগ্নিভয়, রাহুর দশাতে অর্থক্ষয়, বৃহস্পতির দশাতে শ্রীলাভ, শনির দশাতে ধনক্ষয়, বুধের দশাতে পুণ্যকার্য্য, কেতুর দশাতে কার্য্যনাশ এবং শুক্রের দশাতে লাভ ও পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে।

যে তিথিতে দশা গণনা করিবে, যতক্ষণ সেই তিথি থাকিবে ততক্ষণ তাহার দশানুযায়ী ফল হইবে, তিথি পরিত্যাগে পুনরায় গণনা করিয়া দেখিবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রহগণের গোচর ফল ও গ্রহদোষ শান্তি।

এতক্ষণ তোমাকে জাতকের জন্মকালীন গণনার কথা বলিলাম। এইবারে গ্রহগণ যথা সময়ে যে রাশি হইতে রাশ্যন্তর গমন করে এবং তদ্দারা যে শুভাশুভ ফল উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহাই বলিয়া জ্যোতিষ বিষয়ক উপদেশ সমাপ্ত করিব। প্রতি মাসের দিনপঞ্জিকায় গ্রহগণের গ্রহপরিবর্ত্তনাদি যথাক্রমে লিখিত হইয়া থাকে, উহা দ্বারাই তাহাদিগের গোচর ফল জানিতে পারা যায়।

জন্মরাশিতে চন্দ্র থাকিলে মিষ্টান্ন ভোজন, শুক্র থাকিলে আমোদ প্রমোদ, রবি ও মঙ্গল থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি, শনি থাকিলে প্রাণহানি, বুধ থাকিলে বন্ধন, বৃহস্পতি থাকিলে শত্রুবলবৃদ্ধি ও মানসিক ক্লেশ এবং রাহু থাকিলে অর্থক্ষয় হয়।

রবি দ্বিতীয় স্থানস্থিত হইলে মিত্রভেদ, চন্দ্র থাকিলে ক্লেশ, শনি থাকিলে বিত্তনাশ, বুধ থাকিলে লাভ, মঙ্গল থাকিলে হানি, শুক্র থাকিলে ভোগ এবং বৃহস্পতি থাকিলে জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রবি, মঙ্গল, শনি ও শুক্র তৃতীয়ে থাকিলে স্থান প্রাপ্তি, চন্দ্র ও বুধ থাকিলে শত্রুনাশ, বৃহস্পতি থাকিলে মনঃপীড়া জন্মে।

চতুর্থে বৃহস্পতি থাকিলে শাস্ত্রবিরোধী বুদ্ধি হয়, রবি থাকিলে অত্যন্ত দুঃখ, চন্দ্র থাকিলে উদররোগ, বুধ থাকিলে

আরোগ্য, শুক্র থাকিলে রোগক্ষয়, মঙ্গল থাকিলে শত্রুভয়, এবং শনি থাকিলে বিত্তনাশ হয়।

পঞ্চমে চন্দ্র থাকিলে দুর্ভাগ্য, মঙ্গল থাকিলে উদ্বেগ, শনি থাকিলে নানা দোষ, রবি থাকিলে বন্ধুবিচ্ছেদ, বুধ থাকিলে দুর্ভাগ্য, শুক্র থাকিলে লাভ, বৃহস্পতি থাকিলে সকল সুখ হয়।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি ষষ্ঠে থাকিলে প্রচুর ধান্যাদি লাভ, বৃহস্পতি থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি ও মানসিক ক্লেশ এবং শুক্র থাকিলে নানাপ্রকার শত্রুতা নাশ হয়।

চন্দ্র সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীলাভ, শনি থাকিলে মানসিক উদ্বেগ, মঙ্গল থাকিলে ধনক্ষয়. বৃহস্পতি থাকিলে সম্পত্তি লাভ, বুধ থাকিলে রোগ, শুক্র থাকিলে রোগবৃদ্ধি, রবি থাকিলে নানা অনিষ্ট হইবে।

মঙ্গল অষ্টমে থাকিলে অগ্নিভয়, বুধ থাকিলে সুখ, শনি থাকিলে ধনহরণ. শুক্র থাকিলে অর্থলাভ, রবি থাকিলে মৃত্যু, বৃহস্পতি থাকিলে স্থাননাশ এবং চন্দ্র থাকিলে নেত্ররোগ হইয়া থাকে।

রবি নবমে থাকিলে অর্থনাশ, বুধ থাকিলে রোগ, মঙ্গল ও শুক্র থাকিলে অর্থলাভ, চন্দ্র থাকিলে ত্রাস এবং বৃহস্পতি থাকিলে স্থান মান ও পশ্বাদি লাভ হয়।

দশমে বুধ থাকিলে মনের সুস্থতা, রবি থাকিলে ইচ্ছানুরূপ কীর্ত্তি, মঙ্গল থাকিলে সম্পত্তি, চন্দ্র থাকিলে প্রধান পদ ও অর্থলাভ, রবি থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি, শুক্র থাকিলে মিত্রের যশঃবৃদ্ধি ও বৃহস্পতি থাকিলে প্রীতিলাভ হইবে।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই সকল গ্রহ একাদশে থাকিলে মনুষ্যের ধনধান্য ও মানবৃদ্ধি হয়। একাদশে সকল গ্রহই শুভফলপ্রদ।

বৃহস্পতি, রবি, শনি, রাহু, মঙ্গল ও চন্দ্র দ্বাদশে থাকিলে বধ বন্ধন, ভয় হয়। বুধ ও শুক্র থাকিলে মানব ধৈর্য্যশীল হয়।

রাহু ও কেতুর ফল পৃথক লিখিত হইতেছে।—

রাহু লগ্ন, দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দ্বাদশ রাশিতে থাকিলে অর্থক্ষয়, শত্রুভয়, কার্য্যহানি, রোগ, অগ্নিভয় ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন স্থানে থাকিলে শুভ ফল দেয়।

কেতু একাদশ, তৃতীয়, দশম কিম্বা ষষ্ঠ রাশিতে গত হইলে মনুষ্যের সম্মান, ভোগ, রাজপূজা, সুখ ও অর্থলাভ হয়।

রবি ও মঙ্গলগ্রহ প্রবেশ কালে ফল প্রদান করে। বৃহস্পতি ও শুক্র মধ্যে, শনি ও চন্দ্র শেষে এবং বুধ সর্ব্বসময়ে ফলপ্রদ হয়।

গ্রহদোষ শান্তি।

আমাদিগের দেশের প্রাচীন মুনিগণ গ্রহদোষ শান্তির বিবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যেমন একটী দীর্ঘ লৌহদণ্ড অট্টালিকাপার্শ্বে প্রোথিত করিয়া দিলে সেই গৃহবাসীদিগের বজ্রভয় থাকে না, সেইরূপ মানবদেহে কোন কোন দ্রব্য ধারণ করিলে তাহাদের উপর গ্রহগণের প্রাধান্য কার্য্যকর হইতে পারে না। এজন্য কোন্ কোন্ গ্রহ প্রতিকূল হইলে

কি কি দ্রব্য ধারণ করিলে তাহার শান্তি হইবে নিম্নে তাহা কথিত হইতেছে।

রবির বৈগুণ্যে বৈদুর্য্যমণি, স্বর্ণ ও তাম্রখণ্ড বা বিল্বমূল ধারণ করিবে। চন্দ্রের জন্য নীলপ্রস্তর (নীলকান্তমণি), রৌপ্য, ক্ষিরুইমূল। মঙ্গলের জন্য মাণিক্য (লোহিত প্রস্তর), তাম্র ও তীক্ষ্ণ লৌহ বা অনন্তমূল। বুধের জন্য পুষ্পরাগ, পারদ ও কাঁসা বা বীজতারকের মূল। বৃহস্পতির জন্য মুক্তা, দস্তা বা বামুনহাটীর মূল। শুক্রের জন্য হীরক, রঙ্গ বা রামবাকসের মূল। শনির জন্য প্রস্তর, সীসা বা শ্বেত বেড়েলার মূল। রাহুর জন্য গোমেদ প্রস্তর, লৌহ বা চন্দনকাষ্ঠ। কেতুর জন্য মরকত প্রস্তর, লৌহ বা অশ্বগন্ধার মূল ধারণ করিলে গ্রহদোষ নিবৃত্তি পায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রশ্নগণনা।

"ক" হইতে "হ" পর্য্যন্ত ৩৩টী ব্যঞ্জন এবং অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শটি স্বরবর্ণের এক একটী নির্দ্দিষ্ট অঙ্কদ্বারা প্রশ্ন গণনা সাধন করা যায়। যথা ;—ক ৩, খ ৪, গ ৫, ঘ ৬, ঙ ৭, চ ৪, ছ ৫, জ ৬, ঝ ৭, ঞ ৮, ট ৫, ঠ ৬, ড ৭, ঢ ৮, ণ ৯, ত ৬, থ ৭, দ ৮, ধ ৯, ন ১০, প ৭, ফ ৮, ব ৯, ভ ১০, ম ১১, য ৮, র ৯, ল ১০, ব ১১, শ ৯, ষ ১০, স ১১, হ ১২, এবং অ ১, আ ২, ই ৩, ঈ ৪, উ ৫,

উ ৬, ঋ ৭, ঋৃ ৯, ৯ ৯, ৠ ১০, এ ১১, ঐ ১২, ও ১৩, ঔ ১৪, অং ১৫, অঃ ১৬।

প্রশ্নকারক প্রশ্ন করিবার কালে যে কয়টি কথা বলিবে, উপরোক্ত নিয়মানুসারে তাহাদের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির অঙ্ক পৃথক পৃথক যোগ করিবে। বলা বাহুল্য যে, যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণ অত্যন্ত অর্থাৎ শেষে কেবল অ মাত্র আছে, তাহার জন্য অতিরিক্ত ১ যোগ করিতে হইবে না; স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অঙ্ক গুলির দুইটি যোগফলকে পরস্পর গুণ করিবে। গুণ-ফল যাহা হইবে তাহার নাম অক্ষরপিণ্ড। ঐ অক্ষরপিণ্ডকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যদি বাকী ১ থাকে, তবে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে, আর শূন্য থাকিলে হইবে না। লাভালাভের প্রশ্ন স্থলে ১ থাকিলে লাভ, ০ থাকিলে ক্ষতি জানিতে হইবে। ঐরূপ জয় পরাজয়, ভাল মন্দ ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর বিবেচনা করিয়া বলিবে।

গণনায় কোন্ দিকের প্রশ্ন জানিতে হইলে, ঐ অক্ষরপিণ্ডকে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া দিক্ নিরূপণ করিবে। যথা—১ বাকী থাকিলে পূর্ব্বদিক্, ২ থাকিলে অগ্নিকোণ, ৩ থাকিলে দক্ষিণ, ৪ থাকিলে নৈঋতকোণ, ৫ থাকিলে পশ্চিম, ৬ থাকিলে বায়ুকোণ, ৭ থাকিলে উত্তরদিক্, ০ থাকিলে ঈশানকোণ নিশ্চয় করিবে।

যদি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বা শূন্য, মৃত্তিকার উপর ও মাটীর নীচে ঐরূপ অবধারিত করিতে হয়, তবে অক্ষরপিণ্ডকে ৩ দিয়া ভাগ করিবে; ভাগশেষ ১ থাকিলে স্বর্গ বা শূন্য, ২ থাকিলে মর্ত্ত্য বা মাটীর উপর এবং শূন্য থাকিলে মাটীর নীচে বা পাতাল বুঝিবে।

যদি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবধারিত করিবার প্রয়োজন হয়, তবে অক্ষরপিণ্ডকে ৩ দিয়া ভাগ করিতে হইবে এবং ভাগশেষ ১ থাকিলে অতীত, ২ থাকিলে বর্ত্তমান ও ৩ থাকিলে ভবিষ্যৎ বলিয়া স্থির করিবে।

ঐরূপে উক্ত অক্ষরপিণ্ডকে ৪ দিয়া ভাগ করিয়া যদি ১ অবশিষ্ট থাকে তবে ধাতুমূল, ২ থাকিলে তাহা হইলে জীব, ৩ থাকিলে মূলজাবএবং শূন্য থাকিলে ধাতুচিন্তা স্থির করিবে।

যদি ধাতু চিন্তা স্থির হয় তবে অক্ষরপিণ্ডকে দুই দিয়া ভাগ করিলে যদি ১ অবশিষ্ট থাকে তবে ঐ ধাতু শরীরে ধার্য্য, আর ০ থাকিলে তাহার বিপরীত অন্য প্রকার ধাতু বিবেচনা করিতে হইবে।

কি ধাতু জানিবার আবশ্যক হইলে অক্ষরপিণ্ডকে ১১ ভাগ করিতে হইবে। এক বাকী থাকিলে সুবর্ণ, ২ থাকিলে রৌপ্য, ৩ থাকিলে তাম্র, ৪ থাকিলে পারদ, ৫ থাকিলে কাংস, ৬ থাকিলে পিত্তল, ৭ থাকিলে সীসক, ৮ থাকিলে দস্তা, ৯ থাকিলে লৌহ, ১০ থাকিলে অভ্র, এবং ০ থাকিলে কাচ বলিয়া জানিবে।

যদি শরীরে ধার্য্য ধাতু বলিয়া স্থির হয়, তবে কোন অলঙ্কার বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে কি অলঙ্কার তাহা অবধারিত করা আবশ্যক হইবে। তাহা হইলে যাহার ভূষণ তাহার নামের অক্ষর সংখ্যাকে ৩ দিয়া ভাগ করিবে। এক বাকী থাকিলে নানা অঙ্গের অলঙ্কার, ২ থাকিলে মস্তকের, ৩ থাকিলে চরণালঙ্কার স্থির করিবে।

জীবপ্রশ্নে অক্ষরপিণ্ডকে ৪ দিয়া ভাগ করিয়া ১ বাকী থাকিলে দ্বিপদ, ২ থাকিলে চতুষ্পদ, ৩ থাকিলে পদহীন এবং শূন্য থাকিলে বহুপদ জীব নিশ্চয় জানিবে।

ঐরূপে ৪ দিয়া অক্ষরপিণ্ডকে ভাগ করিয়া ১ থাকিলে দেবতা, ২ থাকিলে মনুষ্য ৩ থাকিলে পক্ষী, ০ থাকিলে রাক্ষস স্থির করিবে।

অক্ষরপিণ্ডকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে যদি ১ থাকে, তাহা হইলে গৌরবর্ণ দীর্ঘ বালক, ২ থাকিলে শ্যামবর্ণ মধ্যমাকার যুবা এবং ০ থাকিলে মধ্যমবর্ণ, খর্ব্ব ও বৃদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে।

দেবতা, মনুষ্য, পক্ষী ও রাক্ষস এই চতুর্ব্বিধ জীবের পুরুষ বা স্ত্রী জানিতে হইলেও অক্ষরপিণ্ডকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া ১ থাকিলে পুরুষ ও ০ থাকিলে স্ত্রী নিশ্চয় করিবে।

বৃক্ষাদি বিষয়ক প্রশ্ন হইলে অক্ষরপিণ্ডকে ৬ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগশেষ ১ থা কলে মূল, ২ থাকিলে কাষ্ঠ, ৩ থাকিলে ত্বক, ৪ থাকিলে পত্র, ৫ থাকিলে পুষ্প এবং ০ থাকিলে ফল স্থির করিবে।

অক্ষরপিণ্ডকে ৪ দিয়া ভাগ করিয়া বাকী ১ থাকিলে বৃক্ষ, ২ থাকিলে লতা, ৩ থাকিলে ওষধি, ০ থাকিলে তৃণ-গুল্মাদি জানিতে হইবে।

অক্ষরাপিণ্ডকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যদি ১ বাকী থাকে তবে ভক্ষ্য, ০ থাকিলে তবে অভ্যক্ষ বলিয়া জানিবে।

জীবচিন্তাস্থলে অঙ্কপিণ্ডকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে যদি ভাগশেষ ১ থাকে তবে কেশ, ২ থাকিলে অস্থি, ৩ থাকিলে মাংস ৪ থাকিলে চর্ম্ম, ৫ থাকিলে মেদ, ০ থাকিলে বসা নিরূপণ করিবে।

উক্ত বিষয়ক প্রশ্নে জীবিত কি মৃত স্থির করিতে হইলে,

অক্ষরপিণ্ডকে ২ ভাগ করিয়া ১ বাকী থাকিলে জীবিত, ০ থাকিলে মৃত জানিবে।

যুদ্ধ বিষয়ক প্রশ্ন হইলে অক্ষরপিণ্ডে নামাক্ষরাঙ্ক যোগ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ করিবে, তাহাতে যদি ১ বাকী থাকে তবে যুদ্ধে যাওয়া বিধেয়, ২ থাকিলে স্থির থাকা কর্ত্তব্য, ০ থাকিলে সন্ধি করা কর্ত্তব্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ও সামুদ্রিক।

মা বিন্দু, এক্ষণে তোমাকে নষ্ট কোষ্ঠী ও সামুদ্রিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিয়া জ্যোতিষাধ্যায় সমাপ্ত করিব। যদি কাহারও জন্মপত্রিকা না থাকে তবে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়া লইবে।

যাহার কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হইবে, সে ব্যক্তি তাহার কোষ্ঠীগণনা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিবে. অগ্রে গণনা করিয়া দেখিবে যে সেই প্রশ্নবাক্যে ঠিক কতগুলি অক্ষর আছে। প্রশ্নবাক্যে যতগুলি অক্ষর থাকিবে প্রথমতঃ তাহাকে ৪ গুণ করিবে। সেই গুণফলে ৩ যোগ করিয়া যাহা হইবে তাহাকে ধ্রুবাঙ্ক কহে। ঐ ধ্রুবাঙ্ককে অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে প্রশ্নকর্ত্তার জন্মশক, জন্মমাসাদি অবধারণ করিতে হইবে। যথা—জন্মশক জানিবার প্রয়োজন হইলে ঐ ধ্রুবাঙ্ককে ৩২ দিয়া

গুণ করিয়া, যাহার কোষ্ঠী গণনা করিবে সে যদি বৃদ্ধ হয় তবে, ঐ গুণফলকে ২৪ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে তত বৎসর, যুবা হইলে ঐ গুণফলকে ৪৮ দিয়া এবং বালক হইলে ২৭ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল যত হইবে তত বৎসর বয়ঃক্রম জানিবে।

জন্মমাস জানিতে হইলে ধ্রুবাঙ্ককে ৮ দ্বারা গুণ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ যত থাকিবে তাহা মাসাঙ্ক জানিবে। যথা—১ থাকিলে বৈশাখ, ২ থাকিলে জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

জন্মতিথি জানিবার প্রয়োজন হইলে ধ্রুবাঙ্ককে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২ দিয়া ভাগ দিলে যদি ১ বাকী থাকে তবে শুক্ল, ০ বাকী থাকিলে কৃষ্ণপক্ষ জানিতে হইবে।

জন্মতিথি নিশ্চয় করিবার সময় ধ্রুবাঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ যাহা থাকিবে, তাহাকে তিথির অঙ্ক অর্থাৎ ১ থাকিলে প্রতিপদ, ২ থাকিলে দ্বিতীয়া ইত্যাদি ক্রমে ১৫ পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষের সেই তিথি এবং ১৫ পরে ১৬ হইতে কৃষ্ণ পক্ষের তিথি জ্ঞান করিবে।

লগ্ন জানিতে হইলে ধ্রুবাঙ্ককে ১৫ গুণ করিয়া গুণফলকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই মেষাদি ক্রমে লগ্ন জানিবে। যথা—১ থাকিলে মেষ, ২ থাকিলে বৃষ ইত্যাদি।

জন্মবার জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ককে ১ গুণ করিয়া গুণফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ যাহা থাকিবে তদ্দ্বারা ১ হইতে রবি প্রভৃতি বার অবধারণ করিবে।

রাশি জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ককে ২০ গুণ করিয়া গুণফলকে

১২ ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই মেষাদি ক্রমে রাশির অঙ্ক জানিয়া লইবে।

সামুদ্রিক।

মা বিন্দু, তোমাকে জ্যোতিষ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম তাহা অতি সংক্ষেপ হইলেও তোমার কোন কাজ আটক হইবে না; যাহা কিছু আবশ্যক সকলই সাধন করিতে পারিবে। এক্ষণে সামুদ্রিক অর্থাৎ হস্তাদির চিহ্ন দেখিয়া মানবের প্রকৃতি এবং অদৃষ্টাদি গণনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

সকল স্ত্রী-পুরুষের হস্তের রেখা যে কিছু সমান এমন নহে; ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সকল মনুষ্যের অদৃষ্টও কিছু সমান নহে এবং সকলেই যে এক প্রকৃতির তাহাও নহে। কিরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্যাদৃষ্টের শুভাশুভ কিরূপ হইবে, সামুদ্রিকশাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে সহজে তাহা জানিতে পারা যায়।

সামুদ্রিক শাস্ত্রে হস্তের অঙ্গুলী ও রেখা গুলির যে বিশেষ বিশেষ নাম আছে অগ্রে তাহাদের বিষয় কথিত হইতেছে। যথা;—১ম অঙ্গুলীর নাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, দ্বিতীয়ের নাম তর্জ্জনী, তৃতীয়ের নাম মধ্যমা, চতুর্থের নাম অনামিকা ও পঞ্চমের নাম কনিষ্ঠা।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নিম্ন হইতে তর্জ্জনীর দিকে যে রেখা অঙ্কিত থাকে তাহার নাম আয়ুরেখা, কেহ কেহ ইহাকে ভোগরেখাও বলিয়া থাকেন। আয়ুরেখার পার্শ্বে যে একটি রেখা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে, তাহাকে মাতৃ

রেখা, যে রেখা করতলের নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ অর্থাৎ যে দিকে মাতৃরেখা প্রসারিত হয় সেই দিকে গিয়াছে তাহাকে পিতৃরেখা কহে। যে রেখা পিতৃরেখার মূলদেশ হইতে উর্দ্ধদিকে মধ্যমাঙ্গুলীর দিকে সরলভাবে উর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে তাহাকে উর্দ্ধরেখা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ হইতে উঠিয়া যে রেখা বক্র ভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরিদেশ স্পর্শ করে বা স্পর্শ করিবার জন্য আগ্রসর হয় তাহাকে পরস্বাপ্তি রেখা বলে।

যে ব্যক্তির আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নিম্ন হইতে তর্জ্জনীর মূল অতিক্রম করিয়া তাহার পার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, সে ব্যক্তি ১২০ বৎসর জীবিত থাকে; কিন্তু ঐ রেখা কোথাও ছিন্ন ভিন্ন হইলে আয়ুপরিমাণ উক্তরূপ হয় না। যদি ঐ আয়ুরেখা কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমার মূলদেশ অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্পর্শকরে, তবে আয়ুষ্কাল ১০০ বা ৮০ বৎসর জানিতে হইবে। যদি অনামিকার মূলদেশে মিলিত হয় তবে ৫০। ৬০ বৎসর পরামায়ু নিশ্চয় করিবে। আর যাহার আয়ুরেখা নানা স্থানে ছিন্ন ভিন্ন সে ব্যক্তি নিতান্ত অল্পায়ু হইয়া থাকে।

যাহার হস্তে উর্দ্ধরেখা অবিচ্ছিন্ন ভাবে অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি রাজা বা রাজসদৃশ, ঐশ্বর্য্যশালী, চিরবিখ্যাত এবং ধনবান হইবে।

যাহার পিতৃ ও মাতৃরেখার প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত নহে, অথবা যাহার পিতৃরেখা পূর্ণরূপে অঙ্কিত নহে, তাহাকে জারজ বলিয়া জানিবে।

করতলে অনেক রেখা থাকিলে ক্লেশ, অল্প রেখা থাকিলে

দারিদ্র্য, এবং অল্পও নয় অধিকও নয় এরূপ থাকিলে সুখ বলিয়া জানিতে হইবে।

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই চারিটী অঙ্গুলীর প্রত্যেকের পর্ব্বরেখা তিন তিনটি করিয়া গণনায় দ্বাদশটি হইলে মনুষ্য ধনধন্যাদিসম্পন্ন ও মহা সুখী হয়।

যাহার উক্ত রেখা গণনায় ১৩টি হয়, সে ব্যক্তি মহা দুঃখ-ভোগ করে।

যাহার উক্ত চারি অঙ্গুলীর পর্ব্বরেখা গণনায় ১৫টি হয়, সে ব্যক্তি চোর হইয়া থাকে। ১৬টি হইলে দ্যূতক্রীড়াশক্ত ও প্রতারক হয়। ১৭টি হইলে পাপী, ১৮টি হইলে ধার্ম্মিক, ১৯টি হইলে গুণবান ও সাধারনের প্রীতিভাজন, ২০টি হইলে তপস্বী এবং ২১টি হইলে মহাত্মা হয়।

যাহার তর্জ্জনীর অগ্রভাগে চক্র চিহ্ন থাকিবে সে ব্যক্তি কোন বন্ধু হইতে ধন লাভ করিবে।

যে ব্যক্তির মধ্যমাঙ্গুলীতে উক্তরূপ চিহ্ন থাকে সে ব্যক্তি দৈবধন প্রাপ্ত হয়। বিপরীত চিহ্ন থাকিলে দৈবপ্রতিবন্ধকে ধনক্ষয় হইয়া থাকে।

যাহার অনামিকাতে চক্র চিহ্ন থাকিবে সে ব্যক্তি নানা উপায়ে ধনলাভ করিবে। তদ্বিপরীত চিহ্নে নানা প্রকারে ধনক্ষয় হইবে।

যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠে চক্র থাকিবে সে ব্যক্তি বাণিজ্যদ্বারা ধনবান হইবে, কিন্তু অন্যরূপ চিহ্ন থাকিলে বাণিজ্যে মূলধন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে।

অন্যান্য চিহ্ন।

বাহুযুগল, নয়ন-যুগল, কুক্ষিদ্বয়, নাসাপুট এবং স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল দীর্ঘ হইলে শুভজনক।

গ্রীবা, কর্ণদ্বয়, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা, কটি হ্রস্ব হইলে মঙ্গলদায়ক।

অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত, কেশ, নখ ও চর্ম্ম যাহার সূক্ষ্ম তিনি দীর্ঘ-জীবী হইবেন।

নাসিকা, নেত্র, দন্ত, ললাট, মস্তক, হৃদয়, যাহার উন্নত সে ব্যক্তি সুখী হইবেন।

পানিতল, পাদতল, নয়নপ্রান্ত, নখ, তালু, অধর, জিহ্বা রক্ত বর্ণ হইলে মঙ্গলজনক।

স্বর, বুদ্ধি, নাভি গভীর হইলে প্রশংসনীয়। বক্ষস্থল, মস্তক, ললাট, এই তিন স্থান যদি বিস্তীর্ণ হয় তিনি নিশ্চয় ধনবান হয়েন।

যাঁহার কটিদেশ বিশাল তিনি বহু পুত্রবান হইয়া থাকেন, যাঁহার বহু দীর্ঘ তিনি নরশ্রেষ্ঠ, যাঁহার হৃদয় বিস্তীর্ণ তিনি ধনধান্যশালী হয়েন, আর যাঁহার মস্তক বিশাল তিনি মানব-মধ্যে পুজনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তির চক্ষুর প্রান্তদ্বয় রক্ত বর্ণ তাঁহাকে লক্ষ্মী কখন পরিত্যাগ করেন না। যাঁহার শরীর তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় তিনি কখন নির্ধন হয়েন না। যাঁহার দীর্ঘ বাহু তিনি কখন ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত হন না। সদা যাঁহার সহাস্যবদন তিনি কখন দুঃখ ভোগ করেন না।

যাহার দন্ত উন্নত, তাদৃশ ব্যক্তিও কখন কখন মূর্খ হয়,

লোমশ ব্যক্তিও সুখী হইয়া থাকে, যাহার স্থূলোদর সেও কখন কখন দুঃখ ভোগ করে, আর চঞ্চলা নারীকেও সতী হইতে দেখা যায়।

যাহার নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ সে সৌভাগ্যশালী, যাহার দন্তগুলি চিক্কণ সে উপাদেয় দ্রব্যভোগী, যাহার করতল স্নিগ্ধ সে ঐশ্বর্য্য-ভোগী এবং যাহার চরণতল স্নিগ্ধ সে যানবাহনভোগী হইয়া থাকে।

কর্ম্ম না করিয়াও যাহার হস্তদ্বয় কঠিন হয়, পথ ভ্রমণ করিয়াও যাহার চরণদ্বয় কোমল থাকে এবং যাহার পাণিতল রক্ত বর্ণ সে ব্যক্তি রাজ্য লাভ করে।

হস্তরেখা গুলি রক্ত বর্ণ হইলে মনুষ্য সুখী ও কৃষ্ণ বর্ণ হইলে দুঃখী হইয়া থাকে।

যাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যরেখায় যবচিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি ধনে মানে জ্ঞানে শোভিত হইয়া কালযাপন করে এবং দীর্ঘজীবী হয়।

যাহার করতলে অঙ্কুশ বজ্র এবং ছত্রের চিহ্ন থাকে সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও মহৈশ্বর্য্যশালী হইবে।

যাহার করতলে মৎস্যপুচ্ছ রেখা থাকিবে সে ব্যক্তি বিদ্বান ও ধনবান হইয়া পৈতৃক ধন লাভ করিবে।

যাহার কেশ তাম্র বর্ণ ও উন্নত এবং যাহার কক্ষদেশে কোন চিহ্ন থাকিবে না, সে ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবে।

যাহার জিহ্বা এরূপ দীর্ঘ যে তদ্দ্বারা নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিতে পারে, সে ব্যক্তি মুমুক্ষু ও যোগী হইয়া ভূতলে পরিভ্রমণ করে।

যাঁহার চরণতলে পদ্মচক্র, তোরণ, অঙ্কুশ বা বজ্র চিহ্ন থাকিবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় রাজা হইবে।

যাহাদের চিবুক বা বক্ষস্থলে লোম নাই তাহারা নিশ্চয়ই ধূর্ত্ত জানিবে।

স্ত্রী-চিহ্ন।

যে স্ত্রীলোকের অধর ও ওষ্ঠ ঈষৎ রক্ত বর্ণ, মুখ অণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও মাংসল, দন্ত কুন্দকুসুমের ন্যায় সুদৃশ্য ও সরু, বাককোকিলা ও হংসের কল কুজনের ন্যায় শ্রুতিমধুর, কোমল কারুণ্যপূর্ণ, প্রতারণাবিহীন ও সুখাবহ এবং নাসিকা সমান, ও পরিমিত রন্ধ্র বিশিষ্ট, সে স্ত্রী সকলের শ্রেষ্ঠা, রমণীয়া ও মঙ্গলাস্পদা হইয়া থাকে।

যে স্ত্রীর নয়নদ্বয় নীল পদ্মের ন্যায় আয়ত ও উভয় প্রান্ত ক্রমশ সূক্ষ্ম, নাসিকার উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন এবং অধিক পরিমাণে দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ ও সুন্দর, আর যাহার ভ্রূযুগল অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি সে স্ত্রী শুভ লক্ষণাক্রান্তা হইবে সন্দেহ নাই।

যে স্ত্রীর চুল স্বভাবত চক্‌চকে ও কৃষ্ণবর্ণ, কোমল ও কুঞ্চিত, সে স্ত্রী নিশ্চয় সৌভাগ্যবতী।

যে স্ত্রীর চরণতলে বজ্র, পদ্ম ও হলের চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী, দাসী হইলেও রাণীর তুল্য অবস্থা ভোগে কালযাপন করিবে।

যে রমণীর করতলে ত্রিশূল চিহ্ন, অসিচিহ্ন বা গদাচিহ্ন শক্তি চিহ্ন, দুন্দুভি চিহ্ন রেখা থাকে, সে স্ত্রী অবনীমণ্ডলে মহা যশস্বিনী ও কীর্ত্তিমতী হইবে।

যাহার উদরের চর্ম্ম মৃদু, যাহার উদর কৃশ ও শিরা রহিত, সে সৌভাগ্যবতী হয় এবং সদা মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া থাকে।

যাহার অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুলাকার ও মাংসল এবং উহার অগ্রভাগ উন্নত, সে অতুল সুখসৌভাগ্যভোগিনী হইবে। যাহার অঙ্গুষ্ঠ বক্র, হ্রস্ব ও চ্যাপটা তাহার ভাগ্যে সুখভোগ নাই।

যাহার হৃদয়ে লোম নাই, বক্ষস্থল নিম্ন নহে ও সমতল, সে ঐশ্বর্য্যশালিনী হয় বিধবা হয় না, এবং সে পতিপ্রিয়া হইয়া থাকে।

যে নারীর দক্ষিণ স্তন উন্নত সে পুত্রবতী ও গৃহের কর্ত্রী হয় এবং যাহার বাম স্তন উন্নত সে সৌভাগ্যশালিনী সুন্দরী কন্যা প্রসব করে।

যে নারীর অধর সুগোল, পাটলবর্ণ, স্নিগ্ধ ও চিক্কণ ও যদি তাহার মধ্যস্থলে একটি রেখা থাকে সে রাজার প্রণয়িণী হয়।

যে স্ত্রীর উরুযুগলে শিরা রোহিত, করিকর সদৃশ সুগঠন, ঘন, মসৃণ, সুগোল এবং রোম রহিত, সেই কামিনী রাজার প্রণয়পাত্রী হইবে।

নাড়ী গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে নারী সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে, বামাবর্ত্ত হইলে তাহা শুভচিহ্ন কখনই নহে।

যাহার জঠর কুম্ভাকার বা মৃদঙ্গসদৃশ, সেই নারী দরিদ্রা হয়। যে নারীর উদর কুষ্মাণ্ডসদৃশ, তাহার উদর কেহই সহজে পুরণ করিতে পারে না।

যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটী রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল পর্য্যন্ত গমন করে, সে নারী পতিঘাতিনী হইবে।

যে স্ত্রীর অধর ও ওষ্ঠ শ্যামবর্ণ ও স্থূল, সে নারী বিধবা ও কলহরতা হয়, পরন্তু যদি উপরের ঠোঁট মসৃণ হয় তাহা শুভ লক্ষণ তাহার সন্দেহ নাই।

যদি কোন নারীর নীচের পংক্তিতে অধিক দন্ত থাকে, তাহা হইলে সে মাতাকে ভক্ষণ করে, যদি দন্ত বিকট হয় তবে সে বিধবা হয়, দন্ত বিরল হইলে কুলটা হইয়া থাকে।

যে স্ত্রীর লোচনদ্বয় উন্নত সে দীর্ঘায়ু হয় না, যাহার চক্ষু লাল সে কুলটা হয়, যাহার চক্ষু মেষ বা মহিষের চক্ষুর ন্যায় অথবা চক্রবৎ হয়, তাহাকে কোনমতে সুলক্ষণা বলাযাইতে পারে না।

যাহার ভ্রূপার্শ্বে বা ললাটে মশক অর্থাৎ আঁচিল চিহ্ন থাকে সে রাজ্যেশ্বরী হয়। যাহার হৃদয়ে তিল বা অন্য কোন চিহ্ন থাকে সে সৌভাগ্যবতী হইবে। যে স্ত্রীর চরণের তর্জ্জনী মধ্যমা অথবা অনামিকাঙ্গুলী ভূমি স্পর্শ করে না সে সুখ সৌভাগ্য বর্জ্জিত হয়। যে স্ত্রীর গলা মোটা ও চক্ষু বক্র ব চঞ্চল হয়, সে নিতান্ত কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে।

মন্ত্রাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সর্পমন্ত্র।

মা বিন্দু! এক্ষণে আমি তোমাকে মন্ত্রতন্ত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ ক্ষা দিব, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। প্রত্যেক হীরই এই মন্ত্রতন্ত্র গুলি জানা আবশ্যকর্ত্তব্য।

মন্ত্র কতকগুলি কথার সমষ্টি মাত্র। কতকগুলি কথা চ্চারণ করিয়া লোকের ভাল মন্দ সাধন করিতে পারা যায়, কথা শুনিলেই আপনা হইতে মনের মধ্যে কেমন একটা গবের উদয় হয় যে, তাহা বিশ্বাসই করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু মামাদের এই পৌত্তলিকতা এবং অদৃষ্টবাদের দেশেই যে কবল মন্ত্রদ্বারা মঙ্গলামঙ্গল সাধন করিবার রীতি আছে এমত নহে, আরব পারস্য প্রভৃতি দেশেও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, শুধু আমরা নয়, অনেক জাতিই মন্ত্রের মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের জ্ঞান অনন্ত; মানবীয় গবেষনায় সিদ্ধ না হইতে পারে এমন কার্য্যই নাই; অতএব মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ব্যক্তিগণ মন্ত্রদ্বারা যে সকল অমানুষী কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোন বাধা নাই। যদি

তদ্দ্বারা কিছু মাত্র ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সেই সকল বিষয়ে উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য জন্য আমাদের মূর্খতাকে পরিহার করিয়া মন্ত্রের উন্নতিকল্পে যত্নবান হওয়া নিতান্ত সঙ্গতপর তাহারং সন্দেহ নাই। এজন্য আমি একজন ওঝার নিকট নানা বিষয়ক যে কতকগুলি মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাদের ব্যবহার বিধি কহিতেছি, বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক সে গুলিকে শিক্ষা ও পরীক্ষা করিবে। তাহাদিগের প্রতি কোনমতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে না; সেই ওঝাকে মন্ত্র বলে অনেক দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

যে মন্ত্র শিক্ষা করিবে, শুদ্ধাচারে তাহা অল্‌তা দিয়া পৃথক কাগজে লিখিবে, পরে পবিত্র হইয়া তাহা অভ্যাস করিবে। উত্তমরূপ অভ্যাস করা হইলে তবে তাহা পরীক্ষা করিবে। মন্ত্র একবার কর্ণস্থ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে না; প্রয়োজন না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে আবৃত্তি করিয়া মন্ত্রাদি সজীব রাখিবে, নতুবা তাহাতে কোন ফলপ্রাপ্তির আশা থাকে না। যখনই মন্ত্র পাঠ করিবে, তখনই সুর করিয়া পাঠ করিবে।

মন্ত্র দ্বারা কোন অভিষ্ট সাধন করিতে যাইবার পূর্ব্বে আপনাকে সতর্ক হইয়া যাইতে হয়, অর্থাৎ পরের উপকার করিতে যাইয়া আপনার অপকার না হয়। আপনাকে সাবধান হইবার জন্য নানা প্রকার মন্ত্র আছে, তাহাদের মধ্যে একটী মাত্র বলিতেছি শ্রবণ কর, ইহাই যথেষ্ট হইবে।

ধরম ধরম মহা ধরম ধরমকা দিশ।
মন্তরা সাধিতে চলি হই নিরবিষ ॥

পূবে গুরু পশ্চিমে গোসাই।
উত্তরে মহাদেব দক্ষিণে ককাই॥
আকাশ পাতাল সারি সব দিক।
কেউ কানা ডরি ধরমের বর্দ্দিক॥
কার আজ্ঞে কামেক্ষার আজ্ঞে॥

এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া আপন শরীরে তিনটী ফুৎকার দিয়া যাইলে কোন ভয় থাকে না।

শ্বেতকরবীর শিকড় অষ্টধাতুনির্ম্মিত মাদুলীতে ধারণ করিলে সর্প ভয় নিবারিত হয়।

সর্পদষ্ট রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ক্ষতস্থান উত্তমরূপ পরীক্ষা করিবে। পরীক্ষান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে ক্ষত স্থানের উপর হইতে আপন হস্ত দ্বারা বারম্বার ঘায়ের দিকে পেশী শিরা মর্দ্দন করিবে, অর্থাৎ এরূপ ভাবে মর্দ্দন করিবে, যেন উপর হইতে কোন বস্তুকে টানিয়া ঘায়ের মুখে আনিতেছ। মন্ত্র যথা—

বিষ বিষ মহা বিষ বিষ তোরে জানি।
মহাদেবের বরে মুই করি দিমু পাণি॥
যে বিষা উপজিল মথনের গায়।
চৌষট্টি নাগিনী জন্মনিল তায়॥
পুন জন্ম কৃষ্ণ কালীদহে হয়।
বউলা বাধা নিচে সাপ প্রবেশিল তায়॥
কৃষ্ণের স্মরণে বিষ হয়ে যা জল।
কামেক্ষ্যা কালীরদয় জল হয় বিষ॥
ফুৎকারে মারিলাম কালকূটীর বিষ॥

বিষঝাড়া।

(প্রকারান্তর।)

শ্রীরাম বলেন ভাই শুনহ লক্ষ্মণ।
কালকূটে বিষ তবে খুলিলা কি কারণ ॥
নীলাচল মহাচলে বসি শিব সদাগর।
প্রকাশ করিল বিষ হাড়ে ঝর ঝর ॥
সমাচার বেহুলা কালিন্দী বোড়া আর।
নথ সঞ্চার———সুত সঞ্চার তার ॥
চটলে কেউটে বোড়া ধোড়া কালকূটী।
ট্যাক্‌রা বেংচা, ভেকা—আর লাউডুগী ॥
গান করি সর্ব্ব মন্ত্র——সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
জটিতে নামিয়া বিষ কর জলাময় ॥
অমত্ত থুইয়া মুয়ে বিষ কর জল।
কামেক্ষা চণ্ডীর বরে হয়ে গেল জল ॥
নেই বিষ বিষহরির আজ্ঞে ॥

রোগীকে মাইজ কদলীপত্রে শায়িত করিয়া ৩ বার এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এক এক বার রোগীর গাত্রে ফুৎকার দিবে এবং তিন বারের অন্তে আর ৩টী ফুৎকার দিবে। এইরূপে সকল মন্ত্রই উচ্চারণ করিতে ও ফুৎকার দিতে হয়।

যখন রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িবে, তাহার বাঁচিবার কোন আশা থাকিবে না বিবেচনা করিবে, তখন তাহাকে একটী কচি বেদাগ গোটা কলাপাতের উপর শয়ন করাইয়া সাতটী ঘৃতের দীপ একটী রোগীর শিয়রে, দুইটী দুই পার্শ্বে, দুইটী দুই পদ

তলে এবং দুই বাহুতে, জ্বালিয়া দিয়া সাতটী পত্রবিশিষ্ট আম্র-শাখাযুক্ত একটী পূর্ণ কুম্ভ তাঁহার মস্তকের নিকটে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

বিষ বিষা সপ্ত সাপিনী গরুড় স্মরণে।
ধেয়ানে বসিল চণ্ডী আপনার মনে॥
আসর হইতে সাপ যজ্ঞে আসিল।
একে একে চণ্ডী মাকে সকল ডাকিল॥
কেরে কেরে দংশিল কারে কার আজ্ঞা ধরি।
আমার আজ্ঞায় আছ যতেক প্রহরী॥
ছাড় তারে লয়ে বিষ উঠায় যতনে।
বিষ নিরবিষ হ'ল চণ্ডীর স্মরণে॥

নিম্নোক্ত মন্ত্রে সপদষ্ট মৃত ব্যক্তিও জীবন লাভ করে। রোগীকে কচি মানপাতে শয়ন করাইয়া তাহার নিকট অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে অনবরত ধূনা দিতে থাকিবে, এবং পুনঃপুনঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীর গাত্রে ফুৎকার দিবে।

সাপা জানি তোর আদ্যের কাহিণী।
কামেক্ষা স্মরণে বিষ হয়ে যাও পানি॥
কার আজ্ঞে কামেক্ষা চণ্ডির বর।
জটিত ছাড়ি নিচল ধর॥
শিবের বর সপা ধর॥
কার আজ্ঞে চণ্ডির আজ্ঞে।
নাই বিষ আর॥

নির্ব্বিষত্ব পরীক্ষা।

নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা তৈল অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে যদি জ্বালা করে, তবে জানিবে বিষ নাই, আর জ্বালা না করিলে বিষ আছে জানিয়া আবার বিষহারক মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

তোল শরষা সারিপ থা।
বিষ লালে যরিপ পা॥
মা মনসার বর।
বিষে বিষে বিষাই ধর॥
ধর তৈল সিবের আজ্ঞে।
নেই বিষ বিষহরির আজ্ঞে॥

লবণ পড়া।

নিম্নোক্ত মন্ত্রটী তিনবার পাঠ করিয়া মরিচটি রোগীকে খাইতে দিবে, তাহাতে যদি মরিচটি ঝাল লাগে, তবে জানিবে যে আর বিষ নাই, যদি ঝাল না লাগে তবে আবার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা বিষ নষ্ট করিতে হইবে।

লবণে জন্মিল বিষ সমুদ্রের ধারে।
লবণ খাইলে বিষ কোঝালে মরে॥
নেই বিষ আর।
শিবের আজ্ঞে। জটাধারি—
ভাংড়ার বর॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চালনাদি বিবিধ মন্ত্র।

বাটী চালান।

কোন দ্রব্য হারাইলে বা কেহ চুরি করিলে বাটী চালান গিয়া থাকে। একটী কাঁসার বাটীকে সদ্য তোলা ইন্দুর মাটী অর্থাৎ সেই দিন ইন্দুরে যে মাটী তুলিয়াছে, সেই মাটীতে পূর্ণ করিয়া সেই মাটীগুলি নাড়িতে নাড়িতে সাতবার নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে ও সাতবার তাহাকে ফুৎকার দিবে। তাহার পর এক ব্যক্তিকে ঐ বাটীর উপর হাত উপুড় করিয়া দিতে বলিবে। হাত দেওয়া হইলে যতক্ষণ না বাটী চলে, ততক্ষণ বারম্বার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ ফুৎকার দিবে। ফুৎকার দিতে দিতে বাটী চলিতে থাকিবে এবং যেখানে নষ্ট দ্রব্য আছে, সেই স্থানে গিয়া স্থির হইবে। মন্ত্র যথা ;—

"মযক মাটী করিতে স্মরণ বিশ্বনাথে,
যেখানে জিনিষ থাকে মা কালী ধর্ম্মের বরে,
সেইখানে বাটী চলে দোহাই ধর্ম্মের
দোহাই ধর্ম্মের দোহাই ধর্ম্মের।"

(অন্য প্রকার।)

নিম্নোক্ত মন্ত্রে বাটী চালান হইলে ইন্দুরমাটীর প্রয়োজন হয় না।

"ওঁ সিদ্ধি আচাল চালাম্ সুচাম চালাম্,
রাজারামের আজ্ঞা এবাটী চালাম্ ;
দুই দানব চালাম হানিয়া চালিয়া দুই দানব,
বাটীতে কর ভর যে নিয়েছে অমুকের অমুক দ্রব্য
তারে গিয়ে ধর।
শীঘ্র করি আয়, ধরিতো ধর,
না ধরবিতো ভাদ্রমাসে অমাবস্যার রাত্রিতে
যে দোঁহাইর চুরি করিয়া থাকে তাহার মার্গের তল দিয়া চল।
রাজা শ্রীরামের আজ্ঞা শীঘ্র করিয়া চল।"

এই সকল মন্ত্রে বাটী চলিতে থাকিলে, তাহার পরে যখন বন্ধ করিতে হইবে, তখন এই নিম্নলিখিত মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া বাটীতে ও সাতবার পাঠ করিয়া যে বাটী ধরিয়াছিল তাহার হস্তে ফুৎকার দিবে। "ওঁ চিমুর চিমুর স্বাহা।"

বিছা বোল্তা কামড়াইলে যন্ত্রণা নিবারণের মন্ত্র।

"ওঁ ওল্লা বল্লা চল্লা তাল্লা সিদ্ধির দহাই,
খোদার করমানে বিষ শরীরে আর নাই।"

এই মন্ত্র পাট করিয়া বার বার ফুৎকার দিতে দিতে জ্বালা নিবৃত্তি পাইবে।

শৃগাল বা কুকুরে কামড়াইলে তৎপ্রতিকার মন্ত্র।

শিয়ালে পিয়ালে বিড়ালে কামড়।
মারম তোরে ধরি চামড়॥
জা সারি যা—হো হাই মত।
দূর যা দূর যা যত হাত॥

শীরের ধরণ বিষের জোর।
শিরের বরে লাগ্‌ল্ তোর॥

এই মন্ত্র দ্বারা লবণ অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে দিলে শীঘ্র ঘা শুকাইয়া যাইবে।

সাপধরা ধূলাপড়া।

হেট জমি উপরে চাক্, মুই দেম ধুলাপড়া ওখানে থাক. মা পদ্মার বরে না নড়িশ না চড়িশ, ঐ খানে পড়ি মরিচ, হেট ছাড়িয়া যদি উপরে ধাস্, ঈশ্বর সহদেবের মাথা খাস।

এক মুঠা ধূলা লইয়া সাতবার উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাহাতে সাতবার ফুৎকার দিবে। শেষে আর তিনবার ঐরূপে ফুৎকার দিয়া সেই ধূলা কিছু কিছু হাতে করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দূর হইতে সর্পের গায়ে ফেলিয়া দিলে নিজে সে জড়সড় হইবে বা পলানপর হইতে থাকিবে। তাহা হইলে তখন তাহাকে অনায়াসে ধরিতে পারিবে।

গৃহে সর্প আছে কিনা জানিবার জন্য হাত চালা।

মাটীতে একটী ঘরের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, তাহার পর যে গৃহে সর্প আছে কিনা জানিবার জন্য হাত চালাইবে, সেই ঘরের যেখানে যেমন দরজা জানালা আছে, তদ্রূপ ঐ চিত্রিত ঘরেও অঙ্কিত করিবে, এবং বাম হস্ত পাতিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যে আকুলা সঙ্কেশ্বরীর শিকড় রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিলে হাত চলিতে থাকিবে। হস্ত অঙ্কিত

ঘরের যে স্থানে গিয়া থামিবে, নিশ্চয়ই সেই স্থানে সর্প আছে জানিবে। যদি গৃহ মধ্যে সর্প না থাকে, তবে অঙ্কিত ঘরের বাহির দিয়া হাত যাইবে।

নষ্টদ্রব্য প্রাপ্তির জন্য হাত চালনা।

হাত চালম্ মাত চালম্ চালম্ বিশ্ব ভুই।
তুই হাত ভুই পাতি ধরি বিল তুই॥
চণ্ডির পোলার এই ধরন।
চল হাত যাহা চোরা জানম্॥
ধরি হাত ভাঁইত পাতি।
যা চলিয়া যেতায় পাতি॥
কার হুকুম মাতা সীতে ছেদিমার আদ্দাশ।
সিগগির চল॥

যাহার হাত চালাইতে হইবে তাহার হাল্‌কা অর্থাৎ তুলাদি রাশি হইলে হাত শীঘ্র চলিবে নতুবা একটু বিলম্ব হইবে। দক্ষিণ হস্ত উপুড় করিয়া মাটীর উপর রাখিলে তাহার উপর ঐ মন্ত্রটী একশত আটবার জপ করিতে হইবে; তাহা হইলেই হাত চলিবে। যখন হাত চলিতে থাকিবে, তখন এক এক বার ঐ মন্ত্র পড়িতে ও হাতের উপর ফুৎকার দিতে হইবে। হাত চলিতে চলিতে যেখানে নষ্ট দ্রব্য আছে, সেইখানে গিয়া থামিবে।

ভারকাটা।

যখন হাত চালান বন্ধ করিবার আবশ্যক হইবে তখন

"নিচু সিচু টলংকার স্বাহা" এই মন্ত্র হাতের উপর একশত আটবার জপ করিলে তবে আর হাতের ভার থাকিবে না।

মাথা বেদনা ঝাড়া।

ধর মাতা আড়মাথা মাথার রগটান।
জটার স্মরণে রক্ত বহিল উজান॥
জটিং ভরিং বিষ নামিল স্মরণে।
বাঁধিলাম মাথা ব্যথা শিশের মোড়ানে॥

যাহার মাথা ব্যথা হইয়াছে, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সাতবার মন্ত্র পাঠ করিবে, এবং যে স্থানে ব্যথা সেই স্থানে এক একবার ফুংকার দিবে।

চলতি বাত ঝাড়া।

"না ডরে দেখিয়া ফিরিল সধো গা,
যে খানের সাঝাগা সেখানের সধোগা,
সেই খানে যা, সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।"

অকস্মাৎ শরীরের কোন স্থানে বেদনা ধরিলে রেড়ির তৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া বেদনার স্থানে দিয়া মালিশ করিতে করিতে উপরোক্ত মন্ত্র নয় বার পাঠ করিবে ও এক একবার ফুঁ দিবে। বেদনা গুরুতর হইলে ঐরূপে তিন দিন ঝাড়িবে।

আগুনে পোড়া ঝাড়া।

"এ ঘরের আগুণ ও ঘরের জল,
সীমাদেবীর আগুণ ব্রহ্মা রক্ষাকর।"

গাত্রের কোন স্থান আগুণে পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ সতবার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুৎকার দিতে দিতে জ্বালা নিবারণ হইবে; এমন কি ফোস্কা পর্য্যন্ত হইবে না।

বাণ কাটা মন্ত্র।

"করাৎ মহা, চাইর কোন পৃথিবী ক্ষরি রামের হাতের করাৎ আইতে কাটে, যাইতে কাটে, ছেদ কাটে, ভেদ কাটে, দান কাটে, দূত কাটে, বাণ কাটে, হাস কাটে, গোক্ষুরা কাটে, চাউল কাটে, চাউলানি কাটে, কুজ্ঞান কাটে, কার হাতের করাতে কাটে, বাপ করাতী মা সাজি দেবী তুমি সাক্ষী, তোমার নামেতে আমি দেবীর্গ বাণ মর মরাণ খাম বাণ করম তার, আমার স্কন্ধ ছাড়িয়ে গিয়ে দুসমনের স্কন্ধে থাক।"

যদি দুষ্ট লোকে কাহাকেও বাণ মারিয়া থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত মন্ত্র এক একবার পাঠ করিয়া তাহার গায়ে এক একবার ফুৎকার দিবে। যতক্ষণ রোগী সুস্থ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ করিবে।

তুফান নিবারণ।

"শিবা ওঁকার নিরাকার, তুফানমারে কর পার, উদ্ধার কর মোরে। যাই চালি ঘরে॥

নৌকা যাত্রাকালে তুফান হইলে কিঞ্চিৎ জলগণ্ডুস লইয়া উপরোক্ত মন্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া তিনবার নদীজলে নিক্ষেপ করিলে তুফান নিবারণ হইবে।

নখদর্পণ।

দর্পণে করিনু ভর।

যাঁহা চোর তাহা ধর॥

তার খোপমুরাৎ পরে ভুয়ে।

দেখ্‌বি মোরে রহবি মুয়ে॥

কার আজ্ঞে ঝলক্ সা ফকিরের আজ্ঞা॥

এই মন্ত্রে তৈল অভিমন্ত্রিত করিয়া কোন স্ত্রীর দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুলী সমভাবে যুক্ত করিয়া একদৃষ্টিতে নখের উপর চাহিয়া থাকিবে। উপরোক্ত মন্ত্রটী তাহার মাথার উপর একহাজার আটবার জপ করিবে। তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোক আপনার নখের উপর চোরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাধক ও গর্ভদোষাদি শান্তি।

যে স্ত্রীলোকের বাধক পীড়া আছে, নিম্ন লিখিত যে কোনটী উপায় অবলম্বন করিলে তাহার শান্তি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঘৃতপড়া।

"হুঁ ওঁ ফট্ স্বাহা।"

এই মন্ত্রে এক কাঁচ্চা আন্দাজ ঘৃত সাতবার মন্ত্রঃপূত করিয়া

ফুৎকার দিয়া প্রতিদিন প্রাতে স্নানের পর অন্যকোন দ্রব্য খাইবার পূর্ব্বে খাইতে দিবে। তিনদিন এইরূপ করিলে পীড়া শান্তি হইবে।

মধুপড়া।

"হুঁ হ্রীং ফট্ স্বাহা।"

উপরোক্ত মন্ত্রদ্বারা একতোলা পরিমাণ মধু অভিমন্ত্রিত করিয়া উপরোক্ত প্রকারে প্রাতঃকালে তিনিদন সেবন করিলে নিশ্চয়ই বাধক শান্তি হয়।

ঋতুবেদনা শান্তি।

ঋতুকালে যদি কোন স্ত্রীলোকের অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, তবে নিম্নোক্ত উপায়টী অবলম্বন করিলে তাহা প্রশমিত হইবে।

সূত্রপড়া।

"দশি তোর ধরম রাখ।
লৌ স্থহু সুহু থাক্ ॥
চণ্ডির বরাৎ ॥
খোদা সিদ্ধি গাজি রক্ষা কর।"

নূতন কাপড়ের দশি অর্থাৎ ছিলা এই মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তিনবার ফুঁ দিবে, তাহার পর সেই দশি রোগীর কোমরে বাঁধিয়া দিবে।

গর্ভরক্ষা।

যদি গর্ভবতী নারীর হঠাৎ এমন ঘটে যে, গর্ভপাত হইবার

সম্ভাবনা আছে, তবে আকুলা আম্রের শিকড়, আকন্দের শিকড়, হাতিশুঁড়ের শিকড়, আকুলা লাউয়ের শিকড়, আপামার্গের শিকড়, অপরাজিতার শিকড়, এই কয়েক জিনিষ সমভাগে লইয়া মস্তকে বান্ধিয়া দিলে নিশ্চয় গর্ভ রক্ষা হইবে। কিন্তু ঐ কয়েকটী দ্রব্য দশহারার দিন তুলিতে হইবে এবং ইন্দ্রজালাধ্যায়ে উদ্ভিদ মূল তুলিবার যে কয়েকটী মন্ত্র কথিত হইবে সেইমন্ত্র পাঠ করিয়া তোলা আবশ্যক।

"এঘর চুয়া ওঘর চুয়া পানি ভাঙ্গিয়ে গেল কড়া,
ভাঙ্গিল কুম্ভ ছিটাইল পাণি।
অমুকের সন্তান ভুইত পড়।
ঈশ্বর শিবের বর॥

একটী পান লইয়া এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তাহাতে ফুঁ দিবে, পরে সেই পানটী গর্ভবতীকে খাইতে দিবে।

পান পানি উচাইল ঘাটা।
গরব ধরিল্ নাই উঠা॥
চলতি শিবের নামে বর।
হাওয়াল রাখি ভুইত পড়॥
কার আজ্ঞে।
ঝল্‌ক সা ফকীরের হুকুম॥

পাতকুয়া বা পুষ্করণীর জল একটি পিতলের ঘটিতে লইয়া উপরোক্ত মন্ত্রদ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া ফুৎকার দিবে; পরে সেই জল গর্ভবতীকে খাওয়াইবে। মা বিন্দু, এই মন্ত্রগুলি অতি সাবধানে অভ্যাস করিতে ভুলিবে না। জলপড়ায় কখন গঙ্গাজল ব্যবহার করিবে না।

সুপ্রসবার্থ জলপড়া।

যখন দেখিবে কোন গর্ভবতী গর্ভবেদনায় অস্থির হইয়া কষ্ট পাইতেছে, প্রসব হইতে পারিতেছেনা, তখন নিম্নোক্ত কোন একটী উপায় অবলম্বন করিলে সে সুখে প্রসব হইবে।

"কৃষ বিহারী বাসুদেব দ্বারী,
সেতুবন্ধ রামেশ্বর,
আমুকীর গর্ভ রহুক পরমেশ্বর !
সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জল লইয়া উপরের লিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া ফুঁ দিয়া পান করিতে দিবে, তাহাতে গর্ভিনী সুখে প্রসব করিবে।

মৃতবৎসাদোষ শান্তি।

"ওঁ ক্রোঁ কোঁ গোঁ স্কীঁ ক্রুঁ কঁ যঁ হ্রাঁ তঁ কঁ ভঁ মঁ ফঁ তঁ শ্রীঁ শ্রীঁ স্বাহা।"

ভূর্জপত্রে গোরচোনা দ্বারা এইমন্ত্র লিখিয়া গর্ভবতীর কর্ণে বা বাহুতে ধারণ করিতে দিলে মৃতবৎসাদোষ শান্তি হইয়া থাকে।

"ওঁ হ্রুঁ হ্রুঁ হ্রুঁ হ্রুঁ ক্লুঁ ফট্ ২ স্বাহা।"

বালক জন্মিলে ঘৃতের কর্জ্জল দিয়া তাহার ললাটে এই বীজ মন্ত্র কয়টী লিখিয়া দিলে, সে দীর্ঘজীবী হয় এবং তাহার মাতার মৃতবৎসাদোষ শান্তি হইয়া থাকে।

নিম্নে যে মন্ত্রটি লিখিত হইল, তাহার চারিটি জায়গায় যে

চারিটী বীজ মন্ত্র লিখিত আছে, গোরচনা দ্বারা ভূর্জপত্রে তদনুরূপ একটি যন্ত্র বীজমন্ত্র সহ লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে। তাহা হইলে মৃতবৎসাদোষ নিশ্চয় উপশম হইবে।

	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ	
ওঁ	ওঁ হ্রীঁ	দেবদত্ত	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ
	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ	
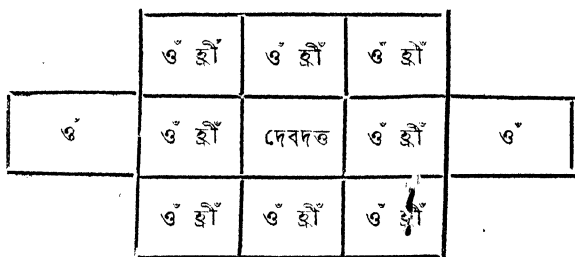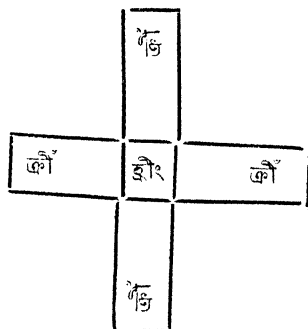
শিশুর ক্রন্দনদোষ শান্তি।

কোন কোন শিশু নিয়ত ক্রন্দন করে। তাহার প্রতিকারের জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে তাহা নিবারণ হয়।

রাম মাং সং কং কং কং কং কং ক্ষৌঁ ক্ষৌঁ ঋং ঋং ঋং ঋং হ্রীং

প্রকারান্তর।

৬	৫	৮	৯
১৮	২	১০	৩
৭	২	৮	৯
৫	৮	১১	রাম

উপরোক্ত যন্ত্রটী ভূজপত্রে গোরচনা দ্বারা লিখিয়া ধারণ করাইলে, শিশুর রোদনদোষ নিবারিত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভূত, প্রেত ও ডাইন প্রতিকার।

"একনাম ভূতী আর নাম দানা,
আর আধ অক্ষর নাম ধরি আছিল মানা,

আল্লা রহমান স্মরণে অমুকের অঙ্গের,
বাও বাতাস কোনাস্ ব্যাধি কর দূর।"

বাঁও, বাতাস ও ডাইনের দৃষ্টি হওয়া যাহাকে বলে, এই মন্ত্রে গাত্রে হস্তদিয়া ঝাড়িবে ও তিনবার ফুঁ দিবে। তাহা হইলে তাহা শুধরাইবে।

উহার অন্যপ্রকার।—

"গুরুর চরণ শ্রীহরি মঞ্চে করিয়া স্থির,
চাইর কোন হেলে পাথরে চারি চির।
দানব খাই দানব দানব ভোকে করে,
যায় গোটা দু তিন দিব দানব দেবীরে।
খাইবার শিশু কন্যা গজমতি গলে,
পরে হায় বাপ নর সিংহ আইসে।
তোরে ধরিবার যদি থাকে তোর পরাণ ভয়,
রাম লক্ষণ দুই ভাই ধনুকে ধরিয়ান।
শার শালিকের পো শালিকের নাতি,
দুরামচ খাইয়া চিত্ত করে খলবল।
অমুকের অঙ্গে যে আইসে থাকো,
খোট বৈরিশাল ভূত প্রেত কিরুশূলা,
বাও বাতাস ডাইন যোগিনী কে বৈর,
নাই প্রকাশ কার আজ্ঞা বাপা নরসিংহের আজ্ঞা।"

তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করিবে ও এক এক বার রোগীর গাত্রে ফুৎকার দিবে।

"হ্রীঁ হ্রীঁ দ্রং ক্রোঁ দ্রঃ অমুকের সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা কুরু স্বাহা।"

ভূজ পত্রে কৃষ্ণ কুকুটের রক্তদিয়া এই কয়টী মন্ত্র লিখিয়া অষ্টধাতু নির্ম্মিত মাদুলিতে পূরিয়া ধারণ করিলে ভূতাদির দোষ নষ্ট হয়।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ জল অভিমন্ত্রিত করিবে। তাহার পরে চোখে মুখে ঐ জল ছিটাইয়া দিয়া কিয়দংশ জল পান করিতে দিবে।

অন্য প্রকার।

রবিবারে রোহিত মৎস্য ধরিয়া তাহার পিত্ত গ্রহণ করিবে। তাহার পরে কতকগুলি গোলমরিচ গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত মিশাইয়া শুষ্ক করিবে এবং তাহার কর্জ্জল (কাজল) প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিলে ভূতাভিসঙ্গত্ব নষ্ট হইবে।

সাপের খোলস, হিঙ্গু, নিমপাতা, যব ও শ্বেতশরিষা এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপ দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়।

"জঙ্গলে জঙ্গলে বসে রাম কাটেন সূতা,
লক্ষ্মণ বনের বাড় সড়ে ভূত কাল।
ভূত গোচরা ভূত হাড় গুঁড় ভেঙ্গে,
কল্লাম চূরমার তোকে।
বলে রাম লক্ষ্মণেরে কি কর বৈশা,
অমুকীর অঙ্গের ভূত প্রেত দানব দৈত্য শীঘ্র ধর ঠাইসা।
কার আজ্ঞা শ্রীগুরু কমলার আজ্ঞা।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীকে ঝাড়িবে এবং তাহার মস্তকে ষপ করিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বশীকরণাদি।

কন্যাকে পাঠাইবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্রাহ্মণী যার-পর নাই উৎকণ্ঠীতা হইয়াছিলেন। কন্যাটিকে পাঠাইয়া কিরূপে একাকিনী থাকিবেন, তাহার জন্য একটা ভাবনা হইয়াছিল; এজন্য তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিলেন যে,জেষ্ঠা কন্যা কৈলাস-বাসিনী অনেক দিন শ্বশুরালয়ে আছেন, তাঁহাকে আনিয়া তবে বিন্দুকে পাঠান হয়। ব্রাহ্মণীর ন্যায়সঙ্গত কথা ভট্টাচার্য্য মহা-শয় উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কৈলাসবাসিনীকে বাটীতে আনিলেন।

কৈলাসবাসিনী আসিয়া পৌঁছিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার দুইটি কন্যাকে আপনার নিকট ডাকিয়া জ্যেষ্ঠাকে বলিলেন "মা কৈলাস! তুমি বিন্দুর বয়োজ্যেষ্ঠা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার পুত্র কন্যা হইয়াছে, এতদিন স্বামীগৃহে থাকিয়া গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম শিখিয়াছ, আমার নিকটেও নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছ। আমি আজি প্রায় দুইমাস কাল বিন্দুকে সাংসারিক নানা বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ দিয়াছি, অবশিষ্ট যাহা আছে সে গুলি শিক্ষা দিবার জন্য বোধ হয় আমাকে আর শ্রমস্বীকার করিতে হইবে না। তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী বিন্দু যাহাতে স্বামীগৃহে গিয়া তোমার ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহার জন্য তুমি বিশেষ যত্ন লইবে। দেখিও যেন কোন বিষয়ে ত্রুটী না হয়। তোমা-

হইতে আমার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছে, বিন্দু হইতেও যেন সেইরূপ হয়।”

কৈলাসবাসিনী পিতার বাক্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াঁ বলিলেন, “ যখন বিন্দুকে পাঠাইবার পূর্ব্বে আমাকে আনিবার জন্য আপনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন আর আপনার বৃথা পরিশ্রম করিবার আবশ্যক ছিল না; বিন্দুর জন্য আপনাকে আর ভাবিতে হইবে না, আমি তাহাকে সব শিখাইব। যেরূপ আজ্ঞা করিলেন তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “দেখো মা! তবে আমি বিন্দুকে তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।”

সেই দিন অবধি কৈলাসবাসিনী প্রতিদিন আহারাদির পর বৈকালে, সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিবার সময় বিন্দুবাসিনীকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

প্রথমেই তিন বশীকরণাদি বিষয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া বিন্দুকে বলিলেন, “দেখ ভগ্নি! এই সকল বিষয় বড় কঠিন, সাবধানে শিক্ষা করিবে। কাহারও প্রতি ক্রোধ মোহাদির বশীভূত হইয়া কোন ক্রিয়া করিবে না, তাহা হইলে যদিও সে কার্য্যে সফলতা লাভ করিবে, কিন্তু তোমার নিজের দুরদৃষ্ট ঘটি-বার সম্ভাবনা; অতএব বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

মারণ, বশীকরণ, উচাটনাদি তান্ত্রিক ক্রিয়া করিতে হইলে অগ্রে নিম্নোক্ত মন্ত্রটী লক্ষবার যপ করিয়া সিদ্ধ হইতে হইবে। তাহার পরে যে যে কার্য্য করা যায়, সকলেতেই সিদ্ধকাম হইতে পারা যায়। অনেকেই ইন্দ্রজালাদি গ্রন্থের উক্ত কার্য্য সাধনের পদ্ধতি পাঠ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত এবং তাহাতে সফলমনোরথ

হইতে না পারিয়া বৃথা নিন্দাবাদ করিয়া লোকের মনে অবিশ্বাস জন্মাইয়া থাকেন; তদ্রূপ করা যারপরনাই অন্যায়। ইন্দ্রজালাদি গ্রন্থে যে সকল অমানুষী কার্য্যসাধনের উপায় লিখিত হইয়াছে, সে সকল যদি সহজেই যাহার তাহার দ্বারা সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা কি ছিল? সিদ্ধিলাভেচ্ছার পূর্ব্বে সাধনা করা চাই। অতএব যদি কেহ এই সকল কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তবে তাঁহাকে নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী লক্ষবার যপ করিয়া সিদ্ধ হইতে হইবে; তাহার পর তিনি যেন মারণ বশীকরণাদি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। নতুবা শুধু যে কার্য্যে বিফলতা লাভ করিবেন তাহা নহে, তদতিরিক্ত নানা প্রকার দুরদৃষ্ট ঘটিতে পারে। মন্ত্র যথা;—

"ওঁ হ্রীং হ্রী হ্রেং ঐং লং লং ওঁ ভৌঁ স্বাহা।"

যে সকল দৈব ঔষধি উত্তোলন করিবার প্রয়োজন হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিধি আছে। নতুবা যখন তখন, যেমন তেমন করিয়া ঔষধের মূল পত্রাদি যাহা প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিলে চলিবে না। ঔষধ সংগ্রহ করিবার কালে পবিত্র থাকা আবশ্যক। কোন বৃক্ষ-লতাদির মূল উত্তোলন করিবার সময়ে নিম্ন লিখিত মন্ত্র কয়েকটি পাঠ করিতে হইবে।

যদি বিশেষ সময় নির্দ্দেশ করা না থাকে, তবে প্রাতঃকালে ঔষধ তুলিতে হইবে। বল্মীক, কূপ, পথ, তরুতল, দেবালয় এবং শ্মশান ভূমির উদ্ভিদে কোন কাজ হয় না।

ঔষধ তুলিবার মন্ত্র;—

"ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপা,
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে বৃক্ষাদস্মাচ্ছিবজ্ঞয়া।"

তাহার পর—

"ওঁ নমস্তে মৃত সম্ভূতে বলবীর্য্য বিবর্দ্ধিনি,

বলমায়শ্চ মে দেহি পাপান্মে ত্রাহি দূরতঃ।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে।

পুষ্যা নক্ষত্রে পুষ্প, ভরণী নক্ষত্রে ফল, বিশাখা নক্ষত্রে শাখা, হস্তা নক্ষত্রে পত্র, মূলা নক্ষত্রে মূল, এইরূপে কৃষ্ণ ধূতুরার পুষ্প, ফল, শাখা, পত্র ও মূল সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল একত্রে করিয়া কর্পূর, কুম্ কুম্ ও গোরোচনার সহিত সমভাগে পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিবে, সে ব্যক্তি যে স্ত্রীর প্রতি অভিলাষ করিবে, সে সাক্ষাৎ অরুন্ধতি তুল্য হইলেও তাহার বশীভূতা হইবে।

"ওঁ নমক্ষিপ্রকর্ম্মণি অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।"

প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন করিয়া যে স্ত্রীর নামোল্লেখে কোন পুরুষ উক্ত মন্ত্র পাঠে সাত গণ্ডুষ জলপান করিবে, সে স্ত্রী নিশ্চয়ই তাহার বশীভূতা হইবে।

"ওঁ বশ্যমুখী রাজমুখী স্বাহা"—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাতবার মুখ প্রক্ষালণ করিলে স্ত্রী পুরুষ সকলেই বশীভূত হয়।

"ওঁ চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় মোহয় মোহয় সর্ব্ব সত্বান নমঃ স্বাহা।"—এই মন্ত্রে পুষ্প পড়িয়া যাহাকে দিবে সেই বশীভূত হইবে।

"এঁ ব্লু ওঁ ক্ষোভয় ক্ষোভয় ভগবতি ত্বং স্বাহা।"—

কুড়ি হাজারবার এই মন্ত্র যপ করিলে ত্রিভুবন বশীভূত হয়।

অপামার্গের মূল গোরচনার সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিভূবন মোহিত হয়।

"ওঁ নমঃ কোদণ্ড শরবিজ্জালিনি।
মালিনি সর্ব্বলোক বশঙ্করি স্বাহা॥"

একহাজার আট বার যপ করিয়া উক্ত দ্রব্যে তিলক করিতে হইবে।

বুদ্ধিস্তম্ভন।

"ওঁ তুরু তুরু হাং হ্রীং হিঙ্গলঙ্কণে অমুকস্য বুদ্ধি স্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা ফট্ নমঃ।"

নদীর জলে নামিয়া এক এক বার এই মন্ত্র পাঠ করিবে ও নদীর জল অঞ্জলি করিয়া লইয়া অভিমন্ত্রিত করিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ তিনবার করিলে শত্রুর বুদ্ধি স্তম্ভিত হইবে।

স্বপ্নসিদ্ধি।

"ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং বিরূপিণি স্বপ্নবতি ফট্ স্বাহা।"

রাত্রিকালে আহারের পর পান চিবাইয়া সেই চর্ব্বিত পান একটী পাত্রে রাখিবে এবং প্রদীপের তৈল স্বীয় চক্ষে ও পদতলে দিয়া রজস্বলা বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ঐ তাম্বুলের পাত্র সম্মুখে রাখিয়া উপরোক্ত মন্ত্র দশহাজার বার যপ করিবে। এইরূপ করিলে সেই রাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিবে, তাহা সিদ্ধ হইবে।

পতি বশীকরণ ও ধূলা পড়া।

ধুল ধুল মহা ধুল ধুল তোরে জানি।
অমুকের পঞ্চ প্রাণ দেরে মোরে আনি॥
পিয়া পিয়া সেই পিয়া রামা মোর।
আনি দে ধুল বলি তোর॥

ধর্ম্মের আজ্ঞে ধুল তোরে জানি।
মহা ধুল বরে তোরে প্রাণ পেনু প্রাণি॥

তেমাথা পথে গিয়া সেই থানকার ধূলা লইয়া এক এক বার এই মন্ত্র পড়িবে ও এক একবার সেই ধূলায় ফোঁটা আপনার কপালে দিবে। এইরূপে তিনবার ফোঁটা দিতে হইবে। এরূপ ভাবে ফোঁটাটী দিবে, যেন সেই ফোঁটা পতির নয়নপথে পড়ে, কিন্তু যখন ফোঁটা দিবে তখন যেন কেহ দেখিতে না পায়। তাহার পরে তোমার "হেমচন্দ্র" (হেম বিন্দুর স্বামী) তোমাকে ভুলিয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে পারিবেন না।

উচাটন।

প্রথমতঃ একটী গোবরের পুতুল প্রস্তুত করিবে। পরে সেই পুত্তলিকার মস্তকে শুষ্ক-গোময়ভস্ম দিবে, বক্ষস্থলে চিতা-ভস্ম, জঙ্ঘা দুইটীতে আকন্দের ছাই, হাত দুটীতে অপামার্গ (আপাঙ্গের) ছাই দিবে। পুত্তলিকাটি উত্তরদিকে মাথা করিয়া শয়ান করাইতে হইবে এবং পুতুলের চারিদিকে একটি কাল নেকড়া ঘেরিয়া দিবে। তাহার পর সেই পুত্তলিকার মাথার উপর একটি লোহার ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া সেই ত্রিশূলকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে দশোপচারে পূজা করিবে।

মন্ত্র যথা,—

"ওঁ জয় কপালিনী ত্রেঁ ফেঁ ত্রিশূলিনৈ নম।"

অনন্তর মূল বীজমন্ত্র দ্বাদশবার যপ করিয়া "হ্রীঁ" এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিশূলটি গ্রহণ করিবে। পরে সেই পুত্তলীর মস্তকে "ওঁ ফুৎকারিণি অমূকস্য স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা" এই মন্ত্র একবার যপ করিয়া তাহার হৃদয়ে—

"ওঁ মাতঙ্গি অমুকস্য হৃদি কীলয় কীলয়,
মোহয় মোহয় মথ মথ উচাটনং কুরু ২ ফট্ স্বাহা।"

এই মন্ত্র একবার যপ করিবে। তাহার পর এক একবার করিয়া দুই হস্তের উপর দুইবার—

"ওঁ মাতঙ্গি অমুকস্য হস্তং কীলয় কীলয়,
হৃদয় হৃদয় মথ মথ উচাটনং কুরু ফট্ নমঃ।"

এই মন্ত্র যপ করিয়া পশ্চাৎ জঙ্ঘাদ্বয়ে এক এক বার করিয়া দুইবার—

"ওঁ মাতঙ্গি অমুকস্য জঙ্ঘাং কীলয় কীলয়,
হুনয় হুনয় উচাটনং কুরু কুরু ফট্ নমঃ।"

এইরূপ যপ করিয়া ত্রিশূলটি পুত্তলিকার বক্ষঃস্থলে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। পশ্চাৎ ভক্তিসহকারে মনস্কামনাসিদ্ধি প্রার্থনা করিবে। এইরূপ করিলে যে দুই ব্যক্তিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুতা ও ভালবাসা থাকিবে, নিশ্চয়ই তাহাদের বিচ্ছেদ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তোমার স্বামীর সহিত তোমার যে সম্বন্ধ, প্রিয়ভগ্নি! যদি তাহাতে উপসর্গ জোটে, অর্থাৎ যদি তোমার স্বামীর উপপত্নী থাকে, তাহা হইলে এই উপায়ে তাহাদের উভয়ের প্রণয় উচ্ছেদ করিতে সমর্থা হইবে।

ক্রোধোপশম।

"ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্ব-ক্রোধোপশমসী স্বাহা।" যে ব্যক্তি একবিংশতিবার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মুখ মার্জ্জনা করিবে, তাহার

প্রতি যদি কাহারও ক্রোধ হইয়া থাকে তবে তাহার উপশম হইবে।

মনঃশীলা ও গোরচনা একত্র পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি কপালে তিলক করিবে, তাহাকে দর্শনমাত্র স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিবে। স্বর্ণের সহিত বেষ্টন করিয়া উক্ত প্রকারে তিলক দিয়া যাহাকে সম্ভাষণ করিবে সেই তাহার বশীভূত হইবে।

স্ত্রী-বশীকরণ।

দেখ বোন বিন্দু! এমন অনেক মেয়ে আছে, যাহারা স্বামী-সহবাস ভালবাসে না, কেহ কেহ বা স্বামীর সাক্ষাৎ মাত্র ভয়ে জড় সড় হয়, এমন কি কাঁদিতে থাকে, কোনমতে তাঁহার নিকটস্থ হইতে চাহে না; তাহাদের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিবে। এই সকল মন্ত্রানুসারে কাজ করিতে হইলে, পূর্ব্বে যে মন্ত্র যপের কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা না করিলেও চলে; তবে বিশেষ নিয়ম এই যে, মন্ত্রগুলি অগ্রে আল্‌তায় লিখিয়া উত্তমরূপে অভ্যাস করিতে হয়, এবং যখন লিখিবে ও অভ্যাস করিবে বা মন্ত্রানুসারে ক্রিয়া করিবে, তখন পবিত্র দেহ হওয়া চাই।

আদা ও গুড় পড়া।

"আগম ভয়োন আদা খা মরজো ভরমে বুজে।
অমূকীর পঞ্চপ্রাণ পাওম আদা মিটার সাজে॥"

এই মন্ত্রে আদা ও গুড় অভিমন্ত্রিত করিয়া দিবে। যখন স্ত্রী নিদ্রিতা হইবে, স্বামী তখন মুখের ভিতর উক্ত আদা ও

গুড়পড়া রাখিয়া স্ত্রীর মুখের নিকট আপনার মুখ রাখিলে যখন স্ত্রীর নিশ্বাস তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিবে, তখনই শ্বাস-বায়ুর সহিত আদা গুড় ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে আর স্ত্রীর স্বামীভয় থাকিবে না।

দেখ ভাই বিন্দু, আমার ভয় হ'চ্ছে, পাছে হেমচন্দ্রকে তোমার জন্য বা এইরূপে আদা গুড় পড়িয়া দিতে হয়!

পান পড়া।

পান তোরে জগতে জানি।
সমুদ্রে হরি ভাসিল আপনি॥
সেই পানে হরগৌরি জন্মিল।
বেহ্মা-বিষ্ণু জগত প্রসবিল॥
মিলন টিলন এই পান তারে।
পান পড়ায় অমুকের প্রাণ এনে দে মোরে॥
কার আজ্ঞে,—
সীতা রামের আজ্ঞে॥

এক ডাকে পান আনিয়া এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই পান যাহাকে খাইতে দিবে, সে নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে, তৎপক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত জয়ন্তীর একটু শিকড় তুলিয়া, বাটিয়া এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করতঃ স্ত্রীর অজ্ঞাতে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে কোনরূপে সেই বটীকাটি বাটিয়া তাহাকে খাওয়াইলে স্ত্রী স্বামীর বশীভূতা হইবে।

ইন্দ্রজালাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভোজবাজী।

দেখ ভগ্নি, আমি এক্ষণে তোমাকে ইন্দ্রজাল বিষয়ে কিছু শিক্ষা দিব। ইন্দ্রজাল অতি রমণীয় বিষয়, ইহাতে জ্ঞান থাকিলে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই অনায়াসে আশ্চর্য্যান্বিত করা যাইতে পারে। সাংসারিক লোকের ত' দিবারাত্রিই সংসারের জ্বালা ভোগ করিয়া নানা প্রকারে বিরক্তি জন্মে, চিত্ত বিকল হইয়া পড়ে। সেই সময় দ্রব্যগুণে বা কৌশলে দুই একটা খেলা দেখিলে মনটা সাংসারিক জ্বালা ভুলিয়া অন্য দিকে গিয়া পড়ে, তদ্দ্বারা একটু তৃপ্তিলাভও করিয়া থাকে। সত্যবটে এই সংসারটিও ঈশ্বরের ভোজবাজী; কিন্তু বাজীর উপকরণ অর্থাৎ যে সকল জিনিসের মিশ্রণে ও বিয়োজনে বাজীর উৎপত্তি হয়, সেই সকল জিনিষ যেমন মানবীয় বুদ্ধি ও বিবেচনার অভাবে জানিতে পারে না যে তাহারা কি বস্তু হইয়া কি করিতেছে, অথবা তাহাদের দ্বারা কত অদ্ভূত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতে পারে, মানুষের পক্ষেও তেমনি জানিবে। সে কথা এখন ছাড়িয়া দাও, যদি সময় এবং সুবিধা পাই তবে সময়ান্তরে

তোমাকে সে বিষয়ে অনেক কথা বলিব, এখন মোটামুটী তোমাকে ভোজবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতেছি, মনে করিয়া রাখ : দেখ তোমাকে আর এক কথা বলিয়া রাখিতেছি, যে গুলি সহজসাধ্য অর্থাৎ অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারিবে আপাততঃ সেই গুলিই তোমাকে শিক্ষা দিতেছি। ইন্দ্রজাল অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ, তাহার স্থানে স্থানে যে সকল প্রকরণ উল্লিখিত দেখিতে পাইবে, সেই প্রকরণ গুলি সমাধা হইলে যতদূর আহ্লাদ ও আশ্চর্য্য জন্মে, শুনিলে ততোধিক আগ্রহবৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহাদের অনেক গুলির ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার নহে, কেবল শ্রবণসুখ মাত্র। আমি তোমাকে সে সকল কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। আমি তোমাকে যে যে বিষয় প্রতিদিন উপদেশ দিব সেইগুলি তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, প্রকরণ সমাধা না হয় তখন যা মনে আসে তাহাই বলিও।

দুয়ানি উড়ান।

তোমার মধ্যমাঙ্গুলীর নখের উপর উত্তমরূপে একটু মোম লাগাইবে, তাহার পরে সেই হাতের চেটোর উপর একটি দুআনি লইয়া দর্শককে দেখাইয়া বলিবে "এই দেখুন দুআনিটি আমার হাতের উপর আছে।" তাহার পরে এরূপ ভাবে হাত মুঠা করিবে যেন তোমার মধ্যমাঙ্গুলীর নখে যে মোম আছে তাহা সেই দুআনির গায়ে লাগিয়া তাহাতে আঁটিয়া যায়। তাহার পরে মুঠা খুলিলেই দুআনি অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এই কাজ অতি তৎপর সাধন করিতে হইবে, তাহার সহিত হাতের কৌশল উত্তমরূপে বজায় রাখিতে হইবে এবং যাহাতে দর্শকের

চিত্ত তোমার কথার আড়ম্বরে নিবিষ্ট থাকে প্রত্যেক কৌশল করিবার সময়েই এইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে।

দুইটী কটুরসে একটী মিষ্টরস।

নাইট্রেট্ সিল্ভার এবং হাইপো কলকেট অফ সোডা উভয়েরই স্বাদ কটু কিন্তু মিশ্রিত করিলে দিব্য মিষ্টস্বাদ উৎপাদন করে।

ঐন্দ্রজালিক নিশ্বাস।

একটা বড় টম্বল গ্ল্যাসের অর্দ্ধেকটা চূণের পরিষ্কার জলে পূর্ণ কর এবং এক টুকরা কাঠের দ্বারা ঐ জল কিছুক্ষণ নাড়িতে থাক এবং সেই সঙ্গে তাহার উপর তোমার নিশ্বাস ফেল ; তাহা হইলে চূণের নির্ম্মল জল সাদা হইয়াছে দেখিতে পাইবে। সেই জল কিয়ৎকাল না নাড়িয়া রাখিয়া দিলে তাহার নীচে সাদা খড়ি জমিয়া থাকিবে।

ঐন্দ্রজালিক জল।

কার্বনেট অফ য়্যামোনিয়া ও সল্‌ফেট অফ্ কপার পৃথক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইলে দিব্য নীলবর্ণ জল হইবে।

লালফুল সাদা করা।

আগুনের উপর গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে ধূম উঠিতে থাকিবে। সেই ধূমের উপর লাল মরাফুল ধরিলে দুই তিন মিনিট মধ্যেই সাদা হইবে।

লেবু কাটিয়া রক্ত বাহির করা।

একখানি ছুরির উভয় পৃষ্ঠে উত্তমরূপে ২।৩টি যবাক্ষার ঘর্ষণ করিয়া রাখিবে; তাহার পরে একটি লেবু লইয়া পেঁচ দিয়া কাটিতে থাকিবে। লেবু দ্বিখণ্ডিত হইলে দেখিতে পাইবে তাহার গায়ে রক্ত লাগিয়া আছে।

সাদা চিঠি কৌশলে পড়া।

পলাণ্ডুর রসে কোন কাগজ লিখিয়া শুকাইলে কাগজে কোন দাগই থাকে না, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে ধরিলে অক্ষরগুলি স্পষ্ট পড়িতে পারা যায়।

ঐরূপে চূণের জলে লিখিয়া কাগজ শুকাইবার পর ঐ কাগজ জলে ফেলিলে সাদা অক্ষর পড়িতে পারা যায়।

কেঁচোর রসে (যেহেতু তাহার রক্ত নাই) সাদা কাগজ লিখিয়া শুকাইলে সেই লেখা রাত্রিকালে আগুণের অক্ষরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

জলে আগুণ জ্বালা।

একগ্ল্যাস জলের উপর যে কোন ইথার ঢালিয়া দিয়া একটি দেশালাই জ্বালিয়া তাহার উপর ধরিলে দপ্ দপ্ করিয়া আগুণ জ্বলিতে থাকিবে। জলে ঐরূপ কর্পূর ছড়াইয়া আগুণ ধরাইলেও তাহা জ্বলিতে থাকিবে।

আগুণের ফোয়ারা।

একটা জলপূর্ণ টাম্বলার (বড় কাচের) গ্ল্যাসে উত্তম

গুঁড়ান জিঙ্ক ১৫ গ্রেণ, ফস্‌ফরাস ৬ গ্রেণ রাখ। আর একটী গ্ল্যাসে সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড ১ ড্রাম মিশ্রিত কর। তাহার পর একটী অন্ধকার গৃহে দুইটি গ্ল্যাস লইয়া গিয়া যাঁহাতে জিঙ্ক ও ফস্‌ফরাস আছে তাহার উপর ডাইলিউড্‌ সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড ঢালিয়া দাও। দেখিবে অগ্নির শিখা ও ধূম গ্ল্যাসের উপর উত্থিত হইয়া আগুণের ফোয়ারার ন্যায় দেখাইবে।

কৃত্রিম অগ্নিগোলক।

একটি বোতলে ৪ আউন্স জল রাখ, তাহার উপর ৩০ গ্রেণ ফস্‌ফরাস দাও। একটি প্রদীপের উপর ঐ বোতলটি ধরিয়া এরূপ উত্তাপ লাগাও যাহাতে জল গরম হইতে পারে। জল গরম হইলেই দেখিতে পাইবে অগ্নির ছোট ছোট গোলা জলের উপর অত্যাশ্চর্য্যরূপে উঠিতেছে।

ঐন্দ্রজালিক মসী।

অক্‌জালিক য়্যাশিডে অক্সাইড অফ কোবাল্ট মিশ্রিত কর এবং তাহাতে একটু সোরা মিশ্রিত করিয়া কাগজে লিখ, লেখা শুকাইলে আগুণের উপর ধর, তাহা হইলে অক্ষরগুলি একটু ফিকা গোলাপী রঙ্গের পড়িতে পারিবে; কিন্তু অধিকক্ষণ ঠাণ্ডায় রাখিলে মিলাইয়া যাইবে।

সমানভাগে সলফেট্‌ অফ্‌ কপার (তুঁতে) এবং মিউরিয়েট অফ য়্যামোনিয়া জলের সহিত মিলাইয়া সাদা কাগজে লিখ সেই লেখা আগুণের উত্তাপে ধরিলে স্পষ্ট পীত বর্ণ অক্ষর প্রকাশ পাইবে।

ঐন্দ্রজালিক রং।

জল মিশ্রিত গন্ধকদ্রাবকে ও ডাইলিউড্ সলফিউরিক্ য়্যাশিডে গুঁড়া নীল মিশ্রিত কর। যে পরিমাণ নীল দিবে সেই পরিমাণ কার্বোনেট অফ্ পোটাশ তাহাতে দাও। তাহার পর তাহাতে সাদা কাপড় ডুবাইলে নীলবর্ণ, পীতবর্ণের কাপড় ডুবাইলে সবুজ এবং লাল বর্ণের কাপড় বেগুণে রঙ্গের হইবে।

লিখিবার অত্যুৎকৃষ্ট কালী।

এক বোতল জলে ২ ড্রাম ট্যানিক য়্যাশিড্ বা গ্যালিক য়্যাশিড এবং আধড্রাম হিরাকস গুঁড়া মিশাইলে অতি উৎকৃষ্ট লিখিবার কালী হয়। যদি কালী কিছু অধিক ঘোর করিতে হয় তবে ঐ দুই দ্রব্যের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই কালীতে লিখিলে কাগজ চোপসায় না, জল লাগিলে দাগ উঠে না, বড় স্থায়ী হয় এবং শীঘ্র পচেও না।

নিরেট অসচ্ছ দ্রব্যে পরিষ্কার জল।

মিউরিয়েট অফ লাইম্ এবং কার্বোনেট অফ্ পটাস একত্রিত করিয়া তাহাতে অল্প মাত্রায় নাইট্রিক্ য়্যাশিড মিশাইলে দিব্য স্বচ্ছ তরল দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

দৃশ্য এবং অদৃশ্য দাগ।

একখানি আরসীর উপর ফ্রেঞ্চচক্ দিয়া কোন দাগ, অঙ্কপাত বা কোন বিষয় লিখিয়া রুমাল দিয়া মুছিয়া ফেলিবে; তাহার পরে আরসীর উপর মুখের হাই দিলে যাহা লিখিবে

তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। দীর্ঘকাল পরেও আবার হাই দিলে লেখা দেখিতে পাইবে।

চমৎকার আলোক।

একটী তূলার পলিতাকে উত্তমরূপে লবণ জলে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে; তাহার পর ঐ পলিতাকে একটি স্পিরিট ল্যাম্পে রাখিয়া যখন জালিবে তখনই উজ্জ্বল পীত বর্ণ আলোক বাহির হইবে। চক্ষে নীল চশমা লাগাইয়া সেই আলোক দৃষ্ট করিলে বেগুণে রঙ্গের আলোক দেখিবে, এবং নীল চশমার সম্মুখে একখানি পীতবর্ণ পরকলা ধরিলে কিছুমাত্র আলোক দেখা যাইবে না, কেবল পলিতাটী দেখিতে পাইবে।

আকস্মিক অগ্নি।

ক্লোরেট অফ পোটাস্ এবং মিছরি সমান ভাগে পৃথক পৃথক্ গুঁড়া করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে এবং সেই গুঁড়া একটি কাচ বা মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া একটি কাটি দ্বারা সলফিউরিক য়্যাশিড্ একটু লইয়া তাহাতে লাগাইলে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিবে।

গরম কড়া হাতে রাখা।

কড়ার তলায় উত্তমরূপ ভূষা জমিলে যদি তাহাতে জল গরম করা যায় তবে সেই কড়া নামাইয়া হাতের চেটোয় রাখিলে উষ্ণতা অনুভূত হয় না।

একপাত্রে গরম ও শীতল জল।

একটী টিনের কড়ার অর্দ্ধেকটাতে তেলকালি ভাল করিয়া

মাখাইবে ও অৰ্দ্ধেকটাতে সাদা রঙ্ লাগাইয়া শুকাইবে। তাহার পর উহাতে গরম জল ঢালিয়া দেখিবে কাল অংশের জল সাদা অংশের জল অপেক্ষা শীঘ্র শীতল হইতেছে।

সবুজ আলোক।

গন্ধক ১৩ গ্রেণ, নাইট্রেট অফ্ ব্যারিটা ৭৭ গ্রেণ, অক্সিমিউরেট অফ্ পোটাশ ৫ গ্রেণ, মেটালিক্ আর্শেনিক্ ২ গ্রেণ, কয়লা ৩ গ্রেণ। নাইট্রেট্ অফ্ ব্যারিটাকে উত্তমরূপে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। তাহার পর অন্যান্য মসলা গুলিকে পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তাহার পরে একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহা জ্বালিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সবুজ আলোক জ্বলিতে থাকিবে।

লাল আলোক।

শুষ্ক নাইট্রেট অফ্ ষ্ট্রনসিয়া ৫ আউন্স উত্তম গন্ধকের গুঁড়া ১।৵ আউন্স, ক্লোরেট অফ্ পোটাশ ৫ ড্রাম, সলফিউরেট অফ্ য়্যান্টিমনি ৪ ড্রাম। ক্লোরেট অফ্ পটাশ ও সলফিউরেট্ অফ্ য়্যান্টিমনি পৃথকরূপে ভাল করিয়া গুঁড়া করিবে। তাহাদিগকে একটী কাগজে রাখিয়া মিশ্রিত করিবে। অন্যান্য মসলাগুলি গুঁড়া করিয়া তাহাতে মিলাইবে। কিয়ৎ পরিমাণ স্পিরিট অফ ওয়াইন্ সেই মিশ্রিত গুঁড়ায় মাখাইবে। তাহার পর সামান্য ভূষা বা কয়লার গুঁড়া তাহাতে দিয়া আগুণ লাগাইলে খুব দপ্দপে লাল আলোক জ্বলিতে থাকিবে।

বেগুণে আলোক।

স্পিরিট অফ্ ওয়াইনে ক্লোরাইড্ অফ লিথিয়ম গুলিবে এবং যখন তাহা জ্বালাইবে তখন সুন্দর বেগুণে রঙ্গের আলোক বাহির হইতে থাকিবে।

রূপালি আলোক।

এক টুকরা জ্বলন্ত কয়লাতে নাইট্রেট অফ সিলভারের (লুনারকষ্টিকের নয়) শুষ্কদানা—(Dried crystals of Nitrate of silver) তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। দেখিবে কেমন সুন্দর আলোক হয় এবং কয়লার চতুর্দ্দিকে ঢলঢলে গলা রূপা যেন ঢাকিয়া রহিয়াছে।

তিনটী ধাতুতে আগুণ।

দুই গ্রেণ পটাসিয়ম ও দুই গ্রেণ সোডিয়ম একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে এক বিন্দু পারা ঢালিয়া দিবে। তাহার পরে সেই পারদটী হাতে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে।

ছোটমুখ বোতলে হংসডিম্ব প্রবেশ করান।

এক বা ততোধিক হাঁসের ডিম্ ভিনেগারে ভিজাইয়া রাখিবে, এবং যখন দেখিবে তাহার খোলা নরম হইয়া আসিয়াছে, অনায়াসে বোতলে প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে, তখন বোতলের মুখ দিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে। ভিনেগারে ভিজাইয়া যদি ডিমের খোলা নরম না হয়, তবে সেই

ভিনেগারে বড় চামচের দুই চামচে ভিনেগারে এক ছোট চামচে য়্যাশেটিক য়্যাশিড মিশ্রিত করিলে উহা যার পর নাই নরম হইবে।

জলে হাত ডুবাইলে হাত ভিজিবে না।

একটা বড় পাত্র জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে লাইকো পোডিয়াম্ নামক গুঁড়া তাহার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিবে যে, "এই জলে টাকা, সিকি, দুয়ানি, পয়সা বা আর কিছু ফেলিয়া দাও, আমি হাত ডুবাইয়া তুলিয়া আনিব কিন্তু হাতে জল লাগিবে না।"

তুমি অনায়াসে জলে হাত ডুবাইয়া তুলিয়া আনিবে। হাতে লাইকো পোডিয়ামের গুঁড়া লাগিয়া তোমার হাতে জল স্পর্শ করিতে দিবে না।

শূন্যে অঙ্গুরীয়ক।

এক টুকরা সূতাকে উত্তমরূপে লবণের জলে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে। সূতাটী ভাল রকম শুকাইলে তাহাতে একটি অঙ্গুরীয়ক ঝুলাইয়া সূতাটিতে আগুণ লাগাইয়া দিবে। সূতাটি পুড়িয়া যাইবে কিন্তু আংটিটী পড়িয়া যাইবে না, ঝুলিতে থাকিবে। এই কৌশলটি নির্ব্বাতগৃহে দেখাইলেই ভাল হয়।

আগুণ খাওয়া।

এক টুকরা মোটা দড়ি সোরার জলে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে। ঐ দড়ির এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া লইয়া আগুণে জ্বালাইবে। তাহার পরে ঐ জ্বলন্ত দড়িটুকু খানিকটা শনের

ভিতর রাখিয়া জুড়াইলে ধুঁয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে না। একটু শন লইয়া উত্তমরূপে চিবাইতে চিবাইতে এরূপ ভঙ্গি করিবে যেন তাহা গ্রাস করিতেছে। অনন্তর যাহাতে পোড়া দড়ি আছে সেই শনটুকু যে অবকাশে মুখে পূরিবে, সেই অবকাশে পূর্ব্বের চিবান সম্মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবে। এইরূপ করিয়া নাসিকা দিয়া নিশ্বাস লইয়া মুখ দিয়া প্রশ্বাস ফেলিলে ধূম নির্গত হইতে থাকিবে এবং মুখের ভিতর দপ্ দপে উজ্জ্বল জ্যোতিপূর্ণ হইবে এবং মুখবন্ধ করিয়া পোড়া দড়ি ব্যতীত শণটুকু পেষণ করিলে আগুণ বাহির হইতে থাকিবে।

আশ্চর্য্যরূপে কদলিচ্ছেদ।

বাজী দেখাইবার পূর্ব্বে কতকগুলি পক্ক কদলীফলের খোসার উপর সূচিকা প্রবেশ করাইয়া বাম দিক হইতে ক্রমশঃ সূচিকা অধিক প্রবিষ্ট করাইয়া দক্ষিণ দিক দিয়া বাহির করিয়া আনিলে ভিতরের শস্য দ্বিখণ্ডিত হইবে কিন্তু খোসার উপর কোন দাগ পড়িবে না, কেবল মাত্র একটী সূক্ষ্ম সূচিকার অতি সামান্য দাগ সরিষার মত পড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না, পক্ক কদলীতে সেরূপ দাগ অনেক থাকে। ঐরূপে কদলী ফলটীকে ৪।৫ খণ্ড করিতে সমর্থ হইবে। দশ বারটী কদলীকে ঐরূপে কাটিয়া যখন বাজী দেখাইবে, তখন যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের হাতে সেই ভিতরে কাটা বাহিরে গোটা একটী কদলী দিয়া বলিবে "দেখ, কদলী-গুলি কোথাও কাটা নয়।" তাঁহারা তোমার কথায় সম্মতি

দিলে তুমি অন্য একটী ভিতরে বাহিরে গোটা কদলী লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। যেন মনে থাকে যে পূর্ব্বকার কদলীগুলির ভিতরে যতগুলি খণ্ড করিয়াছ, তুমি যে কদলী কাটিবে তাহাও যেন তত খণ্ড হয়। তাহার পরে তাঁহাদিগকে আপনাপনি কদলীর খোসা ছাড়াইতে বলিবে। খোসা ছাড়াইয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইবেন, তাঁহাদের কদলী গুলিরও ভিতরে খণ্ড খণ্ড।

অকস্মাৎ ভেকসম্ভব।

নদীজাত শৈবাল শুকাইয়া উত্তমরূপে ভস্ম করিবে, পরে উহার সহিত মহিষ দধি একত্র মর্দ্দিত করিলে ৭॥০ দণ্ড মধ্যে উহাতে ভেক জন্মিবে।

দিনে তারা দর্শন।

অগস্ত্য কুসুমের রসে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিলে দিবাভাগে নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

অকস্মাৎ মৎস্যসম্ভব।

মৎস্যের ডিম্বের সহিত উহার পিত্ত মিশ্রিত করিয়া রাখিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহাতে মৎস্য জন্মিবে। কিন্তু যে মৎস্যের ডিম এবং পিত্ত গ্রহণ করা হইবে, সেই মৎস্য জীবিত থাকিতে থাকিতে তাহার ডিম ও পিত্ত বাহির করিয়া লইতে হইবে।

কাচ চিবান।

আমরুলশাক অথবা আদা চিবাইয়া তাহার পরক্ষণেই সাদ

বোতলের গলা ও তলা বাদে অন্যাংশ অনায়াসে চিবান যায়, মুখে কোন আঘাত লাগে না।

পৃথক হস্তে টাকা ও পয়সার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

দুইটী টাকা লইয়া তাহাদের অপর পৃষ্ঠে দুইটী ডবল পয়সা লেই বা গঁদ দিয়া উত্তমরূপে লাগাইয়া শুকাইয়া রাখিবে। যখন বাজী দেখাইবে, তখন দুই হাতে দুইটী লইয়া একটীর শুভ্রপৃষ্ঠ ও অপরটীর তাম্রপৃষ্ঠ দেখাইয়া দর্শককে বলিবে "দেখুন এক হাতে ডবল পয়সা ও এক হাতে টাকা।" তাহার পরে হাত মুঠা করিয়া কৌশলক্রমে দুই হস্তের দুইটীকে উল্টাইয়া যখন মুঠা খুলিবে তখনই দর্শকেরা আশ্চর্য্য হইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তাসের তামাসা।

দেখ বোন বিন্দু! তাসের আবার যে কতকগুলি সুন্দর তামাসা আছে তাহা দেখিলে তুমি যার পর নাই আশ্চর্য্য হইবে। ইন্দ্রজালের সকল কথা কিছু বলা শেষ হয় নাই, কিন্তু উপর্য্যুপরি এক বিষয়ের অনেক কথা শুনিতে গেলে ততটা মিষ্ট বোধ হয় না, ধৈর্য্য থাকে না, বা কৌতুহলও বাড়ে না, এজন্য এখন তাসের কতকগুলি তামাসার কথা বলি শুন, যে গুলি বুঝিতে না পারিবে আমাকে বলিলে দেখাইয়া দিব।

কতকগুলি তাস লইয়া দর্শকের অজ্ঞাতসারে সে গুলিকে আধাআধি করিয়া ভাগ করিবে, তাহার পরে অর্দ্ধেকগুলির

পৃষ্ঠে অপরার্দ্ধেকের পৃষ্ঠ রাখিয়া একত্র করিবে। তাহা হইলে যতগুলি তাস লইবে তাহার অর্দ্ধেকগুলির সম্মুখ একদিকে অপরার্দ্ধেকের সম্মুখ অপর দিকে হইবে। অর্থাৎ যদি ৩২ খানা কাগজ লইয়া থাক, তবে উপর্য্যুপরি প্রথম ১৬ খানির মুখ এক দিকে এবং অপর ষোল খানির মুখ তদ্রূপে তাহার বিপরীত দিকে থাকিবে। কাগজগুলি এইরূপে গুছান হইলে পর এক দিকের একখানি কাগজ দেখিয়া লইবে। যেখানি দেখিয়া লইবে তাহার পরে তাসের গোছাটীকে হাতের তর্জ্জনী অঙ্গুলী একদিকে এবং অপর চারিটী অঙ্গুলী অন্যদিকে দিয়া এমন ভাবে দর্শকদিগের সম্মুখে ধরিবে, যেন তুমি গোছাটীর সে পৃষ্ঠের কাগজখানি দেখিতে পাও নাই, কিন্ত সেখানি তুমি পূর্ব্বে দেখিয়া রাখিয়াছ। গোছাটি দর্শকদিগের সম্মুখে ধরিয়াই সেখানি কি কাগজ তাহার নাম করিবে। যখন তুমি এ কাজ করিতেছ তখন কাগজ গোছাটীর ভিতর পৃষ্ঠে যে কাগজ খানি আছে তাহা দেখিতে পাইতেছ। প্রথম কাগজখানি দেখাইয়া কাগজের গোছটী তোমার পশ্চাৎভাগে লইয়া যাইবে, এবং পিছনদিকে না চাহিয়া যে কাগজখানি দেখাইয়াছ সেখানি দর্শকবৃন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিবে। তাহার পরে পশ্চাৎ-দিকেই তাসের গোছাটীকে উণ্টাইয়া, অর্থাৎ প্রথমবারে যেখানি ভিতর পৃষ্ঠে তোমার দিকে ছিল, সেইখানি দর্শকদিগকে দেখা-ইয়া সেখানি কি কাগজ তাহা বলিবে। এইরূপে এক একবার পশ্চাতে লইয়া গিয়া দেখান কাগজ খানি সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া গোছাটী উণ্টাইয়া আবার দেখাইলে দর্শকগণ আশ্চর্য্য হইবেন।

মনে করা কাগজ বলিয়া দেওয়া।

যে কোন ২১ খানি কাগজ লও। এক এক খানি করিয়া চিৎভাবে সাত খানিতে একটি শ্রেণী করিয়া স্থাপন কর। তাহার নীচে আর দুইটী তদ্রূপ শ্রেণী কর। তাহার পরে দর্শকদের একজনকে একখানি কাগজ মনে করিতে বল। তাঁহার মনে করা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই তাসটী কোন শ্রেণীতে আছে। তাহার পর ডানদিক হইতে এক এক খানি করিয়া কাগজ তুলিয়া তিনটী শ্রেণীর তিনটী "থাক" দাও। দর্শকের মনে করা তাসখানি যে থাকে আছে সেই থাকটীকে মধ্যে রাখ। তাহার পরে আবার সেইরূপে সাত সাত খানি করিয়া তিনটী শ্রেণীতে উপর হইতে ডাইনদিকে পূর্ব্ববৎ কাগজ সাজাও, আবার কোন্ থাকে আছে জিজ্ঞাসা কর; এবারেও পূর্ব্ববৎ গুছাইয়া সেই থাকটীকে মধ্যে রাখ, এইরূপ আর একবার কর। সর্ব্বসমেত তিনবার হইলে যখন তিনটী থাক যথানিয়মে উপর্য্যুপরি একত্রিত করা হইবে, তখন উপর হইতে দশখানি কাগজের পরে যেখানি থাকিবে, নিশ্চয় সেই খানি মনে করা হইয়াছে জানিবে।

অন্যের দেখা কাগজ বলিয়া দেওয়া।

সমস্ত তাসগুলিকে লইয়া ভাঁজিতে ভাজিতে শেষ ভাঁজের সময়ে নীচে যে তাসখানি থাকিবে দেখিয়া লও, যেন অন্যে তাহা জানিতে না পারে। তাহার পরে দর্শককে বল যে, সমস্ত কাগজের মধ্যে তিনি এক খানিকে লইয়া দেখিয়া উপরে

রাখিয়া দেন। পরে তুমি একটী এমন ভাঁজ দাও যে, নীচে তোমার দেখা যে তাস খানি আছে, সেখানি যেন উপরের তাসের ঠিক উপরে গিয়া পড়ে। তাহার পরে আরও দুই একটা ভাঁজ দাও, কিন্তু সাবধান, নীচের ও উপরের যে দুইখানি কাগজকে একত্র করিয়াছ সে দুই খানি যেন পরস্পরে দূরে গিয়া না পড়ে। তাহার পরে কাগজগুলি খুলিয়া দেখিয়া যাও। তোমার চেনা কাগজ খানির কোলে যে কাগজ খানি থাকিবে নিশ্চয় জানিবে সেই খানিই দর্শক পূর্ব্বে দেখিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।

অন্যপ্রকার।

দর্শকের অগোচরে রুইতনের সাতা হইতে দশ এবং টেক্কা পৃথক রাখিয়া দাও। তাহার পরে সকল ছবি ও অপর কাগজ গুলির মুখ একদিকে করিয়া গুছাও। এই সকল ঠিক করিয়া দর্শকদিগের একজনকে বল যে একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া দেখেন। দেখা হইলে তাঁহার হাত হইতে কাগজ খানি লইয়া অন্য কাগজ গুলির মাথা যে দিকে আছে, সেই কাগজ খানির মাথা যাহাতে অপরদিকে পড়ে এমন রকমে উল্টাইয়া ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। তাহার পর এক এক খানি সন্দেহের সহিত দেখিবার ভাণ করিয়া, যে খানির মাথা অপরদিকে দেখিবে সেই খানিই দর্শকের দেখা কাগজ বলিয়া দিবে।

না দেখিয়া তাসের ফোঁটা বলা।

এই বাজী দেখাইবার সময় দর্শকদিগকে বলিয়া দিবে

যে, টেক্কা ১১ ফোঁটা, ছবিগুলি ১০ ফোঁটা এবং অন্যান্য তাসে যত ফোঁটা লিখিত আছে তাহাই ধরিতে হইবে।

তিন খানি কাগজ দেখিয়া উপড় করিয়া রাখিতে বলিবে, এবং সেই তিন খানি কাগজে পূর্ব্বোক্ত মতে এক এক খানিতে যত ফোঁটা থাকিবে, প্রত্যেক খানির উপর বক্রী ততগুলি কাগজ দিয়া ১৫ সংখ্যা পূর্ণ করিতে বলিবে। তাহার পরে কাগজগুলি ভাঁজিবার ছলে গণিয়া দেখিবে তোমার হাতে কতগুলি কাগজ আছে। তোমার কাগজের সংখ্যা যত থাকিবে তাহা হইতে ৪ বাদ দিয়া যত সংখ্যা থাকিবে তত-গুলি ফোঁটা দর্শকের রাখা প্রথম তিন খানি কাগজের ফোঁটার সহিত সমান।

মনেকর দর্শক একটী চৌকা, একখানি আটা এবং একটী সাহেব রাখিয়াছেন। তাঁহাকে চৌকার উপর ১১ খানি, আটার উপর ৭ খানি এবং সাহেবের উপর ৫ খানি কাগজ রাখিয়া ১৫ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে। সর্ব্বসমেত ২৬ খানি কাগজ দর্শকের নিকট রহিল, বক্রী ২৬ খানি তোমার হাতে থাকিল। ঐ ২৬ হইতে ৪ বাদ দিলে ২২ রহিল। এই ২২ ফোঁটা দর্শকের তিন খানি কাগজের মোট ফোঁটার সংখ্যা।

বোধ হয় এ কথা বলিয়া দিতে হইবেনা যে, ৫২ খানি কাগজ লইয়াই এই খেলা দেখাইতে হইবে।

চারিটী সাহেবের আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ।

চারিটী সাহেবকে বাছিয়া একত্র কর। অন্য তিন খানি ফালতো কাগজ দর্শকের অজ্ঞাতসারে সংগ্রহ করিয়া তাহার

উপর চারিটী সাহেবকে এমন রকমে সাজাও যে, তাহার যে কোনটীকে টানিয়া বাহির করিবার সময় নীচের কালতো তিন খানি কাগজ দেখিতে পাওয়া না যায়, সে জন্য বাম হস্তের চেটোয়, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে ও কনিষ্ঠাঙ্গুলের মূলে সাজান সাহেব গুলিকে ধরিয়া অন্যান্য অঙ্গুলী গুলিকে ছড়াইয়া রাখিতে হইবে। সাহেব গুলির যেটী সর্ব্বোচ্চে থাকিবে তাহার পদতলের একটু উপরে দ্বিতীয় সাহেবের মস্তক, দ্বিতীয় সাহেবের ঐরূপ স্থানে তৃতীয় সাহেবের মস্তক, তৃতীয় সাহেবের সেইরূপ স্থানে চতুর্থ সাহেবের মস্তক, এইরূপে কিম্বা সাহেব গুলির আধাআধি জায়গায় তাহার নীচের সাহেবকে সংস্থাপন করিলে আরও সুবিধা হইবে।

তাহার পর দুইটী গোলাম, যাহাদিগকে সাহেব বাছিবার সময় বাছিয়া রাখিবে, সেই দুইটীকে লইয়া গল্প আরম্ভ করিবে যে, "দুইটা গোলামে মারামারি করিয়া একটা অপরটাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে। সাহেবদের একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর (যাহাকে ইনস্পেক্টর করিবে তাহাকে গোলাম দুইটার নিকট নিক্ষেপ করিয়া বলিবে) সাহেব তদন্তে গেলেন। অন্য তিনজন সাহেবকে বলিয়া গেলেন তোমরা একটু অপেক্ষা কর, এখনিই আসিতেছি। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব খুনী মোকর্দ্দমার তদারকে গিয়াছেন। যেমন তেমন করিয়া কাজ সারিব মনে করিয়া গেলেও মোকর্দ্দমাটা খুব বড়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয় আছে, বিশেষ সে সময়ে একটা ইংরেজী সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা উপস্থিত ছিলেন, কাজেই তদারকে বিলম্ব হইতে লাগিল। এখানে অপর তিনজন সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে আপনাপন

স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। ট্রেনের সময় যায়, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ষ্টেশনে গেলেন (এই বলিয়া তিনটী সাহেব, নীচের তিন খানি ফালতো কাগজ সমেত গুটাইয়া অবশিষ্ট কাগজের তাড়ার উপর রাখ)। তাহার পর একজন গেলেন পাণ্ডুয়া (এই বলিয়া উপরের কাগজ খানি লইয়া সাবধানে কাগজের গোছার নীচে ২। ৪ খানি বা ৫। ৭ খানি কাগজের উপর প্রবেশ করাইয়া দাও। বোধ হয় তোমাকে বলিতে হইবে না যে, সে গুলি ফালতো কাগজের মধ্যে একখানি, অতএব এমন সাবধান হইবে যেন দর্শক তাহার তলা দেখিতে না পায়)। দ্বিতীয় সাহেব গেলেন হুগলী (এই বলিয়া উপরের কাগজ খানিকে লইয়া মাঝামাঝি জায়গায় পূর্ব্ববৎ সাবধানে রাখিয়া দাও)। তৃতীয় সাহেব গেলেন শ্রীরামপুর (এই বলিয়া তাসের তাড়াটীর বারআনা আন্দাজ উপরে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে রাখিয়া দাও ; ফল কথা এমন স্থানে এই তিনটী কল্পিত সাহেবকে রাখিয়া দাও যে, দর্শক যেন বুঝিতে পারেন যে তাহাদিগকে একটী হইতে অপরটীকে পৃথক স্থানে রাখা হইল)। এমন সময় সাহেবটী তদন্ত শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া জানিলেন সাহেবরা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছেন; সাহেব চটিয়া উঠিলেন। খানসমাকে বলিলেন 'সে কি! আজ আমাদের চুনোগলিতে Engagement আছে! চলে গেছেন? এমন কখন হ'তে পারেনা।' এই বলিয়া হাওড়ার ষ্টেশনে আসিলেন (এই বলিয়া সাহেবটিকে লইয়া তাসের তাড়ার উপরে রাখ)। আসিয়া দেখেন (এই বলিয়া এক দুই তিন চারি গণিবে) চারিজনেই ষ্টেশনে। পরস্পরের দেখা দেখিতে আমোদের সীমা নাই (এই বলিয়া

চারিখানি কাগজ চিংকরিয়া দেখাইবে চারিটী সাহেবই একত্র)।"

আশ্চর্য্য ভেল্কী।

বাজী দেখাইবার পূর্ব্বে অগ্রে দর্শকদিগকে খুব বাগাড়ম্বর করিয়া জিজ্ঞাসা কর যে "কা'র গায়ে বেশী বল আছে?" তখন কেহ কেহ বলিবে "আমার—আমার।" পুনরায় বল "কিন্তু বড় সাবধান—যেন ঠকিতে না হয়।" এই কথায় দুই এক জন পশ্চাৎপদ হইবে। তাহাতেও যাহারা বলিবে "হাঁ" তাঁহাদের এক জনকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে বল। তাহার পরে তাসের তাড়াটী লইয়া তাহার নিম্নদেশ দেখাও এবং জিজ্ঞাসা কর "কোন্ কাগজ দেখিতেছেন?" এই কথায় তিনি বলিলেন "ইস্কাবনের গোলাম।" তাহার পর তাসের তাড়াটীর মুখ নিচের দিকে রাখিয়া তাহাকে খুব জোরে তাসের তাড়াটির নীচে উপর হাত দিয়া ধরিতে বল। তিনি সেইরূপে ধরিলে তাঁহাকে উপরের দিকে একবার তাকাইতে বল। তিনি উপরে চাহিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, "কোন্ তাস খানা দেখিয়াছেন আপনার কি ঠিক স্মরণ আছে?" উত্তর "হাঁ—ইস্কাবনের গোলাম।" তখন তুমি বলিবে "না—আপনি ভুল করিয়াছেন। অপনি দেখুন সেটি হরতনের গোলাম," এই বলিয়া নীচে দেখাইবে। "আচ্ছা তাস গুলি লউন, ইস্কাবনের সাহেবকে অন্য স্থানে খুঁজিলে দেখিতে পাইবেন", এই বলিয়া তাঁহার হস্তে তাস গুলি দিলে তিনি প্রকৃতই অন্যস্থানে ইস্কাবনের গোলাম দেখিতে পাইবেন।

যে কৌশলে তুমি এরূপ আশ্চর্য্য খেলা দেখাইতে পারিবে তাহার উপায় বলিতেছি শিক্ষাকর। যে তাসে বাজী দেখাইবে তাহার অতিরিক্ত একখানি ইস্কাবনের গোলাম অন্য একজোড়া তাস হইতে লইয়া তাহার এক দিকে মাথা ও অপর দিকে পা রাখিয়া আধাআধি করিয়া কাট। পায়ের অংশটা ফেলিয়া দিয়া মাথার দিকটা লও। তাসের তাড়াটি লইয়া তাহার নীচে হরতনের গোলাম রাখিয়া তাহার উপর ইস্কাবনের গোলামের অর্দ্ধেকটা রাখ, এরূপ ভাবে রাখ যেন হরতনের গোলামের মুখ ইস্কাবনের গোলামের আধখানায় ঢাকা থাকে। যখন প্রথম দেখাইবে তখন ইস্কাবনের গোলামের চক্ষের উপর তোমার মধ্যমাঙ্গুলী ও তাসের তাড়ার অপর পৃষ্ঠে বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়া এমন ভাবে ধরিবে যেন দর্শক তাহা ঠাওরাইতে না পারে। বস্তুত পা'টী হরতনের গোলামের, আর মাথাটী ইস্কাবনের গোলামের। কিন্তু পা দেখিয়া ঠাওরাইবার যো নহে, কারণ ঐ দুইটী গোলামের পা একই রকম। পরে যখন তাস গোছাটী দর্শককে জোরে ধরিতে দিবে, তখন গোলামের পায়ের দিকটা দিবে এবং যখন তিনি উপর দিকে চাইবেন তখন তাঁহার চোকে চাহিয়া যখন তুমি বলিবে "যে তাস খানা দেখিয়াছেন সেখানা কি ঠিক স্মরণ আছে ?" তখন তুমি তোমার বাম হস্তে কাটা গোলামের আধখানা সরাইয়া লইলেই হরতনের গোলামের আপাদ মস্তক দর্শকের হাতে থাকিবে।

সকল তাঁসেই যে কিছু ইস্কাবন ও হরতনের গোলামের পা একরকম থাকে তাহা নহে। তবে এটি নিশ্চয় আছে যে, চারিটী গোলামের মধ্যে দুইটির পা একরূপ অপর দুইটির

অপর এক রকম; সেস্থলে যে গোলামের সহিত যে গোলমের পা মিলিবে সেই দুইটিকে লইয়াই বাজী দেখাইবে।

চারিখানি তাস।

তাসের গোছার ভিতর হইতে যে কোন চারি খানি তাস লইয়া একজনকে একখানি মনে করিতে বল। যখন তিনি তোমাকে চারিখানি কাগজ দেখিয়া ফেরত দিবেন, তখন কৌশলক্রমে তাহাদের দুইখানি তাসের তাড়ার নীচে ও দুইখানি উপরে রাখ। মাঝখান হইতে টানিয়া ৪ চারিখানি কাগজ লও এবং পূর্ব্বোক্ত ৪খানি কাগজের যে দুইখানি নীচে আছে তাহাদের নীচে রাখ। তাহার পর তলার ৭। ৮খানি কিম্বা দশ খানি কাগজ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদের মধ্যে তাঁহার মনেকরা কাগজ খানি আছে কিনা। যদি বলেন "হাঁ" তবে নীচে যে ৪ খানি কাগজ রাখিয়াছ তাহা পূর্ব্বমত কৌশলে উপরে তুলিয়া নীচে যে কাগজ খানি আছে সেই খানি বাহিরে আনিয়া দেখাইয়া বলিবে "দেখুন দেখি, এখানি কি না?" যদি বলেন "না" তবে আর তুমি নিজে না কাগজখানি টানিয়া বাহির করিয়া বলিবে যে "তবে এই নীচে হইতে আপনার কাগজ লউন।" নিশ্চয় সেই খানিই দর্শকের দেখা কাগজ। কিন্তু প্রথম যখন নীচের ৭। ৮ খানি কাগজ লইয়া দেখাইবে তখন যদি তিনি বলেন যে "না—ইহাদের মধ্যে আমার দেখা কাগজ নাই," তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, ৪ খানির যে দুই খানি তুমি উপরে রাখিয়াছ তাহাদের একখানি তাঁহার দেখা কাগজ। তখন

উপরের দুই খানিকে দর্শকের অজ্ঞাতসারে কৌশলক্রমে নীচে আনিয়া প্রথম খানি পূর্ব্বোক্তমতে বাহির করিয়া দিলে যদি বলেন "না এখানি নয়," তবে নীচে হইতে টানিয়া আপনার কাগজ লইতে বলিবে। নীচে যেখানি থাকিবে নিশ্চয়ই সেই খানি তাঁহার দেখা কাগজ।

আজ্ঞাবহ তাস।

কতক গুলি তাস উপড় করিয়া সারি দিয়া রাখিয়া যাইবে। তাহার পূর্ব্বে কৌশলক্রমে একখানি তাস, হয় তোমার বাম হস্তের কোটের আস্তিনের ভিতর ফেলিয়া দিবে, না হয় অন্য কোন কৌশলে আপনার হস্তগত করিবে। তাহার পরে দর্শক-দিগের একজনকে তাঁহার অঙ্গুলিদ্বারা একখানি কাগজ স্পর্শ করিতে বলিবে। তিনি স্পর্শ করিলে, যেখানি তোমার হস্তগত আছে তাহার নাম বলিবে, ও দর্শকের স্পর্শকরা তাস খানি তুলিবে, যেন তুমি যে খানির নাম করিলে সেই খানিই উঠিয়া আসিল। তাহার পর আবার একখানি স্পর্শ করিতে বলিবে; প্রথম বারে যে খানি তুলিয়া লইয়াছ, দ্বিতীয় বার তুলিবার সময় সেখানির নাম করিবে ও দ্বিতীয় কাগজ খানি তুলিবে। এইরূপে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম যত গুলি ইচ্ছা প্রতিবার দর্শককে দিয়া স্পর্শ করাইয়া ও ঐরূপে নাম ধরিয়া ডাকিয়া তুলিবে। শেষে যেখানি তুলিবে, অর্থাৎ যেখানি তুলিয়া আর তুলিবে না, সেই খানি তোমার অনর্থক হইল। কারণ সেখানির নাম করিয়া অপর এক খানি তোলা হইতেছে না। সেই খানিকে প্রথম খানির পরিবর্ত্তে গোপন করিলেই অবশিষ্ট গুলি তোমার যে ডাকা মত কাগজ তাহা স্পষ্ট দেখাইতে পারিবে।

মনেকর প্রথম বারে তুমি ইস্কাবনের টেক্কা লুকাইয়া ছিলে। প্রথম বারে ডাকিয়া যে কাগজ খানি তুলিবে, তাহার অগ্রে ইস্কাবনের টেক্কা বলিয়া ডাক দিয়াছ, কিন্তু ডাকে আসিল মনেকর রুইতনের সাহেব। দ্বিতীয়বার দর্শক কাগজ স্পর্শ করিলে তুমি ডাকিলে রুইতনের সাহেব, কিন্তু উঠিয়া আসিল হরতনের গোলাম। ফিরেবার কাগজ তুলিবার সময় ডাকদিতে হইল হরতনের গোলাম, কিন্তু আসিল ইস্কাবনের দশ। চতুর্থ বার ডাকদিলে ইস্কাবনের দশ কিন্তু উঠিয়া আসিল রুইতনের টেক্কা। উপর্য্যুপরি কতকগুলা মনে করিয়া রাখা দর্শদের কষ্টকর হইতে পারে। এজন্য সেইখানে ডাক বন্ধ রাখিলে, কিন্তু হাতের কাগজের মধ্যে রুইতনের টেক্কাটার নামগন্ধও নাই এবং গণনাতেও বেশী হয় অতএব সেই খানাকে লুকাইতে হইবে।

গ্রাবু খেলায় একপক্ষে ছয় খানি রং লওয়া।

চারিটী রংঙের প্রত্যেক রংঙের আট খানি কাগজ বাছিয়া পৃথক্ পৃথক্ চারিটী থাক দাও। তাহার পরে এক একটী থাক হইতে এক এক খানি তাস লইয়া বত্রিশ খানি কাগজ একত্র গুছাইয়া লইয়া প্রতি পক্ষকে কাটাইতে দিলে তিনি যেখানে কাটাইবেন, তোমার দুই হাতে ছয় খানি এবং তোমার প্রতিপক্ষে দুইখানি মাত্র রং পাইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নানাবিধ আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া।

প্রিয় ভগ্নি, তোমাকে ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই বলা হইয়াছে। যাহাতে তুমি আরও কিছু শিক্ষা করিতে পার আমি এরূপ ইচ্ছা করি। সত্য বটে ইন্দ্রজাল এতবড় বিস্তৃত বিষয় যে, একজন লোকের জীবনে তাহা শিক্ষা করিয়া উঠা যায় না, কিন্তু সচরাচর যে গুলির প্রচলণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যে গুলি সহজসাধ্য সে গুলি শিখিবার জন্য সকলেরই ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। এজন্য আজি তোমাকে আরও কয়েকটী প্রক্রিয়ার কথা বলিতেছি। ইন্দ্রজাল শিক্ষা করিয়া যে কেবল আপনার বা আত্মীয়স্বজনদিগের চিত্তবিনোদন করা যায় তাহা নহে, নানা বিষয় জানা থাকিলে বাজীকরেরা বাজী দেখাইয়া সাধারণ লোককে যেমন বিমুগ্ধ করে এবং বিমুগ্ধ ব্যক্তিগণ মোহগুণের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থব্যয় করে, তেমন আর হইতে পায় না, অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায়।

কাটা মুণ্ডের বাক্য কথন।

এই বাজী দেখাইবার জন্য একটি ভিন্ন রকমের টেবিলের প্রয়োজন হয়। টেবিলটীর মধ্যস্থলে জোড় থাকা চাই এবং জোড়ের মধ্যস্থলে [illegible] প্রত্যেক টেবিলে অর্দ্ধগোলাকার এরূপ এক একটী ছিদ্র থাকে যে, সে দুইটী জোড়া দিলে একটী মনুষ্যের গলা অনায়াসে প্রবিষ্ট করান যায়। সেই ছিদ্রের উপরি

বেষ্টন করিয়া ছিদ্রের আকার এবং আয়তনে যেন একটী কাচের প্লেট থাকে। টেবিলের নীচে চারিদিকে চারি খানি মোটা কাচ দিয়া ঘেরিয়া দিতে হয়।

তাহার পর যখ বাজী দেখাইতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে একটী মনুষ্য টেবিলের নীচে থাকিয়া উহার উপরিভাগে যে প্লেট খানি আছে তাহাতে আপনার মুণ্ডটী স্থাপন করিলে টেবিলার্দ্ধ দুইটী জুড়িয়া একত্র করিয়া দিলেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ টেবিলে ঢাকা পড়িল, কেবল মস্তকটী উপরে রহিল। দর্শকের প্রশ্নানুসারে সে সকল কথার উত্তর দিলে সহজে তাহার কাটা মুণ্ড ছাড়া আর কিছু বোধ হইবে না। আর টেবিলের নীচে চারিদিকে চারি খানি কাচকে এমন রকমে স্থাপিত করিতে হয় যে, একটার ছায়া অন্যটায় যেন প্রতিভাত হইতে পায়, তাহা হইলে আর তাহার ভিতরে যাহা থাকিবে তাহা বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

তৈলহীন প্রদীপে দীপ জ্বালান।

একটী কেঁচোকে শুষ্ক করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম নেকড়াদ্বারা বেষ্টন করিয়া তৈলহীন প্রদীপে জ্বালাইলে বেশ জ্বলিবে।

পুষ্করিণীর একঘাটে দুগ্ধ ঢালিয়া অপর ঘটে সেই দুগ্ধ তোলা।

একটী ঘটী কিম্বা অপর পাত্রে বড়গয়লার আটা মাখাইয়া শুকাইতে হইবে; তাহার পরে একঘটী দুগ্ধ সকলের সমক্ষে

এক ঘাটে ঢালিয়া দিয়া যে ঘটীটীতে আটা মাখান আছে, সেই ঘটীটী লইয়া অপর ঘাটের এক ঘটী জল তুলিলেই উহা সাদা দুগ্ধের ন্যায় দেখিতে পাইবে।

বিনা অগ্নিতে অন্নপাক।

একটী মৃৎপাত্রে কতক গুলি ঘুটিম পোড়া বা শামুক গুগলীর পোড়া খোলা (যাহাকে বাকারী চূণ কহে) দর্শকের অজ্ঞাতসারে রাখিয়া তাহাতে চাউল ও তৎসহ কতকটা জল ঢালিয়া দিলেই ফুটিতে থাকিবে, ধূম উত্থিত হইবে এবং কিয়ৎকাল পরে চাউল গুলি তুলিলে সে গুলি ভাতের আকার ধারণ করিয়াছে দেখা যাইবে।

দুই দণ্ডের মধ্যে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপাদন।

আম, জাম, লিচু প্রভৃতি ফলের বীজকে ৭ দিন কুসুম ফুলের বীজের তৈলে ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর যখন বাজী দেখাইবে তখন চারটী মাটীকে বেশ ঝুরা করিয়া তাহাতে অন্য কোন উদ্ভিদের শিকড় না থাকে এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিবে, এবং সেই মৃত্তিকাতে বীজ প্রোথিত করিয়া সামান্য জলদ্বারা মাটী আর্দ্র করিলে তাহা হইতে দুই দণ্ড কাল মধ্যে উত্তম গাছ বাহির হইবে।

বার্ত্তাকুর লম্ফ।

একটী ঢোলা ব্যাংকে মারিয়া তাহার মুখে কতকগুলি

মাসকলাই পূরিবে। তাহার পর সেই ভেকটীকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া দিলে মাসকলাই গুলি হইতে যে গাছ বাহির হইবে তাহার কলাই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। সেই কলাই বার্ত্তাকুর ঝুড়িতে ফেলিয়া দিলে যত বার্ত্তাকু থাকিবে সকল গুলি ভেকের ন্যায় লাফাইয়া ঝুড়ির বাহিরে পড়িবে। ইন্দ্রজাল-মধ্যে এরূপ লিখিত আছে, পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

হস্তের উপর অগ্নি জ্বালিলে হস্ত দগ্ধ হইবে না।

ছিরকা, শাম্ভারী লবণ, কতিলা নামক একপ্রকার গঁদ, আফিঙ্গ, ফটকিরি, পারদ ও কুঁকড়ার ডিমের খোসা একত্র পেষণ করিয়া হস্তে মাখাইবে, তাহার পর উহার উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে হস্তে উত্তাপ লাগিবে না।

পক্ষীর ডানায় বর্ণমালা প্রকাশ।

একটী খলে নিশাদল, ভেলা ও ছিরকা সমভাগে উত্তম-রূপ পেষণ করিয়া কালী তৈয়ার করিবে। ঐ কালীতে কোন

পর তন্মধ্যে একটু গন্ধক দ্রাবক প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া মোম-দ্বারা ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবে। দুই এক মিনিট পরে ঐ ডিম্ নড়িতে থাকিবে।

বীজ প্রোথিত মাত্র সফল বৃক্ষোৎপাদন।

আঁকড় ফলের চূর্ণ তিল তৈলে পেষণ করিয়া সাতদিন রৌদ্রপক্ক করিবে। অর্থাৎ এক দিন মর্দ্দন করিবে শুকাইবে, পর দিন আবার মর্দ্দন করিবে আবার শুকাইবে। সাত দিন উপর্য্যুপরি এই রূপ করিয়া চূর্ণ করিবে। ভালরূপ চূর্ণ না হয়, মাখা মাখা হইলে একটী কাঁসার পাত্রে লাগাইয়া আর একটী কাঁসার পাত্র চাপা দিবে। তাহার পরে সেই পাত্র দুইটী উণ্টাইয়া অর্থাৎ যাহার গায়ে মসলা লাগান আছে, সেইটী উপরে ও খালি পাত্রটী নীচে রাখিয়া রৌদ্রে দিবে। এরূপ করায় যে তৈল নিম্নস্থ পাত্রে সঞ্চিত হইবে সেই তৈল একটী আঁবের আঁটীতে মাখাইয়া শুষ্ক করিবে। পরে সেই আঁটী মৃত্তিকাতে পুতিলে তৎক্ষণাৎ ফলসহ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

ভয় হইয়াছে, কিন্তু তুমি মরিবেনা, ভয় নাই।” পরিশেষে যখন তুমি তোমার বামহস্তে কেশাকর্ষণ করিয়া খড়্গদ্বারা তাহার কৃত্রিম গলদেশে আঘাত করিবে সেই সময় ধাঁ করিয়া বামহস্তে করিয়া মুণ্ডটি উপর দিকে এমন কৌশলে তুলিয়া লইবে, যেন দর্শকবৃন্দ দেখিয়া অবাক হয়েন যে খড়্গের আঘাতে মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। মস্তকের উপর হইতে মস্তকটী যেমন তুলিয়া লওয়া হইবে, অমনি সে যেন পিচকারীর ঁাট দুইটী টিপিয়া তুলিতে থাকে। তাহা হইলে চারিদিকে রক্ত ছড়াইয়া পড়িবে। দর্শকেরা ধন্য ধন্য করিতে থাকিবে। অমনি পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রকৃত মুখ বাহির করিয়া দিবে এবং ধীরে ২ পর্দ্দা তলিবে। এ বারে তোমার [illegible] কও।

অত্যদ্ভুত—মনুষ্যের শিরচ্ছেদ।

এই বাজী দেখাইবার পূর্ব্বে সুন্দর বন্দোবস্ত করা চাই। বাস্তবিক মনুষ্যের মস্তক কাটিয়া ফেলিলে কখন জীবিত থাকিতে পারে না। ভোজবাজীর মধ্যে যে গুলি রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা সম্পন্ন হয়, সে গুলি ভিন্ন সকল বাজীই কৃত্রিম, তবে যে অত্যদ্ভুত ঘটনা সকল দর্শকদিগকে দেখাইয়া মোহিত করা যায়, সে কেবল বাক্য ও হস্তের কৌশল, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মস্তকচ্ছেদ এবং পুনর্জীবন দান ইন্দ্রজালে নিম্নোক্ত প্রকারে দেখান হইয়া থাকে।

পর্দ্দার মধ্যে থাকিয়া এই সকল বন্দোবস্ত কর। যথা,—যাহার মস্তকচ্ছেদ করিতে হইবে পূর্ব্বহইতে তাহার মুখের মত একটী মুণ্ড মোম বা তদ্রূপ কোন দ্রব্য দিয়া অবিকল প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। ঐ কৃত্রিম মুণ্ডের চক্ষে কাচের পরকলা

পর তন্মধ্যে একটু গন্ধক দ্রাবক প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া মোম-দ্বারা ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবে। দুই এক মিনিট পরে ঐ ডিম্ নড়িতে থাকিবে।

বীজ প্রোথিত মাত্র সফল বৃক্ষোৎপাদন।

আঁকড় ফলের চূর্ণ তিল তৈলে পেষণ করিয়া সাতদিন রৌদ্রপক্ক করিবে। অর্থাৎ এক দিন মর্দ্দন করিবে শুকাইবে, পর দিন আবার মর্দ্দন করিবে আবার শুকাইবে। সাত দিন উপর্য্যুপরি এই রূপ করিয়া চূর্ণ করিবে। ভালরূপ চূর্ণ না হয়, মাখা মাখা হইলে একটী কাঁসার পাত্রে লাগাইয়া আর একটী কাঁসার পাত্র চাপা দিবে। তাহার পরে সেই পাত্র দুইটী উল্টাইয়া অর্থাৎ যাহার গায়ে মসলা লাগান আছে, সেইটী উপরে ও খালি পাত্রটী নীচে রাখিয়া রৌদ্রে দিবে। এরূপ করায় যে তৈল নিম্নস্থ পাত্রে সঞ্চিত হইবে সেই তৈল একটী আঁবের আঁটীতে মাখাইয়া শুষ্ক করিবে। পরে সেই আঁটী মৃত্তিকাতে পুতিলে তৎক্ষণাৎ ফলসহ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। বাজী দেখাইবে তখন চারটা মাচাকে বেশ ঝুর। ... ...ত অন্য কোন ঔদ্ভিদের শিকড় না থাকে এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিবে, এবং সেই মৃত্তিকাতে বীজ প্রোথিত করিয়া সামান্য জলদ্বারা মাটী আদ্র করিলে তাহা হইতে দুই দণ্ড কাল মধ্যে উত্তম গাছ বাহির হইবে।

বার্ত্তাকুর লম্ফ।

একটী কোলা ব্যাংকে মারিয়া তাহার মুখে কতকগুলি

অত্যদ্ভুত—মনুষ্যের শিরচ্ছেদ।

এই বাজী দেখাইবার পূর্ব্বে সুন্দর বন্দোবস্ত করা চাই। বাস্তবিক মনুষ্যের মস্তক কাটিয়া ফেলিলে কখন জীবিত থাকিতে পারে না। ভোজবাজীর মধ্যে যে গুলি রাসায়নিক ক্রিয়া-দ্বারা সম্পন্ন হয়, সে গুলি ভিন্ন সকল বাজীই কৃত্রিম, তবে যে অত্যদ্ভূত ঘটনা সকল দর্শকদিগকে দেখাইয়া মোহিত করা যায়, সে কেবল বাক্য ও হস্তের কৌশল, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মস্তকচ্ছেদ এবং পুনর্জীবন দান ইন্দ্রজালে নিম্নোক্ত প্রকারে দেখান হইয়া থাকে।

পর্দ্দার মধ্যে থাকিয়া এই সকল বন্দোবস্ত কর। যথা,— যাহার মস্তকচ্ছেদ করিতে হইবে পূর্ব্বহইতে তাহার মুখের মত একটী মুণ্ড মোম বা তদ্রূপ কোন দ্রব্য দিয়া অবিকল প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। ঐ কৃত্রিম মুণ্ডের চক্ষে কাচের পরকলা

পর তন্মধ্যে একটু গন্ধক দ্রাবক প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া মোম-দ্বারা ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবে। দুই এক মিনিট পরে ঐ ডিম্ নড়িতে থাকিবে।

বীজ প্রোথিত মাত্র সফল বৃক্ষোৎপাদন।

আঁকড় ফলের চূর্ণ তিল তৈলে পেষণ করিয়া সাতদিন রৌদ্রপক্ক করিবে। অর্থাৎ এক দিন মর্দ্দন করিবে শুকাইবে, পর দিন আবার মর্দ্দন করিবে আবার শুকাইবে। সাত দিন উপর্যুপরি এই রূপ করিয়া চূর্ণ করিবে। ভালরূপ চূর্ণ না হয়, মাখা মাখা হইলে একটী কাঁসার পাত্রে লাগাইয়া আর একটী কাঁসার পাত্র চাপা দিবে। তাহার পরে সেই পাত্র দুইটী ঊর্দ্ধমুখ হইবে, [illegible]

বেনা। আর চায়নাকোটের ভিতরে থাকিয়া সে আপনার বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলীর মধ্যে একটী করিয়া দুইটী কৃত্রিম-শোণিতপূর্ণ পিচ্‌কারী ধরিয়া ঐ দুইটী পিচ্‌কারীর মুখ তাহার মস্তকের উপর রক্ষিত স্পঞ্জের নীচে লাগান থাকে এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে পিচকারীর বাঁট দুইটী ধরা থাকে; আর দুই কৃত্রিম হাত কোটের আস্তিনের ভিতর দিয়া চেয়ারের হাত রাখিবার স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। এইরূপে ঠিকঠাক করিয়া বসাইয়া পর্দ্দা তুলিয়া দিবে এবং বাগাড়ম্বরে ঘটকালী করিতে থাকিবে। দর্শকদিগকে খুব আশ্চর্য্যান্বিত করিবার জন্য তুমি যাহার মস্তক কাটিবে তা[illegible] সহিত কথা কহা আবশ্যক হইলে, সে যেন কোটের ভিতর হইতে "হাঁ—না" এমন দুই একটী কথা বলে; তাহা হইলে তুমি ঘটকালীর মুখে বলিবে "তোমার

ভয় হইয়াছে, কিন্তু তুমি মরিবেনা, ভয় নাই।” পরিশেষে যখন তুমি তোমার বামহস্তে কেশাৰ্যণ করিয়া খড়্গাদ্বারা তাহার কৃত্রিম গলদেশে আঘাত করিবে সেই সময় ধাঁ করিয়া বামহস্তে করিয়া মুণ্ডটি উপর দিকে এমন কৌশলে তুলিয়া লইবে, যেন দর্শকবৃন্দ দেখিয়া অবাক হয়েন যে খড়্গের আঘাতে মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। মস্তকের উপর হইতে মস্তকটী যেমন তুলিয়া লওয়া হইবে, অমনি সে যেন পিচকারীর নাঁট দুইটী টিপিয়া তুলিতে থাকে। তাহা হইলে চারিদিকে রক্ত ছড়াইয়া পড়িবে। দর্শকেরা ধন্য ধন্য করিতে থাকিবে। অমনি পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রকৃত মুখ বাহির করিয়া দিবে এবং ধীরে ২ পর্দ্দা তুলিবে। এ বারে তাহার সহিত যত ইচ্ছা কথা কও।

পোড়া দলিল উদ্ধার করা।

সাদা কাগজে একখানি খাতা বাঁধিয়া এরূপ কাগজে তাহার মলাট দিবে যেন তাহার দুই পৃষ্ঠাই তেল কালী মাখাইয়া শুকান কাল কাগজ হয়। বাজী দেখাইবার সময় সেই খাতা খানি ও খানিকটা সাদা কাগজ ও একটা শক্ত সীসার পেন্সিল দিয়া দর্শকের যাহা ইচ্ছা হয় লিখিতে বলিবে। লেখা হইলে তাহাকে লেখা কাগজখানি দিয়া তুমি আপনার খাতা খানা লইয়া বাহিরে বাক্স ভুলিয়া আসিয়াছ এই ছল করিয়া বাহিরে যাইবে। সেখানে গিয়া তোমার খাতার মলাটের নীচে যে কাগজ খানি আছে, অর্থাৎ খাতার যে পৃষ্ঠে কাগজ রাখিয়া দর্শক লিখিয়াছিলেন, তাহার নীচেকার কাগজ খানি ছিঁড়িয়া

বাক্সমধ্যে রাখিয়া বাক্সটী বন্ধ করিয়া আনিবে। বাক্সটী দুই তলা হওয়া আবশ্যক। বাক্সটী আনিয়া দর্শককে বলিবে তাঁহার লেখা কাগজ পোড়াইয়া ফেলেন ও পোড়া কাগজের ছাই গুলি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দেন। যখন তিনি ছাই রাখিবেন, তখন বাক্সের উপর তলায় রাখিবেন; কিন্তু বাক্সটা যে দুই তলা তাহা যেন দেখান না হয়। তাহার পর বাক্সটী লইয়া দুই একবার উলট্ পালট্ করিয়া তাহার মধ্যে হাত প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তোমার খাতার যে কাগজ খানি ছিঁড়িয়া তাহার মধ্যে রাখিয়াছ, সে খানি বাহির করিয়া আনলেই দেখিতে পাইবে যে. সেখানিতেও দর্শকের নিজের হাতের লেখা কথাগুলি আছে। সেই কাগজে লেখা কালীটা যদি ভূষা উঠা গোছ দেখ ত' দর্শককে বলিবে যে, "পোড়ার সকল দাগ মিলান বড় কঠিন।"

পোড়ান রুমাল আস্ত বাহির করা।

দুইখানি এক রঙ্গের রুমাল (যত ছোট হয় ততই ভাল) লইয়া একখানি দর্শকের অজ্ঞাতসারে তোমার দক্ষিণ হস্তের জামার আস্তিনের ভিতর রাখিবে, অপর খানি অন্যত্র রাখিবে। বাজী দেখাইবার সময় একটী টীনের বাক্স লইয়া তাহার ডালা খুলিবে। খুলিয়া উপড় করিয়া দেখাইবে তাহাতে কিছু নাই। দেখাইয়া যেমন সেই বাক্সটী নীচে পানে আনিবে, অমনি সেই অবকাশে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বারাই আস্তিনের ভিতর হইতে রুমাল খানি লইয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বন্ধ করিবে। বন্ধ করিয়া টেবিলের উপর রাখিবে ও চাবি বন্ধ করিয়া দর্শক

াগের সম্মুখে রাখিবে। তাহার পরে তাহার জোড়া রুমাল
ানি বাহির করিয়া সকলের সাক্ষাতে আগুণে পোড়াইয়া
াহার ছাই গুলি লইবে এবং একটি বন্দুক লইয়া তাহাতে
ারুদ পূরিবে। বারুদ পূরিয়া রুমালপোড়া ছাইগুলি বন্দুকে
দিয়া এমন ভাবে আওয়াজ করিবে যেন তাহার ধূম পূর্ব্বোক্ত
াক্সটীর গায়ে লাগে। বন্দুকের আওয়াজ হইবা মাত্র বলিবে
'ঐ রুমাল।" এই বলিয়া বাক্সের চাবিকাটী দর্শককে ফেলিয়া
দিবে, তিনি খুলিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন।

পাকাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্রব্যগুণ।

প্রিয় ভগ্নি, স্ত্রীলোকের অবশ্যজ্ঞাতব্য এবং যার পর নাই প্রয়োজনীয় বিষয়টী অগ্রে না বলিয়া অপরাপর বিষয় তোমাকে শিক্ষা দিতেছিলাম। তাহাতে আমারও ততটা দোষ দিতে পার না। পিতৃদেব যে পর্য্যন্ত তোমাকে উপদেশ দিয়া আমার হাতে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানকার কথা শেষ না করিয়া অন্য বিষয় ধরাটাও ভাল দেখায় না বলিয়া আমি উহাতে ক্ষান্ত ছিলাম, কিন্তু এখন আর তাহাতে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। রন্ধনশিক্ষা সংসারের মধ্যে স্ত্রীলোকের একটী প্রধান ধর্ম্ম। গৃহস্থঘরের স্ত্রীলোকেরা যদি সকল কাজ শিক্ষা করেন, আর রন্ধনশিক্ষা না করেন, তবে তাঁহার কিছুই শিক্ষা করা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব অন্য কথা থাকুক এখন তোমাকে রন্ধন সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় বলিব।

পাচিকার বিলক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া

আবশ্যক, নতুবা তিনি খাদ্য দ্রব্য অমৃতের ন্যায় মিষ্টপাক করি-লেও তাহা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য রাত্রিবাস কাপড়ে বা অস্নাত হইয়া পাক করিতে যাওয়া কোনমতে কর্ত্তব্য নহে। পাক করিবার পূর্ব্বে সমস্ত অনুষ্ঠান গুলি আপনার নিকট সংযোগ করিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা সময়ে এমন হইতে পারে যে রন্ধন করিতে করিতে তুমি এমনই ব্যস্ত হইতে পার যে, এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থানান্তরে যাইলে সকল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পাকানুষ্ঠান ঠিক করিয়া লইয়া তবে রাঁধিতে বসিবে; কেন না যদিও তোমার পরিচারিকা থাকে, তথাপি সকল দ্রব্য সংযত না থাকিলে তাহাকে হুকুম করিয়া তাহাদের কোনটী আনাইয়া লইবার হয়ত সময় কুলায় না।

পাকস্থালী সাধারণতঃ মৃত্তিকার হইলেই ভাল হয়। মৃত্তি-কার পাত্র সকল দোষ বর্জ্জিত। অতএব মৃৎপাত্র পাইলে অন্য পাত্রে রন্ধন করিবে না। এক্ষণে সাধারণ দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলিতেছি, মনে রাখিও।

জল—ক্লান্তিনাশক, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণানিবারক, তন্দ্রা ও বমি-নষ্টকারক, নিদ্রাজনক, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ নিবারক, মনের প্রীতিদায়ক, শৈত্য গুণবিশিষ্ট, লঘু এবং জীবনীশক্তিকর।

উষ্ণোদক—শ্বাস, কাশ ও জ্বরনাশক; কফ, বাত ও আম-দোষ নিবারক, উত্তেজক এবং রক্ত শোধনকারক।

দুগ্ধ—স্নিগ্ধগুণযুক্ত, মিষ্ট, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্তবিনাশক, বাত-পিত্তনাশক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক এবং ষড়রসের আশ্রয়।

গুড়—শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, মূত্ররোধক, পিত্তনাশক, কফ, কৃমি ও বলকারক।

পুরাতন গুড়—শুক্রবর্দ্ধক, রেচক, মধুর ও প্রসাদক।

মধু—স্বাদু, রুক্ষ, বলকারক, অগ্নিকর, মনের প্রীতিজনক, বায়ু-পিত্ত-কফনাশক, শ্বাস, হিক্কা ও বিষনাশক।

চিনি—স্নিগ্ধ, শৈত্যকারক, অল্প পোষক, এবং জলের সহিত মিশ্রিত হইলে শৈত্যগুণকর।

ছোট এলাইচ—আগ্নেয়, উত্তেজক ও বায়ুনাশক।

বড় এলাইচ—আগ্নেয়, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ, শ্লেষ্মাঘ্ন, পিত্ত-নাশক, শ্বাস, তৃষ্ণা, বমি, কাশ, শিরঃরোগ এবং মুখরোগের শান্তিকারক।

দারুচিনি—স্বাদু, বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, সুরভি, শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকারক, মুখশোষ ও তৃষ্ণানিবারক।

তেজপত্র—মধুর, উষ্ণ, লঘু, কফ, বাত, অর্শ, হৃল্লাশ ও অরুচিরোগবিনাশক।

কুম্‌কুম্—স্নিগ্ধ, ত্রিদোষঘ্ন, শিরঃপীড়া, ব্রণ, দেহস্থ কীট এবং ব্রণরোগ শান্তিকর।

লবঙ্গ—তিক্ত, চক্ষুরোগনাশক, শীতল, দীপ্ত, পাচক, রুচিকর, কফ, পিত্ত ও দূষিত রোগের শান্তিকর, আগ্নেয়, উত্তে-জক এবং বায়ুনাশক।

জয়ত্রী—স্বাদু, কটু, উষ্ণ, রুচিকর, কফ, কাশি, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষজন্য রোগের শান্তিকর।

গোলমরিচ—কটুরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, দীপক, কফঘ্ন, বাত-নাশক, উষ্ণ, পিত্তকর, শ্বাস, শূল ও কৃমিনাশক, বায়ুনাশক এবং উত্তেজক।

কৃষ্ণজীরা—রুক্ষ্ম, কটু, উষ্ণ, দীপক, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক, মেধা

ও দৃষ্টি প্রসাদকর, পাচক, গর্ভাশয়ের শোধনকর, রুচিকর, কফঘ্ন, জ্বর, গুল্ম, ছর্দ্দি ও অতিসারাদি রোগে উপকার-জনক।

মেথী—বাতশ্লেস্মা ও জ্বরনাশক।

ধন্যা—স্নিগ্ধ, মূত্রকর, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, দীপক, পাচক, জ্বরঘ্ন, রেচক, ত্রিদোষঘ্ন, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ, অর্শ, আম, কৃমি প্রভৃতি রোগে উপকারক।

হিঙ্গু—উষ্ণ, পাচক, তীক্ষ্ণ, বাতশ্লেষানাশক ও পিত্তবর্দ্ধক।

হরিদ্রা—কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক চর্ম্ম-রোগ, নেত্ররোগ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণাদি রোগহারক।

আদ্রক—রেচক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দীপক, বাত ও কফ-নাশক, কুপ, পাণ্ডু, কৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, ব্রণ, জ্বর এবং দাহাদি রোগের শান্তিকর।

তিল—স্তনের দুগ্ধ বৃদ্ধিকর, কটু, তিক্ত, গুরু এবং কফ ও পিত্তকর।

সরিষা—উগ্র, কফ এবং পিত্তঘ্ন।

লঙ্কা মরিচ—রুক্ষ, রুচিকারক এবং পিত্তনাশক।

মৌরী—রোচক, শুক্রবর্দ্ধক, দাহ এবং রক্তপিত্তনাশক।

গম—উষ্ণ এবং পুষ্টিকারক ও বলবৃদ্ধিকর।

দাউল—উষ্ণ ও বলকারক।

সাগু ও আরারুট—লঘু ও অনায়াসে জীর্ণ হয়।

গোলআলু—পুষ্টিকর, সুখাদ্য, বলকারক ও উষ্ণ।

গাজর—পুষ্টিকর ও সহজে জীর্ণ হয়।

মূলা—বলকারক, উত্তেজক, অগ্নিকারক এবং পাচক।

কপি—উষ্ণ, বলকারক, সহজে জীর্ণ হয় না এবং রন্ধনে মিষ্ট।

পলাণ্ডু—পুষ্টিকর, উষ্ণ, বিশেষ বলকারক, কাঁচা খাইতে দুর্গন্ধ কিন্তু রাঁধিলে বেশ মিষ্ট হয়।

রশুন—উষ্ণ, পাচক, শুক্রবর্দ্ধক, বাতনাশক, রক্তবর্দ্ধক, চক্ষের জ্যোতিস্কর, পিত্তকর, গুরুপাক এবং কাশ, শোথ, অজীর্ণ, কুষ্ঠ, বায়ু, শ্বাসকাশাদি রোগনাশক।

পটোল—পাচক, মনের তৃপ্তিসাধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, ত্রিদোষঘ্ন, কৃমি, কাশ, রক্তপিত্ত এবং জ্বরনাশক।

ডুমুর—লঘুপাক, রুক্ষ, পিত্ত কফ রক্তনাশক এবং রক্তপিত্ত নিবারক।

করলা—শীতল, ভেদক, তিক্ত এবং জ্বর, পিত্ত, কফ, কণ্ডু, মেহ, কৃমি ও শুক্রনাশক। মূল যার পর নাই রেচক এবং পত্র ধারক।

উচ্ছে—স্নিগ্ধ, তিক্ত, রেচক, অগ্নিকারক, লঘু এবং কৃমিনাশক।

কাঁকরোল—রুচিকারক, কফ এবং পিত্তনাশক।

ঝিঙ্গা—তিক্ত, মধুর এবং আমবাত ও অগ্নি মান্দ্যকারক।

শিম—রুক্ষ, বলকারক, স্বাদু, অগ্নিমান্দ্যকারী, কফনাশক, শুক্রদোষকারক এবং কটু।

বার্ত্তাকু (বেগুণ)—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, শ্বাস, কফ, বাত নষ্টকর, মধুর, রুচিকারক এবং অগ্নিকর।

কাঁকুড—ক্ষারযুক্ত, মধুর, রুচিকর ও ক্ষুধাবর্দ্ধক।

শসা—পিত্তহর, শীতবীর্য্য ও কফকারক।

*নাউ—শীতল, বায়ুনাশক এবং ভেদকারক।

কদলী (কলা)—কষায়, মধুর, বলকারক, শীতল, পিত্ত-নাশক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, তৃষ্ণানাশক এবং কফকারক।

মোচা—স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, গুরু, বাতপিত্তনাশক, শীত-বীর্য্য, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয়রোগ নিবারক।

থোড়—বাত-পিত্তনাশক, গুরু এবং রসকারক।

ওল—অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কফনাশক, লঘু এবং অর্শরোগ-প্রতিকারক।

মানকচু—সুস্বাদ, শীতল, গুরু, শোথহর এবং কটু।

কাঁঠাল ইচড়—গুরুপাক, মুখপ্রিয় কিন্তু অজীর্ণকারক।

পাকা কাঁঠাল—মধুর, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক, শীতল, বায়ুপিত্ত-নাশক, শ্লেষ্ম, শুক্র ও বলপ্রদায়ক, শ্রম দাহ ও পিপাসা নিবারক, গুরুপাক এবং রুচিকর।

কাঁঠালবীজ—রক্তপিত্তনাশক, সুস্বাদু, ঈষৎকষায়, বায়ু-বৃদ্ধিকর, গুরুপাক, ত্বকদোষনাশক, শোণিত, শুক্র এবং বলবৃদ্ধিকর।

অনারস—স্নিগ্ধ, সুমিষ্ট, বায়ুনাশক, কফকারক এবং যকৃ-তের ক্রিয়া বৃদ্ধিকর।

আমলকী—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি বায়ুনাশক, বলকারক এবং রক্ত-দোষনাশক।

বেল—মধুর, কষায়, গুরু, পিত্ত, কফ, জ্বর ও অতিসার নাশক, রুচিকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

কুষ্মাণ্ড—শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, স্বরবর্দ্ধক, বমি, তৃষ্ণা এবং জ্বরনাশক।

নারিকেল—গুরু, স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক, স্বাদু, শীতল, বল ও মাংস বৃদ্ধিকর, তৃপ্তিজনক, এবং বস্তিশোধক।

নারিকেল জল—স্নিগ্ধ, শীতল, মনের তৃপ্তিকর, অগ্নি ও শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, পিপাসানিবারক, মিষ্ট এবং বস্তি-শুদ্ধিকর।

কোমল নারিকেল—গুরু, পিত্তকারী, মিষ্ট এবং বিদাহী।

মাংস—বলকারক, গুরুপাক এবং কফ ও পিত্তকর।

মৎস্য—বলকারক, মাংস অপেক্ষা সহজে জীর্ণ হয়, কফ এবং পিত্তকারক।

ডিম্ব—যার পর নাই পুষ্টিকর, অর্দ্ধপক্ক করিলে সহজে জীর্ণ হয়, এমন কি রোগীকে পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিরামিষ পাক।

বুটের দাউল।

বুটের দাউল ১ সেয়, ঘৃত ১ পোয়া, ধনে বাটা ২ তোলা, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, আদাকুচি ১ সিকি, আদা বাটা আদ তোলা, ছোট এলাইচের দানা ১ আনা, দারুচিনি দেড় আনা, গোটা লবঙ্গ ২ আনা, জিরা মরিচ ২ তোলা, লবণ আড়াই

তোলা, আস্ত লঙ্কা ৪টি, তেজপত্র ৬ খানি, জল ৪ সের, বাতাসা বা চিনি ১ তোলা।

প্রথমতঃ দাউল গুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ও বাছিয়া লও। তাহার পর পরিষ্কার জলে ৪। ৫ বার উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া একটী বিস্তৃত পাত্রে কিম্বা মোটা কাপড়ে পাতলা করিয়া পাতিয়া দাও। এইরূপে কিছুক্ষণ রাখিলে উহা বেশ খড়খড়ে হইবে। এদিকে একটী পরিষ্কার হাঁড়ি উনানে জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে ৩ ছটাক ঘৃত দাও। ঘৃতের গাঁজ মরিয়া আসিলে তাহাতে সমুদয় আদার কুচি, ছোট এলাইচের দানা, দারুচিনি ও অর্দ্ধেক লবঙ্গ দিয়া দুই চারি বার উত্তমরূপে নাড়িয়া তাহাতে দাউল গুলি ঢালিয়া দাও, এবং উহা ভাজার ন্যায় খড়খড়ে না হওয়া পর্য্যন্ত খুন্তি বা হাতা দ্বারা অনবরত নাড়িতে থাক। যখন দেখা যাইবে দাউল গুলি ঈষৎ ভাজাভাজা হইয়াছে, তখন তাহাতে গরম জল ৪ সের ঢালিয়া দিতে হইবে। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে হাঁড়ি যেন ছোট না হয়, কারণ তাহা হইলে উথলিয়া পড়িয়া যাইবে। যখন দাউল বেশ ফুটিতে থাকিবে, তখন তাহা হইতে পরিমাণ মত গরম জল তুলিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বাটা মশলা গুলি গুলিয়া এবং চিনি বা বাতাসা এক সঙ্গে মিসাইয়া দাউলে ঢালিয়া দিয়া মৃদু জ্বাল দাও। অনেকক্ষণ পরে সরা খুলিয়া দেখ দাউলগুলি সিদ্ধ হইল কি না। যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে ঘন ঘন কাঠি দ্বারা নাড়িতে থাক ; তাহারপর লবণ দিয়া একবার নাড়িয়া দিতে হইবে।

এই সময় একটী মুখ বিস্তৃত বড় হাঁড়িতে অবশিষ্ট ঘৃত

জ্বালে চড়াইবে এবং উহার গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে তেজপত্র ও লঙ্কা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। ইহার পর উহাতে ছোট এলাইচের দানা, দারুচিনির কুচি, এবং অবশিষ্ট লবঙ্গ দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে লঙ্কা গুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে হাঁড়ির সুসিদ্ধ দাউলের সুগন্ধে গৃহ অমোদিত হইবে। ইহার পর উনান হইতে নামাইলেই বুটের দাউল প্রস্তুত হইল।

মূলার সুক্ত।

মূলা ১ সের, বিলাতী আলু ১ সের, বেগুন আদ সের, কাঁচকলা ১ পোয়া, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, সরিষা বাটা ২ তোলা, পোস্তবাটা ৩ তোলা, পোস্ত বড়ি ৪ তোলা, নারিকেল কোরা ২ তোলা, ঘৃত আধ ছটাক, তৈল ২ ছটাক, ভাজা সরিষার গুঁড়া ৬ আনা, ভাজা পাঁচ ফোড়নের গুঁড়া ৬ আনা, লবণ ৩ তোলা, জল ১ সের, চিনি ১ তোলা।

তরকারী গুলিকে যে ভাল করিয়া কোটা ও ধৌত করা আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। সর্ব্ব প্রথমে এক ছটাক তৈল হাঁড়িতে দিয়া যখন দেখিবে তাহার ফেনা মরিয়া গেল, তখন তরকারী গুলি তাহাতে দিয়া খুন্তিদ্বারা নাড়িতে থাক। সে গুলি আধ ভাজা হইয়া আসিলে বাটা মসলাগুলি, লবণ ও আর আধ ছটাক তৈল তাহাতে দিয়া নাড়িতে থাক। বাটা মসলা অর্দ্ধেক ভাজা হইলে উহাতে জল দিয়া একবার নাড়িয়া হাঁড়ির মুখ সরা দ্বারা ঢাকিয়া দিবে। তরকারী গুলি ভাল রকম সিদ্ধ হইলে হাঁড়িটি নামাইবে এবং আর একটী হাঁড়ি উনানে চড়া-

ইয়া অবশিষ্ট তৈল দিয়া বড়ি গুলি ভাজিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে। তৈল হইতে বড়ি তুলিয়া সেই হাঁড়িতে গুঁড়া মসলা গুলি অল্প ভাজিয়া পূর্ব্ব রক্ষিত হাঁড়ি হইতে ঝোলসমেত তরকারী গুলি উহাতে ঢালিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। যখন তরকারী গুলি ফুটিয়া উঠিবে, তখন ঢাকনিটী খুলিয়া লইয়া চিনি দিয়া নাড়িতে হইবে, তাহার পর ভাজা বড়ি গুলি নিক্ষেপ করিয়া যখন দেখিবে জল মরিয়া মাখা মাখা হইয়াছে, তখন উহাতে ঘৃত ছড়াইয়া দিবে এবং একটু গরম থাকিতে থাকিতে নারিকেল কোরা দিয়া নাড়িয়া লইবে। তাহা হইলেই মূলার সুক্ত উত্তমরূপ রন্ধন করা হইল।

আলুর দম।

খোসা ছাড়ান আস্ত আলু ১ সের, ঘৃত ১ পোয়া, দধি ১ পোয়া, পাকা তেঁতুল আধতোলা, বাদাম বাটা, ৫ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, গোলমরিচ ৬ আনা, ছোট এলাইচের গুঁড়া ৫ আনা, দারুচিনি চূর্ণ ৫ আনা, লবঙ্গ চূর্ণ ১৷৹ আনা, লবণ ২ তোলা, চিনি আধতোলা।

আলু গুলিতে সরু শলা দিয়া ছিদ্র করিবে। তাহার পরে উপরোক্ত মসলা গুলি একেবারে আলুগুলির গায়ে মাখাইয়া দাও। একটী ডেক্‌চী বা হাঁড়িতে করিয়া আগুণে চাপাও। জ্বাল দিবার সময় পাকস্থালীর মুখ বেশ করিয়া ঢাকিয়া দাও। এদিকে উনানে ধিকি ধিকি জ্বাল দিতে থাক। যখন ফুটিবার শব্দ বন্ধ হইবেক ও মিষ্ট গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে তখন নামাইয়া রাখ;

তাহার আধ ঘণ্টা পরে ঢাকনি খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইলেই আলুর দম প্রস্তুত হইল।

ছানার ডাল্না।

ছানা ১ সের, ঘৃত ৫ ছটাক, তেজপত্র ৫ খানি, ধনে বাটা ১ তোলা, আদা বাটা আধ তোলা, জিরামরিচ বাটা আধতোলা, দারুচিনির টুকরা ৪ আনা, ছোট এলাইচ ৪ আনা, লবঙ্গ চারি আনা, লবণ ২ তোলা, চিনি আধপোয়া, জল আধ সের।

প্রথমে ছানা টুকুতে এক ইঞ্চি চৌড়া এক ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি পুরু ছোট ছোট টুকরা প্রস্তুত কর। একটী কড়াতে এক পোয়া ঘৃত চাপাইয়া মৃদু জ্বালে উনানে বসাও। যখন দেখিবে ঘৃতের ফেণা মরিয়া আসিয়াছে, তখন ছানার খণ্ড গুলিকে তাহাতে ভাজিয়া লইবে। ছানার টুকরাগুলি পাত্রান্তরে রাখিয়া কড়ায় যে ঘৃতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতে তেজপাতা দিয়া যখন ভাজা ভাজা হইবে, তখন ধনে, আদা ও জিরামরিচ বাটা জলে গুলিয়া তাহাতে ঢালিয়া দাও। যখন ফুটীতে থাকিবে তখন ছানাভাজা ও লবণ দিয়া একবার নাড়িয়া লও। অর্দ্ধেক আন্দাজ জল মরিয়া গেলে চিনি দিয়া একবার বেশ করিয়া নাড়িবে। নাড়িয়া নামাইয়া রাখ। পরে পত্রান্তরে আধ ছটাক ঘৃত দিয়া ছোট এলাইচের দানা, দারু-চিনির কুঁচি ও লবঙ্গ দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মসলা গুলি আধ ভাজা হইলে তাহাতে ডাল্না ঢালিয়া পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দাও; তাহার পর যখন ফুটীতে থাকার শব্দ পাইবে, তখন অব-

শিষ্ট আধ ছটাক ঘৃত ঢালিয়া দুই চারি বার নাড়া চাড়া করিয়া নামাও। নামাইবার আধ ঘণ্টা পরে তবে ঢাকুনি খুলিবে।

মূলার ঘণ্ট।

মূলা ১ সের, নারিকেল কোরা ১॥০ ছটাক, জিরা মরিচ ১ তোলা, তেজপত্র ৪ খানি, পিটালি ৩ তোলা, ফুলবড়ি ৭ গণ্ডা, লবণ আধ ছটাক, তিল আধ ছটাক, গুড় ৪ তোলা, দুগ্ধ আধ-পোয়া, ঘৃত ১ ছটাক, তৈল ১ ছটাক।

মূলাগুলির খোসা ছাড়াইয়া নাউকুঁচার যত খণ্ড খণ্ড করিবে। সে গুলিকে ভাল করিয়া ধুইবে। তাহার পর দুই সের জলে মূলা গুলি সিদ্ধ করিয়া আবার ধৌত করিবে। তাহার পর আধ ছটাক তৈল দিয়া বড়ি গুলিকে ভাজিবে। বড়িগুলি পৃথক পাত্রে রাখিয়া অবশিষ্ট আধছটাক তৈলে তেজপাতা গুলি ভাজিবে। সে গুলি ভাজা ভাজা হইয়া আসিলে মূলাগুলি তাহাতে দিয়া ছকিয়া লইবে, কিন্তু সাবধান মূলার গায়ে যেন দাগ না ধরে। মূলা ছকা হইলে এক পোয়া জলে তিলবাটা ও জিরামরিচ বাটা গুলিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিবে, একটু ফুটিয়া আসিলে গুড়, দুগ্ধ, পিটালি মিশাইয়া হাঁড়িতে দিবে। ফুটিয়া উঠিলে বড়ি গুলি দিতে হইবে। এই সময় একবার নাড়িয়া চাড়িয়া লবণ টুকু দিবে। ফুটিতে ফুটিতে যখন গামাখা গোছ হইয়া আসিবে, তখন তাহাতে নারিকেল কোরা এবং ঘৃত দিয়া নাড়া চাড়া করিবে। এই তরকারী প্রস্তুত হওয়ার শেষ সময় একটু সাবধান হইবে, মৃদু জ্বাল দিবে, যেন আঁকিয়া না যায়।

মোচার ঘণ্ট।

মোচার খোলার ভিতরের কচি কচি কলার কুঁচা ১ সের, বুট কলাই ভিজান ১ ছটাক ধনেবাটা ২ তোলা, তিল বাটা ১ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, ঘৃত ৩ তোলা, তেজপত্র ৪ খানি, আদার কুচি আধতোলা, দুগ্ধ আধ ছটাক, চিনি ১ তোলা, ময়দা ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২টা, দারুচিনি কুচি ।০ আনা, লবঙ্গ ৮টা, নাড়িকেল কোরা ১ছটাক, লবণ আধ ছটাক, এবং জল ১ পোয়া।

মোচাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কুচা করিবে। সে গুলিকে উত্তম রূপ ধৌত করিয়া যে কসের মত জল বাহির হইবে তাহা ফেলিয়া দিবে। মোচাগুলিতে একটু হরিদ্রা মাখাইয়া দুই সের জলে সিদ্ধ করিবে। যখন উহা সুসিদ্ধ হইবে তখন জল হইতে ছাঁকিয়া পৃথক পাত্রে রাখিবে ও জলটা ফেলিয়া দিবে। তাহার পরে লবণ, জিরামরিচ বাটা ও ধনে বাটা মাখিয়া রাখিবে। হাঁড়িটিতে ২ তোলা ঘৃত দিয়া তেজপাতা, অল্প জিরা, আদার কুচি ও বুট ভিজান ক্রমে ক্রমে দিতে হইবে। তেজপাতা ও বুট আধ ভাজা হইলে মোচা গুলা ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন তেজপাতা বেশ ভাজা হইয়াছে দেখিবে, তখন এইরূপ সন্তলনের পর জলে তিলবাটা, দুগ্ধ, চিনি ও ময়দা গুলিয়া ঢালিয়া দিবে। যখন তরকারী অনবরত নাড়িতে নাড়িতে দেখিতে পাইবে মাখা মাখা হইয়া আসিয়াছে তখন ছোট এলাইচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ বাটা এবং নারিকেল কোরা দিয়া উত্তমরূপ নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইবে।

নিমঝোল।

নিম্বপাতা ১৫টী, গোল আলু ১ পোয়া, কচি শিম ১ পোয়া, সজিনাডাঁটা ১ পোয়া, বেগুণ ১ পোয়া, বড়ি আধ পোয়া, ধনে ২ তোলা, সরিষা ২ তোলা, হরিদ্রা আধ তোলা, লবণ ২৷৷০ তোলা, ঘৃত ২ তোলা, সর্ষপ তৈল আধ পোয়া, চিনি আধ তোলা, পাঁচফোড়ন ১ আনা, জল ১৷৷০ সের।

তরকারী গুলি ভাল করিয়া কাটিয়া জলে ধৌত করিবে। একটি হাঁড়িতে ২ তোলা তৈল দিয়া জ্বাল দাও। তৈলের ফেণা মরিয়া আসিলে তাহাতে বড়ি গুলি ভাজিয়া লও। বড়ি ভাজা হইলে একটী পাত্রে তুলিয়া রাখ। তাহার পরে এক ছটাক তৈল হাঁড়িতে দিয়া পূর্ব্ববৎ প্রকারে বেগুণ ব্যতীত সকল তরকারী ভাজ। বড়ি ও তরকারী এমন করিয়া ভাজিবে, যেন তাহাতে দাগ না লাগে। তরকারী ভাজা হইলে তাহাতে হলুদ ও সরিষা বাটা জলে গুলিয়া ঢালিয়া দাও। যখন ফুটিতে আরম্ভ করিবে তখন লবণ ও বেগুণ দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সরাঢাকা দিতে হইবে। খুব ফুটীতে আরম্ভ করিলে বড়িগুলি দিবে। তাহার পরেই চিনি ও ধনেবাটা দিয়া আবার একবার নাড়া চাড়া কর। আন্দাজ তিন পোয়া জল থাকিতে দেখিবে যে তরকারীগুলি বেশ সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তখন ঝোলসমেত তরকারী একটী পাত্রে ঢালিয়া হাঁড়িটী বেশ করিয়া ধৌত করিবে। পরে অবশিষ্ট তৈল টুকু হাঁড়িতে দিয়া তৈলের ফেণা মরিয়া আসিলে নিমের পাতা ও পাঁচফোড়ন উত্তমরূপে ভাজিয়া লও। পাতা গুলি ভাজা হইলে তরকারী গুলি

ঝোল সমেত ঢালিয়া দাও। তাহার পরে খুব একবার ফুটিয়া উঠিলে ঘৃত দিয়া নামাইলেই নিমঝোল হইল।

নারিকেল কুমড়া।

দেশী কুমড়া কোরা ১ সের, নারিকেল কুরা ১ পোয়া, ঘৃত ১ ছটাক, ধনেবাটা ৩ তোলা, জিরা গোল মরিচ বাটা ১ তোলা, আদা দুই তোলা, মেতি আধ তোলা, তেজপাতা ৮ খানি, লবঙ্গ ২ আনা, ছোট এলাইচ ৩ আনা, দারুচিনি ৪ আনা, লবণ ২ তোলা, চিনি আধ ছটাক, দুগ্ধের সর ২ তোলা।

একখানি কড়া বা অন্য কোন পরিষ্কার পাত্রে ঘৃত ৩ তোলা দিয়া আগুণে চড়াও। ঘৃতের ফেণা মরিয়া আসিলে তাহাতে তেজপাতা কয়খানি ছাড়িয়া দিবে। তেজপাতার রং যখন রাঙ্গাটে গোছ হইয়া আসিবে, তখন উহাতে মেতি ছাড়িয়া দিবে। মেতি দিবামাত্র শব্দ হইতে থাকিবে; ঐ শব্দ বন্ধ হইয়া আসিলে উহাতে নারিকেল ও কুমড়াকোরা দিয়া উত্তমরূপে নাড়া চাড়া করিবে। ঐ দুইটী দ্রব্য অল্প ভাজা হইয়া আসিলে তাহাতে ধনে, জিরামরিচ বাটা ও লবণ দিয়া আবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। যখন দেখিবে কুমড়ার জল মরিয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে দুগ্ধের সরটুকু দিবে। দিয়া আবার নাড়িতে থাকিবে এবং অবশিষ্ট ঘৃতের সঙ্গে ছোট এলাইচ, দারুচিনি, লবঙ্গ এবং আদা বাটা মিশাইয়া ব্যঞ্জনে ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে নাড়িলে যখন জড় হইয়া আসিতে দেখা যাইবে, তখনই প্রস্তুত বুঝিতে হইবে।

মানকচুর ঘণ্ট।

মানকচু কোরা ১ সের, গোলআলু দেড় পোয়া, ফুল বড়ি আধ পোয়া, ঘৃত আধ ছটাক, তৈল ১ ছটাক, পাঁচফোড়ন ৬ আনা, হরিদ্রাবাটা ১ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, গোলমরিচ বাটা আধ তোলা, লঙ্কা বাটা আধ তোলা, মৌরী বাটা আধ তোলা, তেজপাতা ৬ খানা, জিরা বাটা আধ তোলা, আদা বাটা দেড় তোলা, পিটালি ১ তোলা, লবণ ২॥০ তোলা।

কচু গুলিকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইবে। তাহার পর বড়ি গুলি ভাজিয়া লইবে। বড়ি ভাজার যে তৈল অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতে আলু ভাজিয়া তুলিয়া রাখিবে। ইহার পরেও পাত্রে তৈল থাকিবে, তাহাতে তেজপত্র ও পাঁচফোড়ন ছাড়িয়া দিবে। সেগুলি লাল্‌চে হইয়া আসিলে তাহাতে কচু গুলি নিক্ষেপ করিয়া নাড়িতে থাক, যেন দাগ না ধরে। কচু অল্প ভাজা ভাজা হইয়া আসিলে আলুগুলি দিয়া তাহাতে হরিদ্রা, লঙ্কা, ধনেবাটা ও লবণ দিবে। তাহাদের সহিত অল্প পরিমাণ জলও দেওয়া চাই। তরকারী ফুটিয়া আসিলে গোলমরিচ বাটা ও ভাজা বড়িগুলি দাও। একটু পরেই পিটালি ও মৌরি বাটা দিবে। ব্যঞ্জন যখন মাখা মাখা হইয়া আসিবে তখন সমুদয় ঘৃতে গুলিয়া তেজপাতা বাটা, আদা বাটা ও তেজপাতা দিতে হইবে। এই অবস্থায় নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া লইলেই তরকারী প্রস্তুত হইল।

পেঁপের ডাল্‌না।

পেঁপে কোটা ১ সের, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, তেজপাতা

৪ খানি, জিরা ১ আনা, ধনেবাটা ৩ তোলা, তিল বাটা ১ তোলা, ফুলবড়ি আধপোয়া, ঘৃত ১ ছটাক, চিনি আধ ছটাক, দুগ্ধ ১ ছটাক, পিটালি ১ তোলা, লবণ ৩ তোলা, জল ৯ নয় পোয়া।*

পেঁপে গুলিকে উত্তমরূপে ধুইয়া লইতে হইবে। আধছটাক ঘৃতে বড়ি ভাজিয়া লও। তাহার পর অর্দ্ধেক ঘৃত দিয়া, তেজ-পাতা ও জিরা দিয়া নাড়। যখন তেজপাতা লাল্‌চে হইতে থাকিবে, তখন তাহাতে পেঁপেগুলি দিয়া এপিঠ ওপিঠ ভাজিয়া লও, সাবধান যেন দাগ না ধরে। পেঁপে ভাজা হইলে জলে ধনে বাটা গুলিয়া তাহাতে দিবে। ফুটিতে আরম্ভ করিলে জিরামরিচ বাটা দিতে হইবে। ক্রমে ঝোল গাঢ় হইয়া আসিলে দুগ্ধ, চিনি, তিল বাটা এবং পিটালি দিবে। শেষে বড়িভাজা ও অবশিষ্ট ঘৃত ঢালিয়া দিয়া নাড়া চাড়া করিয়া নামাইলেই দিব্য পেঁপের ডাল্‌না হইবে।

ফুলকপির চড়চড়ি।

ফুলকপি ১ সের, গোলআলু ১ পোয়া, কলাইশুঁটী আধ পোয়া, ফুলবড়ি আধ পোয়া, ঘৃত আধ ছটাক, তৈল ৩ ছটাক, ধনে বাটা ২ তোলা, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, লঙ্কা বাটা ৷৷০ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, ছোট এলাইচ বাটা এক আনা, দারুচিনি বাটা ১ আনা, লবঙ্গ বাটা ১ আনা, পাঁচফোড়ন ৪ আনা, লবণ ২৷৷০ তোলা, জল আধ পোয়া।

কপি, আলু, কলাইশুঁটী তৈয়ার করিয়া ধৌত কর। সমুদয় তৈল হাঁড়িতে দাও। তাহার গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে বড়ি ভাজিয়া তুলিয়া রাখ। ঐ তৈলে কপিগুলি দিয়া আধভাজা

কর, যেহেতু কপি খুব ভাজিতে হয় না। কপিগুলি তুলিয়া বক্রী তৈলে আলু ও কলাইশুঁটী ভাজ। ভাজা হইলে গরম-মসলা ব্যতিত সমস্ত বাটা মসলা জলে গুলিয়া তাহাতে দাও। তাহার পরে যখন ফুটিয়া আসিবে তখন কপি ও বড়ি দিতে হইবে। লবণও এই সঙ্গে দিবে। তরকারীগুলি বেশ সিদ্ধ হইলে পাত্রান্তরে ঢালিয়া রাখ ও হাঁড়িতে অর্দ্ধেক ঘৃত দিয়া তাহাতে পাঁচফোড়ন দাও। পাঁচফোড়নের মৌরিগুলি লাল হইলেই তাহাতে তরকারী ঢালিয়া দিবে; তাহার পর যখন ফুটিতে থাকিবে তখন বক্রী ঘৃত ও গরমমসলা দিয়া নামাইবে।

উচ্ছের সুক্ত।

কচি উচ্ছে ১ পোয়া, গোল আলু আধ সের, কচি ডুমুর আধ পোয়া, কাঁচ কলা আধ পোয়া, বড়ি আধ পোয়া, ঘৃত ১ ছটাক, তৈল আধ পোয়া, লবণ ৪ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, হরিদ্রা বাটা ২ তোলা, সরিষা বাটা ২ তোলা, সরিষা ছেঁচা ২ তোলা, আদা বাটা ১ তোলা, নারিকেল কোরা ২ তোলা, দুগ্ধ ১ ছটাক, বাতাসা আধ তোলা, পিটালি ১ তোলা, জল ৩ পোয়া।

উচ্ছে, আলু, ডুমুর, কাঁচ কলা কুটিয়া শীতল জলে রাখ। তরকারী গুলিতে ১ তোলা হরিদ্রা ও লবণ মাখিয়া এক ঘণ্টা কাল রাখিতে হইবে। এখন পাকপাত্রে সমুদয় তৈলটুকু দিয়া বড়ি গুলি ভাজিয়া লও। বড়ি গুলি তুলিয়া রাখিয়া সেই তৈলে উচ্ছে, আলু, কাঁচ কলা, ডুমুর ভাজিয়া লও। এখন বক্রী তৈলে বাটা মসলা গুলি দিয়া নাড়। মসলা গুলি আধ ভাজা হইলে তরকারী গুলি তাহাতে দিয়া লবণ দাও এবং

বারম্বার নাড়িতে থাক। এক প্রকার সুগন্ধ বাহির হইতে থাকিলে তাহাতে জল ঢালিয়া দাও। যখন ফুটিতে থাকিবে তখন বাতাসা দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। জল মরিয়া যখন ১ পোয়া থাকিবে, তখন নামাইয়া হাঁড়িটী ধুইয়া ফেলিবে এবং আধ ছটাক ঘৃতে মরিয়া দিয়া সম্বরা দিবে। তাহার পর ফুটিয়া উঠিলে নারিকেল কোরা ও বড়ি দিয়া নাড়া চাড়া কর। অব্যবহিত পরেই দুগ্ধের সহিত পিটালি গুলিয়া ঢালিয়া দাও। ক্ষণেক ফুটিলে অবশিষ্ট ঘৃত দিয়া নামাইয়া হাঁড়ির মুখে ঢাকা দিবে। আধ ঘণ্টাকাল পরে তবে তাহার মুখ খুলিবে।

মটর শুঁটীর ঘণ্ট।

শুঁটী মটর ছাড়ান ১ সের, আলু ৷৷০ সের, ঘৃত ২ ছটাক, জিরা ১ তোলা, মরিচ ৫ আনা, তেজপত্র ৮ খানি, লবঙ্গ ২ আনা, ছোট এলাইচ চূর্ণ ২ আনা, দারুচিনি চূর্ণ ২ আনা, জাফ্রাণ ১ আনা, ধনে ২ তোলা, পিটালি ১ তোলা, আদা ২ তোলা, দুগ্ধ ১ ছটাক, চিনি আধ ছটাক, লবণ ২ তোলা, জল ১ সের।

একটী হাঁড়িতে আধ ছটাক ঘৃত চড়াও। ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে আলু ছকিয়া লও, সে গুলি পৃথক পাত্রে ঢালিয়া রাখ এবং ঐরূপে ঘৃত দ্বারা কলাইগুলি চমকাইয়া লও। আলু কলাই আলাহিদা রাখিয়া হাঁড়িতে এক সের জলে জিরা বাটা, মরিচ বাটা, আদা বাটা এবং লবণ গুলিয়া দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। ঐ মসলার জল ফুটিয়া আসিলে আলু ও কলাই ছাড়িয়া দাও এবং হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া কিয়ৎ-

কাল ফুটিতে দাও। তাহার পর আলু তুলিয়া টিপিয়া দেখিবে সিদ্ধ হইয়াছে কিনা ; যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে তবে সে গুলিকে একটী পাত্রে ঢালিয়া হাঁড়িতে অবশিষ্ট ঘৃত দিবে। ঘৃত পাকিয়া আসিলে তাহাতে তেজপাতা দিয়া নাড়িতে থাক। তেজপাতা গুলি লালবর্ণ হইলে তাহাতে তরকারী গুলি ঢালিয়া দিয়া সরা-দ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ কর। যখন ফুটিতে থাকিবে তখন তাহাতে দুধ, চিনি, ধনে বাটা ও পিটালি গুলিয়া দাও। তাহার পর কাটি দিয়া নাড়। আর ৫ মিনিট কাল জ্বালে রাখিয়া নামাও এবং এলাইচ, দারুচিনি গুঁড়া করিয়া তাহাতে দিয়া হাঁড়ীর মুখ বন্ধ কর। নামাইবার পূর্ব্বে জাফ্‌রাণ দেওয়া চাই। এইরূপে সুন্দর কলাই শুঁটির ঘণ্ট হইয়া থাকে।

বাঁধা কপির ডাল্‌না।

কপি ১॥০সের, গোল আলু আধ সের, কলাইশুঁটী ১ পোয়া, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১॥০ তোলা, ধনে বাটা ৩ তোলা, আদাবাটা ॥০ তোলা, তেজপাতা ৮ খানি, ছোট এলাইচ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, লবঙ্গ ২ আনা, পোস্তদানা বাটা ২ তোলা, লবণ ৩ তোলা, ঘৃত ৩ ছটাক, তৈল আধ পোয়া, চিনি ১ তোলা, জল ১ পোয়া।

প্রথমে ২ ছটাক ঘৃত জ্বালে চড়াও। ঘৃত পাকিয়া আসিলে তাহাতে আদাকুচি, তেজপাতা এবং সমস্ত গরম মসলার অর্দ্ধেক অল্প ছেঁচিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। যখন মসলাগুলি লাল্‌চে হইয়া আসিবে তখন তাহাতে কপি, মটরশুঁটী ও আলু একত্রে ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। নাড়াচাড়া করিয়া

সরা ঢাকা দাও। কতক ক্ষণ জ্বাল পাইলে কপির জল বাহির হইয়া কপি ও আলু প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে দেখিবে। তখন তাহাতে পোস্ত বাটা ব্যতীত সমস্ত মসলা জলে গুলিয়া ঢালিয়া দিয়া হাঁড়ির মুখবন্ধ কর। যখন ফুটিতে থাকিবে তখন তাহাতে পোস্ত দানা বাটা ও চিনি দিয়া নাড়া চাড়া করিবে। যখন তরকারীতে ঝোল থাকিবে না, থক্‌থকে হইয়া আসিয়াছে দেখিবে, তখন তাহাতে অবশিষ্ট গরম মসলা বাটিয়া দিয়া নামাইবে এবং কিয়ৎকাল সরা ঢাকা রাখিবে; তাহার পরে ভোক্তাদিগকে পরিবেষন করিয়া বাহবা লও।

ইঁচড়ের ডাল্‌না।

ইঁচড় (কোষী) ১ সের, আলু ৷৷৹ সের, কলবড়ি ১৷৷৹ ছটাক, ধনেবাটা ২৷৷৹ তোলা, আদাবাটা ২ তোলা, লবণ ৪ তোলা, পিটালি ১ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, লবঙ্গ ২ আনা, লঙ্কা ১টা, ছোট এলাইচ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, তৈল ২ ছটাক, ঘৃত আধ ছটাক, তেজপত্র ৪ খানি, জল ২৷৷৹ সের।

ইঁচড়ের খোসা ও মধ্যস্থল—ভিতরের মাঝারটী বাদ দিয়া ছোট ছোট করিয়া কুটিবে। তাহার পর উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ২ সের জলে সে গুলিকে সিদ্ধ কর। সিদ্ধ হইলে নামাইয়া জল ফেলিয়া দাও। তাহার পর হাঁড়িতে দেড় ছটাক তৈল দিয়া পৃথকরূপে আলু ও বড়ি গুলি আধ ভাজা করিয়া লও। ভাজা হইলে নামাইয়া হাঁড়িতে ধনেবাটা, মরিচ বাটা, আদবাটা আধসের জলে চড়াও। ফুটিতে আরম্ভ

করিলে তাহাতে ইঁচড় ও আলুগুলি দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ কর। যখন দেখিবে সেগুলি খুব সিদ্ধ হইয়াছে তখন উহাতে লবঙ্গ দিয়া নামাইয়া রাখ এবং হাঁড়িটী একটু জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া তাহাতে সমুদয় তৈল ঢালিয়া দাও। যখন উহা পাকিয়া আসিবে, তখন তাহাতে তেজপাতা ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়া তরকারী ঢালিয়া দাও এবং সরা দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ কর।

একটু পরে ঢাক্‌নিটী খুলিয়া নাড়িতে চাড়িতে হইবে। নাড়িয়া চাড়িয়া পিটালি ও বড়ি দাও। যখন ব্যঞ্জন মাথা মাথা হইয়া আসিবে তখন ছোট এলাইচ, দারুচিনি বাটা এবং ঘৃত দিয়া নামাইবে।

পটোলের কালিয়া।

পটোল ১ সের, দধি ২ ছটাক, ঘৃত ১ পোয়া, লবণ ২ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, হরিদ্রা বাটা ॥০ তোলা, লবঙ্গ ২ আনা, ছোট এলাইচ ২ আনা, দারুচিনি ১ আনা, তেজপাতা ৬ খানি।

পটোলের খোসা গুলি চাঁচিয়া চারিটী দিক চিরিয়া দিবে ও মুখ একটু একটু কাটিয়া ধৌত করিবে।

একটী হাঁড়িতে অৰ্দ্ধেক ঘৃত দিয়া ছকিয়া লইবে। সেগুলি পাত্রান্তরে রাখিয়া সেই ঘৃতে অৰ্দ্ধেক তেজপাতা, অৰ্দ্ধেক এলা- ইচদানা, লবঙ্গ অৰ্দ্ধেক দিয়া নাড়িতে থাকিবে। সেগুলি ভাজা ভাজা হইলে তাহাতে সমুদয় বাটা মসলা ও দধি ঢালিয়া নাড়িয়া দিবে। যখন ফুটিতে থাকিবে তখন উহাতে জল

দিবে। জল দিয়া হাঁড়ির মুখ কিয়ৎকাল বন্ধ করিয়া রাখিলে যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন পটোল গুলি দিয়া আবার হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিবে। কিয়ৎকাল ফুটিলে তাহাতে লবণ দিয়া নাড়া চাড়া করিবে। যখন দেখিবে পটোল বেশ সিদ্ধ হইয়াছে এবং জল মরিয়া মাখা মাখা হইয়াছে, তখন গরম মসলাগুলি যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বাটিয়া তরকারীতে দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিবে এবং নামাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিয়া ঢাকা খুলিবে। তাহা হইলেই উত্তম কালিয়া প্রস্তুত হইল।

ছানার পোলাও।

ছানা ১॥০ সের, চাউল ১ সের, ঘৃত ১॥০ পোয়া, নারিকেল কোরা আধপোয়া, চিনি আধ পোয়া, বাদাম ২ ছটাক, পেস্তা ২ ছটাক, কিস্‌মিস্ ২ ছটাক, ছোটএলাইচের দানা ৪ আনা, জাফরাণ ৪ আনা, সা জিরা ॥০ তোলা, সা মরিচ ১ তোলা।

আখ্‌নির মসলা—ধনে ২ ছটাক, লঙ্কা ১ তোলা, মৌরী ॥০ তোলা, দারুচিনি ৬ আনা, লবঙ্গ ৪ আনা, তেজপাতা ২০টা, আদা ছেঁচা ২ তোলা, বুটের ডাল ১ পোয়া, জল ৩ সের।

আখ্‌নির মসলা গুলি একখানি পরিষ্কার নেক্‌ড়ার পুঁটুলি বাঁধিয়া ৩ সের জলে সিদ্ধ কর। জল ১ সের থাকিতে নামাইয়া ছানা গুলিকে চারিকোণা করিয়া কাট; কাটিয়া একটু ঘৃতে ভাজিয়া লও। তাহার পর পোলাওয়ের উপযুক্ত সরু লম্বা লম্বা শক্ত দেখিয়া চাউল (পেশোয়ারী হইলেই ভাল হয়) লইয়া বেশ করিয়া ঝাড়, ধৌত কর ও বাতাসে শুকাও। তাহার পরে

সেই চাউলে দুগ্ধ মিশাইয়া জাফ্রাণ ও অল্প ঘৃত মাখিয়া তাহাতে কিসমিস, বাদাম, পেস্তা, এলাইচের দানা, সা জিরা ও সা মরিচ মিশাও। এই সময়ে একটী হাঁড়ির তলায় সিকি পরিমাণ ঘৃত ঢালিয়া তাহার উপর তেজপাতা গুলি বিছাও, তাহার উপর সমুদয় চাউল দাও। চাউল দেওয়া হইলে আখ্নির জলের সহিত লবণ ও সিকি আন্দাজ ঘৃত মিশাইয়া ঢালিয়া দিতে হইবে। সরা দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ কর। একবার ফুটিয়া উঠিলে ছানাগুলি দাও। কিছুক্ষণ পরে চাউল টিপিয়া দেখিবে; যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে তবে তাহাতে নারিকেল কোরা, চিনি এবং বক্রী ঘৃত ঢালিয়া দাও। একবার এই সময় আস্তে আস্তে নাড়া চাড়া কর। আবার কিছুক্ষণ হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া রাখ এবং উনান নিবাইয়া দমে রাখ; কিন্তু সাবধান, চাউল দেওয়ার পর হইতে জোরে জ্বাল দিবে না। উনান ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকিবে। দমে রাখার ১০। ১৫ মিনিট পরে নামাইবে।

কলাই শুঁটীর খিচুড়ী

মিহি দাদখানি বা অন্য কোন সরু চাউল ১ পোয়া, সোনা মুগের বা খাঁড়ি মুসুরের দাউল ১ পোয়া, কলাই শুঁটী (খোসা ছাড়ান) ১ সের, ঘৃত ১॥০ পোয়া, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, ধনে বাটা ৩ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, লঙ্কা বাটা ॥০ তোলা, আদা বাটা ১ তোলা, দারুচিনি ৩ আনা, ছোট এলাইচ ৪ আনা, তেজপাতা ১০ খানি, লবণ ৪॥০ তোলা, জল ৩ সের।

মটরশুঁটী গুলি ছাড়াইয়া ১ তোলা লবণ তাহাতে মাখাইয়া

আধ ঘণ্টা রাখিলে সহজে খোসা উঠিয়া যাইবে। শুঁটী কলাইর দাউল এইরূপে প্রস্তুত করিয়া চাউল গুলি ধৌত করিবে। তাহার পর ১ ছটাক ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া চাউল গুলি ভাজিয়া লও। আর ১ ছটাক ঘৃতে চাউল গুলি চমকাইয়া নামাও। ঐ পাত্রে আর ১ ছটাক ঘৃতে দাউল গুলি চমকাও। অবশিষ্ট ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া পাকিয়া আসিলে সমুদয় বাটা মসলা ও অর্দ্ধেক গরম মসলা ছেঁচিয়া নাড়া চাড়া কর। যখন মসলা গুলি লালচে হইয়া আসিবে তখন তাহাতে গরম জল ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দাও ও পাক পাত্রের মুখ ভাল করিয়া ঢাকিয়া দাও। জল ফুটিয়া উঠিলে চাউল, দাউল ও শুঁটী কলাইয়ের দাউল ঢালিয়া দিয়া সরা ঢাকা দাও। মৃদু জ্বালে খিচুড়ি সিদ্ধ হইলে লবণ দিবে। যাঁহারা পলাণ্ডু খান, এই সময় আধ পোয়া ভাজা পলাণ্ডু দিতে পারেন। এই সময় অবশিষ্ট গরম মশলা বাটা খিচুড়িতে দিয়া সরা ঢাকা দাও, তাহার পরেই নামাও। এরূপ করিলেই উত্তম খিচুড়ি প্রস্তুত হইল।

দইয়ের লুচী।

ময়দা ১ সের, ঘৃত ১০ ছটাক, বাঁধা দধি ৩॥০ ছটাক। প্রথমে ময়দায় ৩॥০ তোলা ঘৃত মাখাইয়া লইতে হইবে, পরে তাহাতে দধি মাখিতে হইবে। আবার ৭॥০ তোলা ঘৃত দিয়া খুব ঠাসিতে হইবে। তাহার পর লুচী প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই লুচী প্রস্তুত করা হইল।

হিন্দুস্থানী রুটী।

ময়দা ১ সের, ধৌত মাসকলাইয়ের ডাউল ১ পোয়া, ঘৃত দেড় পোয়া, দধি আধ পোয়া, আদাবাটা ১॥০ তোলা, দারুচিনি ১ আনা, ছোট এলাইচ ১ আনা, লবঙ্গ ১ আনা, গোলমরিচের গুঁড়া ১ আনা, লবণ ১॥০ তোলা।

খোসা ছাড়ান দাউল গরম জলে আধসিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। ঐ আধসিদ্ধ দাউল গুলিকে ঘৃতে আধভাজা কর। দাউলগুলি একখানি নেকড়ার পুঁটলিতে ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া একটী হাঁড়িতে আধহাঁড়ি জল দিবে। ঐ পুঁটুলিটী হাঁড়ির ভিতর এরূপে ঝুলাইবে যেন তাহাতে জলস্পর্শ না করিতে পারে। তাহার পরে হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়া জাল দাও। জলের ভাপে দাউলগুলি সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মসলা ও দাউল পেষণ করিয়া লবণের সহিত পুনর্ব্বার ঐরূপে পুঁটুলী বাঁধিয়া হাঁড়ির ভিতর জলের ভাপে সিদ্ধকর। তাহার পর পুঁটুলী খুলিয়া মসলাসংযুক্ত দাউল শীতল করিয়া লও। ময়দায় ১ ছটাক ঘৃত ও দধি ময়ান দিয়া ঠাসিয়া লেচি কাট। সেই লেচিতে পূর্ব্বোক্ত দাউল মসলার পূর দিয়া রুটী প্রস্তুত কর, এবং মৃদু জালে পাক করিতে থাক। পাকের সময় রুটীর গায়ে শলা দিয়া ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে ঘৃত দাও। যখন রুটীগুলি সুপক্ক হইয়াছে দেখিবে তখনই নামাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমিষ পাক।

মৎস্যের দম।

ধৌত মৎস্য খণ্ড ১ সের, ঘৃত ॥০ সের, দধি ॥০ সের, পাকা তেঁতুল ২ তোলা, ধনেবাটা ২ তোলা, আদার রস ১ তোলা, লবণ ২ তোলা, মরিচ ৫ আনা, ছোট এলাইচ ৩ আনা, দারুচিনি ১ আনা, তেজপাতা ৬ খানা, লবঙ্গ ৪ আনা, বাদাম ৫ তোলা।

দুই ছটাক জলে তেঁতুল গুলিয়া মাছ গুলিকে ধুইয়া আধ-ঘণ্টা রাখ। তাহার পর উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া মাছগুলি হাঁড়িতে দাও। হাঁড়ির মুখ সরাদ্বারা ঢাকা দিয়া রাখ। সরার মুখে ময়দার লেপ দাও। আগুণের আঁচে যখন ফুটিবার শব্দ পাইবে তখন জানিবে দম তৈয়ার হইয়াছে। পাঁচ সাত মিনিট পরে নামাও। নামাইয়া দশ মিনিট পরে ঢাকা খোল। তাহা হইলেই দম প্রস্তুত হইল। একথা বলা আবশ্যক যে মৃদুজ্বাল দিবে।

মৎস্যের পোলাও।

মৎস্য খণ্ড ১॥০ সের, চাউল ১ সের, ঘৃত ১ পোয়া, আদা ছেঁচা আধ পোয়া, ধনে ছেঁচা আধপোয়া, তেজপাতা ২ তোলা, গোলমরিচ ছেঁচা ১ তোলা, লবঙ্গ ২ আনা, ছোট এলাইচ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, লবণ ৪ তোলা, জল ২ সের।

একটী হাঁড়িতে ধনে, আদা, মরিচ এবং মাছগুলি দিয়া ২ সের জলে সিদ্ধ কর। জল আধসের থাকিতে নামাও। মাছগুলি পাকা হওয়া আবশ্যক, নতুবা ঘট হইয়া যাইবে। এখন এই আখ্‌নির জল ছাঁকিয়া জল ও মাছ পৃথক রাখ। একটু ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া তাহাতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া আখ্‌নির জল সম্বরা দাও। ঐ জল ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া রাখ। আবার একটু ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া মৎস্যগুলি সাঁতলাইয়া লও। সাঁতলান হইলে মাছগুলিও নামাইয়া রাখ। রাখিয়া পোলাও-য়ের দাউলগুলি উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া ধৌত কর ও একটী পৃথক হাঁড়িতে ভাত রাঁধিতে থাক। ভাত আধসিদ্ধ হইলে নামাও, নামাইয়া মণ্ড গালিয়া ফেল। তাহার পর অন্য হাঁড়িতে অল্প গরম ঘৃত ঢালিয়া দিয়া তাহার উপর তেজপাতা সাজাও। গন্ধ মশলাগুলি অল্প ছাঁকিয়া তাহার অর্দ্ধেক মাছের সহিত ও অর্দ্ধেক সিদ্ধ চাউলের সহিত মিশ্রিত কর। হাঁড়িতে যে তেজপাতা এক থাক সাজাইয়াছ, তাহার উপর কিছু মৎস্য ও চাউল সাজাও, তাহার উপর আবার তেজপত্র একথাক দাও। তাহাতে আবার মৎস্য ও চাউল একথাক দাও। এইরূপ করিতে করিতে সমস্ত সিদ্ধ চাউল ও মৎস্য শেষ হইলে আখ্‌নির জল, লবণ ও সমুদয় ঘৃতটুকু দিয়া ভিজা নেকড়া এবং ভিজা নেকড়ার উপর সরা ঢাকা দিয়া ১৫ মিনিট কাঠ অঙ্গারের উপর দমে রাখিলেই মাছের পোলাও তৈয়ার হইবে।

মৎস্যের কোপ্তা।

মৎস্যখণ্ড ১ সের, ঘৃত সাত ছটাক, ছোটএলাইচ ২ আনা,

লবঙ্গ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, মরিচ ৫ আনা, ধনে ২ তোলা, কাঁচা মুগের দাউল বাটা ৪ তোলা, হরিদ্রা বাটা ২ তোলা, আদা ২ তোলা, ছোলার ছাতু ৪ তোলা, পোস্তদানা ৪ তোলা, মৌরিভাজা চূর্ণ আধ তোলা. কালজিরা ॥० তোলা, দধি ১ পোয়া, লবণ ৪ তোলা, হাঁসের ডিম্ব ২টা, পিঁয়াজ ॥० পোয়া, রসুন ১ কোয়া, জল ১ পোয়া।

মাছগুলিতে হরিদ্রা ২ তোলা ও লবণ ॥० তোলা মাখাইয়া অর্দ্ধঘণ্টা রাখ। পরে সে গুলিকে দুই তিন বার জলে ধৌত করিয়া তাহাতে এক তোলা লবণ ও আদার রস মাখাও। আধপোয়া ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে লবঙ্গ ফোড়ন দাও ও মাছগুলি তাহার উপর দিয়া সাঁতলাইয়া লও। সাঁতলান হইলে তাহাতে ধনে, আদা, মরিচ, কালজিরা, পিঁয়াজ, রশুন বাটা ও লবণ একত্র জলে গুলিয়া ঢালিয়া দাও। মাছ সিদ্ধ ও নীরস হইলে এক ছটাক ঘৃতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া সাঁতলাও। সাঁতলাইবার পর ছোট এলাইচ ও দারুচিনি গুঁড়া তাহাতে ছড়াইয়া দিয়া নামাও। মাছগুলি ঠাণ্ডা হইলে তাহার কাঁটা বাছিয়া ফেল। পরে মাছ, দাউলবাটা, ছাতু, পোস্তদানা, ডিমের সাদা অংশ, মৌরী চূর্ণ ও দধি একসঙ্গে চট্‌কাইয়া লও, এবং তাহাতে এক একটী গোল গোল মিঠাইএর ন্যায় তৈয়ার কর। এক পোয়া ঘৃত একটী পাত্রে দিয়া তাহার উপর ঐ গোলক গুলি এক একটী করিয়া সাজাও। সাজান হইলে একটী পাত্র তাহাতে ঢাকা দিয়া পাক পাত্রের ও ঢাকনীর উপর জলন্ত অঙ্গার দাও। এইরূপ অবস্থায় আন্দাজ ১০ মিনিট থাকিলেই কোপ্তা প্রস্তুত হইবে।

পাঁঠার মাংস রাঁধা।

মাংস ১ সের, আলু ৷৷০ সের, ঘৃত আধ পোয়া, সরিষার তৈল ১ ছটাক, ধনেবাটা ৩ তোলা, হরিদ্রাবাটা ২ তোলা, আদাবাটা ১ তোলা, আদার কুঁচি ১ তোলা, জিরামরিচ বাটা ২ তোলা, লবণ ৪ তোলা, ছোট এলাইচের দানা ১ আনা, আস্ত লবঙ্গ দেড় আনা, দারুচিনি কুচি ২ আনা, তেজপত্র ৮ খানা, লঙ্কা বাটা ১৷৷০ তোলা, বাতাসা ১ তোলা, জল ৩ সের।

মাংসটকু উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহাতে লবণ ১ তোলা, ১ তোলা হরিদ্রাবাটা, আদাবাটা ১ তোলা মাখাইতে হইবে। তাহার পর একটী পাকপাত্রে ১ ছটাক তৈল দিয়া তাহার গাঁজা মরিয়া আসিলে তেজপাতা গুলি দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া তাহাতে সমুদয় মাংস ঢালিয়া দিতে হইবে। একবার নাড়া চাড়া করিয়া পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দাও। মাংস হইতে জল বাহির হইয়া সেই জল মরিয়া যাইলে খুন্তি দিয়া অনবরত নাড়। মাংস গুলি বাদামে রং হইলে সমস্ত জল তাহাতে ঢালিয়া দাও। জল ঢালিয়া দিয়া সরা দিয়া হাঁড়ির মুখবন্ধ কর। ফুটিতে আরম্ভ করিলে বাকী হরিদ্রাবাটা, অর্দ্ধেক ধনে বাটা, লঙ্কা বাটা, লবণ ও বাতাসা দিয়া হাঁড়িটি ঢাকিয়া দাও। ১ সের আন্দাজ ঝোল থাকিতে আলু গুলি আধ ছটাক ঘৃতে ভাজিয়া উহাতে দিতে হইবে। আবার আধ ছটাক ঘৃত চড়াইয়া আদার কুঁচিগুলি তাহাতে ভাজ, ভাজিয়া ছোট ইলাইচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ দিয়া নাড়িতে থাক। আদা গুলি বাদামী রং হইলেই তাহাতে ঝোলের সহিত মাংস ঢালিয়া দাও; দিয়া সরা ঢাকা

দিবে। মাংস ফুটিতে আরম্ভ করিলে অবশিষ্ট ধনে ও জিরা-মরিচ দিয়া নাড়া চাড়া কর। আধ সের আন্দাজ ঝোল থাকিতে দেখিবে আলুগুলি সুসিদ্ধ হইয়াছে; সেই সময় বক্রী ঘৃত টুক দিয়া সরা চাপা দিবে, তাহার পরেই নামাইবে। ইহা হইলেই সুখাদ্য মাংস পাক করা হইল।

মাংসের পোলাও।

মাংস ১ সের, চাউল ১ সের, ঘৃত ।।০ সের,ধনে ১।।০ তোলা, গোটা লবঙ্গ ২ আনা, গোটা এলাইচ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, দধি ১।।০ পোয়া, মরিচ ৪ আনা, আদা ১।।০ তোলা, কালজিরা ২ আনা, পিঁয়াজ ১ পোয়া, লবণ ৩ তোলা, জল ৩ সের।

একটী পুঁটলিতে গোটাধনে, আদা, পিঁয়াজ, লবণ ও মাংস বাঁধিয়া ৩ সের জলের সহিত হাঁড়িতে চড়াও। জল ১ সের থাকিতে নামাইয়া জল ও মাংস পৃথক রাখ। তাহার পর আধ ছটাক করিয়া ঘৃতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া মাংস ও জল পৃথক ২ সাঁতলাইয়া লও। চাউল গুলি পৃথক পাত্রে আধ সিদ্ধ কর। আখ্‌নির জল ২ ছটাক দধির সহিত মিশাইয়া মাংসে মাখিতে হইবে। অনন্তর জিরাব্যতীত সমস্ত গোটা মসলা মাংসে ছড়াইয়া দিয়া মড়্‌জোল দিবে। রস মরিয়া আসিলে তাহাতে জিরা ছড়াইয়া দিয়া উনান হইতে নামাইয়া ঢাকা দিয়া রাখ। এইবার একটু গরম ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া একথাক তেজপাতা সাজাও। তাহার উপর মাংস ও আধসিদ্ধ ভাত একথাক সাজাও; তাহার উপর আবার একথাক তেজপাত সাজাও,

আবার তাহার উপর ভাত ও মাংস দাও। এইরূপ করিতে করিতে যখন ভাত ও মাংস ফুরাইবে, তখন তাহাতে সমস্ত আখনির জল ও ঘৃত সমস্তটুকু ঢালিয়া দিয়া হাঁড়ির মুখে ভিজা নেকড়া ও তাহার উপর সরা ঢাকা দিবে এবং সেই হাঁড়িটী জলন্ত অঙ্গারের উপর ১৫ মিনিট রাখিলেই সাদা পোলাও প্রস্তুত হইবে।

মাংসের মিষ্ট অম্ল।

অস্থিশূন্য মাংস ১ সের, ধনেবাটা ২ তোলা, লবণ ৪ তোলা, গোলমরিচ ৷৷০ তোলা, হরিদ্রা ২ তোলা, সর্ষপ ৪ আনা, দধি ১ পোয়া, চিনি ১ পোয়া, ঘৃত ২৷৷০ ছটাক, তেঁতুল ৪ তোলা, দারুচিনি ৪ আনা, ছোট এলাইচ ২ আনা, গোলাপজল ২ তোলা, জল ১৷৷০ সের।

ধনে, দধি, হরিদ্রা, লবণ ও গোলমরিচ এমন রকমে মাংসে মাখ যেন মাখিতে মাখিতে মাংস নরম হয়। মাখা হইলে ২। ৩ ঘণ্টা কাল রাখ। পরে ২ ছটাক ঘৃত হাঁড়িতে দিয়া যখন গাঁজা মরিয়া যাইবে তখন মাংস গুলি তাহাতে দিয়া ভাজিয়া লইবে। তাহার পর সমুদায় জল মাংসে দিয়া নাড়া চাড়া করিবে। মাংস সিদ্ধ হইলে আধ সের জলে তেঁতুল গুলিয়া চিনির সহিত তাহাতে দিবে। ঝোল ফুটিয়া আসিলে অবশিষ্ট ঘৃত একটী পৃথক পাত্রে চাপাইয়া তাহাতে সর্ষপ ফোড়ন দিয়া ঐ মাংস সম্বরা দিবে। ক্রমে ঝোল গাঢ় হইলে নামাইয়া গোলাপজলে ছোট-এলাইচ ও দারুচিনি বাটা মিশাইয়া ঢালিয়া দিবে ও নাড়

যত গুড় দিবে তাহা তত মিষ্ট হইবে।” আমি তোমাকে যত রকম খাবারের কথা বলিয়া আসিলাম কেবল পোলাও, কাবাব, কোপ্তা ভিন্ন সকল তরকারীই তৈলে প্রস্তুত করা যায়, কেবল শেষকালে যে ঘৃত দিবার পরিমাণ বলিয়াছি, তৈল দিয়া রাঁধিলেও, সেই পরিমাণ ঘৃত দিতেই হইবে। সে ত’ আর বহুব্যয়সাধ্য নয়? কেমন তাহা হইলে চলিতে পারিবে?

বিন্দু। হাঁ,—তাহা না হইলে চলিবে কেন? তাহা যদি না হবে তবে ত’ গাছের পাতা, নদীর জল খাইয়া বনে চরিলেই হয়।

কৈলা। তবে ভগ্নি তাহাই করিবে। তাহাতেও তরকারী গুলি মিষ্ট হইবে কিন্তু ততটা নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মিষ্টান্ন পাক।

চিনির রস প্রস্তুতের নিয়ম।

অধিকাংশ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রে চিনির রস প্রস্তুত করিবার নিয়ম জানা আবশ্যক। চিনির রস প্রস্তুত করিতে হইলে যে পরিমাণ চিনি তাহার এক তৃতীয়াংশ জল, অর্থাৎ দেড় সের চিনিতে আদ সের জল দিয়া কোন মৃৎপাত্রে করিয়া তীব্র জাল দাও, তাহা হইলে তাহা হইতে গাদ উঠিতে

থাকিবে। এই সময় দুগ্ধ মিশ্রিত জল ঐ পাত্রের চারিধারে দাও,মধ্যে মধ্যে গাদ কাটিয়া অন্য একটী পাত্রে রাখ। যত গাদ উঠিতে থাকিবে তত জ্বালের তীব্রতা কমাইবে। যখন দেখিবে সমস্ত গাদ উঠিয়াছে এবং ঈষৎ লালবর্ণ ফুট উঠিতেছে, তখন তাহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁক। তাহার পর ঐ রস পুনর্ব্বার মৃদু জ্বালে উনানে চড়াইয়া মৃদু জ্বাল দিতে থাক। যখন দেখিবে যে তাড়ু অথবা হাতা দ্বারা নাড়িলে আটার মত এক ধারা পড়িবে তাহাকে "একতারবন্দ রস" কহে। ঐরূপ আবার অপেক্ষাকৃত ঘন হইয়া দুই ধারা পড়িলে "দুইতারবন্দ রস" কহে। পুনরায় কিঞ্চিৎ ঘন হইয়া রস শুক্লবর্ণ হইলে এবং আঙ্গুলে ঐ রস ঘর্ষণ করিলে রোরা বোধ হইলে তাহাকে "তিনতারবন্দ রস" কহে। তিনতারবন্দ রস হইতে কিছু ঘন হইলে "সাড়েতিনতারবন্দ রস" কহে।

আনারসের মোরব্বা।

সুপক্ক আনারস মোরব্বার পক্ষে উত্তম নহে। অর্দ্ধ পক্ক আনারসেই উহা উত্তম প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত জন্য কেবল মাত্র আনারস ও চিনির প্রয়োজন। যদি দুই সের আনারসদ্বারা মোরব্বা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে চারি সের চিনি চাই। অগ্রে চিনি ৪ সের লইয়া একটী মৃৎপাত্রে রস প্রস্তুত কর। রস একতারবন্দ হইলে নামাইয়া রাখ। এদিকে আনারস উত্তমরূপে ছাড়াইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট। পরে ঐ আনারসের খণ্ডগুলি একটী সরু সলাদ্বারা বেশ করিয়া ছিদ্র কর। ছিদ্র অধিক করিতে হইবে, কারণ উহার

মধ্যে রস প্রবিষ্ট হইয়া অধিক সুমিষ্ট করিবে। চাকাগুলি ছিদ্র করা হইলে একটী পাত্রে শীতল জলে ৩। ৪ ঘণ্টা ঐ খণ্ড-গুলি রাখ। তাহারপর নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে জল হইতে তুলিয়া একটী পাত্রে পরিষ্কার জলে সিদ্ধ কর। যখন দেখিবে যে উহা সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন উহা উনান হইতে নামাইয়া রাখিবে এবং শীতল হইলে এক খানি কাপড়ে করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিবে। যখন উহার সমস্ত জল ঝরিয়া পড়িবে তখন পূর্ব্বপ্রস্তুত একতার-বন্দ রসে ফেলিয়া মৃদুজ্বালে পাক করিলেই আনারসের মোরব্বা প্রস্তুত করা হইল।

তিলেপটেশ্বরী।

ঘৃত ১ সের দশছটাক, ময়দা আদ সের, সবেদা আদ সের, ঘসা তিল (খোসাছাড়ান) ১ তোলা, মৌরি বাটা আদ তোলা, আদার রস ১ ছটাক, লবণ ১ তোলা।

তিলেপটেশ্বরী প্রস্তুত করিতে হইলে ময়দা (ভাল করিয়া চালা) আদ সের, সবেদা (চাউলের গুঁড়া সরু কাপড় দিয়া চালা) আদ সের পৃথকরূপে রাখা চাই। আদ পোঁয়া ঘৃত লইয়া এক ভাগে এক ছটাক ও অন্যভাগে একছটাক দিয়া ময়ান দাও। দুইটী পৃথক করিয়া ময়ান দিয়া পরে উভয়ে মিশ্রিত কর। পরে ঐ একত্রিত ময়দা ও সবেদায় জল দিয়া ছোট ছোট এরূপ গোলা প্রস্তুত কর যেন উহা খুব পাতলাও না হয় এবং খুব ঘনও না হয়। ঐ গোলা আদ ঘণ্টা হস্ত দ্বারা ফেণাইতে থাক, এবং এই সময় উহাতে ঘসা তিল ১ তোলা, আদার রস, মৌরি বাটা ও লবণ দিয়া এক ঘণ্টাকাল ফেণাও। পরে একটী পরিষ্কার

কড়ায় দেড় সের গাওয়া ঘৃত (অন্য ঘৃত হইলেও হয় কিন্তু গাওয়া ঘৃতই উত্তম) উনানে চড়াও। যখন ঘৃতের ফেণা মরিয়া আসিবে তখন ঐ গোলা ঘৃতের উপরে দিবে। যখন সেই গুলি উত্তম ভাজা হইবে তখন সেই গুলি ঘৃত হইতে ছাঁকিয়া তুলিবে। ইহাকেই তিলেপটেশ্বরী কহে। ইহা গরম গরম খাইতেই ভাল।

চন্দ্রপুলি।

বাটা নারিকেল ১ সের, পরিষ্কার চিনি আদ সের, পেস্তার কুচি ১ তোলা, বাদামের কুচি ১ তোলা, পরিষ্কার কিস্‌মিস্ ২ তোলা, ছোট এলাইচের দানা ৪ আনা, মিছরির দানা (বুকনি) ২ তোলা, শুষ্ক ক্ষীর ১ ছটাক, গোলাপী আতর ৪ ফোঁটা, ঘৃত ১ কাঁচ্চা।

চন্দ্রপুলি প্রস্তুতের পক্ষে ঝুনা নারিকেল না লইয়া কিছু কোমলই ভাল, অর্থাৎ যাহাকে ডুরমা নারিকেল কহে। প্রথমে নারিকেল কুরুনি দ্বারা কুরিয়া লও। যখন দেখিবে মালার গায়ের খাঁক্‌রি বাহির হইবার উপক্রম হইতেছে তখন আর কুরিবে না, কারণ তাহা হইলে চন্দ্রপুলির রঙ্‌ মলিন হইবে। ঐ নারিকেলকুরা একখানি পরিষ্কার-কাপড়ের ভিতর রাখিয়া আস্তে নিংড়াইয়া দুগ্ধ গালিয়া ফেল, কিন্তু কুরাগুলি যেন সম্পূর্ণ শুষ্ক না হয়, অর্থাৎ যেন ৪ আনা রকমে সরস থাকে। এক খানি পরিষ্কার সীলে ঐ কুরা এমন করিয়া বাট যেন খিচ না থাকে। এক খানি কড়ায় চিনির একতারবন্দ রস প্রস্তুত করিয়া জ্বালে চড়াও এবং তাহা ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে নারিকেল বাটা দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়। এই

সময় উনানের জ্বাল মৃদুভাবে দাও। নাড়িতে নাড়িতে কড়া হইতে যখন একপ্রকার সুগন্ধ বাহির হইবে এবং নারিকেলের কিয়দংশ তাড়ুর অগ্রে কামড়াইয়া ধরিবে, তখন জ্বাল বন্ধ করিয়া দাও। কড়া হইতে কিছু নারিকেল করা তুলিয়া দেখ যে উহা দানা বাঁধে কিনা। যদি দানা বাঁধে তাহা হইলে উনান হইতে নামাইয়া এক বার নাড়িয়া ১০ মিনিটকাল ঢাকিয়া রাখিবে। এই সময় একটা ছোট কড়ায় গাওয়া ঘৃত এক কাঁচ্চা চড়াও। তাহার গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে কিসমিস, পেস্তা, বাদাম ও এলাইচের দানা দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া শীঘ্র নামাইয়া শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত নাড়িতে থাক। শীতল হইলে পাত্রান্তরে রাখ। এক্ষণে ক্ষীরের সহিত গোলাপী আতর, মিছরির বুকনি, বাদাম, পেস্তা, এলাইচের দানা মিশাইয়া একটী পাত্রে রাখ। তাহারপর পূর্ব্বরক্ষিত পাককরা নারিকেল হাতে তুলিয়া ইচ্ছানুসারে গোলাকার দলা প্রস্তুত কর, এবং একখানি কাট কলাপাতায় অল্প পরিমাণ সেই পূর্ব্বরক্ষিত বাদাম পেস্তা কিসমিসার অবশিষ্ট ঘৃত লইয়া মাখাও, এবং ঐ দলার ভিতর ক্ষীর মিশ্রিত কিসমিস বাদাম প্রভৃতির পূর দিয়া ঐ দলাটী কলার পাতায় করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধ তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর সাহায্যে ইচ্ছানুসারে নানা প্রকার আকৃতির প্রস্তুত কর। তাহারপর কলাপাতার ভিতর হইতে বাহির করিয়া কাঠিন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য পাত্রে রাখ। এই নিয়মে চন্দ্রপুলি প্রস্তুত হয়।

ছানার পায়স।

টাটকা ছানা ১ সের, পেস্তার কুঁচি আধ ছটাক, গোলাপজল আধ পোয়া, চিনি ॥০ সের খাঁটী দুগ্ধ ৪ সের।

চিনির একতারবন্দ রস প্রস্তুত করিয়া নামাও। গরম থাকিতে ছানা দিয়া তাড়ুদ্বারা নাড়। নাড়িতে নাড়িতে ছানা চিনির সহিত মিশিয়া আসিলে আধ ঘণ্টা কাল ঢাকিয়া রাখ। কড়ায় করিয়া দুগ্ধ জ্বাল দাও; সাবধান যেন সর না পড়ে, সেজন্য মধ্যে মধ্যে নাড়। দুধ মরিয়া ২ সের থাকিতে নামাইবে। রসে মাখা ছানাতে ক্রমে ক্রমে দুধ দিয়া তাড়ুদ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইরূপে সমুদয় দুগ্ধ ছানার সহিত মিশ্রিত হইলে তাহাতে পেস্তার কুচি দিয়া নাড়। পায়স অল্প গরম থাকিতে গোলাপ-জল ছিটা দিয়া অন্য পাত্রে ঢালিয়া রাখ। তবেই সুমিষ্ট ছানার পায়স হইল।

ক্ষীরের গুঁজিয়া।

ক্ষীর ১৷০সের, দোবরা চিনি ১৷৹ সের, মিছরি ৩ ছটাক, ছোট এলাইচ চূর্ণ ১ তোলা, জাফ্‌রাণ ১ আনা। পেস্তা ১ছটাক, বাদাম ১ ছটাক।

একটী পাকপাত্রে ক্ষীর ও দোবরা চিনি চড়াইয়া অল্প উত্তাপে ভাজিবে। ভাজার সময় হাত দিয়া যখন দেখিবে ক্ষীর আর হাতে জড়াইয়া ধরে না, তখন নামাইয়া মিছরি, এলাইচ চূর্ণ, পেস্তা এবং বাদাম বাটিয়া ঐ ক্ষীরের দ্বারা পুরীর ন্যায় প্রস্তুত করতঃ তাহার ভিতর ঐসকল দ্রব্যের কিছু কিছু পূর দিয়া দুই ভাঁজ করিয়া কিনারা সমুদায় মুড়িতে হইবে। পরে এক সের চিনির একতারবন্দ রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জাফ্‌-রাণ দিবে এবং ঐ প্রস্তুত করা গুঁজিয়াগুলি তাহাতে ডুবা-ইয়া তুলিয়া লইলেই ক্ষীরের গুঁজিয়া প্রস্তুত হইল।

আমলকীর মোরব্বা।

আমলকী ১ সের, পেষিত পেয়ারা পাতা ৫ তোলা, সোহাগা-চূর্ণ ॥০ তোলা, ছোট এলাইচ চূর্ণ ।০ তোলা, গোলাপ জল ১ তোলা জল ১০ সের।

প্রত্যেক আম্‌লকীতে ৪।৫টী করিয়া ছিদ্র কর। পাঁচ সের জল চড়াইয়া তাহাতে আম্‌লকী গুলি দাও; দিয়া তাহাতে পেয়ারাপাতাগুলি পুঁটলি বাঁধিয়া রাখ। জল দুইবার উথলিয়া উঠিলে আমলকীগুলি তুলিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিতে হইবে। তাহার পর সেগুলিকে ঠাণ্ডা জলে ধোও। ধুইয়া ৫ সের জলের সহিত সোহাগাচূর্ণ মিশাইয়া জালে চড়াও। পুনর্ব্বার ঐ জল দুই বার উথলিলে নামাইয়া শীতল জলে ধৌত কর। পূর্ব্বোক্ত-রূপে আমলকী প্রস্তুত হইলে একতারবন্দ চিনির রসে উহা ছাড়িয়া দিয়া নাড়াচাড়া করিয়া লও। এই সময় উহাতে এলাইচ চূর্ণ ও গোলাপজল মিশাইয়া দিলেই মোরব্বা প্রস্তুত হইবে।

কমলালেবুর বরফি।

কমলালেবুর (ছিল্‌কা ও বীজ শূন্য) কোয়া ২॥০ সের, চিনির একতারবন্দ রস ২॥০ সের, দুগ্ধ ২॥০ সের, ছোট এলাইচ চূর্ণ ॥০ তোলা, গোলাপী আতর ১ ভরি।

একখানি পরিষ্কৃত কড়াতে দুগ্ধ চড়াইয়া মৃদু জালে নাড়িতে থাক। দুগ্ধ মরিয়া যখন ১ সের থাকিবে তখন নামাইবে। আর একটী পাত্রে একতারবন্দ চিনির রস জালে চড়াইয়া উহা

গরম হইলে লেবুগুলি তাহাতে দাও, তাহার পরেই তাহাতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া নাড়। যখন ক্ষীর ও চিনির রস উত্তমরূপ মিশ্রিত হইবে, তখন জ্বাল হইতে পাত্রটী নামাইয়া একখানি থালায় ঢালিবে। একটু টানিয়া আসিলে যখন কাটিবার উপযুক্ত হইবে তখন ছুরি দিয়া বরফি আকারের কাটিয়া লইবে।

কাঁচা আমের মোরব্বা।

খোসাছাড়ান টুকরা আম্র ১ সের, চিনি ২ সের, লবণ ৯ তোলা, কলিচূণ ৩ তোলা।

আম্র টুকরাগুলির প্রত্যেক টুকরায় ৩। ৪টী ছিদ্র করিয়া চূণটুকু জলে গুলিবে, এবং আম্রগুলি তাহাতে চারিদণ্ড কাল ভিজাইয়া রাখিবে। পরে পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া আধঘণ্টা ঢাকা দিয়া রাখ। ঐ সময় অস্তে আঁবগুলিকে আবার গরম জলে ধোও। একটী পাত্রে ৩ সের জল চাপাইয়া আম্রগুলি বেশ করিয়া সিদ্ধ কর। সিদ্ধ হইলে জলটুকু ফেলিয়া দাও। চিনিতে একতারবন্দ রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আম্রখণ্ড গুলি ঢালিয়া দিয়া জ্বাল দিতে থাক। রসের বলক উঠিলেই জ্বাল মৃদু করিয়া দিবে। রস একটু ঘন হইয়া আসিলেই নামাইবে। তাহাহইলেই আমের মোরব্বা প্রস্তুত হইল।

অমৃতি।

পরিষ্কৃত মুগের বেসম ১ সের, চিনির একতারবন্দ রস ১৷৹ সের, ঘৃত ১ সের, বাঁধা দধি ১ সের।

বেশম ও দধি মিশ্রিত করিয়া এরূপে ফেণাও, যেন উহা জলে ফেলিলে ভাসে। তাহার পর সমস্ত ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া একটী নেকড়ার পুঁটলিতে বেশম ও দধি মিশ্রিত সামগ্রী রাখ এবং তাহার তলা ছিদ্র করিয়া যেরূপে জিলাপী ভাজে সেইরূপে ঐ ছিদ্রে একটী অঙ্গুলী দিয়া কুণ্ডলাকারে অমৃতি ঘৃতে ভাজ। একপিঠ ভাজা হইলে একটী কাটী দিয়া উল্টাইয়া দাও। অপর পিঠ ভাজা হইলে ঘৃত হইতে তুলিয়াই রসে ফেল। এইরূপে সমস্ত গুলি প্রস্তুত হইলে আধ ঘণ্টার পরে দেখিবে সকল গুলিতে বেশ রস প্রবিষ্ট হইয়াছে।

নারিকেলের পডিং।

নারিকেল কুরা ॥০ সের, ডিম ৩টা, চিনি ১ পোয়া, ঘৃত ১ ছটাক, গোলাপজল ১ কাঁচ্চা।

নারিকেলের শস্য এমন রকমে কুরিয়া লইবে যেন নীচের কাল মালার খাঁক্‌রি ভাল কোরার সঙ্গে না আইসে। সেই নারিকেল কোরাকে বেশ করিয়া বাট। ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া একটী পাত্রে শ্বেতাংশ ও অপর পাত্রে হরিদংশ রাখ। শ্বেতাংশের সহিত চিনি মিশাও; উত্তমরূপ মিশিলে ডিমের হরিদংশও তাহার সহিত মিশ্রিত কর। এই সময় উহার সহিত নারিকেল কোরাও মাখিয়া লও। তাহার পর একটী পাত্রে ঘৃত চড়াইয়া যখন দেখিবে ঘৃত পাকিয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে নারিকেল কুরা, ডিম ও চিনি মিশ্রিত দ্রব্য দিয়া নাড়িতে থাকিবে। চামচের গায়ে লাগিবার মত হইলে গোলাপজল দিয়া নামাইলেই পডিং তৈয়ার হইল।

পাকা আমের বুঁদিয়া।

সুমিষ্ট পাকা আমের রস ১ সের, বুটের দাউল চূর্ণ ১ পোয়া, ছোট এলাইচ চূর্ণ ॥০ তোলা।

আমের রস ও বেসম উত্তমরূপে ফেণাইয়া কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া আমের রস ও বেশম মিশ্রিত দ্রব্যে বুঁদিয়া প্রস্তুত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে তাহাতে এলাইচ চূর্ণ দিয়া রসে ফেল। তাহা হইলেই বুঁদিয়া তৈয়ার হইল। এই বুঁদে দিয়া মিঠাই বাঁধা যাইতে পারে।

আদার মোরব্বা।

খোসা ছাড়ান আদা ১ সের, পাথুরে চূণ ৫ তোলা, কাল জামের পাতা ছেঁচা ৫ তোলা, ছোট এলাইচ চূর্ণ ॥০ তোলা, চিনির রস ১ সের, গোলাপজল ১ তোলা।

আদা গুলির গায়ে ছিদ্র করিয়া চূণের জলে গুলিবে, এবং ঐ আদাগুলি চূণের জলে চারি দিন ভিজাইবে। তাহার পর চূণের জল হইতে তুলিয়া ৪। ৫ বার উত্তমরূপে শীতল জলে ধৌত করিবে। এখন জামের পাতা গুলি কুটিয়া ২ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিবে ও ঐ জল চড়াইয়া তাহাতে আদা গুলি দিবে। জল দুইবার উথলিয়া উঠিলেই নামাইয়া আদা গুলি শীতল জলে ছয় সাত বার ধৌত করিবে। একতারবন্দ রস জ্বালে চড়াইয়া ফুটিয়া উঠিলে আদা গুলি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। রস গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া গোলাপজল ও এলাইচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঢাকিয়া রাখিলেই মোরব্বা প্রস্তুত হইল।

বাদামের বরফি।

খোসাশূন্য বাদাম ১ সের, ছোট এলাইচ চূর্ণ ৪ আনা, ঘৃত ১৷৷০ ছটাক, চিনির রস ১ সের।

বাদামের শস্য জলে ভিজাইয়া টিপিলেই খোসা ছাড়িয়া যাইবে। তাহার পরে সে গুলিকে সীলে উত্তমরূপে বাট। বাদাম বাটা হইলে একখানি কড়াতে ১ ছটাক ঘৃত চড়াইয়া উহা পাকিয়া আসিলে বাদামবাটা দাও। বাদামবাটা লাল্‌চে হইয়া আসিলে নামাইবে। অনন্তর ক্ষীরের সহিত ভাজা বাদাম ও এলাইচ চূর্ণ উত্তমরূপ মিশাইয়া পুনর্ব্বার আধছটাক ঘৃত জালে চড়াইয়া পুনর্ব্বার বাদামাদি দাও। দিয়া নাড় ও অল্প অল্প রস ঢালিয়া উহার সহিত মিশ্রিত কর। কিছুক্ষণ নাড়িতে নাড়িতে গাঢ় হইয়া আসিলে একটী পাত্রে একটু ঘৃত মাখাইয়া ঢালিয়া দিলেই বাতাসে জমিয়া যাইবে। তাহার পর বরফির আকারে ছুরি দিয়া কাটিয়া লইলেই হইল।

পেঁপের মোহনভোগ।

পাকা পেঁপের খোসা ছাড়াইয়া বীজ বাদ দিবে এবং উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া তাহা সরু নেকড়ায় ছাঁকিয়া লইবে। তাহার পর একটু ঘৃত জালে চড়াইয়া পেঁপের শস্যটুকু দিয়া কিয়ৎক্ষণ নাড়া চাড়া করিয়া উহাতে দুগ্ধ ও চিনি ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে যখন আটা আটা হইবে, তখন নামাইয়া তাহাতে ছোট এলাইচের চূর্ণ ১ আনা দিলেই মোহনভোগ প্রস্তুত হইল।

নলেন্ গুড়ের পায়স।

দুগ্ধ ১ সের, নলেন্ গুড় ১।৹ পোয়া, সরু আতপ চাউল আধ পোয়া, ঘৃত আধ ছটাক, ছোটএলাইচ চূর্ণ ১ আনা।

চাউল গুলি উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া ঘৃতে চমকাইয়া লও। চমকান হইলে উহাতে দুগ্ধ ঢালিয়া দাও। দুগ্ধ দিয়া অনবরত নাড়িতে থাক। চাউল সুসিদ্ধ হইলে গুড় দিয়া আবার নাড়িবে। ইচ্ছা করিলে এই সময় বাদাম, পেস্তা, কিস্-মিস্ দেওয়া যাইতে পারে। পায়স যখন হাতায় লাগিবার মত হইবে তখন তাহাতে এলাইচগুঁড়া দিয়া নামাইবে। তাহা হইলেই পায়স প্রস্তুত হইল জানিবে।

কমলালেবুর পায়স।

কমলালেবুর রস ১ পোয়া, খাঁটি দুগ্ধ ১ সের, সুজি আধ-ছটাক, ঘৃত ১ ছটাক, চিনি ১ পোয়া, বাদাম আধছটাক, কিস্‌মিস্ আধছটাক, ছোট এলাইচর দানা ২ আনা।

একটী পাত্রে দুগ্ধ চড়াইয়া নাড়িতে থাক, যেন তাহাতে সর না পরে। কমলালেবুর রসে চিনি মাখিয়া একটু গরম কর। ঘৃত জালে চড়াইয়া তাহাতে বাদাম ও কিসমিসগুলি অল্প ভাজিয়া নামাও। তাহার পর ঐ ঘৃতে এলাইচের দানা গুলি দিয়া তাহাতে সমুদায় সুজি দিয়া নাড়িতে থাক। সুজি লাল চে হইয়া আসিলে তাহাতে লেবুর রসমিশ্রিত চিনি দাও। একটু ফুটিতে আরম্ভ করিলে অগ্রে অল্প পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে সমস্ত দুগ্ধ দিতে হইবে। বাদাম ও কিস্‌মিস্ দিয়া

আবার নাড়। যখন দেখিবে দুগ্ধ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, তাহার গায়ে লাগিতেছে, তখন নামাও।

কাঁচা আমের পায়স।

কাঁচাআমের খণ্ড ১ পোয়া, দুগ্ধ ৫ সের, চিনি ২॥০ পোয়া, বাদাম আধপোয়া, কিস্‌মিস্ আধপোয়া, পেস্তা আধপোয়া, ঘৃত ১ ছটাক, ছোটএলাইচের দানা ॥০ আনা, কলিচূণ আধ-ছটাক। কাঁচা আমে চুণ মাখাইয়া আধঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। পরে ঠাণ্ডা জলে উত্তমরূপে ৭।৮ বার ধৌত কর। আমগুলিকে ছেঁচিয়া নিংড়াও। ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া কিস্‌মিস্ ভাজিয়া লও। সেই ঘৃতে এলাইচের দানা ছড়াইয়া দাও। সে গুলি ভাজা ভাজা হইলে দুগ্ধ ঢালিয়া দিবে, এবং সর্ব্বদা নাড়িতে হইবে। সিকি পরিমাণ দুগ্ধ মরিয়া আসিলে চিনি ও বাদাম দিয়া আবার নাড়। অর্দ্ধেক দুধ মরিয়া আসিলে জ্বাল হইতে নামাও, এবং নাড়িয়া চাড়িয়া এলাইচের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া ঢাকা দিলেই পায়স প্রস্তুত হইল।

মাড়োয়ারী মোহনভোগ।

সুজি আধ পোয়া, ময়দা ১ পোয়া, ঘৃত ॥০ সের, চিনি ১ সের, দুগ্ধ ১ পোয়া, জল ৩ পোয়া।

উপরোক্ত জল, চিনি ও দুগ্ধে রস প্রস্তুত কর। তাহার পর একখানি কড়াতে ঘৃত ঢালিয়া খুন্তিদ্বারা নাড়িতে থাক। সুজি ও ময়দা উহাতে ঢালিয়া দাও। সুজি ময়দা ভাজা ভাজা হইলে চিনির রস ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। এইরূপে নাড়িতে নাড়িতে জলের ভাগ মরিয়া আসিলে মোহনভোগের আকার

ধারণ করিবে, তখনই নামাইয়া রাখ। যদি কেহ পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্ দিবার ইচ্ছা করেন তবে ঘৃত দিয়া ১ ছটাক পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া তবে সুজি ইত্যাদি দিতে হইবে।

খাজা।

ময়দা ১ সের, ঘৃত ১ সের, চিনির রস ১ সের। ময়দা ১ পোয়ায় ঘৃতের ময়ান দিয়া খুব দলিতে হইবে। উত্তমরূপ দলা হইলে লেচি কাটিয়া এক একটীকে বেলিতে হইবে; বেলিবার সময় একটু কারিকুরি আছে। একবার বেলিয়া পাতের মত করিবে, তাহার উপর একটু ঘৃত দিয়া দুই ভাঁজ করিয়া আবার বেলিতে হইবে। আবার ঘৃত দিয়া আবার দুই ভাঁজ করিয়া বেলিতে হইবে। এইরূপে যত ভাঁজ হইবে খাজারও তত পাপড়ি হইবে। খাজার পাপড়িগুলি যাহাতে খুব পাতলা হয় তাহা করা চাই। তাহার পর এক একখানি করিয়া খাজা বেলিতে ও অবশিষ্ট ঘৃত টুকু কড়ায় চাপাইয়া এক একখানি ভাজিবে। যেমন এক একখানি ভাজা হইবে, অমনি ঘৃত ঝাড়িয়া রসে ডুবাইবে। রসে ডুবাইয়া একটি পাত্রে রাখিবে। এইরূপে সকলগুলি ভাজা ও রসে ডুবান হইলে যে রস টুকু বাকী থাকিবে, সে টুকু তাড়ু দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে সাদা হইলে খাজা প্রস্তুত করা হইল।

মতিচুর।

ছোলার দাউলের বেসম ১ সের, ঘৃত ১ সের, চিনির রস ১ সের, বাঁধা দধি ১ পোয়া।

বেসমে ১৷৷০ তোলা ঘৃতের ময়ান দিয়া মাখিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে বেশ মিশ্রিত হইয়াছে তখন তাহাতে দধি দিয়া খুব ফেটাও; ফেটাইতে ফেটাইতে যখন উহাতে ফেণা উঠিবে বা উহার এক টুকরা জলে ফেলিলে ভাসিবে, তখন সমস্ত ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া পাকিয়া আসিলে একখানি ক্ষুদ্র ছিদ্র-বিশিষ্ট ছাতা (সাঞ্জা) ঘৃতের উপর ধরিয়া বেসমের গোলা দিয়া ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন কর; করিলে যে ছোট ছোট বুঁদিয়া হইবে, সে গুলি উত্তমরূপে ঘৃতে ভাজিয়া তিনতারবন্দ রসে ডুবাইতে হইবে। তাহার পর নাড়া চাড়া করিতে করিতে যখন বুঁদিয়াগুলির গায়ে রস মরিয়া আসিবে তখন অল্প জলে বা ঘৃতে হাত ভিজাইয়া লাড়ু বাঁধিলেই মতিচুর হইল।

সুইজরলণ্ডের পিষ্টক।

ডিম ৪ টা, ময়দা, চিনি, মাখন ডিমের সহিত সমান ওজন। গোলাপ জল বড় এক চামচ, লেবুর রস ১০ ফোঁটা।

ডিম কয়েকটী ভাঙ্গিয়া তাহাদের শুভ্রাংশ ও হরিদ্রাংশ পৃথক পৃথক রাখ। হরিদ্রাংশ চিনি দিয়া মাখিয়া লও। বেশ মিশ্রিত হইলে গোলাপজল ও লেবুর রস দিয়া আবার মাখ। মাখন গরম করিয়া ময়দাতে মাখাও। বেশ মিশিয়া গেলে তাহাতে ডিমের সাঁদা অংশ দিয়া আবার মাখ। পরে চিনি মিশ্রিত ডিম ও ময়দা মিশ্রিত মাখন একত্র করিয়া বেশ করিয়া মিশ্রিত কর। একটী টীনের ঠোঙ্গার মত পাত্রে মাখন মাখাইয়া তাহাতে উক্ত দ্রব্য রাখ। রাখিয়া তদ্রূপে আর একটি পাত্রে ঢাকা দিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চাপাও এবং মধ্যে মধ্যে

উল্টাইয়া দাও। আধঘণ্টা পরে নামাও; তাহা হইলেই পিষ্টক প্রস্তুত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আচার চাটনি ইত্যাদি।

ওলের চাট্‌নি।

ওল ১ পোয়া, বীজরহিত পাকা তেঁতুল ১॥০ পোয়া, ভাল গুড় বা চিনি ১ পোয়া, উত্তম সরিষার তৈল ১॥০ পোয়া, লবণ ৪ তোলা, হরিদ্রা বাটা ১॥০ তোলা, কাল সরিষা বাটা ২ তোলা, ভাজা পাঁচফোড়নের গুঁড়া ৫ আনা।

ওল গুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বরফির মত কাটিয়া উত্তমরূপে সাত আটবার ধৌত করিয়া তাহার জল ঝাড়িয়া লইবে। তাহার পর ১ ঘণ্টা জলে ফেলিয়া রাখিয়া আবার ওলগুলিকে ৪। ৫ বার ধৌত কর। ধুইয়া গরম জলে সিদ্ধ কর। সুসিদ্ধ হইলে জল গালিয়া ফেলিয়া দাও। আবার একবার শীতল জলে ধোও। ধুইয়া তাহার গায়ে জল না থাকে এমত ভাবে শুষ্ক কর। একটী পাত্র আগুণে চড়াইয়া তাহাতে তৈল দিবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ওলগুলি দিয়া সেগুলি ভাজা ভাজা হইলে হরিদ্রাবাটা, সরিষাবাটা ও বলণ দিয়া নাড়া চাড়া কর। পরে ১ সের জলে তেঁতুল গুলিয়া ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। কিছু-ক্ষণ জ্বালে ফুটিতে ফুটিতে ওলগুলি গলিয়া গেলে গুড় বা চিনি দিয়া নাড়িতে হইবে। যখন উহা কাদার মত হইয়া আসিবে

তখন অবশিষ্ট তৈল দিয়া নাড়িয়া দিবে। ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া গুঁড়া মসলাগুলি দিয়া নাড়া চাড়া কর। তাহার পরে প্রস্তর বা মৃৎপাত্রে নামাইয়া রাখ।

দধির গোলাপী চাট্‌নি।

দধি ১ সের, পাতি বা কাগজী লেবুর রস আধপোয়া, চিনি ১ পোয়া, জল আধ পোয়া, লবণ ৩ তোলা, গোপালজল আধ পোয়া, কেওড়া আধছটাক, বরফ ১ পোয়া।

জলে চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া লও, একটী পাত্রে দধি, চিনি, লবণ মিশাইয়া নাড়িতে হইবে। যখন দেখিবে সমস্ত মিশিয়া দধি ঘোলের মত হইয়াছে, তখন তাহাতে গোলাপজল ও কেওড়া দিয়া রাখিতে হইবে। পরিবেষনের সময় বরফ দিয়া দিবে।

আনারসের চাট্‌নি।

আনারস কোটা ১ সের, কলিচূণ ১ তোলা, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, চিনি আধ পোয়া, গোটা সরিষা ১ আনা, সরিষাবাটা ৩ তোলা, লেবুর রস ১ ছটাক, কিসমিস ২ ছটাক, ছোটএলাইচের দানা ১ আনা, ঘৃত আধ ছটাক।

আনারস কুটিয়া চূণ মাখাইয়া বেশ করিয়া ধুইবে, ধৌত করিয়া লবণ মাখিবে, আবার ধুইবে। তাহার পরে হরিদ্রা বাটা মাখাও। একটী হাঁড়িতে জল দিয়া জ্বালে চড়াইবে। জল ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে আনারসগুলি দিবে। আনারস সুসিদ্ধ হইয়া আসিলে তাহাতে সরিষাবাটা, চিনি, লবণ, কিস-

মিস্ ও লেবুর রস দিয়া এক ফুটের পর নামাইয়া হাঁড়িটী পরিষ্কার করিবে। পরিস্কার করিয়া তাহাতে ঘৃত দিয়া তাহার গাঁজা মরিয়া আসিলে এলাইচের দানা এবং গোটা সরিষা দিয়া হাঁড়ির মুখবন্ধ করিয়া দিবে। সরিষার চুড় চুড় শব্দ হইলে ঢাকনি খুলিয়াই তাহাতে ঝোলের সহিত আনারস গুলি ঢালিয়া দিও। ফুটিয়া উঠিলে নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া রাখ।

কাঁচা আমের আচার।

কাঁচা আম ১ সের, আদাবাটা ৩ তোলা, কালজিরা ১॥० তোলা, লবণ ৪॥० তোলা, রসুন ১॥० তোলা, তৈল আবশ্যক মত অর্থাৎ যতটকু পরিমাণে আচার ডুবান হইতে পারে।

আঁবগুলির খোসা ছাড়াইয়া কুশী বাহির কর ও খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট। সেগুলিকে ছেঁচিয়া নিংড়াও। বেশ নিংড়ান হইলে কালজিরা, রসুন বাটা, আদাবাটা, লবণ মিশাইয়া গোলাকারণে দলা বাঁধ। এক একটী দলা পাতায় মুড়িয়া রোদে শুকাইবে। শুকাইয়া শক্ত হইলে পাতা ছাড়াইয়া তৈলে ডুবাইয়া রাখিলেই আচার প্রস্তুত হইল।

কাঁচা আমের সহিত দুগ্ধের চাট্‌নি।

কাঁচা আম্র সিদ্ধ করিয়া তাহার শাঁস, দুগ্ধ ও চিনি এক সঙ্গে গুলিয়া লও। আম্র ও চিনি এরূপে মিশাইতে হইবে যে তাহাতে যেন অম্ল এবং মিষ্ট না হয়। এই মিশ্র পদার্থ বড় রসনাতযোক।

আমের ঝালদার চাট্‌নি।

কাঁচা আমের খোসা ছাড়াইয়া লম্বা ধরণে ফালি ফালি করিয়া কাটিয়া লও। খুব কচি হইলে কুশী বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। আম্রখণ্ডগুলিতে চূণ মাখাইয়া ১ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখ। পরে শীতল জলে ধুইয়া লও, যেন চূণ না থাকে। জল শুকাইয়া একটি পাত্রে রাখ এবং খাঁটি সরিষার তৈল তাহাতে ঢালিয়া দাও; সেগুলি যেন ভাসা ভাসা হইয়া থাকে। তৈল দেওয়ার পর লবণ দিয়া গোটা লঙ্কা লম্বা ভাবে চিরিয়া তাহাতে দাও। তাহার পর ৮।১০ দিন উপর্য্যুপরি রৌদ্রে রাখিলেই চাট্‌নি প্রস্তুত হইল।

গোলাপজলের চাট্‌নি।

জলে তেঁতুল ভিজাইয়া গুলিয়া লও। পরে আবশ্যক মত চিনি ও লবণ মিশাইয়া একখানি পরিষ্কার নেকড়ায় ছাঁকিয়া লইলেই গোলাপী চাট্‌নি প্রস্তুত হইল।

কৎবেলের চাট্‌নি।

পাকা কৎবেলের শাঁস ১ পোয়া, চিনি আধ পোয়া, দধি ১ পোয়া, কিস্‌মিস্ আধপোয়া, ছোট এলাইচের দানা ১ আনা, হরিদ্রা বাটা ৪ আনা, গোটা সরিষা ২ আনা, সরিষা বাটা ৮ আনা, ঘৃত ॥০ তোলা, লবণ ১ তোলা, জল একপোয়া।

পাকা কৎবেল ভাঙ্গিয়া তাহার মাড়ি বাহির কর। তাহাতে জল দিয়া চট্‌কাও। জলের সঙ্গে মিশিয়া গেলে দধি, চিনি,

লবণ, হরিদ্রা বাটা মিশ্রিত কর। এখন সাদা নেকড়ায় ছাঁকিয়া লও। হাঁড়ি জালে চড়াইয়া সমুদয় ঘৃত ঢালিয়া দাও; যখন দেখিবে উহা পাকিয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে গোটা সরিষা ছাড়িয়া দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ কর। সরিষা ফোটার শব্দ হইলে কৎবেলের গোলা ঢালিয়া দিয়া সরা চাপা দাও। দুই একবার ফুটিলেই গাঢ় হইয়া আসিবে, তখন নাড়া চাড়া করিয়া নামাও। বলা বাহুল্য যে চাট্‌নি রাঁধিবার সময় কোন ধাতু-পাত্র ব্যবহার করিবে না।

ঝাল কাসুন্দি।

সরিষা ৫ সের, রাই সরিষা আধ সের, ধৌত খোসা ছাড়ান কাঁচা আম্রখণ্ড আধ মণ, লবণ দেড় সের, খাঁটী সরিষার তৈল ১ সের।

সরিষাগুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া চারি পাঁচ বার ধুইয়া লইবে। তাহার পরে সে গুলিকে উত্তমরূপে শুকাইবে। শুষ্ক হইলে উত্তমরূপে গুঁড়া কর। সেই সরিষা গুঁড়ায় গরম জল ঢালিয়া দিয়া কাটীদ্বারা নাড়া চাড়া করিবে। আধ ঘণ্টা আন্দাজ ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে কাদার মত হইবে। দশ দিন পর্য্যন্ত উহা রৌদ্রে শুষ্ক কর। অনন্তর আম্রগুলি ঢেঁকিতে কুটিয়া ২ দিন রৌদ্রে শুষ্ক কর। তাহার পর সরিষা, আম্র, লবণ, তৈল মিশাইয়া লই-লেই ঝাল কাসুন্দি হইল।

তেঁতুল কাসুন্দি।

তেঁতুল ৩ সের, সরিষা ৫ সের, লবণ ১॥০ সের, খাঁটী সরি-ষার তৈল ॥০ সের।

সরিষা গুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইবে ও গুঁড়া করিবে। তেঁতুল গুলিয়া ছাঁকিয়া রৌদ্রে ৮ দিন শুষ্ক কর। ঐ সময়মধ্যে উহা আটার মত হইবে। ফল কথা ৮ দিনেই হউক আর ১০ দিনেই হউক ঐরূপ করিতে হইবে। তাহার পর সরিষা গুঁড়া, তেঁতুল, লবণ, তৈল এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাও। তাহা হইলেই তেঁতুল কাসুন্দি হইল।

বৌ কাসুন্দি।

আম্র ২ শত, সরিষা ৫ সের, তৈল ১ সের, লবণ ১॥০ সের। পূর্ব্বোক্তরূপে সরিষাকে ধুইয়া বাছিয়া শুকাইবে ও পশ্চাৎ গুঁড়া করিবে। গুঁড়া হইলে ৮০টী আমের খোসা ও আঁটী ছাড়াইয়া আম্রখণ্ডগুলি উত্তমরূপে কুটিয়া লইতে হইবে। পরে কুটিত আম্র, সরিষার গুঁড়া আধ সের ও লবণ এক সঙ্গে মিশাইয়া ৩ তিন দিন রাখিবে। চারিদিনের দিন আবার ৮০টী আম্র পূর্ব্ববৎ কুটিয়া তাহাতে আধ সের লবণ মিশাইয়া তাহার সহিত মাখিতে হইবে। তাহার ৩ দিন পরে ফের ৪০টী আম্র কুটিয়া আধ সের লবণের সহিত তাহাতে মাখিবে। শেষে ১ সের তৈল দিয়া চট্‌কাইয়া লইলেই বৌকাসুন্দি প্রস্তত হইল।

বিলাসাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিলাস দ্রব্য।

বিলাস সভ্যতার অঙ্গীভূত বলিলে অত্যুক্তি হয়না। যেরূপ খাদ্য ও পরিধেয় হইলেই আমাদের জীবনরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তাহার বাড়াবাড়ি হইলেই উহা বিলাসিতায় পরিণত হয়। দাউল ডালনা ভাত খাইলে এবং ধুতি চাদর পিরাণ হইলেই গৃহস্থলোকের জীবনযাত্রা এক রকম মোটামুটী চলিয়া যায়, কিন্তু মনুষ্যের মন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, মনুষ্যমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অভাব সৃষ্টি করা। আজি যে একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, সে যদি বিনাকষ্টে সেই একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারে তাহা হইলে অন্নের উপর দুইটা ভাল তরকারির জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়। সেই আকাঙ্ক্ষা হইলে তাহার মন তাহাতেও নিশ্চিন্ততা লাভ করিতে পারে না। কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব, পোলাও খাইবার জন্য ইচ্ছা করে। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আকাঙ্ক্ষাই বিলাসের জননী। সাধারণ মনুষ্যমাত্রেরই মনে আকাঙ্ক্ষা এবং তাহা পরিপূরণের চেষ্টা আছে, সুতরাং তাহারা সকলেই বিলাসপ্রিয়। লোকের আকাঙ্ক্ষা

যতই বাড়িতেছে, দেশ মধ্যে বিলাসসাধনেরও তত অনুষ্ঠান হইতেছে। বিলাস অর্থের ঘোরতর শত্রু। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের বৃদ্ধি। সভ্য ভব্য বলিয়া দশজনের কাছে পরিচিত হইতে হইলে অর্থ শত্রু হইলেও লোকলজ্জায় পড়িয়া বিলাসের আশ্রয় লইতেই হয়। আজি কালি আমাদিগের দেশের মহিলাগণের মধ্যে সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করার অভ্যাস এক প্রকার সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। সে বিষয়ে ও বিলাস সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিতে চাহি, এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিলে অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইবে।

গাত্রমার্জ্জন।

ভগ্নি বিন্দু! আজি কালিকার অনেক স্ত্রী-লোকেরই সাবান দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করা অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু সাবানে খরচ বেশী, আমাদের মত গৃহস্থঘরের মেয়েদের বেশ অন্য উপায় আছে। সাবানে চর্ব্বি মিশান থাকে বলিয়া অনেক সেকেলে স্ত্রীলোক স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করেন। সাবান ছুঁইলে ধর্ম্ম যায় বা থাকে সে অনেক কথার কথা, সেকথা বলিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। গুরুজনদিগের যদি তাহাতে আপত্তি থাকে, তবে সে কাজ করিয়া তাঁহাদের মনে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশে গাত্র-মার্জ্জনা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার অতি সহজ উপায় আছে। তাহাতে বহু অর্থব্যয়ও নাই। বেসম দিয়া গাত্রমার্জ্জনা করিলে গা বেশ পরিষ্কার হয়, অতএব তাহাই করিবে।

দেহরঞ্জন।

কদম্বপত্র, লোধ ও অর্জ্জন পুষ্প একত্র পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ দূর হয়।

এলাইচ, শঠী, তেজপত্র, রক্তচন্দন, হরিতকী, মুথা, কুড়, জটামাংসী, শৈলজ, দনা, পদ্মকাষ্ঠ একত্র মর্দ্দন করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে গাত্র সুগন্ধময় হইয়া থাকে।

হরিতকী, মুথা, চন্দন, নাগকেশর, বেণার মূল, লোধ, কুড়, হরিদ্রা একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রের ঘর্ম্মজন্য গন্ধ দূর হয়।

চন্দন, বেণার মূল, বালা, তেজপত্র, কুলআঁটি, অগুরু চন্দন, নাগেশ্বর, এই সকল দ্রব্য একত্র জলে পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্র সুগন্ধময় হইবে।

তিল, সর্ষপ, দারু হরিদ্রা, দূর্ব্বা, গোরচনা ও কুড় এই সকল দ্রব্য ঘোলের সহিত মর্দ্দন করিয়া শরীরে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ দূর হইয়া সুগন্ধ হয়।

হরিতকী ও মুথা সমভাগ, কুড় চতুর্থভাগ, নখী অর্দ্ধভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রে সদ্গন্ধ হইয়া থাকে।

ধন্যা, বচ, শৈলজ ও লোধ সমভাগে পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের ব্রণ নষ্ট হয়।

শ্বেত সর্ষপ ও তিল একত্র দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে সপ্তাহ মধ্যে মুখের নীল ব্রণ নষ্ট হইয়া মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়।

মরিচ, গোরচনা একত্র পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে যৌবনকালের মুখজাত সকল রকম ব্রণ নষ্ট হইবে।

মনঃশিলা, লোধ, হরিদ্রা, দারুচিনি ও সর্ষপ সমভাগে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখের কৃষ্ণতা ঘুচিয়া কান্তি বৃদ্ধি হয়।

মুখরঞ্জন।

দারুচিনি, এলাইচ, নখী, জাতিফল, শিলারস, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা করিবে। ইহার এক একটী বটী তাম্বুলের সহিত দিবা ও রাত্রিতে পানের সহিত ভক্ষণ করিলে মুখে সুগন্ধ হয়।

আমের আঁটী, জামের আঁটী ও পদ্মমূল একত্র পেষণ করিয়া মধুর সহিত রাত্রিতে মুখে ধারণ করিলে মুখে অতি সদ্‌গন্ধ হয়।

মুরামাংসী, নাগেশ্বর, কুড় এই সকল চূর্ণ করিয়া যে স্ত্রী একপক্ষ কাল প্রাতঃ ও সায়ং সময়ে মুখ ধৌত করিবে, তাহার মুখে চিরদিন কর্পূরের ন্যায় গন্ধ থাকিবে।

যে ব্যক্তি পিপ্পলী চূর্ণ, ঘৃত ও মধু একত্র ভক্ষণ করে, এক মাস মধ্যে তাহার মুখে কেতকী পুষ্পের ঘ্রাণ পাওয়া যাইবে।

কেশরঞ্জন।

তিল বৃক্ষের মূল, গব্য দুগ্ধ ও লোধ সমান ভাগে গব্য ঘৃতের সহিত সপ্তাহ কাল মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশ ঘন ও দীর্ঘ হয়।

হস্তীদন্ত দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্মে কালী প্রস্তুত করিবে; সেই কালীর সহিত তুল্য পরিমাণে রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিতে হইবে। তাহার পর উহা মস্তকে লেপন করিলে যত দিনের টাক হউক নষ্ট হইবে এবং তাহার উপর সুন্দর কেশ বিনির্গত হইবে।

পরিষ্কৃত চর্ব্বি ১ ছটাক, একড্রাম ভার্বেনা অয়েল একত্র করিয়া চুলে মর্দ্দন করিলে চুল ঘন ও পুষ্ট হইয়া থাকে।

কাকলীর পত্র ও মূল, পীত ঝিণ্টী এবং কেতকীর মূল এই সকল ছায়াতে শুষ্ক করিয়া তাহার সহিত ভৃঙ্গরাজ ও ত্রিফলার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এই তৈল একটী লৌহপাত্র মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিবে। একমাস পরে ঐ তৈল উঠাইয়া কেশে মর্দ্দন করিলে কাশ কুসুমের ন্যায় শুভ্র কেশও ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিবে।

অপরাজিতা পুষ্প এরণ্ড তৈলে পাক করিয়া কেশে ম্রক্ষণ করিলে শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

নীলের পাতাকে চূর্ণ করিয়া তাহাতে অত্যল্প খদির মিশ্রিত করিয়া জলে গুলিলে যখন উহা কাদা কাদা হইবে, তখন মস্তকে দিয়া তাহার উপর একখানি কলা পাতা দিয়া তিন ঘণ্টা কাল বাঁধিয়া রাখিলে শুভ্র কেশ কৃষ্ণ বর্ণ হইবে।

পাথরের চূণকে সীসার সহিত ঘর্ষণ করিলে উহা পাংশুটে রঙ্গের মলমের মত হইবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতে একটু জল দিয়া পাতলা করা যাইতে পারে। তাহার পরে ঐ দুই দ্রব্য মাথায় দিয়া যতক্ষণ না চুল শুকায় ততক্ষণ রাখিয়া দিলে শুভ্রকেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে।

মুথা, সর্ষপ, বেণার মূল, হরিতকী, নখী ও আমলকী সমভাগে লইয়া একত্র পেষণান্তর কেশমূলে লেপন করিলে শুক্ল কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ভৃঙ্গরাজ, ত্রিফলা, কেশুর্ত্তা, নীলোৎপল ও লৌহ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, এই সকল চূর্ণের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল কেশে লেপন করিলে কেশ দৃঢ়, কৃষ্ণবর্ণ, কোমল ও কুটীল হইয়া থাকে।

লৌহমল, যবাপুষ্প, আমলকী এই সকল একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে তিনমাস কাল লেপন করিলে শুক্ল কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

চিরযৌবন লাভের উপায়।

গজ পিপ্পলী, কৃষ্ণকুড়, অশ্বগন্ধা ও বচ সমান ভাগে পর্য্যু-ষিত জলে মর্দ্দন করিয়া নবনীতের সহিত স্তনে লেপন করিলে কুচদ্বয় স্থূল হয়।

বচ ও দাড়িম্বের কল্কের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া লেপন করিলে নারীদিগের স্তনদ্বয় স্থূল ও অতি সুশ্রী হয়।

গাম্ভারীর রসের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া তুলা দ্বারা স্তনদ্বয়ের উপরি দিবে, ইহাতে স্তন উত্থিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-শাস্ত্র-বেত্তা চক্রপাণি দত্ত বলেন, যে যুবতী প্রথম ঋতু কালে তণ্ডুলোদকের নস্য গ্রহণ করিবে, তাহার স্তনযুগল চিরকাল স্থূল থাকে, কদাচ পতিত হয় না।

শুণ্ঠীচূর্ণ ৮০ তোলা, ৪ সের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া উহাকে এক সের তিল তৈলের সহিত পাক করিবে। পাক শেষে যখন ক্বাথ মরিয়া গিয়া তৈল মাত্র থাকিবে

তখন নামাইবে। সেই তৈলের নস্য গ্রহণ এবং এক পোয়া গরম দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন ২০ ফোঁটা করিয়া সেবন করিলে এক মাস মধ্যে স্ত্রীদিগের পতিত স্তন উত্থিত হয়

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিতে করিতে যখন কৃষ্ণবর্ণ হইবে ও তাহাতে পারার কোন চিহ্ন থাকিবে না, তখন উহাকে তিল তৈল অর্দ্ধ পোয়ার সহিত পাক করিবে। তৈল গরম হইয়া আসিলে শ্রীফলের শস্য সিদ্ধ করা ৪ তোলা উহার সহিত মিশাইয়া স্তনদ্বয়ে মর্দ্দন করিলে স্তনের কঠিনতা জন্মে এবং অবনত স্তন উন্নত হয়, ও বৃদ্ধা নারীও যুবতীর ন্যায় দেখায়।

শুক্লবর্ণ যবাকুল কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত একত্র পেষণ করিয়া স্তনের উপরিভাগে লেপন করিলে একমাস মধ্যে স্তনযুগল স্থূল হয়।

বচ, অশ্বগন্ধা, করবীপত্র ও গজ পিপ্পলী সদ্যোত্তোলিত করিয়া জলে পেষণ করিয়া স্তনমণ্ডলে লেপন করিলে স্তনযুগল কখন পতিত হয় না।

গাম্ভারী পত্রের রস, তিল তৈল ও জল সমভাগে লইয়া পাক করিবে ; তৈলভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে পট্টবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া কুচযুগলে লেপন করিলে স্তন দুইটী লৌহের ন্যায় দৃঢ় হইবে।

তেউড়ি, হরিদ্রা, বেলেড়া, খৈ ও সৈন্ধব সমান ভাগে লইয়া চতুর্গুণ জলে পাক করিবে। জলের চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিতে হইবে। এই ক্বাথের সহিত ক্বাথের চতুর্থাংশ তিল তৈল ও তিল তৈলের অর্দ্ধেক ঘৃত—

মহিস (ভয়সা) ঘৃত—একত্র পাক করিবে। যৎকালে ক্বাথ-ভাগ শেষ হইয়া স্নেহ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তৎকালে তৈলের পাক শেষ নিশ্চয় করিয়া নামাইবে। এই তৈলে একমাস কাল নস্ত গ্রহণ করিলে বালা কিম্বা বৃদ্ধার যৌবনোৎপাদন হইবে।

ইন্দ্রিয়গণের সজীবতা রক্ষা।

মূলা ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষুর কোন রোগ জন্মে না।

ত্রিফলার চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে জ্যোতি বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়।

মনঃশীলা ও অপামার্গের মূল চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরি-মাণে মধুর সহিত সেবন করিলে বধিরতা নষ্ট করে।

নন্দ্যাবর্ত্ত পলাশের মূল দন্তে চর্ব্বণ করিয়া কর্ণমূলে রাখিলে কর্ণের খোল নষ্ট হয়।

শুণ্ঠী, শর্করা ও মধু একত্র করিয়া ৪টী মটর একত্র করিলে যত বড় হয় তত বড় বটী করিয়া প্রতিদিন এক একটী খাইলে কণ্ঠ শোধিত ও স্বরশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

জাতীপত্র, পিপ্পলী, খৈ, ছোলঙ্গ, লেবুর পত্র ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কিন্নরের ন্যায় মধুর কণ্ঠ হইবে।

নির্লোম করণ।

পলাশ কাষ্ঠের ভস্ম ও হরিতালচূর্ণ সমান ভাগে জলে মিশ্রিত করিয়া যেখানে লোম আছে তথায় লাগাইয়া ২।৩ ঘণ্টা

রাখিয়া ধৌত করিলে সেখানকার সমস্ত লোম উঠিয়া যায়, আর জন্মে না।

সুপরিপাতার রসে গন্ধক পেষণ করিয়া লোমের মূলে লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ লোম উঠিয়া যায়।

হরিতাল ও শঙ্খচূর্ণ সোডার সহিত পেষণ করিয়া লোম-মূলে লাগাইলে লোম উঠিয়া যায়।

ছাগীদুগ্ধের সহিত হরিতাল পেষণ করিয়া লোমমূলে লাগাইয়া গাভীর উষ্ণ দুগ্ধের দ্বারা সেই স্থান ধৌত করিলে সেই স্থানে আর লোম জন্মিবে না। যাহা থাকিবে তাহা পড়িয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবিধ বিষয়।

গৃহের কীটাদি বিনাশের উপায়।

সোমরাজ গাছের পল্লব ও পত্র গৃহমধ্যে দগ্ধ করিলে সে গৃহের ছারপোকা মরিয়া যায়।

তারপিন, ধূনা, বসা, অর্জ্জুন বৃক্ষের মূল, ঝিঙ্গী, কেয়াগাছের মূল ও নখী এই সকল দ্রব্যে ধূপ প্রস্তুত করিয়া গৃহমধ্যে প্রজ্জ্বলিত করিলে সেই গৃহের সর্প, মশক ও মক্ষিকাদি বিনষ্ট হয়।

আকন্দের তূলাতে শলিতা করিয়া সরিষার তৈলে প্রদীপ জ্বালাইয়া ঘরে রাখিলে সে ঘরে ছারপোকা আসিতে পারে না; যদি আইসে তবে মরিয়া যায়।

জুতা পরিষ্কারের কালী।

হরীতকী, বহেড়া, আমলা সমান ভাগে লইয়া বেশ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ছাঁকিবে। তাহার পর তাহাতে সামান্য হীরাকশ মিশাইয়া ভিনেগারে ভিজাইলে দিব্য জুতার কালী প্রস্তুত হয়।

শুধু হীরাকশের গুঁড়া এবং অল্প ভিনেগার একত্র মিশাইলেও একপ্রকার জুতার কালী হইতে পারে, কিন্তু উহা ততটা ভাল হয় না।

ভূষা, হরিতকী, বহেড়া, আমলা ও মাজুফল একত্রে অতি সূক্ষ্ম গুঁড়া করিয়া য়্যাশিটিক্ য়্যাশিডের সহিত মিশ্রিত করিলে অত্যুৎকৃষ্ট জুতার কালী প্রস্তুত হয়।

গ্যালিক্ য়্যাশিড, ভিনেগার ২।৪ ফোঁটা ও হীরাকশ একত্র করিলেও জুতার কালী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পশমের কাপড় পরিষ্কার করিবার উপায়।

রিটাফলকে কাটিয়া জলে ভিজাইলে যখন তাহা হইতে ফেণা উঠিতে থাকিবে, তখন তাহাতে যে কোন পশমী বা রেশমী কাপড় ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া কোন কাঠের তক্তায় আছাড় দিলে তাহার যত ময়লা সমস্ত পরিষ্কার হইয়া দিব্য রং হইবে।

কেহ কেহ পুরাতন দেশী কুষ্মাণ্ডের জলে পশমী কাপড় ভিজাইয়া পরে উপরোক্ত প্রকারে রিটাফলের সহিত ভিজাইয়া পশমী কাপড় পরিষ্কার করিয়া থাকেন।

সাবানের জলেও পশমী কাপড় পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু অগ্রে রিটাফলের জলে ভিজাইলে খুব পরিষ্কার হয়।

সূতার কাপড় পরিষ্কার করিবার উপায়।

সাবানের জলে ধৌত করিলে যেমন ময়লা হউক না কেন সূতার কাপড় পরিষ্কার হয়।

সাজিমাটীর জলেও প্রায় তদ্রূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের রজকেরা সাবান বা সাজিমাটীর জলে ময়লা কাপড় মাখিয়া তাহাকে জলসমেত আগুণে চাপাইয়া জ্বাল দেয়। পরে কাপড় সিদ্ধ হইলে নামাইয়া কাষ্ঠের উপর আছাড় মারিয়া পরিষ্কার করে এবং তাহার পরে ধৌত কাপড়ের উপর আতপ তণ্ডুলের মণ্ড ছড়াইয়া দিয়া কাপড় খড়খড়ে করে, তাহার পর ভাঁজিয়া ইস্ত্রী দলেই উত্তম পরিষ্কার করা হইল।

সুগন্ধি গোলাপজল প্রস্তুত করণ।

৩ আউন্স রেক্‌টিফায়ড্‌ স্পিরিটে ১২ ফোঁটা গোলাপী আতর দিয়া কিয়ৎক্ষণ নাড়িলে আতরটুকু স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে। তাহার পর তাহাতে ১২ আউন্স পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট গোলাপজল প্রস্তুত হইল।

সুগন্ধী মহুরীর জল প্রস্তুত করণ।

আনিয়া অয়েল ১ আউন্স, রেক্‌টিফায়ড্‌ স্পিরিট ৩ আউন্স একত্রে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া স্পিরিটের সহিত আনিয়া আয়েল সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইলে তাহাতে জল ২০ আউন্স দিয়া বোতলে বন্ধ করিলেই উৎকৃষ্ট মহুরীর জল প্রস্তুত করা হইবে।

ভার্ব্বেনার সুগন্ধি জল।

ভার্ব্বেনা অয়েল ৪ ড্রাম, রেক্‌টিফায়ড্‌ স্পিরিট ৩ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ২০॥০ আউন্স জল মিশাইলেই সুন্দর ভার্ব্বেনার জল প্রস্তুত করা হইল।

লেবুর সুবাসিত জল।

লেমন অয়েল ৩ ড্রাম, রেক্‌টিফায়েড্‌ স্পিরিট ৩ আউন্স একত্র মিশাইবে; তাহার পর তাহাতে ২০ আউন্স জল মিশ্রিত করিলেই সুন্দর লেবুর গন্ধ-বিশিষ্ট জল প্রস্তুত করা হইল।

যত প্রকার সুবাসিত তৈলবৎ বিলাতী গন্ধ দ্রব্য আছে, সকলকেই স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে। এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশাইয়া সেই মিশ্র পদার্থে পরিমাণ মত জল মিশ্রিত করিলেই সুন্দর সুগন্ধী জল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সুবাসিত অত্যুৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়।

১ বোতল নারিকেল তৈলে গ্রাস্‌ অয়েল ২ ড্রাম মিশ্রিত করিলে লেবুর গন্ধযুক্ত তৈল প্রস্তুত হয়।

নারিকেল তৈল ১ বোতল, গ্রাস্‌ অয়েল ১ ড্রাম, লেমন অয়েল ২ ড্রাম একত্র মিশাইলে যে সুগন্ধী তৈল প্রস্তুত হয়, তাহার গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

নারিকেল তৈল ১ বোতল, গ্রাসঅয়েল ১ ড্রাম, নিরোলি ২ ড্রাম, ভার্ব্বেনা অয়েল ১ ড্রাম একত্র মিশাইলে উত্তম তৈল প্রস্তুত হয়।

নারিকেল তৈল ১ বোতলে চন্দন তৈল ২ ড্রাম ও নিরোলী ১ ড্রাম মিশ্রিত করিয়া একদিন রাখিয়া ব্যবহার করিলে ২৪ ঘণ্টারও অতিরিক্ত গন্ধ থাকিবে।

নারিকেল তৈল ১ বোতল, অটোডি রোজ ৮ ফোঁটা, ভার্ব্বেনা অয়েল ১ ড্রাম, চন্দন তৈল ১ ড্রাম এবং নিরোলী ১ ড্রাম উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে যে তৈল প্রস্তত হয়, তাহার গন্ধ বড়ই রমণীয় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

এক বোতল নারিকেল তৈলে পচাপাতা, দনা, অগুরু চন্দন পদ্মকাষ্ঠ, গোলাপফুল, শৈলজ, জটামাংসী, নখী (ঘৃতে ভাজিয়া), চন্দন, মেথী, আমলা, লোধ, নালুকা এবং গন্ধতৃণ দশদিন ভিজাইয়া রাখিলে ঐ তৈলে অতি সুন্দর গন্ধ হয়। নিয়মিত সময় শেষে মসলাগুলি ছাঁকিয়া ১ আনা মৃগনাভি সেই বোতলে দিয়া রাখিলে তাহার মনোমুগ্ধকর গন্ধ কিছুতেই নষ্ট হয় না। ইহা-দ্বারা মস্তক শীতল ও চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, শিরোবেদনা নষ্ট এবং স্মৃতিশক্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে।

তৈলে রং করিতে হইলে তাহাতে আবশ্যক মত "য়্যাল-কোহল রুট" মিশাইলে সুন্দর লাল রং হয়। ইচ্ছা করিলে বাদামের তৈলে কিম্বা অলিভ অয়েলেও উক্ত প্রকার সুগন্ধী তৈল প্রস্তুত করা যায়।

সঙ্গীত।

ভাই বিন্দু! তোমাকে আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দিতে দিতে অনেক অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলিলাম। সংসারে জ্ঞানের তুল্য বহুমূল্য সামগ্রী আর নাই। মনুষ্য যতই দীর্ঘজীবী হউক না, চিরদিন জ্ঞানান্বেষণে নিযুক্ত থাকিলেও সকল বিষয়ের সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। সংসারে যাহা শিক্ষা

করিবে তাহাই কাজে আসিবে। সঙ্গীত চিত্তবিনোদনের একটী প্রধান উপায়। সময় ও সুবিধা পাইলে ব্রহ্মবিষয়ক সঙ্গীত শিক্ষা করিবে ও সঙ্গীতে বিভুগুণ গান করিবে। অদ্য কয়েকটী গীত তোমার চিত্তবিনোদনের জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি, এই গুলি অনেক সময়ে তোমার আনন্দদায়ক হইবে।

রাগিণী পিলু বারোঁয়া।—তাল ঠুংরি।

নয়ন মুদে ভাব সেই সত্য সনাতন।
বাক্য মন অগোচর নিখিল কারণ॥
শোক তাপ দূরে যাবে. রিপুগণ পলাইবে,
অনায়াসে এড়াইবে ভব বিড়ম্বন।
ধরা জল বহ্নি ব্যোম, সমীরণ সূর্য্য সোম,
যাঁহার মহিমা গান করে অনুক্ষণ॥

রাগিণী বারোঁয়া।—তাল ঠুংরি।

প্রভু আমি এই ভিক্ষা চাই। তোমারি চরণ সেবায় জীবন কাটাই। চাহি না ধন মান, চাহি না পরিজন, চাহি তব সঙ্গ সদাই॥

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

পতিত দেহ দরশন। পাপের কূপেতে আমি হতেছি মগন। নাহি তব পদে মতি, নাহি প্রভো প্রেমভক্তি, নিরাশ্রয় জনে কর কৃপা বিতরণ॥”

সম্পূর্ণ।
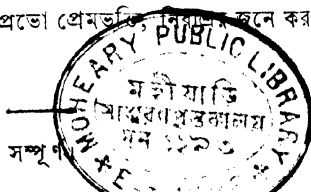
গ্রন্থকারের উক্তি।

প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়ের যুক্তি ও পরামর্শ মত আমি এই "গৃহস্থ-জীবন" নামক পুস্তকখানি লিখিয়াছি। আমার পরিশ্রমের উচিত মূল্য দিয়া তিনি এতৎ-গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। অতএব এই গ্রন্থে আমার বা আমার উত্তরাধিকারীদিগের কোন স্বত্ত্ব থাকিবে না। প্রসাদ বাবুই ইহার স্বত্ত্ব যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।

ভাঙ্গামোড়া।
৮ই জানুয়ারী—
১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।
"মহারাণী ভিক্টোরিয়া" প্রণেতা।

সূচি পত্র।

গৃহস্থ-জীবন।

(স্ত্রীশিক্ষা, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, তন্ত্রমন্ত্র, ইন্দ্রজালাদি ভোজবিদ্যা,
দ্রব্যগুণ, পাকপ্রণালী ও গৃহস্থালীর অবশ্যজ্ঞাতব্য
কতিপয় বিষয় সরল ও সুখপাঠ্য ভাষায়
উপন্যাসচ্ছলে লিখিত।)

"মহারাণী ভিক্টোরিয়া" প্রণেতা

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্তপ্রণীত।

১৩নং যোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

মাণিকতলা ষ্ট্রীট—২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

নূতন বাল্মীকি যন্ত্র।

শ্রীউদয়চরণ পালদ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩ বঙ্গাব্দ।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের গৃহস্থঘরে যে সকল বিষয়ের নিত্য প্রয়োজন, তৎ-সাধনোপযোগী জ্ঞান একত্রে লাভ করা যায় এমন এক-খানিও পুস্তক নাই দেখিয়া, আমি "গৃহস্থ-জীবন" পুস্তক-খানি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইল তাহাই যে প্রচুর এমন কথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু গ্রন্থ খানির আকার-প্রকারাদি বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে যে সকল বিষয় লিখিত হইল তাহাতে গৃহস্থের সম্যক অভাব পূরণ না হইলেও যথেষ্ট হইয়াছে। বারান্তরে আমরা ইহার কলেবরবৃদ্ধির সহিত আরও বহুবিধ বিষয় সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়া যাহাতে "গৃহস্থ-জীবন" আপনার নাম সার্থক করিতে পারে তদ্বিষয়ে পরিশ্রমের ক্রটী করিব না। এক্ষণে "গৃহস্থ-জীবন" পাঠে যদি পাঠকগণ কিছু মাত্র উপকার লাভ করেন তাহা হইলেই শ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব।

১৩নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
৮ই জানুয়ারী ১৮৮৭।

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

স্বপ্নেও ভাবিনাই যে এক মাসের মধ্যেই "গৃহস্থ-জীবন" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে হইবে। এবার একে-বারে অধিক সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছি, কিন্তু গ্রাহক-সংখ্যা উত্তরোত্তর যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে ভরসা করি যে, শীঘ্রই তৃতীয় সংস্করণ "গৃহস্থ-জীবন" প্রকাশ করা আবশ্যক হইবে।

"গৃহস্থ-জীবন" দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হইল। "মন্ত্রাধ্যায়ের" কতকগুলি মন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি নূতন মন্ত্র সন্নি-বেশিত করা হইল। আশা করি স্বদেশীয়গণ পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

৮৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭।

প্রকাশক।